করিয়াই নাস্তিক অপবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফল বিবে পরম-
করিতে গেলে, ঈশ্বরাপলাপকারীরাই প্রকৃত নাস্তিক। নাস্তিক আস্তিক, উভয় দর্শন মিলিত করিলে সমুদায়ের সংখ্যা ছয়। আস্তিক দর্শন তিন ও নাস্তিক দর্শন দুই। প্রাচীন আচার্য্যগণ অষ্টাদশ বিদ্যার গণনা স্থলে সাংখ্যকে ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে গণ্য করিয়া "মীমাংসা ন্যায় এব চ" এই বলিয়া মীমাংসা ন্যায় এই দুইটীকে পৃথক্ করিয়া বলিয়াছেন। আবার শাস্ত্রপল্লবে, "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং" এই বলিয়া সাংখ্যের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। সে অনুসারে আস্তিক দর্শন প্রধানতঃ তিন হয়, অধিক নহে। তবে যে ষড়্দর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কেবল প্রসিদ্ধি নহে, গ্রন্থভেদও দৃষ্ট হয়, তাহার সংগতি এইরূপ,—

আস্তিক দর্শন।

ন্যায় দুই।		সাংখ্য দুই।		মীমাংসা দুই।	
গৌতম কৃত	১	কপিল কৃত	১	জৈমিনি কৃত	১
কণাদ কৃত	১	পতঞ্জলি কৃত	১	ব্যাস কৃত	১

গৌতমের কৃত ন্যায়, কণাদের কৃত বৈশেষিক, কপিলের কৃত নিরীশ্বরসাংখ্য, পতঞ্জলির কৃত সেশ্বরসাংখ্য অর্থাৎ যোগশাস্ত্র, জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসা, ব্যাসের কৃত উত্তরমীমাংসা। উত্তরমীমাংসা বেদান্ত নামে প্রসিদ্ধ।*

নাস্তিক দর্শনেরও এইরূপ প্রস্থান ভেদ আছে। যথাঃ—

* বিস্তরকৃতস্য কণাদস্য কপিলস্য পতঞ্জলেঃ।
দর্শনং তত্ত্বৈ[illegible]মিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েব হি॥"
সাংখ্যপ্রবচন

পরম- ত্রাণু- জ্ঞানাং স্বতন্ত্র। গবৎ- মহর্ষি- পিল- ... সংক্ষেপ সাংখ্য ষড়ধ্যায়

সাঙ্খ্য-দর্শন।

নাস্তিক দর্শন।

চার্ব্বাক।

দেহাত্মবাদ ১
দৈহিক পরিমাণ বাদ ১

অনুমেয়
প্রত্যক্ষ

চার্ব্বাক মতের বাদ দ্বয়ের নাস্তিক দর্শ
নাই। কিন্তু বৌদ্ধ মতের উল্লিখিত বাদ চতু
সৌত্রান্তিক, বৈভাসিক, মাধ্যমিক ও
চতুষ্টয়ে অভিহিত হয়। এতদ্ভিন্ন জৈন-দর্শ
তাহা উক্ত উভয় দর্শনের অথবা বৌদ্ধদর্শনে

শুক্রশোণিতের পরিণামজনিত এই দৃ
এতদতিরিক্ত স্বতন্ত্র আত্মা নাই,—এই সি
যে শাস্ত্রে বা যে মতে আছে, সেই শাস্ত্র
দেহাত্মবাদ বলে।

এই দৃশ্যমান স্থূল দেহ আত্মা নহে,
সংযোগ আছে, তাহাই আত্মা। কিন্তু সে
ণামবিশেষ বা দেহের ধর্ম্ম। দেহযন্ত্রের জ
কালে স্থিতি লাভ করে এবং অসম্পূর্ণতা কা

দৈহিক পরিণামবাদ ইহাই প্রতি

অন্যান্য সম্প্রদায় মনঃ প্রভৃতিকে আ

এ জগতে সৎ অর্থাৎ সত্য বস্তু কিছু
নাই মুক্তি। গোড়ায় কিছু ছিল না,

ঃর্বিং অথাত্রানা ...শকর্ম্মনাসনাসনুদপক্ষিান্ অনাথান্ উদ্দিধীর্ষুঃ পরম-
ঃর্ষি ...ঃ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানো মহর্ষির্ভগবান্ কপিলো ব্রহ্মসুতো দ্বাবিংশতিসূত্রাণ্যু-
...দিষ্টবং। সূচনাৎ সূত্রমিতি হি ব্যুৎপত্তিঃ। তত এতৈঃ সমস্ততত্ত্বানাং
...কলষষ্টিতন্ত্রার্থানাং সূচনং ভবতি। ততশ্চেদং সকলসাংখ্যতীর্থমূলভূতম্।
তীর্থান্তরাণি চৈতৎপ্রপঞ্চভূতান্যেব। সূত্রষড়ধ্যায়ী তু বৈশ্বানরাবতারভগবৎ-
কপিলপ্রণীতা। ইয়ঞ্চ দ্বাবিংশতিসূত্রী তস্যা অপি বীজভূতা ব্রহ্মসুতমহর্ষি-
ভগবৎকপিলপ্রণীতেতি বৃদ্ধা বিদন্তি।" অত্র "নারায়ণাবতারভগবৎকপিল-
প্রণীতেতি কেচিৎ। তন্ন রমণীয়ম্।"

সংক্ষেপ অর্থ এই যে, স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান ভগবান্ ব্রহ্মপুত্র কপিল সংসারনিমগ্ন জীব দিগের উদ্ধারার্থ অতিসংক্ষেপে দ্বাবিংশতিসূত্রাত্মক সাংখ্য উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে তত্ত্ব সমূহের সূচনামাত্র করা হইয়াছে। সেই কারণে তাহা সূত্র। এই আদি সাংখ্য সূত্রই অন্যান্য সাংখ্যশাস্ত্রের মূল বা বীজ। যতই সাংখ্য থাকুক, সমস্তই ঐ ২২ সূত্রের বিস্তার। সূত্রষড়ধ্যায়ী সাংখ্য—যাহা এক্ষণে সাংখ্যপ্রবচন নামে বিখ্যাত—তাহা ভগবান্ অগ্ন্যবতার কপিলের কৃতি ও ২২ সূত্রের প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিস্তার। সূত্রষড়ধ্যায়ীর ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, তত্ত্বসমাস-সূত্র ও সূত্রষড়ধ্যায়ী একই কপিলের। নারায়ণাবতার কপিল প্রথমে সংক্ষেপে ২২ সূত্রে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপদেশ করেন; অনন্তর লোকহিতার্থ তাহারই বিস্তারে ষড়ধ্যায়ী সাংখ্য প্রচারিত করেন। ষড়ধ্যায়ী সাংখ্য প্রথমোক্ত ২২ সূত্রের ... প। যে হেতু টীকাস্থানীয় সেই হেতু তাহা সাংখ্য- উত্তরমী... আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। *

* "নহু তত্ত্বসমাসাখ্যসূত্রৈঃ সহাস্যাঃ ষড়ধ্যায্যাঃ পৌনরুক্ত্যমিতিচেন্ন সংক্ষেপ-বিস্তররূপোভয়োরপ্যপৌনরুক্ত্যত্বাৎ। তত্ত্বসমাসাখ্যং হি যৎ সংক্ষিপ্তং সাংখ্য দর্শনং তস্যৈব প্রকর্ষেণাহস্যাং নির্ব্বচনং কৃতমিতি। অতএবাহস্যাঃ ষড়ধ্যায্যাঃ সাংখ্যপ্রবচন সংজ্ঞা সান্বয়া।" [বিজ্ঞান ভিক্ষু।

এই স্থানে বিজ্ঞানভিক্ষুর অভিপ্রায়—দেবহূতির পুত্র মুনিই উভয় সাংখ্যের প্রণেতা। কিন্তু আমরা দেখিতেছি হূতি-পুত্র কপিল ভাগবত গ্রন্থে স্বীয় জননীকে যে সাং বলিয়াছেন, তাহা তৎকৃত বড়ধ্যায়ী সাংখ্যের সম্পূর্ণ বি সেই জন্য পূর্ব্বাচার্য্যদিগের ও আমাদের বিশ্বাস—প্র সাংখ্যের কোনও সাথে দেবহূতিপুত্র কপিলের নাই। পুত্র কপিল কোন পুস্তক বা সূত্র প্রণয়ন করেন না তাঁহার মতও বেদান্তসম্মিত। অতএব, আচার্য্য গৌ সিদ্ধান্তই সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। গৌড়পাদ সাংখ্যপ্রণেতা কপিল ও কপিলের সাংখ্যজ্ঞান প্রচার, বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—

ব্রহ্মপুত্র কপিল ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, এ বিষয়ে জন্মসিদ্ধ ছিলেন। অর্থাৎ ঐ সকল তাঁহার জন্ম তাঁহাতে আবির্ভূত হইয়াছিল।

এই ব্রহ্মপুত্র কপিলের প্রথম শিষ্য আসুরি। আসুরি ত্রিক দুঃখপ্রহাণের উপায় বিবিদিষু হইয়া পরমর্ষি

* শাঙ্করীয় সম্প্রদায়ে একটী প্রণামাঞ্জলি [illegible] পঠিত হইয়া থা যাকে বিদ্যাগুরুদিগের পুত্রপরম্পরা ও শিষ্যপরম্পরা প্রথিত আছে "নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিঞ্চ তৎপুত্রপরাশরঞ্চ। ব্যাসং শুকং মহান্তং গোবিন্দযোগীন্দ্রমথাস্য শিষ্যম্। ইত্যাদি।" নারায়ণ, ব ক্তি, পরাশর, ব্যাস, শুকদেব, এই পর্য্যন্ত পুত্রপরম্পরা বা [illegible] লিতেছে। ইহার পরে গুরুশিষ্যসম্বন্ধ। এ অনুসারে গৌড়পাদ শিষ্য। ইনি মহাযোগী ও দীর্ঘায়ু ছিলেন। ইহার কৃত বেদান্তের নক গ্রন্থ আছে। সে সকলের মধ্যে আমরা বেদান্তের মাণ্ডুক্য সাংখ্যসপ্ততি-ভাষ্য পাইয়াছি।

সাঙ্খ্য-দর্শন।

প্রথম ভাগ।

দর্শনশাস্ত্রের লক্ষণ ও সংক্ষিপ্তসংবাদ।

ংখ্যদর্শন বা সাংখ্যশাস্ত্র বলিবার পূর্ব্বে কতকগুলি অনু-
ক্রম কথা বলিব। যাহা বলিব, তাহা প্রকৃতের অনুপযোগী
হ; প্রত্যুত উপযোগী। উপযুক্ততা দৃষ্টে সর্ব্বপ্রথমে দর্শন
স্ত্রের লক্ষণ ও তৎসংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ প্রামাণিক কথা
নুসারে বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মানবীয় জ্ঞান দুই প্রকার। এক আজানিক, অপর সম্পাদ্য।
হার নিদ্রা ভয় প্রভৃতি যাহার বিষয়, সেই জ্ঞান মনুষ্যের
ভ্যাস ব্যতিরেকেও জন্মে, এজন্য তাহা আজানিক বা স্বাভা-
ক বলিয়া পরিগণিত। আর যাহা অভ্যাস দ্বারা বা শিক্ষালাভ
া জন্মাইতে হয়, সম্পাদন করিতে হয়, তাহা সম্পাদ্য। পূর্ব্ব
পণ্ডিতেরা এই সম্পাদ্য জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া
ছেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞান। মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানই জ্ঞান, অব-
বিজ্ঞান। তন্মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞানই মুখ্য অবশিষ্ট গৌণ।
কি? ঈশ্বর কি? জগৎ কি? এই মোক্ষপযোগী প্রশ্নত্রয়ের
জ্ঞানের বিষয়, তাহা জ্ঞান এবং তন্নির্ণায়ক শাস্ত্র জ্ঞান-
শিল্প বা শিল্পোপযোগী বস্তু ও বস্তু-শক্তি যে জ্ঞানের

বিষয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা তাহাকে বিজ্ঞান ও
গ্রন্থকে বিজ্ঞানগ্রন্থ বা বিজ্ঞান-শাস্ত্র বলিতেন। যথা

"মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ
এই বাক্যেই উক্ত নির্ণয় লব্ধ হয়। অপিচ, জ্ঞানার্থ
নিষ্পন্ন "দর্শন"শব্দটীর সাক্ষাৎ অর্থ জ্ঞানের করণ বা
যদি দর্শন-শব্দের প্রকৃত অর্থ হইল, তবে, দর্শনশ
আমরা এই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি যে, যে শা
তত্ত্বের নির্ণয় আছে—তাহাই দর্শন শাস্ত্র। দর্শন
একই বস্তু। (ভারতবর্ষীয় জ্ঞান শাস্ত্রের মধ্যে
বিজ্ঞান শাস্ত্রেরও প্রবেশ দৃষ্ট হয়।) ভারতব
দর্শন শাস্ত্র আছে, তত্তাবতের মত একরূপ না
প্রতিপাদ্য 'মুক্তি' অংশে কাহারও বিবাদ দেখা য
মুক্তির স্বরূপ ও মুক্তির উপায়, এই দুই অংশেই
কেহ মুক্তির স্বরূপ ও উপায় নির্দ্ধারণ করি
মানেন, বেদ মানেন, অদৃষ্টও মানেন। কেহ ব
না, কেবল অদৃষ্ট মানেন ও বেদ মানেন। কেহব
কিছুই মানেন না। যাঁহারা বেদ মানিলেন না,
খ্যাতি প্রাপ্ত হইলেন। যাঁহারা বেদ মানিলেন,
মানিলেও আস্তিক থাকিলেন। সাংখ্যকা
মানেন না। প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ড যাঁহার
দর্শনকার জৈমিনিও ঈশ্বর মানেন না। ২বাপি
ইহাঁদের মতে বেদ ও পরলোক অমান্যকা
একমাত্র বেদের মর্য্যাদা-বলেই ইহাঁরা
হইতে মুক্ত আছেন, আর, বৌদ্ধ চার্ব্বাক প্রভৃ

সাংখ্যপ্রবৃত্তি-ভাষ্য পাইবে।

থাকিবেক না। মাত্র মধ্যে যৎকিঞ্চিৎকাল এই সকল দৃশ্যের অবস্থিতি। এই সিদ্ধান্তের অনুশাসন যাহাতে আছে তাহার নাম সর্ব্বশূন্য বাদ।

ধারাবাহিক বিজ্ঞান অর্থাৎ আমি-আমি-আমি-ইত্যাকার জ্ঞানপ্রবাহ আত্মা নামে পরিচিত। সুতরাং এই আত্মা ক্ষণিক, চিরস্থায়ী নহে।

উৎপন্ন হইতেছে ধ্বস্ত হইতেছে আবার উৎপন্ন হইতেছে, এইরূপ যে বিজ্ঞান-ধারা—তাহাই সত্য ও দীর্ঘকালস্থায়ী। নচেৎ প্রত্যেক বিজ্ঞান ক্ষণিক। এই বিজ্ঞান-ধারা অন্তরে থাকিয়াও বাহিরে জগদাকারে ক্রীড়া করিতেছে। যাহা বাহিরে দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া মনে কর, বস্তুতঃ তাহার অস্তিত্ব বাহিরে নহে। সমস্তই অন্তরে। ঘট, পট, গৃহ, কুড্য, নদ, নদী, সাগর, শৈল, প্রভৃতি যে কিছু বাহ্য দৃশ্য দেখিতেছ ইহার একটীও বস্তুসৎ নহে ও বাহিরেও নহে। সমস্তই প্রত্যয় বা আলয়বিজ্ঞানের প্রতিভাস সুতরাং অন্তঃস্থ। এইরূপ যে শাস্ত্রে বলে, তাহার নাম ক্ষণিকবিজ্ঞান বাদ।

ক্ষণিকানুমেয়বাহ্যবস্তু বাদ প্রায় এইরূপ। প্রভেদ এই যে, ইহারা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব একবারে বিলোপ করে না। বলে, বাহ্যবস্তুর উপলব্ধি অন্তরে হয় বটে কিন্তু তাহার সত্তা বাহিরে। সে সত্তা প্রত্যক্ষ হয় না। প্রত্যয়ের বা জ্ঞানের আলম্বন থাকা উচিত, সেই হেতুতে বাহিরে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অনুমিত হয়।

প্রত্যক্ষবাহ্যবস্তুবাদীরা বলেন, না—, বাহ্য বস্তু বাহিরেও বটে, প্রত্যক্ষ-সিদ্ধও বটে। কিন্তু তাহা ক্ষণিক। আলয়বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জন্মায় আবার তৎসঙ্গে লয় প্রাপ্ত হয়। হিমালয়

চিরকাল আছে, এই প্রতীতি ক্রমসংলগ্ন জ্ঞানসাদৃশ্য স্থতরাং উহা পূর্ব্বাবধি অখণ্ড দণ্ডায়মান নহে।

এইরূপে আস্তিক নাস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বাদশ সম্প্রদায় থাকায় সমুদায়ে দ্বাদশ দর্শন জন্মলাভ করি এই সকল দর্শনের উৎপত্তিকাল বা অগ্রপশ্চাদ্ভাব নি রূপে নির্ণয় করা যায় না। কারণ, এতৎসম্বন্ধে কোন লিপি নাই। অনুমান করিয়া নির্ণয় করাও স্থকঠিন। না, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কটাক্ষদৃষ্টি দেখা যায়। এক সময়েই সমুদায় দর্শনের জন্ম কল্পনা করা যায় তবেই ঘটনা সম্ভব হয়, নচেৎ হয় না। আবার সমসাময়িক করাও যায় না। কেন না, দর্শনপরম্পরার লিখনভঙ্গী ও ণাদি আখ্যায়িকাগ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত দর্শনকারেরা বিভিন্ন সময়ের লোক এবং তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ অগ্রপশ্চাদ্ভাব বিদ্যমান আছে। যখন ব্যাসদেবের হয় নাই, রামায়ণ তখন বর্ষীয়ান্। এই রামায়ণে মহর্ষি কা উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণ যখন অনুপস্থিত কালের উ শ্রুতি তখন যুবতী। তদ্বিধ শ্রুতিতেও কপিলের উল্লেখ অ এইরূপ, স্থানে স্থানে গৌতমেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ত দর্শন সকলের লিপিপরিপাটী পর্য্যালোচনা করিলেও পাওয়া যায় "ন বয়ং ষট্পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদি ।" বলিয়া কপিল কণাদকে কটাক্ষ করিতেছেন। জৈমিনি ম "বাদরায়ণস্থানপেক্ষত্বাৎ।" বলিয়া বাদরায়ণকে পূজা করি ছেন। আবার ব্যাসও "অধিকারং জৈমিনিঃ" বলিয়া জৈমি স্মরণ করিতেছেন। "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" এই বা

পাতঞ্জলকেও খণ্ডন করিতেছেন। গৌতমও "মহদণু গ্রহণাৎ" এই সূত্রের দ্বারা কপিলকে লক্ষ্য করিতেছেন। আবার কণাদও গৌতমের সহিত নিরন্তর স্পর্দ্ধা করিতেছেন। এ সকল দেখিলে কে না বলিবে যে, দার্শনিক ইতিহাস নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। বিশেষতঃ কালনির্ণয় করিবার ত কোন উপায়ই নাই। যদিও চেষ্টা করিলে ক্রমিক বৎসর গণনায় ১।২ করিয়া ব্যাস পর্য্যন্ত যাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তৎপরে অর্থাৎ ব্যাসের ওদিকে আর বৎসর নাই। কেবল যুগ। দ্বাপর, ত্রেতা, সত্য। এই জন্য বলি, দার্শনিক ইতিবৃত্ত লোকসমাজে প্রচার করিবার প্রয়াস প্রয়াস মাত্র। যাহা কিছু বলা যায় তাহা কেবল মনের আবেগ নিবৃত্তির জন্য। যাহাই হউক, অন্ততঃ মনোবেগ নিবৃত্তির জন্যও আমাকে কিঞ্চিৎ বলিতে হইতেছে।

যুক্তিশাস্ত্রের প্রথম নির্ম্মাতা কে? অনুসন্ধান করিতে গেলে পক্ষাপক্ষ উপস্থিত হয়। এক পক্ষে পাওয়া যায়, দেখা যায়, নাস্তিক সম্প্রদায়ের কোন আদিপুরুষ যুক্তিপথের আবির্ভাবক। কারণ এই যে, প্রায় সমস্ত আস্তিক-শাস্ত্র হৈতুক [শুষ্কতর্ক বা নাস্তিকোচিত তর্ক] শাস্ত্রের নিন্দায় পরিব্যাপ্ত। পুরাণের ত কথাই নাই, বৃদ্ধ মহর্ষি মনুও—

"যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যোনাস্তিকোবেদনিন্দকঃ॥"

এই বলিয়া হেতু-শাস্ত্রের নিন্দা ও তদবলম্বিদিগকে বৈদিক দল হইতে বহিষ্কৃত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। বেদভাগ অন্বেষণ করিলেও "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" "তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি প্রকার নাস্তিক্যনিন্দাসূচক বহু বাক্য

প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব, আস্তিক্য সমুন্নতির পূর্ব্বে যে শাস্ত্রের জন্ম, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

সম্ভব বটে। আদিম কালের ঋষিদিগের শিশুবৎ সা: সুসম্ভব। সারল্যানুরূপ ধর্ম্মাচরণে রত থাকাও সম্ভব। দ্বিতীয় কালের লোকদিগের কৌটিল্যকবলিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি হং সম্ভব। তীক্ষ্ণবুদ্ধি পুরুষের সেরূপ অযৌক্তিক মতে আস্থা থাকা কঠিন। আস্থা উচ্চটিত বা অনাস্থা জন্মিলেই দোষ দ' চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টার শেষ ফলে বিশ্বাসের সর্ব্বনাশক কু উদিত হইয়াছিল, ইহা সহজেই বিশ্বাস্য হইতে পারে।

কাল যত পরিবর্ত্তিত হয় ততই জ্ঞেয়ের বিস্তার বা বিচি অনুসারে জ্ঞানের বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি হইতে থাকে। অনু হয়, দ্বিতীয় কালের নাস্তিকসমতীক্ষ্ণবুদ্ধি আস্তিক ষিরা নিজ মত ও বেদমর্য্যাদা রক্ষা করা অবশ্যকর্ত্তব্য ি না ক ছিলেন। তাই নাস্তিকোদ্ভাবিত নূতন পথ বা ং প্রণালী) অবলম্বন পূর্ব্বক নাস্তিকদিগের ম ন ও বে মর্য্যাদা রক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে তাহা ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

একটু অধিক ভাবিলে দেখা যায়, নাস্তিক্য আদিজ সম্বন্ধে স্বাভাবিক নহে। আস্তিক্যই স্বাভাবিক। আস্তি বীজ সারল্য; নাস্তিক্যের বীজ বক্রভাব। বক্রভাব ল্যের পরভাবী, ইহা যুক্তিশাস্ত্রের অনুমোদিত। জল-বায়ু- ও গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাদি-মণ্ডিত জগদ্‌যন্ত্রের অদ্ভুত ব্যাপার বিবিধ আশ্চর্য্য ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করিয়া আদিম মনুষ্যের আস্তিক্যের বা অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বরভাবের উদয়, তাহাতে বিশ্

ক্রমে তাহার বিস্তার বা প্রাবল্য, তন্নিবন্ধন ঈশ্বরোদ্দেশে বিবিধ যাগ যজ্ঞ পূজা হোম পাঠ স্তোত্র প্রভৃতি সৃষ্ট হইতেছিল। অনুমান হয়, এই কালের পরেই অপেক্ষাকৃত বক্রহৃদয় লোক উৎপন্ন হইয়া তাহারা সেই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অবিশ্রান্ত অনুষ্ঠানে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া তাহা অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া, কিসে সেই সকল অকিঞ্চিৎকর ক্লেশসাধ্য ক্রিয়াকলাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সেই চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়াছিল। হয় ত তাহাতেই সেই সকল লোকের হৃদয়ক্ষেত্রে তর্ক অঙ্কুরিত, ক্রমে তাহার শাখা পল্লব, ক্রমে তাহার ফল তর্কগ্রন্থ জন্মলাভ করিয়াছে। নাস্তিক্য আস্তিক্যের এবংবিধ সম্বন্ধ সূত্র অবলম্বন করতঃ সূত্রের মূলপ্রান্তে গমন করিবামাত্র দেখা যায়, নাস্তিকেরাই যুক্তিশাস্ত্রের প্রথম নির্ম্মাতা।

আবার পক্ষান্তরে ইহাও পাওয়া যায়, দেখা যায় যে, আস্তিকেরাই আদি-তার্কিক। নাস্তিকদিগের মস্তকোত্তোলনের পূর্ব্বেও আস্তিক দলে তর্কপ্রথা প্রচলিত ছিল। তবে কি না তাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ, যে কিছু আস্তিক গ্রন্থ সমস্তই যুক্তি তর্কে পরিপূর্ণ। আস্তিক সম্প্রদায়েরই কতকগুলি লোক জন্মান্তরীণ পাপ বশতঃ বুদ্ধিমালিন্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি হতশ্রদ্ধ হওয়ায় তত্তাবতের বিঘ্ন জন্মাইতে আরম্ভ করিলে, হিতাকাঙ্ক্ষী আস্তিকেরাই সেই সমস্ত পাষণ্ডদিগের দলনের নিমিত্ত শাস্ত্রের তত্তৎস্থান হইতে খণ্ড-যুক্তি সকল আহরণ করতঃ আস্তিক্য রক্ষার উপযোগী যুক্তিশাস্ত্র সকল গ্রথিত করিয়াছিলেন। নাস্তিকখ্যাতিপ্রাপ্ত দুর্ম্মতি ঋষিসন্তানেরা পশ্চাৎ সেই সমস্ত আর্য্যমতি দিগের দেখা-

দেখি নাস্তিক্য রক্ষার দুর্গস্বরূপ বিবিধ গ্রন্থ রচনা করি
এইরূপ পক্ষদ্বয় উপস্থিত হওয়ায় দর্শনসাধারণের ও
নিঃসন্দিগ্ধরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। দর্শন স
মূল প্রস্রবণ যদ্রূপ দুর্বিজ্ঞেয় ও দুর্নিরূপ্য; আস্তিক-ষড়
প্রাথম্য ও পূর্ব্বাপরীভাব নির্ণয় তদপেক্ষা অধিক দু
তবে যদি শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে
আস্তিক ষড়্দর্শনের অগ্রপশ্চাদ্ভাব নির্ণীত হইতে পা
সম্বন্ধে যে একটা স্বাভাবিক আত্ম-প্রত্যয় [ছয়টা দ
সময়ে হয় নাই এইরূপ স্বাভাবিক বিশ্বাস] আছে, তাহাও
হইতে পারে।

শঙ্করাচার্য্য এক স্থানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন, '
সাঙ্খ্য শাস্ত্রের বক্তা এবং সগরসন্তানগণের দাহকর্ত্তা"—
প্রবাদ বাক্যে মুগ্ধ ও ভ্রান্ত হইয়া লোক সকল বর্ত্তমান স
প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান সাঙ্খ্য
বিদ্বান্ ঋষি-কপিলের না হইতেও পারে। অপিচ, শা
অন্য এক কপিলের কথাও শুনা যায়।" *

উপরোক্ত লেখা দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে, শঙ্করা
মতে দুই কপিল। এক কপিল অতি প্রাচীন, অন
ব্যাসদেবের পরভবিক। প্রচলিত সাঙ্খ্য নব্য কপি ।
কপিল পুরাতন কপিলের মননের ধন (পদার্থ) লইয়া স্বীয়
যোগে সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন।

---

* "কপিলমিতিশ্রুতিসামান্যমাত্রত্বাৎ অন্যস্য চ কপিলস্য সগর
প্রতপ্তুর্বাসুদেবনাম্নঃ স্মরণাৎ।" [শারীরক ভাষ্য দেখ]।

যদি আমরা এই সিদ্ধান্তে বিশ্বাস নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা পায়।

১ম। কপিলের একটী নাম "আদিবিদ্বান্।" সাঙ্খ্যদর্শন আদিম হইলে তৎপ্রণেতা কপিলের ঐ নাম সার্থক হয়।

২য়। কপিল যে আদিজ্ঞানী ও বহুপ্রাচীন, এ বিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, সকলেই সাক্ষ্য প্রদান করেন। যথাঃ—

"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি
জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।" [শ্রুতি।

"আদৌ যো জায়মানঞ্চ কপিলং জনয়েদৃষিম্।
প্রসূতং বিভৃয়াজ্জ্ঞানৈস্তং পশ্যেৎ পরমেশ্বরম্॥"
[স্মৃতি।

"সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা॥
সপ্তৈতে মানসাঃ পুত্রা ব্রহ্মণঃপরমেষ্ঠিনঃ।" [পুরাণ।

প্রথমোল্লেখিত শ্রুতিবাক্যটীর মর্ম্মার্থ এই যে, যিনি কপিল ঋষিকে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানপূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, মনুষ্য সেই পরমেশ্বরকে ধ্যানযোগে দর্শন করুক। কপিলের প্রাচীনতা বোধক এইরূপ অনেক বাক্য আছে, কাপিল দর্শন আদিম হইলে সে সমস্তই রক্ষা পায়।

৩য়। 'তত্ত্বসমাস' বা 'দ্বাবিংশ সূত্র' নামক অন্য এক প্রকার কাপিল সূত্র আছে। তাহাতে অন্য কোন দর্শনের প্রতি কটাক্ষ-দৃষ্টি নাই। কেবলমাত্র প্রমেয় পদার্থ সূত্রিত হইয়াছে। আদি গ্রন্থ যেরূপ নিরপেক্ষ রচনায় রচিত হওয়া উচিত, তত্ত্বসমাস সেই

প্রকারেই রচিত। পাঠকগণের বিশ্বাস আহরণার্থ এস্থ
অনুবাদযুক্ত করিয়া প্রকাশ করিতেছি। *

১। অথাতস্তত্ত্বসমাসঃ।—তত্ত্ব সকল সংক্ষেপে বলি

২। অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ।—প্রকৃতি আট্ প্রকার।

৩। ষোড়ষকস্তু বিকারঃ।—বিকার অর্থাৎ বিকৃতি

৪। পুরুষঃ।—পুরুষ পৃথক্ তত্ত্ব।

৫। ত্রৈগুণ্যম্।—সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণ।

৬। সঞ্চরঃ প্রতিসঞ্চরঃ।—উৎপত্তি ও প্রলয়।

৭। অধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবম্।—গুণ অধ্যাত্ম, অধি
অধিদৈব ভেদে ব্যবস্থিত।

৮। পঞ্চাভিবুদ্ধয়ঃ।—অভিবুদ্ধি পাঁচ। অভিবুদ্ধি = জ্ঞা

৯। পঞ্চ কর্ম্মযোনয়ঃ।—কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ।

১০। পঞ্চ বায়বঃ।—শরীরাবস্থিত বায়ু পাঁচ।

১১। পঞ্চ কর্ম্মাত্মানঃ।—কর্ম্মের স্বরূপ বা প্রভেদ

১২। পঞ্চপর্ব্বাবিদ্যা।—অবিদ্যার পর্ব্ব (বিভাগ)

---

* যদি সাঙ্খ্যদর্শনই আদিম হয়, তবে এই তত্ত্বসমাস সূত্র
অথবা সে সাঙ্খ্য অর্থাৎ পুরাতন কপিলের সাঙ্খ্য লোপ প্রাপ্ত
এ কথা বিদ্যমান সাঙ্খ্যসূত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন
"কালার্কভক্ষিতং সাঙ্খ্যশাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরম্। কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি
বচোঽমৃতৈঃ।" ইহা দেখিয়া অনেকে বলেন, ষড়ধ্যায়ী সাঙ্খ্যে বিজ্ঞ
রচিত সূত্র আছে। আরও দেখা যায়, প্রাচীন আচার্য্যেরা বে
উল্লেখ করেন নাই। যেখানে যেখানে সাংখ্য কথা বলিবার প্রয়োজন
সেই সেই স্থানে তাঁহারা ঈশ্বর কৃষ্ণের কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছে
উদ্ধৃত করেন নাই।

১৩। অষ্টাবিংশতিধাঽশক্তিঃ।—অশক্তি ২৮।

১৪। নবধা তুষ্টিঃ।—সন্তোষ ৯ প্রকার।

১৫। অষ্টধা সিদ্ধিঃ।—সিদ্ধি ৮ প্রকার।

১৬। দশ মৌলিকার্থাঃ।—মূল পদার্থ সম্বন্ধে ১০।

১৭। অনুগ্রহঃ সর্গঃ।—গুণের পরস্পরানুগ্রহে সৃষ্টি হয়।

১৮। চতুর্দ্দশধা ভূতসর্গঃ।—ভৌতিক সৃষ্টি ১৪ প্রকার।

১৯। ত্রিবিধোবন্ধঃ।—বন্ধন ত্রিবিধ।

২০। ত্রিবিধোমোক্ষঃ।—মুক্তি ত্রিবিধ।

২১। ত্রিবিধং প্রমাণম্।—প্রমাণ তিন প্রকার।

২২। এতৎ সম্যক্ জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যঃ স্যাৎ ন পুনস্ত্রিবিধেনা-ঽনুভূয়তে।—জীব এই সকল তত্ত্ব সম্যক্ সাক্ষাৎকার করিতে পারিলে কৃতার্থ হয়, আর কখন দুঃখত্রয়ে অভিভূত হয় না।

এই তত্ত্বসমাস-সূত্র আদিম হইলে কোনও প্রকার আপত্তি স্থানপ্রাপ্ত হইবে না।

৪র্থ। পরভবিক গ্রন্থে কৌশলাধিক্য, আয়তনে বিস্তৃতি ও পদার্থসমন্বয়ের সংক্ষেপ হইয়া থাকে। কাপিল দর্শন আদিম হইলে সে কথা রক্ষা পায়। কপিল চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ স্থির করিয়া যাহা নির্ব্বাহ করিয়াছেন গৌতম তাহা ষোল পদার্থে, কণাদ তাহা সপ্ত পদার্থে, পূর্ব্বমীমাংসা তাহা ছয় পদার্থে এবং উত্তরমীমাংসা অর্থাৎ বেদান্ত তাহা একই ব্রহ্ম পদার্থে পর্য্যাপ্ত করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া আমাদের মনে হয়, সাংখ্য-দর্শনই আদিম, পাতঞ্জল* তাহার প্রায় সমসাময়িক, ন্যায় তাহার

* এখানে পাতঞ্জলশব্দের অর্থ যোগশাস্ত্র। যোগশাস্ত্রের আদি বক্তা হিরণ্যগর্ভ। পতঞ্জলি মুনি তাহার অনুশাসক মাত্র। এই যোগশাস্ত্র সেশ্বর সাংখ্য নামেও অভিহিত হয়।

পরভবিক, বৈশেষিক তৎকনিষ্ঠ, পূর্ব্বমীমাংসা ত
বেদান্ত সর্ব্বকনিষ্ঠ।

সাংখ্য নামের ব্যুৎপত্তি।

'সংখ্যা' হইতে 'সাঙ্খ্য' এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে
"সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে।
তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ তেন সাঙ্খ্যাঃ প্রকীর্তিতা
শ্লোকটী শুনিবামাত্র প্রতীতি হয়, পদার্থসংখ্যা
পূর্ব্বক জ্ঞানোপদেশ থাকাতেই কপিলের দর্শন সাং
বিখ্যাত। বস্তুতঃ তাহা নহে। সংখ্যাশব্দের অর্থ সম্য
সম্যক্ জ্ঞানের উপদেশ আছে বলিয়াই কপিলের
সাঙ্খ্য। সাঙ্খ্য শব্দের অভিধেয় দেখিতে গেলে পা
গ্রহণ হইতে পারে বটে; পরন্তু সর্ব্বপ্রথমে কপিল
আবির্ভাব হওয়াতে লোক তাহাকেই প্রথমতঃ সা
প্রখ্যাত করিয়াছিল, সেইজন্য কপিল দর্শনই মুখ
পাতঞ্জল গৌণ সাঙ্খ্য।

কপিলের জন্মভূমি।

মহর্ষি কপিলের জন্মভূমির আধুনিক নাম কি
স্থির করা যায় না। তাহা না যাউক, ইনি যে ... জ
বর্ত্তীয় ব্রাহ্মণ ঋষি, তাহাতে আর সংশয় নাই। পুরা
আছে, কপিল দেবহূতির পুত্র এবং বিষ্ণুর ব
পরন্তু তিনি যে কোন কপিল, নব্য কি প্রাচীন, তা
স্থির বলিতে পারেন না। অগ্নির অবতার অন্য এ
ছিলেন।

সাংখ্যমতের বিস্তৃতি।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, সমস্ত আর্ষ-গ্রন্থই সাঙ্খ্য মতে পরিব্যপ্ত। সাঙ্খ্য মত এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে তাহার ব্যবহার বা গ্রহণ করেন নাই এমন ঋষি নাই ও ঋষিপ্রণীত গ্রন্থও নাই। সাঙ্খ্য মতের তত বিস্তৃতি কেবল কপিল হইতে হয় নাই, ক্রমে তাঁহার শিষ্যপরম্পরা হইতেও হইয়াছিল।

কপিলের শিষ্যগণ।

সাঙ্খ্যশাস্ত্রের আদি-আচার্য্য কপিল। তৎশিষ্য আসুরি ও বোঢু। আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্য। তৎশিষ্য ঈশ্বরকৃষ্ণ। কেহ বলেন, ঈশ্বরকৃষ্ণ ঋষি-শিষ্য নহেন।

আমরা আসুরির গ্রন্থ পাই না, পঞ্চশিখের গ্রন্থও দেখিতে পাই না। না পাইলেও সে সকল গ্রন্থের খণ্ড খণ্ড সূত্র অনেক স্থলে প্রাপ্ত হইতেছি। ঈশ্বরকৃষ্ণের একখানি কারিকা গ্রন্থ প্রাপ্ত হইতেছি, এই কারিকা গ্রন্থ সমধিক মান্য। মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র এই গ্রন্থের তত্ত্বকৌমুদী নাম্নী টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। সাংখ্যকারিকার অন্য নাম সাংখ্যসপ্ততি। সাংখ্যসপ্ততি কিরূপ গ্রন্থ তাহা দেখাইবার নিমিত্ত এস্থলে তাহা উদ্ধৃত ও অনুভাবিত করিলাম।

সাংখ্যকারিকা।

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাঽপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ ॥১॥

মনুষ্য মাত্রেই ত্রিবিধ দুঃখে অভিভূত বা জর্জ্জরিত হইতেছে। সে জন্য তাহাদের মধ্যে অবশ্য কোন সুকৃতী পুরুষের দুঃখবিনাশক উপায় পরিজ্ঞাত হইবার ইচ্ছা জন্মে। লোকমধ্যে

দেখা যায় অর্থাৎ পাওয়া যায় এরূপ অনেক দুঃখনাশ
আছে সত্য; থাকিলেও সে সকল ঐকান্তিক ও অ
নহে। [দুঃখত্রয়=আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আ
এই তিন প্রকার দুঃখ। ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নহে
তদ্দারা অবশ্যই যে দুঃখনিবারণ হইবে এমন নিশ্চয়
নিবারণ হইলেও তাহা স্থায়ী নিবারণ নহে। কেনন
পুনর্ব্বার হয়, সমূলে বিনষ্ট হয় না। সেজন্য দৃষ্ট উপ
করিয়া অন্য উপায় অন্বেষণীয়।]

দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ ॥ ২

বৈদিক ক্রিয়াকলাপ দৃষ্ট উপায়ের তুল্য। কারণ
তাহাও অশুদ্ধি, ক্ষয় ও অতিশয় যুক্ত। যাহা ঐ সকলের
অর্থাৎ বিশুদ্ধ নিত্য ও নিরতিশয়, তাহাই দুঃখ
শ্রেষ্ঠ উপায়। সে পদার্থের অন্য নাম ব্যক্ত, অব্যক্ত,
তিনের বিবেক জ্ঞান। বিবেক জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন
তাপত্রয়ের আত্যন্তিক বিনাশ সাধিত হয় না। [বৈদি
কলাপ=যাগ যজ্ঞাদি। অশুদ্ধি=হিংসাদিজনিত দোষ
অর্থাৎ পাপমিশ্রিত। ক্ষয়=বিনাশ। অতিশয়=ত
উৎকর্ষাপকর্ষ। ব্যক্ত=জগৎ। অব্যক্ত=জগতের
পুরুষ বা আত্মা।]

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ

মূলপ্রকৃতি ১। প্রকৃতিও বটে বিকৃতিও বটে এরূপ
তাহা মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি। কেবল বিকৃতি ১৬ এবং প্রকৃতি

বিকৃতিও নহে এরূপ পদার্থ ১। সমুদায়ে ২৫ পদার্থ সাংখ্য শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। [মূল প্রকৃতিই সমুদায় বিশ্বের মূল, তাহার আর মূল নাই। সেই এক মূল তত্ত্বই কতক সাক্ষাৎ ও কতক পরম্পরায় এ সমুদায় সৃজন করিয়াছে। সুতরাং তাহার আর মূল নাই। তাহাকে কেহ করে নাই সে জন্য তাহা অমূল ও অবিকৃতি। অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ ও অনাদি। মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্রা, এ গুলি পরস্পর প্রকৃতিবিকৃতিভাবাপন্ন। তদ্‌যথা— মহত্তত্ত্ব মূল প্রকৃতির বিকৃতি ও অহঙ্কার তত্ত্বের প্রকৃতি। অহঙ্কার তত্ত্ব আবার পঞ্চ তন্মাত্রার প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্বের বিকৃতি। পঞ্চ তন্মাত্রা মহাভূত প্রভৃতি ১৬ তত্ত্বের প্রকৃতি ও অহঙ্কার তত্ত্বের বিকৃতি। মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ১৬ তত্ত্ব কেবল বিকৃতি। অতঃপর আর নূতন তত্ত্ব জন্মে নাই। স্থাবর জঙ্গম শরীর প্রভৃতি পৃথক্ তত্ত্ব নহে। সে সকল মহাভূতেরই সংস্থান বিশেষ। পুরুষ বা আত্মা প্রকৃতি বিকৃতির অতীত এবং তাহা অনাদি অনন্ত ও নিত্যচেতন।]

দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনঞ্চ সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ।
ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি ॥ ৪ ॥

২৪ পদার্থই প্রমাণসিদ্ধ। দৃষ্ট (প্রত্যক্ষ), অনুমান ও আপ্ত বাক্য, এই তিন প্রমাণ সাংখ্যের অভিমত। যিনি যতই প্রমাণের উল্লেখ করুন, সমস্তই ঐ তিনের অন্তর্ভূত। যে কিছু প্রমেয়—সমস্তই তিন প্রকার প্রমাণে সিদ্ধ বা সাধিত হয়।

প্রতিবিষয়াধ্যবসায়োদৃষ্টং ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতম্।
তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ব্বকমাপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনন্তু ॥ ৫ ॥

বিষয় অর্থাৎ বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক বস্তু। প্রত্যেক বিষয়ে

বর্ত্তে, বৃত্তিমান্ হয়, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রতিবিম্ব
সন্নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়। তাহাতে যে অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চ
জন্মে, তাহা দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ। [বিষয়ের সহি
সংযোগ বা সম্পর্ক হইলে বুদ্ধি তদাকার ধারণ করে
তমোভাগ বা অজ্ঞানাবরণ অভিভূত বা বিদূরিত
অভিভূত হইলেই সত্ত্বের প্রকাশ বা আলোক প্রস
তখন অধ্যবসায় নামক বস্তুবিজ্ঞান জন্মে। অধ্যব
একপ্রকার ব্যাপার, অন্য কিছু নহে। ইহারই অন্য
জ্ঞান। কথিত প্রকার প্রক্রিয়ায় সমুৎপন্ন বুদ্ধিবৃ
প্রত্যক্ষ নামক প্রমাণ এবং ইহা হইতেই অনুমানের
অনুমান ত্রিবিধ এবং তাহার উৎপত্তি লিঙ্গলিঙ্গিজ্ঞ
অনু = পশ্চাৎ। মান = জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরে যে
পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহা। ইহার পরিষ্কার কথা-
জ্ঞান—লিঙ্গলিঙ্গিজ্ঞানজন্য জ্ঞান। [যে যাহার জ্ঞাপক
লিঙ্গ। লিঙ্গবান্ পদার্থই লিঙ্গী। ধূমাদি পদার্থ লিঙ্গ এ
পদার্থ লিঙ্গী। ন্যায় ভাষায় লিঙ্গকে ব্যাপ্য এবং
ব্যাপক বলে। অমুক পদার্থ অমুক পদার্থের লিঙ্গ
অমুকের ব্যাপ্য ইহা স্থিরতর জানা থাকিলেই ...
পর ব্যাপকের জ্ঞান হইবেই হইবে। সেই জ্ঞান অনুমি
অনুমানপ্রমাণজনিত। যে পুরুষ বহ্নিধূমের ব্যাপক-ব্
(ব্যাপ্তি = অবিনাভাব বা নিয়তসহচর রূপ সম্বন্ধ) জ্ঞ
সেই পুরুষই পর্ব্বতে ধূম দর্শনের অনন্তর ধূম বহ্নি
স্মরণ করতঃ ধূমমূলে বহ্নির অস্তিত্ব অনুভব করিতে
পূর্ব্বে ধূমজ্ঞান, তৎপরে বহ্নিজ্ঞান, সুতরাং তাহা

প্রত্যক্ষ ধূমজ্ঞানই অপ্রত্যক্ষ বহ্নির জ্ঞান জন্মাইতেছে, সে জন্য তাহা প্রত্যক্ষ নহে; কিন্তু অনুমিতি।] এই অনুমান তিন প্রকার বা শ্রেণীত্রয়ে বিভক্ত। ১ পূর্ব্ববৎ। ২ শেষবৎ। ৩ সামান্যতো দৃষ্ট। [কারণ দৃষ্টে কার্য্যের অনুমিতি হইলে তাহা পূর্ব্ববৎ। কার্য্য দৃষ্টে কারণের জ্ঞান হইলে তাহা শেষবৎ। দৃষ্ট-জাতীয়-বস্তু সামান্যের জ্ঞান হইলে তাহা সামান্যতো দৃষ্ট। নদীজল প্রবৃদ্ধ ও স্রোতস্বান্ দেখিলে দেশান্তরে বৃষ্টি হওয়ার জ্ঞান হয়, তাহা প্রথম। মেঘ বিশেষের উদয় দেখিলে ভাবী বৃষ্টির জ্ঞান হয়, তাহা দ্বিতীয়। জ্ঞানাদি পদার্থের ক্রিয়াত্ব দেখিয়া করণ জাতীয় ইন্দ্রিয়ের প্রতীতি হয়, তাহা তৃতীয়।] এতদ্ভিন্ন আপ্তবাক্য তৃতীয় প্রমাণ। মীমাংসাপরিশোধিত অপৌরুষেয় বেদবাক্য ও তন্মূলক স্মৃত্যাদিবাক্য আপ্তবাক্য।]

সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

সামান্যতোদৃষ্ট ও শেষবৎ অনুমানে অতীন্দ্রিয় পদার্থের প্রতীতি হয়। (অতীন্দ্রিয় = প্রত্যক্ষের অযোগ্য)। সামান্যতোদৃষ্ট ও শেষবৎ এই দুই অনুমানেও যাহা সিদ্ধ হয় না তাদৃশ পরোক্ষ পদার্থ (স্বর্গ, পুণ্য, পাপ, দেবতা প্রভৃতি) আপ্তবাক্য প্রমাণে সিদ্ধ হয় (জানা যায়)।

অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥ ৭ ॥

প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া অভাব বা নাস্তিত্ব নিশ্চয় করা যুক্তি-যুক্ত নহে। কারণ এই যে, অতিদূর, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়বৈগুণ্য, মনের অস্থিরতা, সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, অভিভব ও সমানাভিহার,

ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ং সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্ ॥ ১১ ॥

যে কিছু ব্যক্ত বস্তু সমস্তই ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণান্বিত সুতরাং সুখদুঃখমোহাত্মক। অবিবিক্ত অর্থাৎ সম্ভূয়কারী (মিলিয়া কার্য্য করে)। বিষয় অর্থাৎ জ্ঞানগ্রাহ্য। সামান্য অর্থাৎ বহুপুরুষকর্তৃক গৃহীত হয়। অচেতন অর্থাৎ জড় (চেতন বিপরীত)। প্রসবধর্ম্মি অর্থাৎ সরূপ বিরূপ পরিণাম জন্মায়। এ সকল ধর্ম্ম প্রধানে অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতেও আছে। পরন্তু পুমান্ অর্থাৎ পুরুষ (আত্মা) তদুভয়ের বিপরীত। [অভিপ্রায় এই যে, পুরুষ গুণাতীত, বিবিক্ত, বিজ্ঞানের গ্রাহ্য নহে, সাধারণের গম্য নহে ও চেতন। পুরুষের পরিণাম বা বিকার নাই। ফলিতার্থ—পুরুষ হইতে কিছুই জন্মে না।]

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ ॥ ১২ ॥

গুণত্রয়ের লক্ষণ এই যে, তাহারা যথাক্রমে প্রীতি অপ্রীতি বিষাদ অর্থাৎ সুখ দুঃখ মোহ এতৎস্বরূপ। তাহারা যথাক্রমে প্রকাশ প্রবৃত্তি ও নিয়মন (সুশৃঙ্খল) করে, পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিতে সমর্থ, পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় ও অধীন। পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে বিকার বা কার্য্য জন্মায় সুতরাং পরস্পর পরস্পরের সহায়। কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকে না। [কোনও কার্য্য এক গুণে হয় না। ইহাদের নাম যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।]

সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্ট-মুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতোবৃত্তিঃ ॥ ১৩ ॥

সাংখ্যাচার্য্যগণ সত্ত্ব গুণকে লঘু ও প্রকাশক বলেন। [গৌরবপ্রতিদ্বন্দ্বীরই অন্য নাম লাঘব ও লঘুত্ব। এই ধর্মটীই এতন্মতে সৃষ্টি-উদ্রেককারী বা কার্য্যোদ্গমের হেতু। অগ্নির ঊর্দ্ধ-জ্বলন, বায়ুর তির্য্যক্ গমন ও মনের উদাম প্রভৃতি সমস্তই সত্ত্বের লঘুত্ব ধর্ম্মে নিষ্পন্ন হয়।] রজোগুণ চলধর্ম্মবিশিষ্ট ও উপষ্টম্ভক। [রজোগুণই তমঃসত্ত্বকে প্রচলিত করে, করিয়া কার্য্যোন্মুখ করায়, স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়।] তমোগুণ গুরু ও আবরণকারী। [অবসাদ ও অজ্ঞান প্রভৃতি তমোগুণেরই কার্য্য। এই তমোগুণ স্বীয় গুরু (ভারি) ধর্ম্মের দ্বারা রজোগুণকে নিয়ত পরিচলিত ও সত্ত্বগুণকে নিরবধি প্রকাশিত হইতে দেয় না।] এবম্বিধ ত্রিগুণ প্রদীপের দৃষ্টান্তে আপন আপন কার্য্য করিতেছে অর্থাৎ পুরুষের ভোগ্য উৎপাদন করতঃ ভোগ জন্মাইতেছে। [অনল ও তৈল উভয়ে বিরোধী ও উভয়ে উভয়ের নাশক হইলেও তাহারা যেমন মিলিত হইয়া রূপ প্রকাশাদি কার্য্য করে, সেইরূপ সত্ত্বাদি গুণও পরস্পর বিরোধী হইলেও মিলিত হইয়া আপন আপন কার্য্য করে, কেহ কাহার নাশক ও বাধক হয় না।]

ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণকার্য্যবিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপ্যস্য ॥ ১৫ ॥

পরিমাণ, সমন্বয়, কারণশক্ত্যনুসারিণী কার্য্যপ্রবৃত্তি, কারণ-কার্য্যের বিভাগ ও সংহার দশায় নানারূপ কার্য্যের অবিভাগ, এই সকল দেখিয়া জানা যায়, যে কিছু ভেদ—মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত যে কিছু বিশেষ বা ভিন্ন ভিন্ন বস্তু—সমুদায়েরই মূল কারণ পরম অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান-নামক আদিতত্ত্ব। [জন্য বস্তু মাত্রেরই পরিমাণ আছে। যাহা পরিমিত তাহা অপরি-

মিত অর্থাৎ অসীম নহে। কিন্তু সসীম। সসীম বা পরিমিত পদার্থকে কারণে অব্যক্ত অর্থাৎ লুক্কায়িত থাকিতে দেখা যায়। ব্যক্ত ঘটও এক সময়ে মৃত্তিকায় অব্যক্ত ছিল। প্রত্যেক জন্মবান্ বস্তুতে কারণের (উপাদানের) অন্বয় বা অনুবর্ত্তন দেখা যায়। ঘটেও মৃত্তিকার অনুবর্ত্তন আছে। যে যাহা জন্মাইতে শক্ত অর্থাৎ যাহাতে যাহা শক্তিরূপে অবস্থান করে, তাহাই তাহা হইতে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ জন্মলাভ করে। বালুকা তৈল জন্মাইতে শক্ত নহে। কারণ এই যে, তৈল তাহাতে শক্তিরূপে অবস্থিত নাই। নাই বলিয়া তৈল আবির্ভূত হয় না। কারণ হইতেই কার্য্য বিভক্ত হয়, আবার তিরোভাবকালে তাহা অবিভক্ত হয়। কার্য্য যখন কারণে অবিভক্ত হয় তখন আর এই কারণ, এই কার্য্য, এ বিভাগ থাকে না। পরমাব্যক্ত মূল প্রকৃতি, তাহা হইতে মহত্তত্ত্বের বিভাগ বা আবির্ভাব, তাহা হইতে অহংতত্ত্বের বিভাগ, তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্রার আবির্ভাব বা বিভাগ, তাহা হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়ের ও পঞ্চ মহাভূতের আবির্ভাব বা বিভাগ হইয়াছে। সংহার কালে এ সমস্ত পরমাব্যক্ত মূলপ্রকৃতিতে অবিভক্ত হইবেক। তখন আর এ সকল বিভাগ থাকিবেক না। তখন কেবল বিশ্ব [illegible] পরমাব্যক্ত মূলপ্রকৃতিই থাকিবে।]

পরমস্ত্যাব্যক্তং প্রবর্ত্ততে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ।

পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ ॥ ১৬ ॥

✓ বিশ্বমূল পরম অব্যক্ত, যাহার অন্য নাম প্রধান ও মূল প্রকৃতি, তাহা প্রোক্ত গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বৈ অন্য কিছু নহে। যখন তাহার সেই সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়, গুণত্রয়ের সমুদয় বা

তখন, সলিলের পরিণামের ন্যায় এক এক গুণের আশ্রিত বিশেষ (ভেদ) অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিকারের প্রবৃত্তি বা আবির্ভাব হইতে থাকে। [মেঘনির্ম্মুক্ত জল একরূপ ও এক রস হইলেও তাহা যেমন বিশেষ (ভূমি বীজাদি) সম্পর্কে বিচিত্ররূপ মধুরাম্লাদি ভিন্ন ভিন্ন রস জন্মায়, তেমনি, এক এক গুণের উদয় বা উদ্ভব হইলে প্রধান বা প্রবল গুণ অপ্রধান গুণের সহায়তায় ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম বা বিকার জন্মাইয়া থাকে।]

অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিস্ত্রৈগুণ্যাত্তদ্বিপর্য্যয়েঽভাবাৎ।
কারণগুণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্যাঽব্যক্তমপি সিদ্ধম্ ॥ ১৪ ॥

গুণত্রয় থাকাতেই অব্যক্তাদির অবিবেকিত্ব সিদ্ধ হয়। যাহা অবিবেকী নহে, তাহা গুণত্রয়ও নহে। যেমন—পুরুষ। পুরুষ গুণাতীত; সে জন্য তাহা অবিবেকী নহে কিন্তু বিবেকী। কার্য্য বা জন্যবস্তুমাত্রেই কারণগুণাক্রান্ত দেখা যায়। তদ্দৃষ্টে বিশ্বকারণ অব্যক্ত সিদ্ধ বা অনুমিত হয়।

সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ১৭ ॥

সংঘাতমাত্রেই পরার্থ অর্থাৎ কোন এক অতিরিক্ত পদার্থের ভোগ্য। যেমন শয্যাদি। ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ত্রিগুণ ও বিষয় প্রভৃতির বিপরীত—অত্রিগুণ ও অবিষয় প্রভৃতি। অধিষ্ঠান অর্থাৎ ভোগ্য পদার্থে অভিমানাদি ধারণ। যেমন রথে সারথির অধিষ্ঠান। ভোক্তৃভাব=ভোক্তৃত্ব। অর্থাৎ ভোগকর্তৃত্ব। কৈবল্য অর্থাৎ কেবল হওয়া। স্পষ্ট কথা—জড়সম্বন্ধবর্জ্জিত হওয়া বা সুখদুঃখনির্ম্মুক্ত হওয়া। ইহারই অন্য নাম মোক্ষ। তদুদ্দেশে প্রবৃত্ত অর্থাৎ চেষ্টমান্ হওয়া। এই সকল দেখিলে

কে না জানিতে পারে যে, অব্যক্তাদির অতিরিক্ত পুরুষ বা আত্মা আছে? ফলিতার্থ—আত্মা এই দৃশ্য দেহের ও দেহান্তর্গত বুদ্ধ্যাদির অতিরিক্ত। উপরোক্ত হেতুনিচয় তাহার সাধক।

জন্মমরণকরণানাং প্রতি নিয়মাদযুগপৎপ্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব ॥ ১৮ ॥

জন্ম, মরণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধ্যাদি, প্রতি আত্মায় নিয়মিত বা ব্যবস্থিত দেখা যায় এবং প্রযত্নাদির অযৌগপদ্যও দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন, গুণত্রয়ের বিপর্য্যয় অর্থাৎ অন্যথাভাব দেখা যায়। এই তিন কারণে সিদ্ধ হয় অর্থাৎ জানা যায় যে, পুরুষ নানা—প্রতি শরীরে ভিন্ন। একই আত্মা, কিন্তু শরীর অনেক, এরূপ হইলে জন্মমরণাদির সুব্যবস্থা থাকে না। [একের জন্মে ও মরণে অন্যের জন্ম ও মরণ না হয় কেন? একের বুদ্ধিভ্রংশে অন্যের বুদ্ধিভ্রংশ না হয় কেন? একের চেষ্টায় ও ইচ্ছায় সকলেই চেষ্টিত ও ইচ্ছুক না হয় কেন? সুখ দুঃখ ভোগ সকলের সমান না হয়-ই বা কেন? এরূপ আপত্তি হয় বলিয়া আত্মা এক নহে।]

তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্ত্তৃভাবশ্চ ॥ ১৯ ॥

সেই যে বৈপরীত্য অর্থাৎ ব্যক্তাব্যক্তধর্ম্মের বিপরীত ভাব অত্রিগুণত্ব বিবেকিত্ব অবিষয়ত্ব অসাধারণত্ব চেতনত্ব ও অপ্রসবিত্ব, তদ্দ্বারা পুরুষের সাক্ষিত্ব, কেবলত্ব, মাধ্যস্থ্য, দ্রষ্টৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব অবধারিত হয়।

তস্মাত্তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ ॥ ২০ ॥

বলা হইল যে, পুরুষ নির্লিপ্ত। তবে যে তাঁহার লিপ্ততা

দেখা যায়, তৎপ্রতি কারণ এই।—পুরুষের অতি সান্নিধ্যে বা সংযোগে অচেতনা বুদ্ধি চেতনপ্রায় হয় এবং পুরুষ উদাসীন অর্থাৎ অকর্ত্তা ও নির্লিপ্ত হইলেও বুদ্ধ্যাদির কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তার স্থায় হয়। বিশদার্থ এই যে, পুরুষের কর্ত্তৃত্বাদি ভ্রান্তিরূপা, তথ্যরূপা নহে। বুদ্ধিও সত্ত্বের বিকার, সেজন্য তাহাও চেতন নহে। তাহা চেতন আত্মার সান্নিধ্যে চেতনপ্রায় মাত্র।

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥ ২১॥

অন্ধ-পঙ্গুর দৃষ্টান্তে প্রধান পুরুষকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় এবং পুরুষও কেবল হইতে অর্থাৎ প্রধানের সংসর্গ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে। সেই কারণে তদুভয়ের সংযোগ বা সন্নিধান হয়। সেই সন্নিধানে বিশ্বসৃষ্টি হয়। [পঙ্গু চলিতে পারে না ও অন্ধ দেখিতে পায় না। কিন্তু অন্ধের পঙ্গুর স্কন্ধে উঠিলে পথ দেখা ও গমন করা উভয়ের উভয় কার্য্য চলে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, চেতন পুরুষ অচেতন প্রধানে আরোহণ (আলিঙ্গন) করায় মহত্তত্ত্বাদি জন্মে।]

প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি॥ ২২॥

প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, এবং তাহা হইতে ১৬ সংখ্যক তত্ত্ব জন্মে। (ইন্দ্রিয় ১১, তন্মাত্রা ৫)। এই ১৬ সংখ্যক তত্ত্বের অপকৃষ্ট ৫ অর্থাৎ তন্মাত্রা পঞ্চক হইতে আকাশাদি পঞ্চভূত জন্মিয়াছে।

অধ্যবসায়ো বুদ্ধির্ধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যম্।
সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তম্॥ ২৩॥

জীবমাত্রেরই আগে "ইহা করিতে পারি, ইহা পারিব" এই-রূপ মনন বা অভিমান জন্মে, নিশ্চয়রূপিণী বুদ্ধি উদ্রিক্তা হয়, পরে সে কার্য্যপ্রবৃত্ত হয়। চিৎসন্নিবিষ্ট সুতরাং চৈতন্য-ব্যাপ্ত সেই কর্ত্তব্যবোধ বুদ্ধিতত্ত্বেরই অসাধারণ ব্যাপার এবং তাহাই বুদ্ধিতত্ত্বের (মহত্তত্ত্বের) লক্ষণ। [বুদ্ধিতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতির প্রথম বিকাশ, এ সকল সমানার্থ। এই মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব ব্যষ্টি সমষ্টি রূপে প্রতি আত্মার সন্নিধানে সর্ব্বপ্রথমে বিকসিত হইয়া থাকে।] এই বুদ্ধিতত্ত্বের সত্ত্বাংশে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এবং তামসাংশে ঐ সকলের বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য বিরাজ করিতেছে।

অভিমানোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ।
একাদশকশ্চ গণস্তন্মাত্রাপঞ্চকশ্চৈব ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত আলোচনার পর তাহাতে যে অহং—আমি ইত্যাদি আকারে অভিমান দেখা দেয়, আমি আছি—ইহা আমারই—আমিই ইহার অধিকারী,—ইত্যাদিবিধ অহমাকার বুদ্ধিবিকার আইসে, সেই অহমাকার বিকারই অহঙ্কারতত্ত্ব এবং এই অহং-তত্ত্বই পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্ত্বের পরভাবী। এতাদৃশ অহংতত্ত্ব হইতে দ্বিবিধ সৃষ্টি হইয়াছে। ১১ ইন্দ্রিয় ও ৫ তন্মাত্রা।

সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামসস্তৈজসাদুভয়ম্ ॥ ২৫ ॥

বৈকৃত অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহংতত্ত্ব হইতে লঘু ও প্রকাশস্বভাব ১১ ইন্দ্রিয় ও ভূতাদি অর্থাৎ তামস অহংতত্ত্ব হইতে গুরু ও অপ্রকাশস্বভাব তন্মাত্রা ৫ পঞ্চক জন্মিয়াছে। এই গণদ্বয় উৎপত্তির প্রতি তৈজস অর্থাৎ রাজস অহংতত্ত্বও কারণ। সত্ত্ব

ও তমঃ অক্রিয়, সেইজন্ত রজঃ তদুভয়কে পরিচালিত করিয়া উক্ত গণদ্বয় জন্মায়।

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃ শ্রোত্রঘ্রাণরসনত্বগাখ্যানি।

বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ॥ ২৬॥

চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসনা ও ত্বক্—ইহাদিগকে বুদ্ধীন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ,—ইহাদিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে।

উভয়াত্মকমত্র মনঃ সংকল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ।

গুণপরিণামবিশেষান্নানাত্বং বাহ্যভেদাশ্চ॥ ২৭॥

মনে ইন্দ্রিয়ধর্ম্মও আছে। সেইজন্য মন উভয়াত্মক। অর্থাৎ মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বটে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ে আরূঢ় হইয়া কার্য্য করে বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ বলিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন সংকল্পক। [সংকল্প অর্থাৎ বিবেচনা করা মনেরই অসাধারণ ধর্ম্ম। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বস্তুর সামান্য আকার মাত্র গ্রহণ করে, পরে মন তাহার বিশেষাকার নির্দ্ধারণ করে। সত্ত্বগুণের পরিণাম অনেক প্রকার। সেই কারণে কোন এক বিশেষ পরিণামে কথিত প্রকার মনের জন্ম।] যেমন গুণত্রয় হইতে নানা বাহ্যিক বিকারের (পদার্থের) জন্ম, তেমনি, গুণত্রয় হইতে আধ্যাত্মিক নানা পদার্থেরও জন্ম।

শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচনমাত্রমিষ্যতে বৃত্তিঃ।

বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাম্॥২৮॥

চক্ষুরাদি পাঁচ ইন্দ্রিয় কেবলমাত্র আলোচনা (দেখা শুনা ইত্যাদি) কার্য্য করে এবং বাক্ প্রভৃতি পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় বচন (শব্দ উচ্চারণ) গ্রহণ, বিহরণ, মলত্যাগ ও আনন্দ বিশেষের জন্ম

সম্পাদন করে। [আলোচনের অন্য নাম সম্মুগ্ধ জ্ঞান ও নির্ব্বিকল্প বোধ। তাহা বালকের ও মূকের (বোবার) জ্ঞানের অনুরূপ বিশেষণরহিত বস্তুবিজ্ঞান মাত্র। চক্ষুঃ একটা জিনিশ মাত্র দেখে কিন্তু তাহা কিরূপ ও কিমাকার তাহা চক্ষুর অবধারণীয় নহে। তাহা মনেরই অবধারণীয়।]

স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্ত্রয়স্য সৈষা ভবত্যসামান্যা।
সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ॥ ২৯॥

তিনের অর্থাৎ মহত্তের, অহঙ্কারের ও মনের যে ভিন্ন ভিন্ন অসাধারণ লক্ষণ বলা হইল সে গুলি তাহাদের অসাধারণ বৃত্তি অর্থাৎ নিজ নিজ কার্য্য বা ব্যাপার। নিশ্চয় করা মহত্তের, তাহাতে অভিমান স্থাপন করা অহঙ্কারের এবং বস্তুর স্বরূপ অবধারণ করা মনের নির্দ্দিষ্ট ব্যাপার। প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চ বায়ু (আধ্যাত্মিক বায়ু) ইন্দ্রিয়সামান্যের অর্থাৎ উক্ত সমুদায় ইন্দ্রিয়ের মিলিত বৃত্তি—জীবনধারণ তাহার কার্য্য।

যুগপচ্চতুষ্টয়স্য বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্য নির্দ্দিষ্টা।
দৃষ্টে তথাপ্যদৃষ্টেঽপি ত্রয়স্য তৎপূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ॥৩০॥

দৃষ্টবিষয়ে কখন কখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব এই চতুষ্টয়ের যুগপৎ (এক সময়ে) [illegible]ন বা ক্রমিক অর্থাৎ পর পর আবির্ভাব হয় এবং অদৃশ্য বিষয়ে অন্তঃকরণ ত্রয় কখন যুগপৎ কখন বা ক্রমানুসারে দর্শনপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হয়। অনুমান ও আগমিক জ্ঞান এতন্মূলক।

স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকূতহেতুকাং বৃত্তিম্।
পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্॥ ৩১॥

ইন্দ্রিয়গণ পরস্পর পরস্পরের আকূত বা অভিপ্রায় অর্থাৎ

কার্য্যাভিমুখ্য অনুসারেই আপন আপন বৃত্তি (কার্য্যাভিমুখ্য) প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য বৃত্তিসঙ্কর ঘটনা হয় না। তাহাদিগকে কেহ স্বতন্ত্ররূপে প্রেরণ করে না (কার্য্যে প্রবৃত্ত করায় না)। তাহাদের তাদৃশ প্রবৃত্তির কারণ পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ।

করণং ত্রয়োদশবিধং তদাহরণধারণপ্রকাশকরম্।
কার্য্যঞ্চ তস্য দশধা হার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ ॥ ৩২ ॥

একাদশ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই তেরোটী করণ নামে খ্যাত। [যাহার দ্বারা কার্য্যনিষ্পত্তি হয় তাহা করণ। ঐ সকল আহরণ ধারণ ও প্রকাশ নিষ্পত্তি করে, সে জন্য তাঁহারা করণ।] কর্ম্মেন্দ্রিয় আহরণ অর্থাৎ বিষয় গ্রহণ করে। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, ইহারা প্রাণাদি বৃত্তির দ্বারা দেহ ধারণ করে। জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রকাশ করে। যাহা ত্রয়োদশ করণের করণীয় বা বিষয় তাহা আহার্য্য, ধার্য্য ও প্রকাশ্য নামে খ্যাত। [আহার্য্য ১০ প্রকার, ধার্য্য ১০ প্রকার এবং প্রকাশ্যও ১০ প্রকার। বাক্য বলা, বস্তু গ্রহণ করা, গমনাগমন করা, মল বিসর্জন করা ও মৈথুনানন্দ জন্মান, এই পাঁচ দিব্যাদিব্য ভেদে ১০। অন্তঃকরণ ত্রয়ের প্রাণাদিরূপা অবান্তর বৃত্তি হইতে দেহধারণ হয়। দেহ পাঞ্চভৌতিক। ভূত সকল শব্দাদি পঞ্চকের আধার, তাহারা দিব্য অদিব্য ভেদে ১০ সুতরাং ধার্য্যও ১০। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপ্য বা বিষয় শব্দস্পর্শাদি; সে সকলও দিব্যাদিব্য ভেদে ১০, সুতরাং প্রকাশ্যও ১০।]

অন্তঃকরণং ত্রিবিধং দশধা বাহ্যং ত্রয়স্য বিষয়াখ্যম।
সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকালমাভ্যন্তরং করণম্ ॥৩৩॥

বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, এই তিনে অন্তঃকরণ। ইহাদের

বৃত্তি শরীরের অভ্যন্তরে, তাই ইহারা অন্তঃকরণ। বহিঃকরণ বা বহিরিন্দ্রিয় ১০। তাহারা অন্তঃকরণ ত্রয়ের বিষয় বা ব্যাপক অর্থাৎ দ্বারস্বরূপ। [অন্তঃকরণ যে, ক্রমে সংকল্পন—আলোচন, অভিমান ও অধ্যবসায় (নিশ্চয়) এই তিন কার্য্য নির্ব্বাহ করে তাহা বিনা বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে হয় না।] বহিরিন্দ্রিয় গুলি সাম্প্রতকাল অর্থাৎ তাহারা সমীপস্থ বিদ্যমান বিষয়েই কার্য্য করে, কিন্তু অন্তঃকরণ ত্রিকাল অর্থাৎ অবিদ্যমান ও অসমীপস্থ বিষয়েও নিজ কার্য্য করিতে সক্ষম। [সেই জন্যই সমনস্ক জীবের অনুমান-শক্তি আছে এবং সেই অনুমানশক্তির দ্বারা তাহারা লৌকিক অলৌকিক বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়। ঈশ্বর জানিতে অগ্রসর হয় এবং শিল্পাদি জীবিকারও উন্নয়ন করে।]

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তেষাং পঞ্চ বিশেষাবিশেষবিষয়াণি।
বাগ্‌ভবতি শব্দবিষয়া শেষাণি তু পঞ্চবিষয়াণি ॥৩৪॥

পূর্ব্বোক্ত দশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় বিশেষ ও অবিশেষ। বিশেষ=স্থূল, অবিশেষ=সূক্ষ্ম। অস্মদাদির বুদ্ধীন্দ্রিয় স্থূল শব্দাদি ও স্থূল আকাশাদি এবং যোগীদিগের বুদ্ধীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম (তন্মাত্রা) শব্দাদি ও সূক্ষ্ম আকাশাদি গ্রহণ করে। কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকের মধ্যে যে বাক্ অর্থাৎ ব[illegible]ন্দ্রিয় কথিত হইয়াছে তাহার বিষয় স্থূল শব্দ। তন্মাত্রারূপ সূক্ষ্মশব্দ তাহার অধিকার বহির্ভূত। অবশিষ্ট ৪ পঞ্চবিষয় বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়মবগাহতে যস্মাৎ।
তস্মাত্ত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি ॥৩৫॥

যে হেতু অন্তঃকরণময়ী বুদ্ধি সমুদায় বিষয় অবগাহন করে, নিশ্চয় করে, সেই হেতু অন্তঃকরণত্রয় প্রধান, অবশিষ্ট

তাহার সহায়। বহিরিন্দ্রিয়গণ অন্তঃকরণের নিকট বিষয় সমর্পণ করে, অন্তঃকরণ তাহার স্বরূপাদি অবধারণ করে।

এতে প্রদীপকল্পাঃ পরস্পরবিলক্ষণা গুণবিশেষাঃ।

কৃৎস্নং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি ॥৩৬॥

বহিঃকরণ ও অন্তঃকরণ (বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়) ইহারা সত্ত্বরজস্তমোগুণের (প্রকৃতির) বিকার ও পরস্পর বিরুদ্ধলক্ষণাক্রান্ত অথচ প্রদীপের ন্যায় সংহত্যকারী। [যেমন বর্ত্তি, তৈল, বহ্নি, এই তিন পরস্পর বিরোধী অথচ মিলিত হইয়া প্রদীপ নামক এক বিলক্ষণ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, হইয়া অন্ধকার অপনয়ন পূর্ব্বক রূপ প্রকাশ করে, সেইরূপ, গুণত্রয়বিকার ইন্দ্রিয়গণও পুরুষার্থের দ্বারা ঐকমত্য প্রাপ্ত হয়, হইয়া বিষয়ালোচনাদি কার্য্য করে।] অপিচ তাহারা সমুদায় পুরুষার্থ (বিষয়) প্রকাশ পূর্ব্বক বুদ্ধির নিকট অর্পণ করে।] [পরে মন তাহার সংকল্পন করিয়া অহঙ্কারের নিকট দেয়, অহঙ্কার তাহাতে অভিমান স্থাপন করিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ বুদ্ধির নিকট অর্পণ করে, বুদ্ধি তাহা নিশ্চয় করে, করিয়া পুরুষের ভোগাদি জন্মায়।]

সর্ব্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।

সৈব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধানপুরুষান্তরং সূক্ষ্মম্ ॥৩৭॥

শব্দস্পর্শাদি যে কিছু বিষয় সমস্তই বুদ্ধির দ্বারা পুরুষে ভোগ প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধিই সে সকল ভোগ জন্মায় এবং বুদ্ধিই আবার অত্যন্ত দুর্লক্ষ্য প্রধানের ও পুরুষের অন্তর (ভেদ) প্রদর্শন করে। অপবর্গ জন্মায় বা ভোগত্যাগ করায়।

তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।

এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ ॥৩৮॥

তন্মাত্র সকল যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম ও নির্বিশেষ। সে জন্ত ভোগযোগ্য নহে। এই শব্দ তন্মাত্র, এই স্পর্শ তন্মাত্র, এরূপ প্রভেদে অনুভূয়মান হয় না। তাদৃশ তন্মাত্রা পঞ্চক হইতে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত জন্মিয়াছে এবং সে সকল তন্মাত্রগণের স্থূলাবস্থা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সেই জন্যই তন্মাত্রোৎপন্ন মহাভূত পঞ্চক বিশেষ। (পরস্পর ব্যাবৃত্তরূপে বা প্রভেদে অনুভূয়মান)। উপভোগ বা অনুভব যোগ্য ভূতবর্গ শান্ত, ঘোর ও মূঢ়, এতৎ স্বভাবান্বিত। [শান্ত=সুখ, প্রসন্ন (স্বচ্ছ) ও লঘু। ঘোর=দুঃখ ও অনবস্থিত (চঞ্চল)। মূঢ়=বিষন্ন ও গুরু।]

সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ॥
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে॥ ৩৯॥

বিশেষ শব্দের অর্থ পূর্ব্বোক্ত বিশেষ, তাহা আবার অবান্তর বিশেষবিশিষ্ট। অবান্তর বিশেষ তিন প্রকার। সূক্ষ্ম শরীর, শুক্র-শোণিতপ্রভব স্থূল শরীর ও মহাভূত। [পূর্ব্বোক্ত ভূত পরমাণু স্থানীয়। এ ভূত সংঘাতাত্মক অর্থাৎ এই দৃশ্যমানা পৃথিব্যাদি ও ঘট পট নদ নদী বৃক্ষ পর্ব্বতাদি]। সূক্ষ্ম শরীর ও মাতৃপিতৃজাত ষাট্‌কৌষিক শরীর, এই দুয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর নিয়ত অর্থাৎ নিত্য। মাতৃপিতৃজাত শরীর নশ্বর। সূক্ষ্ম শরীর নষ্ট হয় না। শুক্রশোণিতপ্রভব স্থূল শরীরটাই নষ্ট হয়। [মাটী হয়, ভস্ম হয় অথবা জীবের ভক্ষ্য হইয়া বিষ্ঠায় পরিণত হয়।]

পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদি সূক্ষ্মপর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্॥৪০॥

সৃষ্টিকালে প্রধান হইতে প্রত্যেক আত্মার এক এক সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই শরীর অব্যাহত—কুত্রাপি

তাহার প্রতিরোধ হয় না। এমন কি তাহা শিলামধ্যেও প্রবিষ্ট হইতে পারে। তাহা নিয়ত অর্থাৎ আদিসৃষ্টি কালে উৎপন্ন হইয়া মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত থাকে, বিধ্বস্ত হয় না। তাহার স্বরূপ—সংযুক্ত মহৎ অহঙ্কার,একাদশ ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রা পঞ্চক। এই শরীরই সংসরণ করে অর্থাৎ এক শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া অন্য স্থূল শরীর গ্রহণ করে। সূক্ষ্ম শরীর নিরুপভোগ অর্থাৎ স্থূল শরীর ব্যতীত সে শরীর স্বতন্ত্ররূপে সুখ দুঃখাদি ভোগ জন্মায় না। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য,—ভাবপদবাচ্য এই সকলের সংস্কার এই শরীরের বিদ্যমানতায় সেই শরীরে সংলগ্ন হয়। প্রলয়-কালে থাকে না, লয় হইয়া যায়, সেই কারণে তাহা লিঙ্গ অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর।

চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভো বিনা যথা চ্ছায়া।
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈ র্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্ ॥ ৪১ ॥

চিত্র যেমন আশ্রয় ব্যতীত থাকে না, ছায়া যেমন বৃক্ষাদি ব্যতীত অবস্থান করে না, তেমনি, বুদ্ধ্যাদিও সূক্ষ্ম শরীর ব্যতীত নিরাশ্রয়ে থাকে না।

পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তিকপ্রসঙ্গেণ।
প্রকৃতেবিভুত্বযোগাৎ নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম ॥ ৪২ ॥

এই লিঙ্গ শরীর (বুদ্ধ্যাদিময় সূক্ষ্মদেহ) পুরুষের অর্থের অর্থাৎ ভোগাপবর্গের উদ্দেশে প্রকৃতিকর্তৃক প্রেরিত হয়। অধিকন্তু ইহা প্রকৃতির বিভুত্বে প্রকৃতিরই আশ্রিত এবং অন্তর্ব্বাহ্য ভেদে দ্বিবিধ করণাশ্রিত ভাব অর্থাৎ ধর্ম্মাদি নিমিত্তনৈমিত্তিক-প্রসঙ্গে নটের ন্যায় ব্যবস্থায় অবস্থিত। [নিমিত্ত·· ধর্ম্মাধর্ম্ম,

নৈমিত্তিক...স্থূল শরীর গ্রহণ। নটী যেমন নানা সাজ সাজে, তেমনি, এই সূক্ষ্ম শরীরও ধর্ম্মাধর্ম্মাদির প্রেরণায় দেব মনুষ্যাদি শরীর ধারণ করে। অর্থাৎসেই সেই যোনিতে গিয়া জন্মে। প্রধান বিশ্বরূপ, তাহার পরিণামও অদ্ভুত, সেই কারণে সেই সেই শরীর হওয়া অসম্ভব হয় না।]

সাংসিদ্ধিকাশ্চ ভাবাঃ প্রাকৃতিকা বৈকৃতিকাশ্চ ধর্ম্মাদ্যাঃ।
দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িণঃ কার্য্যাশ্রয়িনশ্চ কললাদ্যাঃ ॥ ৪৩ ॥

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য, এই সকল ভাব। ভাব সকল তিন প্রকার। যথা—সাংসিদ্ধিক, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ বা জন্মসিদ্ধ। প্রাকৃতিক অর্থাৎ স্বাভাবিক। বৈকৃতিক অর্থাৎ উপায়ানুষ্ঠানপ্রভব। গর্ভস্থ কলল ও বুদ্বুদ প্রভৃতি ভাব (অবস্থা) কার্য্যাশ্রিত অর্থাৎ স্থূল দেহের আশ্রিত। [গর্ভে শুক্র শোণিতের সংযোগে প্রথমতঃ কলল, তৎপরে বুদ্বুদ, ক্রমে মাংস, পেশী, করণ্ড অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ। এ গুলি গর্ভস্থের অবস্থা। তৎপরে বাল্যাদি অবস্থা। এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে।]

ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাৎ ভবত্যধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ ॥ ৪৪ ॥

ধর্ম্মের প্রভাবে ঊর্দ্ধগতি (উৎকৃষ্ট দেবাদি শরীর প্রাপ্তি), অধর্ম্মের দ্বারা অধোগতি. (নরকাদি). ধর্ম্মাধর্ম্মের সমবলে মানুষ্য, জ্ঞানে মোক্ষ ও অজ্ঞানে বন্ধন হয়।

বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ সংসারো ভবতি রাজসাৎ রাগাৎ।
ঐশ্বর্য্যাদবিঘাতো বিপর্য্যয়াত্তদ্বিপর্য্যাসঃ ॥ ৪৫ ॥

তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত, কেবল বৈরাগ্যে প্রকৃতিলয়, রজোগুণ

প্রভব রাগ (আসক্তি) হইতে সংসার (পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ) ঐশ্বর্য্যের উদয়ে ইচ্ছার অব্যাঘাত এবং অনৈশ্বর্য্য অবস্থায় ইচ্ছার ব্যাঘাত হইয়া থাকে।

এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ।

গুণবৈষম্যবিমর্দ্দাত্তস্য চ ভেদাস্তু পঞ্চাশৎ॥ ৪৬॥

বিপর্য্যয় (অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য), তুষ্টি, ও সিদ্ধি;—এ সকল প্রত্যয়সর্গ অর্থাৎ বুদ্ধির সৃষ্টি বিশেষ। (বুদ্ধির ধর্ম্ম বা বুদ্ধিরই নিকৃষ্ট অবস্থা)। সত্ত্বাদি গুণের বিমর্দ্দ অর্থাৎ প্রাবল্য দৌর্ব্বল্য হইতে ঐ সকল প্রত্যয়সৃষ্টি পঞ্চাশ প্রকার প্রভেদবিশিষ্ট হয়।

পঞ্চ বিপর্য্যয়ভেদা ভবন্ত্যশক্তিশ্চ করণবৈকল্যাৎ।

অষ্টাবিংশতিভেদা তুষ্টির্নবাঽষ্টধা সিদ্ধিঃ॥ ৪৭॥

বিপর্য্যয় ৫, ইন্দ্রিয়বৈকল্য নিবন্ধন অশক্তি ২৮, তুষ্টিপ্রভেদ ৯ এবং সিদ্ধি ৮। [এ সকলের বিস্তৃত বিবরণ বলা হইবে।]

ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্য চ দশবিধো মহামোহঃ।

তামিস্রোঽষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধতামিস্রঃ॥ ৪৮॥

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই গুলি যথাক্রমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র নামে অভিহিত হয়। এই সকলের মধ্যে তমঃ ও মোহ ৮ প্রকার, মহামোহ ১০ প্রকার, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র ১৮ প্রকার।

একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈরশক্তিরুদ্দিষ্টা।

সপ্তদশ বধা বুদ্ধের্বিপর্য্যয়াত্তুষ্টিসিদ্ধীনাম্॥ ৪৯॥

ইন্দ্রিয়বধ ১১ প্রকার। জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫, কর্ম্মেন্দ্রিয় ৫ ও মন ১। এই ১১ ইন্দ্রিয়ের গোলোক নষ্ট বা কার্য্যাক্ষম হওয়ায় তজ্জ-

নিত্ত অশক্তি ১১। শুনিতে অশক্ত, দেখিতে অশক্ত, ইত্যাদি। ৯ প্রকার তুষ্টি ও ৮ প্রকার সিদ্ধি. এই দুয়ের বিপর্য্যয় অর্থাৎ অতুষ্টি ও অসিদ্ধি; ইহাতে ১৭ প্রকার বুদ্ধিবধ গণিত হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক্যশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ।
বাহ্যা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়োঽভিমতাঃ॥ ৫০॥

আধ্যাত্মিকী তুষ্টি ৪ প্রকার। তাহাদের নাম যথাক্রমে প্রকৃত্যাখ্যা, উপাদানাখ্যা, কালাখ্যা ও ভাগ্যাখ্যা। বিষয়ের উপরমে তুষ্টি অর্থাৎ বিষয়বৈরাগ্যমূলক বহিস্তুষ্টি ৫। (বিষয়= রূপাদি পঞ্চক)। সঙ্কলনে ৯ প্রকার তুষ্টি।

ঊহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ।
দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ॥ ৫১॥

ঊহ অর্থাৎ শাস্ত্রার্থবিচার, শব্দ অর্থাৎ শাস্ত্রার্থবোধ, অধ্যয়ন অর্থাৎ শাস্ত্রাধ্যয়ন, আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখের অবসানের উপায় অবগত হওয়া, সুহৃৎপ্রাপ্তি অর্থাৎ গুরুশিষ্যভাবপ্রাপ্তি বা সমধর্ম্মী ব্যক্তি লাভ ও দান। এই ৮টী সিদ্ধি বলিয়া গণ্য। সিদ্ধি লাভের অঙ্কুশ (প্রতিবন্ধক) তিন প্রকার, তাহা বলা হইয়াছে।

ন বিনাভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ।
লিঙ্গাখ্যোভাবাখ্যস্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ॥ ৫২॥

ভাব ব্যতীত লিঙ্গের এবং লিঙ্গ ব্যতীত ভাবের স্বরূপ ও সে সকলের প্রয়োজনতা (পুরুষভোগ্যতা) থাকে না। তাহাতেই বুঝা যায়, ভাব ও লিঙ্গ এতন্নামক কারণ হইতে দ্বিবিধ সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়। [লিঙ্গ=তন্মাত্র বা সূক্ষ্মসৃষ্টি। ভাব=প্রত্যয়সৃষ্টি। বিশদার্থ—সূক্ষ্ম শরীর ও তন্মাত্র। ভাব=ধর্ম্মজ্ঞানাদি। অভিপ্রায়

এই যে, পুরুষার্থ অর্থাৎ ভোগ, তাহা শব্দাদি ভোগ্যপদার্থ ও ভোগায়তন দ্বিবিধ শরীর (স্থূল ও সূক্ষ্ম) ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। ভোগসাধন ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ এই দুই ব্যতীত ভোগ সম্ভাবনা কি? ভাব অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ব্যতীত ইন্দ্রিয়াদি থাকিবার বা হইবার সম্ভাবনা কি? এবং মোক্ষকারণ বিবেক জ্ঞানই বা কোথা হইতে হইবে? সেজন্য, ভাবলিঙ্গসৃষ্টি নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং উভয়েই উভয়ের কারণ।]

অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ॥ ৫৩॥

ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ,—এই আট প্রকার দেবযোনি ও পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ, স্থাবর,—এই পাঁচ প্রকার তীর্য্যগ্‌যোনি, আর মনুষ্যযোনি এক প্রকার। ইহা ভৌতিক সৃষ্টির সংক্ষেপ।

ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ॥ ৫৪॥

চৈতন্যের উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে ভৌতিক সৃষ্টির ঊর্দ্ধ অধঃ মধ্য এই ত্রিবিধ বিভাগ কল্পিত হয়। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধলোক সত্ত্ব-বহুল। ঊর্দ্ধলোক অর্থাৎ দেবলোক। তমোবহুল অধোলোক। অর্থাৎ পশ্বাদি স্থাবরান্ত তির্য্যক শরীর। রজোবহুল মধ্যলোক অর্থাৎ মানবযোনি। ঊর্দ্ধতম ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব (তৃণ) পর্য্যন্ত সমস্তই ভৌতিক সৃষ্টি. ইহা সংক্ষেপে বলা হইল।

তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনপুরুষঃ।
লিঙ্গস্যাঽনিবৃত্তেস্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন॥ ৫৫॥

যাবৎ না লিঙ্গদেহের নিবৃত্তি হয়, বিনাশ হয়, তাবৎ, যে

কোন শরীর উৎপন্ন হউক সকল শরীরেই লিঙ্গধারী চেতন (আত্মা) জরামরণাদিজনিত দুঃখ প্রাপ্ত হন। দুঃখ বস্তুতঃ প্রাকৃতিক; পরন্তু প্রাকৃতিক লিঙ্গের সহিত অভেদ অধ্যাস থাকায় আত্মা সেই প্রাকৃতিক লিঙ্গস্থ দুঃখ আপনাতে অধ্যসন করেন।

ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতোমহদাদিবিশেষভূতপর্য্যন্তঃ।

প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ ॥ ৫৬ ॥

প্রত্যেক পুরুষের ভোগের অনন্তর মোক্ষের নিমিত্ত বর্ণিত মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূল ভূত (পৃথিব্যাদি) পর্য্যন্ত সমুদয় তত্ত্ব প্রকৃতি হইতে সৃষ্ট হয়। পুরুষের জন্যই সৃষ্টির আরম্ভ, অথচ প্রকৃতি যেন নিজ প্রয়োজনে সৃষ্টি করিয়াছেন।

বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।

পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য ॥৫৭॥

দুগ্ধ যেমন অজ্ঞান বা অচেতন হইয়াও বৎসের নিমিত্ত (বৎস বাড়িবে বলিয়া) প্রবৃত্ত হয়, গোশরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, সেই রূপ, অচেতন প্রধানও পুরুষের মোক্ষের নিমিত্ত (পুরুষ মুক্ত হইবে বলিয়া) সৃষ্টি প্রবৃত্ত হন অর্থাৎ মহাদাদি রূপে পরিণত হন।

ঔৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থং যথা ক্রিয়াসু প্রবর্ত্ততে লোকঃ।

পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে তদ্বদব্যক্তম্ ॥ ৫৮ ॥

লোক যেমন ইচ্ছানিবৃত্তির জন্যও ক্রিয়াপ্রবৃত্ত হয়, সেই রূপ, অব্যক্তও (প্রকৃতিও) পুরুষমোক্ষার্থে প্রবৃত্ত হন অর্থাৎ মহদাদি সৃষ্টি করেন।

রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।

পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ ॥ ৫৯ ॥

যেমন নর্ত্তকী দর্শক পুরুষকে নৃত্য দেখাইয়া নিবৃত্তা হয়, সেইরূপ, প্রকৃতিও পুরুষের নিকট আপনাকে প্রকাশ করিয়া নিবৃত্তা হন। [প্রকৃতি অদৃশ্যা হইলেই মোক্ষ]।

নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যগুণস্য সতস্তস্যার্থমপার্থকঞ্চরতি ॥ ৬০ ॥

যেমন গুণবান্ ভৃত্য নির্গুণ ও প্রত্যুপকারবিমুখ প্রভুর বিবিধ প্রকার ব্যর্থ উপকার করে, সেইরূপ, গুণবতী প্রকৃতিও নির্গুণ ও প্রত্যুপকারাক্ষম পুরুষের সেবা করেন।

প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাঽস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য ॥৬১॥

আমার বোধ হয়, প্রকৃতি অপেক্ষা পরপুরুষদর্শনাসহিষ্ণু আর নাই। কারণ "পুরুষ আমাকে দেখিয়াছে" ইহা জানিবা মাত্র প্রকৃতি পুরুষের দর্শনপথ পরিত্যাগ করেন। তিনি আর সে পুরুষের দৃষ্টিপথে আইসেন না। [প্রকৃতিসংযোগরাহিত্য হওয়াই মুক্তি, তাহা এই কারিকায় বলা হইয়াছে।]

তস্মান্ন বধ্যতেঽসৌ ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ ॥৬২॥

কোনও পুরুষ স্বরূপতঃ বন্ধনবিশিষ্ট নহেন। সুতরাং বন্ধন-মুক্তও হন না। সংসারগতিও (জন্মমরণাদি) ভজনা করেন না। প্রকৃতিই বহুল পুরুষের আশ্রিতা হইয়া সংসরণ করেন এবং বন্ধনমুক্তা হন। [প্রকৃতির বন্ধনাদি পুরুষে উপচরিত।]

রূপৈঃ সপ্তভিরেব তু বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ।
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥৬২॥

প্রকৃতি আপনিই আপনাকে আপনার সাতটী রূপে

(ধর্ম্মাদির দ্বারা) বদ্ধ করেন, আবার প্রকৃতিই আপনাকে আপনার একটী রূপে (বিবেক জ্ঞানে) মুক্ত করেন।

এবংতত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥৬৪॥

কথিতপ্রকার তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের অভ্যাস অর্থাৎ শ্রদ্ধাসহকারে পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে আত্মসাক্ষাৎকারকারী জ্ঞানের উদয় হয়। সে জ্ঞান অসন্দিগ্ধ ও ভ্রমাদিশূন্য সুতরাং বিশুদ্ধ। তাহা কেবল অর্থাৎ একাকার বা একরস। সে জ্ঞানের আকার এইরূপ—"আমি এ সকল নহি, এবং আমারও এ সকল নহে। যে কিছু জ্ঞাতব্য, সমস্তই শেষ হইয়াছে অর্থাৎ জানা হইয়াছে।" [এই স্থানেই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি, জ্ঞানপিপাসার অবসান, সুতরাং পূর্ণতৃপ্তি।]

তেন নিবৃত্তপ্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্।
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বস্থঃ॥৬৫॥

প্রকৃতি ভোগ ও বিবেক এই দুই প্রসব করেন, তাহা তাঁহার করা হইয়াছে। বিবেক জ্ঞানের এমনি প্রভাব যে, এখন তিনি প্রকৃতিপ্রেরক পুরুষের নিকট সে সকল প্রসব করেন না। সুতরাং এখন তদীয় ধর্ম্মাদি সপ্তরূপও সে পুরুষের নিকট বিনিবৃত্ত হইয়াছে অর্থাৎ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুরুষ এখন স্বস্থ অর্থাৎ প্রকৃতির আলিঙ্গনে মুগ্ধ নহেন। তাদৃশ পুরুষ এক্ষণে স্বরূপে অবস্থান করতঃ সেই নিবৃত্তপ্রসবা ও নিবৃত্তসপ্তরূপা প্রকৃতিকে মাত্র উদাসীনের ন্যায় দেখিতেছেন।

দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একোদৃষ্টাহহমিত্যুপরমত্যন্যা।
সতি সংযোগেহপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য॥৬৬॥

"আমার দেখা শেষ হইয়াছে" এই ভাবিয়া এক অর্থাৎ পুরুষ এ সকলে উপেক্ষক হইয়াছেন এবং "এ আমাকে দেখিয়াছে" এই ভাবিয়া অপরা অর্থাৎ প্রকৃতি বিরতব্যাপারা হইয়াছেন। সুতরাং বিভুত্বনিবন্ধন সামান্য সংযোগ থাকিলেও তদুভয়ের সৃষ্টিসম্বন্ধীয় প্রয়োজন থাকিল না অথবা নাই। [প্রকৃতিপুরুষের পার্থক্য প্রত্যক্ষ হইলেই প্রত্যক্ষকারী সাধক পুরুষ প্রাকৃতিক সুখদুঃখবিমুক্ত হন।]

সম্যগ্‌জ্ঞানাধিগমাদ্ধর্ম্মাদীনামকারণতাপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ ॥৬৭॥

তত্বজ্ঞান জাত হওয়ায় (আত্মতত্বসাক্ষাৎকার হওয়ায়) ধর্ম্মাধর্ম্মাদির কারণতা নষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ তাহা দগ্ধবীজসদৃশ নির্ব্বীর্য্য হইয়াছে। ধর্ম্মাদি নির্ব্বীর্য্য হইলেও সংস্কারপ্রভাবে চক্রভ্রমণের ন্যায় শরীর বিধৃত আছে। [তত্বসাক্ষাৎকার হইলে তন্মুহূর্ত্তে শরীর বিনষ্ট হয় না। শরীর কিছুকাল বিধৃত থাকে। কুম্ভকার নির্ব্ব্যাপার হইলেও চক্র যেমন বেগাখ্য সংস্কার বলে কিছুকাল ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ।]

প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তেঃ।
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি ॥৬৮॥

শরীর পাত হইলে তখন চরিতার্থ অর্থাৎ প্রয়োজন নিঃশেষিত হয় এবং প্রধানও নিবৃত্ত হন। পুরুষ তখন ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক কৈবল্য লাভ করেন। [কৈবল্য = কেবলীভাব। নামান্তর দুঃখত্রয়ের বিরাম। তাহা ঐকান্তিক অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী। আত্যন্তিক অর্থাৎ অবিনশ্বর বা পুনরুৎপত্তিশূন্য।]

পুরুষার্থজ্ঞানমিদং গুহ্যং পরমর্ষিসমাখ্যাতম্ ।
স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াশ্চিন্ত্যন্তে যত্র ভূতানাম্ ॥ ৬৯ ॥

পরম ঋষি কপিলের অভিহিত এই জ্ঞান (জ্ঞানশাস্ত্র) গুহ্য অর্থাৎ দুর্বোধ্য ও পুরুষার্থ-(অপবর্গ)-কারণ । পুরুষ সকল পুরুষার্থ লাভ করিবেন, এই আশায় কপিল এই শাস্ত্রে ভূতের উৎপত্তি স্থিতি প্রলয় বর্ণন করিয়াছেন ।

এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধাকৃতং তন্ত্রম্ ॥৭০॥

কপিল মুনি এই পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র অনুকম্পাপ্রণোদিত হইয়া আসুরি মুনিকে উপদেশ করেন । আসুরি আবার পঞ্চশিখ মুনিকে বলেন । পঞ্চশিখ এই শাস্ত্রকে বহু বিস্তীর্ণ করিয়া বলিয়াছেন ।

শিষ্যপরম্পরাগতমীশ্বরকৃষ্ণেণ চৈতদার্য্যাভিঃ ।
সংক্ষিপ্তমার্য্যমতিনা সম্যক্ বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তম্ ॥ ৭১ ॥

কপিল ও কপিল শিষ্য, তৎপরে তৎশিষ্য, এইরূপ ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া ও সাংখ্যশাস্ত্রের সম্পূর্ণ রহস্য অবগত হইয়া, আর্য্য-মতি ঈশ্বর কৃষ্ণ সংক্ষেপে আর্য্যাচ্ছন্দে এই গ্রন্থ র[illegible] করিলেন ।

সপ্তত্যাং কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষ[illegible]ন্ত্রস্য ।
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জিতাশ্চাপি ॥ ৭২ ॥

উক্ত ৭০টী আর্য্যায় যাহা বলিলাম তাহাই সম্পূর্ণ ষষ্টিতন্ত্রের অর্থাৎ সাংখ্য শাস্ত্রের বস্তু । ইহাতে কেবল আখ্যায়িকা ও বাদ কথা নাই ।

ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যসপ্ততি কিরূপ তাহা বলা হইল । সাংখ্য-সপ্ততি নামক এই কারিকা গ্রন্থ আজকাল সর্বপরিচিত । এই

গ্রন্থে ঈশ্বরকৃষ্ণ সমুদায় তত্ত্ব সংক্ষেপে বলিয়াছেন। মহামুনি পঞ্চশিখাচার্য্য এই সকল কথা বহু বিস্তৃত করিয়া বলিয়াছিলেন।

মহাত্মা পঞ্চশিখাচার্য্য সাঙ্খ্য শাস্ত্র পরিবর্দ্ধিত করিলে সাংখ্য শাস্ত্রের 'ষষ্টিতন্ত্র' নাম হইয়াছিল। 'ষষ্টিতন্ত্র' এই কথার অর্থে বুঝা যায়, পঞ্চশিখ কপিলসম্মত ষষ্টিসংখ্যক পদার্থের উপর ষষ্টি-সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যে সকল বিষয়ের উপর তাঁহার গ্রন্থ ছিল, সে সকল বিষয় এই—

প্রকৃতি প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ে ১০। বিপর্য্যয় অর্থাৎ অজ্ঞান বিষয়ে ৫। সন্তোষ অর্থাৎ অলংবুদ্ধিবিষয়ে ৯। ইন্দ্রিয়াসামর্থ্য-বিষয়ে ২৮ এবং সিদ্ধি অর্থাৎ ক্ষমতাবিষয়ে ৮।

পঞ্চশিখ উপরোক্ত ষষ্টি পদার্থের প্রত্যেক পদার্থের উপর এক এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয় কিন্তু এক্ষণে তাহার কিছুই পাওয়া যায় না। এক্ষণে যাহা যাহা পাওয়া যায় তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঈশ্বরকৃষ্ণ গ্রন্থসমাপ্তিকালে লিখিয়াছেন যে, "আখ্যায়িকাবিরহিতা পর-বাদবিবর্জ্জিতাশ্চাপি" আমি ষষ্টিতন্ত্রের সমস্ত পদার্থই সংক্ষেপে বলিলাম, কিন্তু আখ্যায়িকা ও পরমত খণ্ডন পরিত্যাগ করি-লাম। এই লিখন ভঙ্গীতে বোধ হয়, পঞ্চশিখাচার্য্য ও আসুরি প্রভৃতি ঋষিরা আখ্যায়িকার ও বাদকথার যোগে গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, ফলকথা এই যে, সাঙ্খ্য শাস্ত্র এত বিস্তৃত এবং তাহার অধিকার এত প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল যে, তত্তাবতের অধিকাংশ লোপ হওয়াতে এখন আর কোন্‌টী সাঙ্খ্যের সম্মত, কোন্‌টী তাহার অসম্মত, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সেই কারণে আমি এতন্মধ্যে সাঙ্খ্যানুগত পুরাণ,

স্মৃতি ও অনেক বৈদ্যক বাক্যকেও সাঙ্খ্যসম্মত বলিয়া নিবিষ্ট করিয়াছি।

স্মপ্রাপ্য সাংখ্যগ্রন্থের তালিকা।

গ্রন্থ			গ্রন্থকার
ষড়ধ্যায়ী স্থত্র বা সাংখ্যপ্রবচন ...			কপিল।
তত্বসমাস স্থত্র	...	...	কপিল।
সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য	..	...	বিজ্ঞানভিক্ষু।
সাংখ্যবৃত্তি	...	...	অনিরুদ্ধভট্ট।
নাগেশভট্ট ও মহাদেব বেদান্তীর বৃত্তিও আছে।			
তত্বসমাসব্যাখ্যা	...	...	যতি।
সাঙ্খ্যসপ্ততি	...	...	ঈশ্বরকৃষ্ণ।
তত্বকৌমুদী	...	...	বাচস্পতি মিশ্র।
সাঙ্খ্যসার	...	...	বিজ্ঞানভিক্ষু।
সাঙ্খ্যচন্দ্রিকা	...	...	
রাজবৃত্তি	...	...	ভোজরাজ।

সাঙ্খ্যশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, জ্ঞান-সম্বন্ধে সাঙ্খ্যের ও অন্যান্য দর্শনের মত।

সাংখ্য শাস্ত্র চিকিৎসা শাস্ত্রের ন্যায় চতুর্ব্যূহ। ব্যূহ শব্দের অর্থ সমূহ। রোগসমূহ, রোগের কারণসমূহ, আরোগ্য-সমূহ ও ভৈষজ্যসমূহ, এই চারি সমূহ যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য, তেমনি, দুঃখ ও দুঃখনিবৃত্তি, দুখোৎপত্তির হেতু ও দুঃখনিবৃত্তির উপায়, এই চারি সমূহ সাঙ্খ্য শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য। সাঙ্খ্যকার উক্ত চারি সমূহের সম্যক্ পরীক্ষা

করিয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে অন্যান্য অনেক পদার্থের বিচার করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম বিচার্য্য দুঃখ। দুঃখ কি? তাহা আছে কি না? এ কথা অজিজ্ঞাস্য; সুতরাং সে বিষয়ে শাস্ত্রের কোন কৃত্য নাই। অর্থাৎ দুঃখ আছে কি না তাহা শাস্ত্রের দ্বারা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয় না। দুঃখ সর্ব্বদাই সকল মনুষ্যের অন্তঃকরণে চেতনাশক্তির প্রতিকূল অনুভবে উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই জন্যই কেহ তাহা 'নাই' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন না এবং দুঃখের নিবৃত্তি হয় কি না, এ অংশেও সংশয় করেন না। দুঃখনিবারণের কোন উপায় নাই বলিয়াও কেহ মস্তকোত্তোলন করেন না। সকলেই জানিতেছেন, দুঃখ ও তাহার নিবৃত্তি উভয়ই আছে বা হয়। সেই জন্য সে অংশ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে। জ্ঞাতজ্ঞাপন করা কোনও শাস্ত্রের কার্য্য বা উদ্দেশ্য নহে। "অজ্ঞাতজ্ঞাপকং হি শাস্ত্রম্" যাহা লৌকিক প্রমাণের অগোচর তাহা জানান বা তাহার বোধ জন্মানই শাস্ত্রের কার্য্য। সুতরাং বুঝিতে হইবে, সাঙ্খ্যশাস্ত্রের উপদেশ্যও অন্যের অজ্ঞাত। যাহা সাধারণ জ্ঞানের গোচর নহে, যাহার উপদেশ কোথাও পাওয়া যায় নাই, সাঙ্খ্যশাস্ত্র তাহাই উপদেশ করিবেন। শাস্ত্রের অভিসন্ধি এই যে, মনুষ্য দুঃখ কি তাহা জানেন এবং কিসে তাহার নিবৃত্তি হয় তাহাও জানেন, কিন্তু তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় জানেন না। সে উপায় লৌকিক জ্ঞানের অলভ্য বা সহজ জ্ঞানে উপলব্ধ হয় না। ধাতুবৈষম্যনিবন্ধন শারীর দুঃখ হয়, সে দুঃখের নিবারক শত শত উপায় বৈদ্যক গ্রন্থে আছে। বিষয় বিশেষের অদর্শন বা অপ্রাপ্তিজন্য মানস দুঃখ উপস্থিত হয়, তন্নিবারণের

উপায় স্থলে মনোজ্ঞ-স্ত্রী-পান-ভোজন-বস্ত্র-অলঙ্কার প্রভৃতি লৌকিক পদার্থও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। নীতি-শাস্ত্রে কুশলতা থাকিলে ও নিরুপদ্রব স্থলে বাস করিলে আধি-দৈবিকাদি দুঃখও আক্রমণ করিতে পারে না। এ সমস্ত কথাই সত্য; পরন্তু ঐ সকল উপায় ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নহে। ঐকান্তিক আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির উপায় সাধারণ জ্ঞানের অগোচরে রহিয়াছে।

প্রশ্ন। এমন কি নূতন বা অজ্ঞাত উপায় আছে যাহা উপদেশ দিবার জন্য সাঙ্খ্যকার ব্যগ্র?

প্রত্যুত্তর। দুঃখ কি জিনিশ, কাহার দুঃখ, তাহা কেন হয়, তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় কি না, অর্থাৎ তাহা আর কখন হইবে না এরূপ হয় কি না, যদি হয় তবে তাহা কি উপায়ে? এই সকল অংশ সাধারণ বোধের অগম্য সুতরাং ঐ সকল অংশ বুঝাইয়া দেওয়াই সাঙ্খ্য শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। দুঃখনিবৃত্তির যে সকল উপায় সাধারণের বিদিত আছে সে সকলের দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি হওয়ার নিশ্চয়তা নাই। কখন হয় কখন বা হয়ও না। হইলেও তাহা পুনর্ব্বার আইসে। সেই জন্যই বলা হইয়াছে, লৌকিক উপায়ে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। শাস্ত্রীয় উপায়ে দুঃখনিবৃত্তি হওয়ার নিশ্চয়তা আছে এবং সে নিবৃত্তি আত্যন্তিক নিবৃত্তি।

সাঙ্খ্য-দর্শনের মতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির এক নাম মোক্ষ, অপর নাম স্বরূপপ্রতিষ্ঠা। ইহাই পরম পুরুষার্থ শব্দের অভি-ধেয় বা বাচ্য। মনুষ্য যে-কিছু প্রার্থনা করে সমস্তই দুঃখ নিবারণের জন্য করে। সেই কারণে দুঃখনিবৃত্তি ও দুঃখনিবৃত্তির

উপায় উভয়ই প্রার্থনীয়। কিন্তু লৌকিক উপায়ে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না। যাহা হয় তাহা ক্ষণিক। সেই জন্য তাহা পুরুষার্থ হইলেও পরমপুরুষার্থ নহে।

কপিলের অভিপ্রায় এই যে, মানুষ সকল নিরন্তর দুঃখ পাইতেছে অথচ তাহার স্বরূপ ও অবস্থান স্থান জানিতেছে না। তাহারা তাহার নিরোধের প্রকৃত উপায় পরিজ্ঞাত নহে। আজ আমি তাহা জানাইব—বুঝাইয়া দিব। আমি যাহা জানাইব তাহা লৌকিক জ্ঞানের অগোচর।

জৈমিনি ও যজ্ঞবিদ্যা-বিশারদ মনুষ্যেরা বলেন, মনুষ্য মাত্রেরই "সুখই হউক, দুঃখ যেন অণুমাত্রও না হয়" এইরূপ অব্যভিচারী অভিনিবেশ আছে। তাহাদের ঐরূপ অভিনিবেশের পরিপূর্ত্তি অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগ কোনও এক সময়ে ঘটিবার সম্ভাবনা আছে কি না, তর্ক করিলে, নাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তাই জৈমিনি মুনি বলেন, তাহা স্বর্গ। যথাঃ—

"যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্॥"

নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগই স্বর্গ এবং তাহাই মনুষ্যের সুখ-তৃষ্ণার বিশ্রাম ভূমি। তাহাই পরমপুরুষার্থ এবং তাহাই মুক্তি ও অমৃত। তদতিরিক্ত অন্য কোন অমরত্ব বা মোক্ষ নাই। এই অমরত্ব বা মোক্ষ যজ্ঞবিদ্যার দ্বারা লভ্য। বেদোক্ত যাগ যজ্ঞাদির দ্বারাই ঐ অলৌকিক সুখ লাভ করা যায়।

যজ্ঞবিদ্যা ব্যবসায়ীদিগের ঐ মত কপিলের অনুমোদিত নহে। কপিল বেদ মানেন, বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপের ফল

জননী শক্তিও স্বীকার করেন, কিন্তু কথিত প্রকারের ফল মানেন না। তিনি বলেন, কর্ম্মসাধ্য স্বর্গসুখও ঐহিক সুখের ন্যায় দুঃখমিশ্র ও নশ্বর। কারণ, যাগমাত্রেই হিংসাসাধ্য। পশুঘাত ও বীজ (শস্য) বিনাশ ব্যতীত কোনও যাগ নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং হিংসাঘটিত কার্য্যকলাপ কিরূপে নিরবচ্ছিন্ন সুখ প্রসব করিবে? ক্রিয়াকাণ্ড কথনই তাদৃশ সুখের জনক নহে। একমাত্র হিংসাদিদোষরহিত বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানই তাদৃশ সুখের বা সর্ব্বদুঃখবিধংসের (মুক্তির) উপায়। *

যেমন লোকলভ্য উপায় বিশেষ দ্বারা দুঃখবিশেষ কিছু কাল স্থগিত থাকিতে দেখ, কোন কোন উপায়ে এক প্রকার দুঃখের শান্তি ও কোন কোন উপায়ে দুই বা ততোধিক দুঃখের শান্তি হতে দেখ, তেমনি, এমন কোন উপায় থাকিতে পারে যাহার দ্বারা দুঃখমূলের শান্তি হয় এবং সে শান্তি অনন্ত কালের জন্য ব্যবস্থিত। দুঃখের মূল (কারণ) বিধ্বস্ত হইলে দুঃখ হইবে কেন? যে উপায়ে দুঃখমূল নষ্ট হয় সে উপায় লোকমধ্যে নাই,

---

* বীজ বিনাশ করিলেও সাঙ্খ্য মতে পাপ জন্মে। কিন্তু অজ-বীজ ভিন্ন। যে বীজ হইতে আর অঙ্কুর হইবে না সেই বীজের নাম অজ। যজ্ঞে যে অজ বধ করিবার কথা আছে তাহার অর্থ তাদৃশ বীজ, ছাগল নহে। অহিংসা ঘটিত ব্রতে এই অজ বীজের ব্যবস্থা। ৩ বৎসর, কোন কোন বীজের ৫ বৎসর পর্য্যন্ত অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি থাকে; তৎপরে অজ হয়। সুরথ রাজা লক্ষ ছাগল বলি দিয়া দেবীকে পরিতুষ্টা করিয়া ছিলেন ও দেবীর বরে তাঁহার রাজ্য ও সুখলাভ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহাকে হিংসাজনিত পাপের দুঃখফলও ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি মৃত হইলে সেই সকল জীব তাঁহাকে খড়্গাঘাত করিতে উপস্থিত হইয়াছিল।

যজ্ঞাবিদ্যার মধ্যেও নাই। কারণ, সে উপায় তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান কর্ম্মশাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই এবং আপনা আপনিও হয় না। তত্ত্বজ্ঞানের আকার—"আমি মহৎ অহঙ্কার ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নহি—ঐ সকলের কোনটী আমি নহি এবং ঐ সকল আমার নহে। আমি ঐ সকল হইতে ভিন্ন—চিৎস্বরূপ। কেবল ও এক রস।" ইত্যাকার জ্ঞানের নাম তত্ত্বজ্ঞান। এই জ্ঞান দৃঢ় ও সাক্ষাৎকৃত হওয়া আবশ্যক। সাংখ্য শাস্ত্রে ইহা তত্ত্বজ্ঞান, সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয় ও বিবেকখ্যাতি নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রত্যয় উৎপাদনের নিমিত্ত আত্মা ও জগৎ, বস্তুদ্বয়ের যথার্থ রূপ অন্বেষণ করিতে হয়। আত্মা ও প্রকৃতি (জগদ্ভাবাপন্না), এতদুভয়ের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বুদ্ধ্যারোহ করার নাম তত্ত্বাভ্যাস। শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া তত্ত্বাভ্যাস করিতে পারিলে উক্ত প্রত্যয় (তত্ত্বজ্ঞান) জন্মিতে পারে। *

আত্মা ও জগৎ উভয়ই বিচার্য্য। তন্মধ্যে জগৎ অর্থাৎ বাহ্যবস্তু সর্ব্বপ্রথম। এ সম্বন্ধে কপিলের মত এই যে, জগতের মূলতত্ত্ব চতুর্ব্বিংশতি। তদ্ভিন্ন আত্মতত্ত্ব এক। সমুদায়ে পঁচিশ তত্ত্ব। তন্মধ্যে, যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সমষ্টির নাম জগৎ, তাহার ব্যষ্টি—মূলপ্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়

---

* যেমন সুর বোধ রাগ বোধ ও তাল বোধ আগে থাকে না, অনুশীলন করিতে করিতে উৎপন্ন হয়, তেমনি, এই তত্ত্বজ্ঞানও শ্রবণ,মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে করিতে আবির্ভূত হয়।

ও মহাভূত পাঁচ, এতন্নামে বিখ্যাত। আত্মা বা চেতন পুরুষ ছাড়া সমুদায় বিশ্ব ঐ চব্বিশের অন্তর্গত।

কপিল স্বপ্রতিজ্ঞাত ঐ সকল পদার্থকে আজ্ঞা বাক্যের ন্যায় স্বীকার করিতে বলেন না। তিনি বলেন, পদার্থ সকল পরীক্ষারূঢ় কর, প্রমাণসহ হইলে গ্রহণ করিও নচেৎ অগ্রাহ্য করিও। প্রকৃতি কি? অহঙ্কার কি? এ সকল জিজ্ঞাসা এখন নিবৃত্ত রাখ, রাখিয়া যদ্দ্বারা বস্তুনিশ্চয় হইবে তাহার নির্ণয় কর। প্রমাণের দ্বারা বস্তুর সত্য মিথ্যা অবধারণ কর।

জ্ঞান-নির্ব্বাচন।

তরঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদাই মনুষ্যের অন্তরে জ্ঞানের প্রবাহ উত্থিত হইতেছে, স্থিত হইতেছে ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে। সকল জ্ঞানই বিষয় অবগাহন করিয়া উঠে ও স্থিত হয়। "সর্ব্বং জ্ঞানং সবিষয়ং" জ্ঞান মাত্রেই কোন না কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া উদিত হয়, তাহার অন্যথা হয় না। কোনও বস্তু অবগাহন করিতেছে না অথচ জ্ঞান হইতেছে, এরূপ কথনই হয় না। "রূপঞ্চ দৃশ্যতে, ন চাস্তি চক্ষুঃ" রূপ দেখিতেছি, কিন্তু চক্ষু নাই, এ বাক্য যেমন প্রামাদিক বা প্রলাপ "জ্ঞান হইতেছে বিষয় নাই" এ কথা ততোধিক প্রামাদিক। অতএব, জ্ঞানমাত্রেরই কোন না কোন বিষয় আছে, বিষয় মাত্রেরই জ্ঞান আছে। জ্ঞান আছে বিষয় নাই—বিষয় আছে জ্ঞান নাই—এরূপ হয় না। বিষয় বলিলেই জ্ঞানাবগাহী বিষয় বুঝিতে হইবে, আবার জ্ঞান বলিলেও বিষয়পরিচিত জ্ঞান

বুঝিতে হইবে। শব্দ ও অর্থের যেরূপ অবিযুক্ত সম্বন্ধ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এতদুভয়ের ঠিক্ সেইরূপ সম্বন্ধ। *

স্থির চিত্তে বিবেচনা কর। সাগরের তরঙ্গমালার ন্যায় নিরন্তর সমুত্থিত নানাবিধ জ্ঞানের কোন্‌টী যথার্থ জ্ঞান, ঠিক্ জ্ঞান, কোন্‌টী অযথার্থ জ্ঞান, তাহা চিনিতে হইবে। সত্যজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান চিনিবার জন্য, বাছিবার জন্য, প্রথমতঃ যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ বলা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে কপিল মুনি বলেন, "অনধিগত ও অবাধিত বস্তু অবগাহী ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানই যথার্থ (ঠিক্) জ্ঞান।" কথা গুলির ব্যাখ্যা এইরূপ—অনধিগত অর্থাৎ যে বস্তু আর কখন জ্ঞানের বিষয় হয় নাই। অবাধিত অর্থাৎ জ্ঞানোত্তরকালে যাহার বাধ বা বিলয় (নাশ) হয় না। ব্যবসায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযোগের অনন্তর "ইহা অমুক বস্তু" এইরূপ অবধারণ হয়। যে জ্ঞান কথিত প্রকার লক্ষণান্বিত সেই জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। সংস্কৃতভাষায় ইহা প্রজ্ঞা, সম্যক্ জ্ঞান, প্রমা, প্রমিতি ও অনুভব প্রভৃতি বহু নামে পরিচিত। এই প্রমাজ্ঞান স্বীয় বিষয় হইতে কখনই ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না। প্রমাজ্ঞানের জ্ঞেয় কস্মিন্ কালেও বাধ প্রাপ্ত হয় না। যে বস্তু একবার জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে সেই বস্তু যদি বারান্তরে বিষয় হয়, তবে তাহাকে প্রমা না বলিয়া "স্মৃতি" বলিও। কাহারও মতে যথার্থ জ্ঞানের স্মৃতি এবং অনুভব, এই দুই প্রকার বিভাগ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহাদের মতে জ্ঞান

---

* "জ্ঞেয়ং ন জ্ঞানং ব্যভিচরতি, তথা জ্ঞানম্।" [প্রশ্নভাষ্য।

"সর্ব্বে সৎপ্রত্যয়াঃ সালম্বনাঃ সৎপ্রত্যয়ত্বাৎ॥" [তট্টীকা।

অবাধিত অর্থাৎ সত্য বস্তু অবগাহন করিলেই প্রমা বলিয়া গণ্য হইবে। বিভাগবাদীর মতে বিভাগের প্রয়োজন পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে। এক্ষণে যাহা প্রমা হইবে না, ঈদৃশ দুই একটী জ্ঞান অবলম্বন করিয়া প্রমাকে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি পথে উপনীত করা যাউক।

মনোযোগ কর। মন্দান্ধকারে নিমগ্ন নাল, রজ্জু অথবা জলধারা দেখিয়া আমাদের কখন কখন সর্প জ্ঞান জন্মে। সে জ্ঞান প্রমা নহে। কারণ, সেই সর্পাকার জ্ঞান সর্পরূপ বিষয় হইতে ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় এবং সর্পটীও থাকে না। বিলয় প্রাপ্ত হয়। ঐ 'সাপ্' এই জ্ঞানের অব্যবহিত পরেই যদি দণ্ডোদ্যম পূর্ব্বক আঘাত করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সর্পজ্ঞানের অধিকরণ রজ্জু সাক্ষাৎকৃত হওয়ায় সর্পজ্ঞানকে নিষেধ পথে নিক্ষিপ্ত করে এবং সর্পও দেখা যায় না। তত্ত্বপক্ষপাতস্বভাব জ্ঞান তখন সত্যকেই গ্রহণ করে। অর্থাৎ ইহা সর্প নহে কিন্তু জলধারা বা রজ্জু এইরূপ অবধারণ করে। "ইহা সর্প নহে" এই পরভাবী জ্ঞানের বাধ বা ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। সুতরাং এই অংশই প্রমা এবং বিপরীত অংশে অর্থাৎ পূর্ব্বোৎপন্ন সর্পাকার জ্ঞান অংশে ভ্রম। সংশয় জ্ঞানও প্রমা নহে। কারণ, সংশয়স্থলে বুদ্ধি বিভিন্ন বস্তু গ্রহণ করিতে থাকে। তাহাতে জ্ঞানের ব্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি জন্মে না। "ইহা অমুক? কি অমুক?" এই আকারে দোদুল্যমান হইতে থাকে। বুদ্ধি যাবৎ না একতরগামিনী হইয়া স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হয়, তাবৎ কি প্রমা কি ভ্রম কিছুই বলা যায় না। কাযেই সে আকারের জ্ঞান সংশয়

নামে পরিচিত হয়। এতাবতা জ্ঞানের "স্মৃতি" "প্রমা" "ভ্রম" "সংশয়" স্থূলতঃ এই চার বিভাগ স্থির হইতেছে। বিভাগচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রমা-জ্ঞানই বিশেষ বিচার্য্য।

প্রমার উৎপত্তি কিরূপে হয় এবং উৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণই বা কি? কপিল প্রসঙ্গক্রমে এই সকল জিজ্ঞাসার পরিপূর্ত্তি করিয়াছেন। করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অল্পকথায় অর্থাৎ অতি সংক্ষেপে ঐ সকল কথার প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। তদ্ যথা—"দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা তৎসাধকং যৎ তত্ত্রিবিধং প্রমাণম্।" এই সূত্রটীকে আচার্য্যেরা বহু বিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই সকল ব্যাখ্যার কোন কোন অংশ অবলম্বন করিয়া আমরাও ইহাকে বিস্তৃত করিব। করিলে প্রমা জ্ঞানের ও প্রমোৎপাদক প্রমাণের সুস্পষ্ট লক্ষণ স্থিরীকৃত হইবে।

বস্তু যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয় ততক্ষণ তাহা অসন্নিকৃষ্ট থাকে। পরে সেই অসন্নিকৃষ্ট বস্তু সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়া বুদ্ধির অথবা পুরুষের নিকট পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ইহা এতদ্রূপ ও অমুক ইত্যাকারে অবধৃত হয়। সেই অধ্যবসায় বা বুদ্ধির বিকাশ বিশেষ প্রমা নাম ধারণ করে। এই প্রমা পূর্ব্বেও বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে।

প্রমাণ নির্ণয়।

উক্তবিধ প্রমাজ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহার দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহার নাম প্রমাণ। বলা বাহুল্য যে, প্রমাণ দ্বারাই বস্তুর পরীক্ষা সিদ্ধ হয় এবং বস্তুকে প্রমাণারূঢ় করাই পরীক্ষা। এক্ষণে জিজ্ঞাসা জন্মিতে পারে "প্রমাণ কত প্রকার? এক

প্রকার কি বিভিন্ন প্রকার ?” কপিলমতানুযায়ীরা উত্তর দে যখন দেখা যাইতেছে, বস্তু নানাবিধ এবং তাহাদের অবস্থা অনেকবিধ ;—অতীতাবস্থা, অনাগতাবস্থা ও বর্ত্তমানাবস্থা এবং সর্ব্ববিধ বস্তুর পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক; তখন, স্থূল সূক্ষ্মদৃশ্যাদৃশ্যপদার্থপরিপূর্ণ বহুগুণযুক্ত জগতের পরীক্ষার জন্য যে একটীমাত্র প্রমাণ থাকিবে ইহা অসম্ভব। জগতের কোন বস্তুই অখণ্ড দণ্ডায়মান নহে। পরীক্ষাসাধক পদার্থ একটী হইলে, যে কালে পরীক্ষিতব্য বর্ত্তমান সে কালে পরীক্ষাসাধক সামগ্রীটী হয় ত না থাকিতেও পারে। যে কালে পরীক্ষাসাধক প্রমাণ বিদ্যমান, সে কালে পরীক্ষিতব্য বস্তু না থাকিতেও পারে। সেরূপ হইলে পরীক্ষা অপ্রতিষ্ঠিত হয়। অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ পরিহারের নিমিত্ত এমন কোন পদার্থ অবশ্য-স্বীকার্য্য যে যাহা কালত্রয়াবস্থায়ী। প্রমাণ একটী হইলে ত্রৈকালিক পরীক্ষা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং বর্ত্তমান পরীক্ষার নিমিত্ত যেমন সর্ব্বসম্মত প্রত্যক্ষ উপস্থিত আছে, তেমনি, অতীত ও অনাগত পরীক্ষার নিমিত্তও প্রমাণান্তর থাকা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে আরও এক বিবেচনা আছে। পরীক্ষা কার্য্যটীকে জগদন্তঃপাতী স্বীকার করিতে হই . । না করিলে জগতের অসম্পূর্ণতা আপত্তি হইবে। সে কারণ বলা উচিত বা স্বীকার করা উচিত যে, জগতের অবস্থা ও পদার্থ যেমন নানা, তেমনি, তদ্গ্রাহক প্রমাণও নানা।*

---

* "ন প্রত্যক্ষানরত্তিমাত্রাদভাবনিশ্চয়ঃ" "বিদ্যমানোপ্যঽর্থ ইন্দ্রিয়াণা কালভেদেন বিষয়োঽবিষয়শ্চ ভবতি" "সম্ভবতি চাত্রান্যৎ প্রমাণম্।"

[কপিলসূত্র ও তদ্ভাষ্য।

প্রমাণের সংখ্যাঘটিত অনেক মত আছে। কেহ ১, কেহ ২, কেহ ৩, কেহ ৪, কেহ ৫, কেহ বা ৬ প্রমাণ স্বীকার করেন। কপিল ৩ প্রমাণবাদী। * ঐন্দ্রিয়ক, যৌক্তিক ও ঔপদেশিক। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান ঐন্দ্রিয়ক, অনুমান বা যুক্তিমূলক জ্ঞান যৌক্তিক, আর উপদেশশ্রবণজনিত জ্ঞান ঔপদেশিক। এই তিনের অন্য নাম যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও শাব্দ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্ব্ববাদিসম্মত। তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি দেখা যায় না। প্রমাণচিন্তকেরা বলেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রমাণান্তরের জীবন স্বরূপ; সে জন্য অগ্রে প্রত্যক্ষের বিচার আবশ্যক। প্রত্যক্ষ প্রমাণ যথার্থরূপে নির্ণীত হইলে অন্যান্য প্রমাণ সহজ হইয়া আইসে। তদনুসারে আমরাও সর্ব্বাগ্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নির্ণয় করিব। ইন্দ্রিয়ভেদ অনুসারে প্রত্যক্ষ ভেদ স্বীকৃত হয়। ইন্দ্রিয় ৬ সুতরাং প্রত্যক্ষও ৬। ছয়ের মধ্যে প্রথম বা প্রধান চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ; সে কারণ আদৌ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় বক্তব্য।

---

* প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদ-সুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাঙ্খ্যাঃ শব্দঞ্চ তে উভে।
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেবলম্।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহঃ প্রভাকরাঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি ইতি পৌরাণিকা জগুঃ॥"

[বেদান্তকারিকা।

চক্ষুরিন্দ্রিয় ও চাক্ষুষ-জ্ঞান।

"চক্ষুরিন্দ্রিয় কি? কি প্রকারেই বা চক্ষুর দ্বারা বস্তুজ্ঞান জন্মে?" এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কোন বৌদ্ধ বলেন, "চক্ষুর কেন্দ্র স্থানে যে স্বচ্ছ-কৃষ্ণবর্ণ-গোল-লাঞ্ছিত অংশ দৃষ্ট হয়, যাহাকে "তারা" বা "মণি" বলে, তাহার আর একটী নাম "কৃষ্ণসার।" চাক্ষুষ-জ্ঞানের প্রতি ঐ কৃষ্ণসার যন্ত্রটী মুখ্য কারণ। কেন না, কৃষ্ণসার যন্ত্র অবিকৃত থাকিলেই বস্তুগ্রহ হয়, নচেৎ হয় না। সেজন্য বলা উচিত, কৃষ্ণসার যন্ত্রই ইন্দ্রিয়; কৃষ্ণসার ব্যতীত অপর কোন চক্ষুরিন্দ্রিয় নাই।

সাংখ্য বলেন, আছে। কৃষ্ণসারটীকে ইন্দ্রিয় বলা সম্পূর্ণ ভ্রম। "অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানম্।" যেটী বাস্তবিক ইন্দ্রিয়, সেটী অতীন্দ্রিয়। কোন কালেই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। দৃশ্যমান কৃষ্ণসার তাহার অধিষ্ঠান মাত্র। অধিষ্ঠানকে (আশ্রয়কে) অধিষ্ঠিত (আশ্রিত) বলা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বলা নিতান্ত ভ্রম।

প্রণিধান কর। বিষয় ও ইন্দ্রিয়, এতদুভয়ের সংযোগ না হইলে বস্তুগ্রহ হইতে পারে না। সন্নিকর্ষ ব্যতীত বস্তুদ্বয়ের সংযোগ ঘটনা হইতে পারে না। বিষয় এক প্রদেশে, চক্ষু অন্য প্রদেশে, সন্নিকর্ষের সম্ভাবনা কি? বিষয় ও ইন্দ্রিয় এতদুভয়ের অত্যন্ত অসন্নিকৃষ্টতানিবন্ধন সংযোগ হইতে পারে না। সংযোগ না হইলেও উপলব্ধি হয় না। যদ্যপি সংযোগ ব্যতিরেকে মাত্র কৃষ্ণসারের অস্তিত্বের দ্বারা বস্তু-জ্ঞান জন্মিত,—তাহা হইলে এ জগতে কোনও বস্তু অজ্ঞাত থাকিত না। যাবৎ শরীর থাকে, তাবৎ কৃষ্ণসারও থাকে। অপিচ, কৃষ্ণসার সকল

সময়েই বিদ্যমান আছে, বস্তুও সর্ব্বত্র নিপতিত আছে, তত্তা-বস্তের জ্ঞান না হয় কেন? ব্যবহিত বস্তুই বা অজ্ঞাত থাকে কেন? আরও কথা আছে। জগতে যত প্রকার প্রকাশক পদার্থ দেখা যায়, সকল পদার্থই প্রকাশ্যবস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়াই প্রকাশ করে। দীপ একটী প্রকাশক বস্তু। তাহা যে-বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয় সেই বস্তুকেই প্রকাশ করে। যে বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না সে বস্তু প্রকাশ করিতে পারে না। যদি পরিত, তাহা হইলে গৃহান্তরীয় দীপ গৃহান্তরীয় বস্তু প্রকাশ করিতে পারিত। অতএব, দূরস্থিত বস্তুর সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগসিদ্ধির নিমিত্ত এমন কোন পদার্থকে ইন্দ্রিয় বলা উচিত—যে পদার্থ চক্ষু-র্গোলকে অধিষ্ঠিত থাকিয়া গোলক হইতে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রসর্পিত হইয়া দূরস্থ বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে।*

"সে পদার্থ কি?" এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে নৈয়ায়িক বলেন, সে পদার্থ ভৌতিক অর্থাৎ তেজোবিশেষ। সাংখ্যকার বলেন, সে বস্তু আহঙ্কারিক অর্থাৎ অহংতত্ত্বের পরিণাম বিশেষ। চক্ষু ও চাক্ষুষজ্ঞান সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদিগের মত এইরূপ—

"কৃষ্ণসার যন্ত্রে এক প্রকার রশ্মি আছে, তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়। সেই রশ্মি সমসূত্রপাতন্যায়ে ধারাকারে

---

* "নাপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বমিন্দ্রিয়াণামপ্রাপ্তেঃ সর্ব্বদাপ্রাপ্তের্ব্বা" "দূরবস্তুনঃ সম্বন্ধার্থং গোলকাতিরিক্তমিন্দ্রিয়ং বাচ্যং" "তন্ন ভৌতিকম্।"

[কপিল, বাচস্পতি ও বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রভৃতি।

* দুই চক্ষুর দুই কৃষ্ণসার হইতে দুইটী রশ্মিধারা নির্গত হয়। তদুভয়ের অগ্রভাগ দৃশ্যবস্তুতে গিয়া সম্মিলিত হয়। একটী চক্ষু মুদ্রিত করিলে

ও অবিচ্ছিন্নভাবে কৃষ্ণসার হইতে বিনিঃসৃত হইয়া সম্মুখস্থ বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়। সংযুক্ত হইবা মাত্র আত্মাতে "ইহা অমুক বস্তু" ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে। দীপালোক যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির সম্বন্ধে বস্তু প্রকাশ করে, অচক্ষু ব্যক্তির সম্বন্ধে করে না, সেইরূপ, রশ্মিময় চক্ষুরিন্দ্রিয়ও মনঃ-সংযুক্ত হইয়া রূপ-বিশিষ্ট বস্তু প্রকাশ করে। রূপহীন বস্তু বা অমনোযুক্ত চক্ষুঃ, চাক্ষুষ জ্ঞান জন্মায় না। চক্ষুঃ কেন, মনঃসংযোগ ব্যতীত কোনও ইন্দ্রিয় জ্ঞান জন্মায় না।"

এই মত নৈয়ায়িকদিগের; কিন্তু সাংখ্য মত অন্তবিধ। সাংখ্যাচার্য্যদিগের মত এই যে, ইন্দ্রিয় সকল ভৌতিক নহে। তাহারা আহঙ্কারিক। বিশেষতঃ চক্ষুরিন্দ্রিয় কোনও ক্রমে ভৌতিক হইতে পারে না। কারণ, চক্ষু আপন অপেক্ষা ন্যূন বস্তু গ্রহণ করে, আবার বৃহৎ পরিমাণ বস্তুও গ্রহণ করে। চক্ষুরিন্দ্রিয় যদি ভৌতিক হইত তাহা হইলে সে কদাচ বৃহৎ পরিমাণ বস্তু গ্রহণ করিতে পারিত না। কারণ, এ পর্য্যন্ত অল্প পরিমিত ভৌতিক বস্তুকে কোন বৃহৎ পরিমাণ বস্তু ব্যাপিতে দেখা যায় নাই। বিশেষতঃ ভূত পদার্থের এমন কোন শক্তি নাই যে তদ্দ্বারা সে বিনা বিভাগে দূরস্থ বস্তুর সহিত সম্মিলিত হইতে পারে। যদ্যপি তেজের এরূপ শক্তি থাকা কল্পনা কর, কেন না সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপ-

---

অথবা এক চক্ষু নষ্ট হইলে অপর চক্ষুর বলবৃদ্ধি হয় ও তন্নির্গত রশ্মি কিঞ্চিৎ বিশীর্ণ ভাবে প্রসর্পিত হয়। চাক্ষুষ তেজে রূপ অর্থাৎ রঙ্ না থাকায় তাহা অদৃশ্য থাকে, পার্শ্বস্থ লোক দেখিতে পায় না।

গুলি প্রভারূপে দূর প্রদেশে গমন করিতেছে এবং আপন অপেক্ষা অধিক পরিমাণযুক্ত বস্তুকে ক্রোড়ীকৃত করিতেছে, তথাপি, তন্মধ্যে একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি পরিচালন করা আবশ্যক। বল দেখি প্রভা কি? অবশ্যই বলিবে যে, কিছু নয়—কেবল কতকগুলি বিরলাবয়ব তৈজস পরমাণু মাত্র। তৈজস পরমাণুর ঘনতম সংযোগ হইলে অগ্নি এবং তাহা বিরলাবয়ব হইলে প্রভা। অগ্নি ও প্রভা দুয়ের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ। এখন বিবেচনা কর, যে সকল আগ্নেয় পরমাণু দীপশিখা (পুঞ্জীভূত আগ্নেয় পরমাণু) হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়াছে, বিরলাবয়ব হইয়া দূর প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের সহিত দীপের বা তাহাদের পরস্পরের সংযোগ আছে কি না। 'নাই' এ কথা অবশ্য বলিতে হইবে। না বলিলে, "দাহ জন্মায় না কেন?" ইত্যাদি অনেকবিধ আপত্তি উঠিবে। দীপের দৃষ্টান্তে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কৃষ্ণসার হইতে যে সকল রশ্মি চলিয়া গিয়াছে, সে সকলের সহিত কৃষ্ণসারের সংযোগ নাই। না থাকিলে তাহা কি অবলম্বনে দূরস্থ রূপ দেখিবে? যদি এমন বল যে ধারার ন্যায় চক্ষুস্তেজের সম্প্রসারণ শক্তি আছে; আমরা বলিব তাহা থাকিলেও অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না। প্রসর্পণ দেখাইয়া চক্ষুর তেজস্ত্ব স্থাপন করিতে পারিবে না। প্রসর্পণ শক্তি তৈজস পদার্থে কেন? অন্য পদার্থেও আছে। প্রাণ বায়ুও অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া অর্থাৎ দেহ ত্যাগ না করিয়া প্রসর্পিত হয়। অতএব, প্রসর্পণ দেখাইয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়কে তেজোবিকার বলিয়া স্বীকার করাইতে পারিবে না। প্রসর্পণ কি? প্রসর্পণ স্বীয় আশ্রয়ের বিস্তৃতি—এক প্রকার গতি। গতি কি কখন ইন্দ্রিয় হইতে পারে?

সাংখ্যাচার্য্যেরা উক্ত প্রকারে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্বে দোষার্পণ করেন বটে কিন্তু ভৌতিকত্ব পক্ষ যেরূপ সহজ বোধ্য আহঙ্কারিক পক্ষ সেরূপ নহে। ইন্দ্রিয়ের আহঙ্কারিকত্ব বুঝিতে ও বুঝাইতে গেলে সূক্ষ্মদৃষ্টির ও একাগ্রতার প্রয়োজন হয়। সাংখ্যকার কপিল বলেন, যাবৎ বুদ্ধিবৃত্তির মূল অহংভাব। সমুদায় বুদ্ধি অহং-এর পরিণাম। কেন না এ জগতে যত প্রকার বিশেষ বিশেষ জ্ঞান উপস্থিত হইতে দেখা যায় তত্তাবতের মূলে ও সঙ্গে 'আমি' 'আমার' এবম্প্রকারের অহংভাব অনুস্যূত আছে। যদিও কথন কথন স্থল বিশেষে অহংভাবের জ্ঞাপক 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি প্রকার শব্দের স্পষ্টতঃ উল্লেখ নাও হয় তথাপি অভ্যন্তরে তাহা নিহিত থাকে।

শাস্ত্রকারেরা 'অ' এই বর্ণটীকে সকল বর্ণের বীজ বা মূল বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। তাঁহারা বলেন, ঐ 'অ' সমুদায় শব্দের অভ্যন্তরে বা মূলে নিহিত আছে। প্রণিধান কর, বুঝাইয়া দিতেছি। কোন বংশীতে ফুৎকার প্রদান করিবা মাত্র প্রথমতঃ একটী অবিকৃত সরল শব্দ সমুত্থিত হয়। অনন্তর সেই শব্দ অঙ্গুলির চাপে বিকৃত হইয়া নানা আকার ধারণ করে। সেই সকল বিকৃত স্বর স-রি-গ-ম-প-ধ-নি ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। মানব-বাক্যও এই বাংশিক নিনাদের তুল্য-নিয়মাক্রান্ত। জঠরাগ্নি ও প্রাণ-বায়ুর সংঘর্ষে প্রথমতঃ উদর কন্দরে অভিঘাত জন্য একটা সরল শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই বিশুদ্ধ বা অবিকৃত শব্দটীর নাম 'নাদ'। এই নাদই ভবিষ্যৎ ধ্বনিসমুদায়ের বীজ। যতক্ষণ না উহা গলগহ্বরে উপস্থিত হয়, ততক্ষণ শ্রবণযোগ্য হয় না। (মত বিশেষে নাদের

উৎপত্তি স্থান উদরকন্দর, মত বিশেষে কণ্ঠনাল।) সেই নাদ বা ধ্বনি আত্মপ্রযত্নপ্রেরিত তাপসংযুক্ত ঔদর্য্য বায়ুর বলে গল গহ্বরে অভিঘাতিত হইলে 'অ' এই আকার প্রাপ্ত হয়। এই 'অ' পশ্চাৎ প্রযত্ন অনুসারে কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতির চাপে চাপে বিকৃত হইয়া 'আ' 'ই' 'উ' 'ক' 'খ' প্রভৃতি বর্ণের উৎপত্তি করে। সুতরাং 'অ' ই সকল বর্ণের বীজ বা মূল। 'অ' যেমন সমুদায় বর্ণের বীজ, সেইরূপ, অহংতত্ত্বও প্রত্যেক বিভিন্ন জ্ঞানের বীজ। 'অহং'—'আমি' এই জ্ঞান হইতে 'আমার' এবং 'আমার' এই জ্ঞান হইতে "অমুক" ইত্যাদি। অতএব 'অহং' জ্ঞান অবিকৃত ও তৎপরভবিক জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারা বিকৃত। সে সকল জ্ঞান অহংসংযুক্ত ইন্দ্রিয়ের বিকার মাত্র। যাবৎ বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের উপাদান (মূল কারণ) যখন ইন্দ্রিয়, তখন অবশ্যই ইন্দ্রিয়নিচয় আহঙ্কারিক। ইন্দ্রিয় আহংকারিক বলিয়া নিশ্চয় হওয়ায় তাহাকে বুদ্ধিস্থলাভিষিক্ত করিয়া বুঝিতে হয়। বুদ্ধির অব্যাপ্য পদার্থ এ জগতে নাই। আহঙ্কারিক ইন্দ্রিয়গণ যে আপন অপেক্ষা বৃহত্তম বস্তুকে ক্রোড়ী-কৃত করে তাহা কেবল বুদ্ধিস্থানীয় বলিয়াই করে।

প্রক্রিয়া। চাক্ষুষ জ্ঞানের প্রক্রিয়া বা প্রণালী সম্বন্ধে কপিলের অভিপ্রায় ঠিক বুঝা যায় না। সে সম্বন্ধে আচার্য্য-দিগের বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কোন আচার্য্য শক্তিবাদী। কেহ বা শক্তিসহকৃতবৃত্তিবাদী। শক্তিবাদী আচার্য্যেরা বলেন,

* "ন তেজোঽপসর্পণাত্তৈজসং চক্ষুর্ব্বৃত্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ।"

[কপিল সূত্র।

"কৃষ্ণসারে এক প্রকার বিষয়গ্রাহিণী শক্তি আছে তাহা চক্ষু-রিন্দ্রিয় শব্দের বাচ্য। আমরা যাহা দেখি তাহা দৃশ্যমান বস্তুর প্রতিবিম্ব মাত্র। কৃষ্ণসার যখন স্বীয় শক্তিতে আপনার স্বচ্ছাংশে বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে তখন তদ্বস্তুর প্রথমতঃ অবিকল্পিত জ্ঞান হয়, তৎপরে মনের সাহায্যে 'ইহা অমুক বস্তু' ইত্যাকার অবধারণ নিষ্পন্ন হয়।

বৃত্তিবাদী সম্প্রদায় বলেন, কৃষ্ণসার যদি ইন্দ্রিয় না হয় তবে তাহার শক্তিও ইন্দ্রিয় নহে। বল দেখি শক্তি কি? স্বতন্ত্র? কি কাহারও অনুগত? বিচার করিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, শক্তি রূপপ্রভৃতির ন্যায় সেই সেই বস্তুর অধীন ও গুণ-পদার্থ। গুণ কস্মিন্ কালেও আপনার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র সংগত হয় না। বিশেষতঃ দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছুতে ক্রিয়া জন্মে না। ক্রিয়া না জন্মিলেও বস্তুর চলন বা স্পন্দন হয় না। যদি শক্তিতে ক্রিয়া বা চলন না হয়, তবে তাহা কিরূপে দূরস্থ পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইবে? অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে। জলের শৈত্য গুণ আছে। পুষ্পের সৌরভ আছে। কিন্তু দাহিকা শক্তি, শৈত্য গুণ, সৌরভ, ইহারা কি অগ্নি, জল ও পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া যায়? তাহা যায় না। তবে যে আমরা দূর হইতে তাপ বা স্ফুলিঙ্গ শৈত্য বা সৌরভ আসিতে দেখি, তাহা কেবল গুণ অথবা শক্তি নহে। শক্তি ও গুণ উভয়ই আপন আশ্রয় দ্রব্যের পরমাণু সহ আইসে। শক্তি যদি অগ্নি পিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় কৃষ্ণসার হইতে বিভক্ত হইয়া বিষয় প্রদেশে চলিয়া যায় এমন বল, তাহা হইলে মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক থাকিল না। মনের

সহিত সম্বন্ধ ব্যতিরেকে জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে না, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব গোলক ও শক্তি উভয়ের কেহই ইন্দ্রিয় নহে।*

বৃত্তিবাদী সাংখ্যচার্য্য শক্তিবাদী সাঙ্খ্যাচার্য্যকে ঐ প্রকারে অনুযোগ করেন বটে; পরন্তু শক্তিকে যে অবশ্যই বিষয় প্রদেশে যাইতে হইবে, তাহা বোধ হয় তাঁহার অভিপ্রেত নহে। শক্তিবাদী দিগের অভিপ্রায় এইরূপ হইতে পারে যে, শক্তি চুম্বকের আকর্ষণ শক্তির ন্যায় স্বস্থানে থাকিয়াই কার্য্য করে অর্থাৎ বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে।*

এই মতের চাক্ষুষ জ্ঞানোৎপত্তির প্রক্রিয়া এইরূপ—একটী বৃক্ষ ও কৃষ্ণসার যন্ত্র পরস্পর সম্মুখীন হইল। মধ্যে শক্তি-প্রতিবন্ধক ব্যবধানাদি নাই। চুম্বক ও লৌহ পরস্পর সম্মুখীন হইবা মাত্র লৌহশরীরে যেমন এক প্রকার বিষ্টম্ভ অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষ উপস্থিত হয়—অনন্তর চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি প্রবলা বা কার্য্যোন্মুখী হইয়া লৌহকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে—এবং তন্মুহূর্ত্তেই লৌহখণ্ড আকৃষ্ট হইয়া চুম্বকের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়; এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, কৃষ্ণসার যন্ত্র ও বৃক্ষ উভয়ের সাম্মুখ্য হইবামাত্র কৃষ্ণসার যন্ত্র বিষ্টম্ভিত হইয়া গর্ভস্থ প্রতিবিম্বগ্রাহিনী শক্তিকে কার্য্যোন্মুখী করায় এবং

---

* "ভাগগুণাভ্যাং তত্বান্তরং" "বিভাগে হি সতি তদদ্বারা চক্ষুষঃ দূরার্থ-সম্বন্ধো ন ঘটতে, গুণত্বে চ সর্পণাখ্যক্রিয়ানুপপত্তেশ্চ" [ভাষ্য]

* "অথবার্থপ্রতিবিম্বোদগ্রহণমেবার্থপ্রকাশকত্বমিন্দ্রিয়াণাং" "প্রতিবিম্বোদ্‌গ্রাহিণী শক্তিরেব" "অয়স্কান্তবৎ সান্নিধ্যমাত্রেণ তথাত্ব" "কৃষ্ণসারার্থয়োঃ সাম্মুখ্যমপেক্ষতে।" ইত্যাদি।

তৎক্ষণাৎ বৃক্ষটীর প্রতিবিম্ব কৃষ্ণসারের স্বচ্ছাংশে গর্ভস্থ ভৌতিক পদার্থের বলে বিধৃত হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে তদনুগত বুদ্ধিবৃত্তিও বৃক্ষাকারে পরিণত হয় এবং নিকটে আত্মা আছেন, সেই বৃক্ষাকারা মনোবৃত্তি আত্মচৈতন্তে প্রতিফলিত বা উংছলিত হইবা মাত্র জ্ঞান বা বোধ হয়—"এই বৃক্ষ।" বৃক্ষটী যেরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, জ্ঞানের আকারও ঠিক্ সেই রূপই হইয়াছে। বৃক্ষের বর্ণ, পরিমাণ, শাখা, কাণ্ড, পত্র প্রভৃতি সমুদয় বিশেষণ (ভঙ্গী বিশেষ) যুগপৎ ভান (ছাপ লাগার মতন) হইয়া গিয়াছে। অন্তঃকরণ প্রদর্শিত প্রণালীতে যে কোন আকারে পরিণত হউক না কেন, অথবা যে কোন আকার ধারণ করুক না কেন, একবার তদাকারাকারিত হইলে সে আপনাতে পুনঃ তদাকার ধারণের সামর্থ্য রাখিয়া যায়। এই সামর্থ্যের অন্য নাম 'সংস্কার'। সংস্কার চিরস্থায়ী অর্থাৎ যতকাল অন্তঃকরণ তত কাল স্থায়ী। যে কোন প্রকারে হউক, একবার জ্ঞান হইলে (অন্তঃকরণে একটা বস্তুর ছাপ্ লাগিলে) তাহার সংস্কার অর্থাৎ অন্তঃকরণের সেই আকারে পুনঃ পরিণত হইবার শক্তি চিরকালই থাকে এ কথা, অস্বীকার্য্য নহে। যখন সেই সেই সংস্কারের উদ্বোধক উপস্থিত হইবে তখনই অন্তঃকরণ সেই আকার ধারণ করিবে ইহা স্বভাবের নিয়মিত ব্যবস্থা। সেই কারণে বৃক্ষের অভাব হইলেও চক্ষুঃ নিমীলিত করিলেও প্রতিবিম্বের ধ্বংস হইলেও বৃক্ষ ও তদ্দ্রষ্টা কালান্তরে দেশান্তরে অবস্থিত হইলেও পূর্ব্বদৃষ্ট বৃক্ষের স্বরূপ বা আকার সংস্কারবলে সূক্ষ্মরূপে অন্তঃকরণে পুনরুদিত হইয়া থাকে। ইহারই নাম 'স্মৃতি' ও 'স্মরণ'। এই স্মরণাত্মক জ্ঞানের সহিত প্রথ-

মোৎপন্ন প্রমা জ্ঞানের প্রভেদ এই যে, স্মরণাত্মক জ্ঞান সংস্কার বশে উদিত হয়, আর প্রথমোৎপন্ন প্রমা-জ্ঞান সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সমুৎপন্ন হয়। যাহা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সমুৎপন্ন হয় তাহা সুস্পষ্ট, যাহা সংস্কারবলে হয় তাহা স্বপ্নের ন্যায় অস্পষ্ট।

শক্তিবাদী সাঙ্খ্যাচার্য্য দিগের দৃষ্টিবিজ্ঞান প্রায়ই এইরূপ। প্রভেদ এই যে, তাঁহারা দূরস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণের নিমিত্ত বিম্বস্থান পর্য্যন্ত অন্তঃকরণের গতি স্বীকার করেন। দৃষ্টান্ত দেখান, যেমন কোন পার্থিব বস্তুতে (কাষ্ঠে বা প্রস্তরে) বিমর্দ্দ উপস্থিত হইলে তদনুগত তেজঃ পদার্থ অগ্নির আকার ধারণ করিয়া দূরে প্রসর্পিত হয়, সেইরূপ, কৃষ্ণসার যন্ত্র বিষ্টম্ভিত হইবামাত্র তদনুগত আহঙ্কারিক অন্তঃকরণ বৃত্তিমান্ হয়। অর্থাৎ প্রাণ-বায়ু যেমন আয়ত হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে বহির্গত হয়, তাহার ন্যায় অন্তঃকরণও বিম্ব-স্থান পর্য্যন্ত প্রসর্পিত হয়। শক্তিবাদী সাঙ্খ্য অপেক্ষা বৃত্তিবাদী সাংখ্যের মত এই টুকু মাত্র অতিরিক্ত, নচেৎ আর সকলই সমান। অন্তঃকরণের বিষয়াকার প্রাপ্ত হওয়া, আত্ম-চৈতন্যে উদ্ভাসিত হওয়া, অথবা তাহা আত্মাতে প্রতিফলিত হওয়া, এ সমস্তই সমান। কথিত প্রকারের প্রমা জ্ঞান, অনুভব, প্রমিতি, যথার্থজ্ঞান ও বোধ, ইত্যাদি নানা নামে ব্যবহৃত হয়। চাক্ষুষ-প্রমা বা চাক্ষুষ-জ্ঞান কথিত প্রণালী ক্রমেই উৎপন্ন হয়। প্রণালীর কোন প্রকার ব্যাঘাত বা ব্যতিক্রম ঘটিলে হয় জ্ঞান জন্মে না, না হয় ভ্রান্তি বা বিপর্য্যয় জন্মে। বিপর্য্যয় জ্ঞানেরই অন্য নাম মিথ্যা-জ্ঞান, ভ্রম, আরোপ, অজ্ঞান ও অবিদ্যা। কপিল ও কপিল

মতের আচার্য্যেরা এই সকল বিষয় বহু বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন, আমরা অনেক সংক্ষেপে বলিলাম। *

এস্থলে আরও দুই চারিটী সিদ্ধান্ত বাক্য বলা আবশ্যক হইতেছে। তদযথা—চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে আলোকের সাহায্য থাকা আবশ্যক। বস্তুতে ব্যক্ত রূপ ও বৃহত্ত্ব থাকা আবশ্যক। কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছপদার্থ ভিন্ন অন্য কোন মলিন পদার্থ ব্যবধান না থাকা প্রয়োজনীয়। বস্তুর সর্ব্বশরীর প্রত্যক্ষের গোচর হয় না; সম্মুখের অর্দ্ধই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। অপরার্দ্ধ অনুমেয়। সঙ্গে সঙ্গেই অনুমান হয়, বিলম্ব হয় না। গোলক দুইটী হইলেও ইন্দ্রিয় একটী। অতিদূর ও অতিসামীপ্য প্রভৃতি নব বিধ প্রতিবন্ধক না থাকাও আবশ্যক। তদ্যথা—পক্ষী অতি দূরে উঠিলে দৃষ্টিবহির্ভূত হয়। লোচনস্থ অঞ্জন বা নাসামূল অতিসামীপ্য বশতঃ দেখা যায় না। গোলকের বা ইন্দ্রিয়ের কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মিলে জ্ঞানেরও ব্যাঘাত ঘটে। বিমনা ও উন্মনা হইলেও দৃষ্টদৃশ্যের জ্ঞান হয় না। পরমাণু অতি সূক্ষ্ম বলিয়া দেখা যায় না। সৌরালোকে অভিভূত থাকে বলিয়া দিবাতে গ্রহনক্ষত্রাদির দর্শন হয় না। স্বজাতীয় বস্তুদ্বয় একত্রিত হইলে তাহার প্রত্যেকটী লক্ষ্য হয় না। কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি আছে, দুগ্ধ মধ্যে দধি আছে, ঘৃতও আছে, কিন্তু

* "বৃত্তিঃ সম্বন্ধার্থং সর্পতি" (কপিল) "যথা পার্থিবোপষ্টম্ভাৎ তদনুগতা তৈজসোঽগ্নির্ভবতি এবমেব তত্রত্যা তেজ আদি ভূতোপষ্টম্ভেন তদনুগতাদহঙ্কারাচ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি—" (ভাষ্য) "চক্ষুরাদিদ্বারক বুদ্ধিবৃত্তিশ্চ প্রদীপস্য শিখাতুল্যা বাহ্যার্থসন্নিকর্ষানন্তরমেব তদাকারোল্লেখিনী ভবতি।" (ভাষ্য)।

যাবৎ না তাহা মানবীয় ব্যাপারে অভিব্যক্ত হয় তাবৎ তাহা প্রত্যক্ষ বিষয়ে আইসে না। এই সকল দেখিয়া সাংখ্যাচার্য্যেরা বলিয়াছেন—অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের বা গোলকের বধ (বিকৃতি), অমনোযোগ, অতিসূক্ষ্মতা, অভিভব, স্বজাতীয়ের সহিত সম্মিলন, অনভিব্যক্ততা, এই সকল চাক্ষুষ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক।* এই সকল প্রতিবন্ধক যে কেবল প্রত্যক্ষের নিবৃত্তিজনক এমত নহে, স্থল বিশেষে কোন কোনটী বিপর্য্যয় বোধেরও কারণ হয়।

শাস্ত্রের নানা স্থানে নানা প্রকার চাক্ষুষ জ্ঞানের কথা বার্ত্তা আছে। কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থ ব্যবধান থাকিলে দেখা যায়, আর মলিন পদার্থ থাকিলে দেখা যায় না, ইহার কারণ কি? আদর্শে আত্মবিম্ব দর্শন কালে বিপরীত দেখা যায় কেন? বাম ভাগ দক্ষিণে ও দক্ষিণ ভাগ বামে অবস্থিত দেখায়, তাহাই বা কেন? তীরস্থ বৃক্ষ অধঃশির দেখায় কেন? উপরিস্থ চন্দ্র-সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব জলের উপর ভাসমান না দেখাইয়া মধ্য-নিমগ্ন অর্থাৎ ডুবিয়া থাকার ন্যায় দেখায় কেন? কত দূর, কত সামীপ্য, কত সূক্ষ্ম, কত স্থূল বস্তুর দর্শন হয় ও হয় না। কোথা হইতেই বা দৃষ্টিব্যতিক্রম আরব্ধ হয়? এই সকল বিষয় নানা শাস্ত্রের নানা স্থানে আছে, তাহাও সাঙ্খ্যানুগত, সেজন্য সে সকল বিচারও আমরা এই গ্রন্থের অন্তভাগে সন্নিবিষ্ট করিব।

---

* "অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়বধান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ।" [ঈশ্বরকৃষ্ণ।

আধ্যাসিকজ্ঞ বা ভ্রম।

প্রমা-জ্ঞানের লক্ষণ বলা ছে, তৎসঙ্গে ভ্রমজ্ঞানেরও লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। র বলি, এক প্রকার বস্তুতে অন্য প্রকার জ্ঞান হওয়ার নাম ভ্রম, অধ্যাস, আরোপ, অবিবেক, এ সকল শব্দ তুল্যার্থ

দর্শনশাস্ত্রে ভ্রমের উৎপত্তির ও ত্তির কারণ বর্ণিত আছে এবং অবান্তর প্রভেদও নির্ণীত আ সাঙ্খ্য এবং বেদান্ত বলেন, ভ্রম-জ্ঞান নিজে মিথ্যা; কি াহার ফল সত্য। রজ্জু সর্প দেখিলে ভয় জন্মে কম্পও জন্মে পাসার্ত্ত মৃগতৃষ্ণিকায় প্রতারিত হইয়া পানীয় আহরণে ধাবি ইয়া থাকে। যদিও ভ্রম মাত্রেই অসদ্বস্তু-অবগাহী, তথাপি, র কোন না কোন ফল আছে। অর্থাৎ তাহার দ্বারা জী বৃত্তি নিবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, ভ্র ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ও ফলভেদ আছে। তাহা দেখিয়া শাস্ত্র রা ভ্রমজ্ঞানের শ্রেণী ভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ সোপাধিক ও নিরুপাধিক ভেদে দুই; তৎপরে সম্বাদী, বিসম্বাদী, আহার্য্য ও ঔপাধিক আহার্য্য, এই চারি প্রভেদ বা চার শ্রেণী স্থিরীকৃত হইয়াছে।

সোপাধিক। যদি দুই বা ততোধিক বস্তু পরস্পর সন্নিহিত থাকে আর সেই সন্নিধান বশতঃ এক বস্তুর গুণ বা কোন প্রকার ধর্ম্ম অন্য বস্তুতে মিথ্যা বা সত্যভাবে সংক্রান্ত হয়, তাহা হইলে, যাহার গুণ অন্যত্র সংক্রান্ত হইতেছে তাহাকে 'উপাধি' আর যাহাতে সংক্রান্ত হইতেছে তাহাকে 'উপহিত' সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যে স্থলে উক্ত প্রকার উপাধির সংসর্গে

এক প্রকার স্বভাবাপন্ন বস্তু অন্য প্রকারে পরিদৃষ্ট হয়, সে স্থলে সোপাধিক ভ্রম। স্ফটিক স্বভাব স্বচ্ছ ও শুভ্রবর্ণ, কিন্তু কথন কথন কোন রঞ্জক পদার্থের সন্নিধান বশে পীত বা লোহিত আকারে পরিদৃষ্ট বা প্রতীত হয়। সেই প্রতীতি (স্ফটিক রক্তবর্ণ এইরূপ প্রতীতি) সোপাধিক ভ্রম বলিয়া গণ্য। তত্রস্থ উপাধি (রঞ্জক বস্তু) তৎকালে প্রত্যক্ষ গোচর হউক বা না হউক, "রক্তবর্ণ-স্ফটিক" এই জ্ঞান ভ্রম ও সোপাধিকশ্রেণীভুক্ত।

নিরুপাধিক। যে স্থলে দেখিবে, কোন প্রকার উপাধির সন্নিধান নাই, অথচ অন্যথা জ্ঞান (বস্তুর স্বরূপ এক প্রকার কিন্তু জ্ঞান অন্য প্রকার) হয়, সে স্থলে নিরুপাধিক ভ্রম। যেমন নীল আকাশ। বস্তুতঃ আকাশের কোন বর্ণ নাই, অথচ নিরভ্র-অবস্থাতেও আকাশ প্রগাঢ় নীল বলিয়া বোধ হয়। আকাশে নীলিমা ভ্রম নিরুপাধিকশ্রেণীভুক্ত *

সম্বাদী ও বিসম্বাদী ভ্রম। ভ্রম-প্রবৃত্ত ব্যক্তি অভীষ্ট লাভে বঞ্চিত হয় ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। কিন্তু কথন কথন কাকতালীয় ন্যায়ে ভ্রমজ্ঞানও ফলপ্রদ হইয়া থাকে। যে স্থলে ভ্রম-জ্ঞানে ফললাভ হয়, সে স্থলে তাদৃশ ভ্রমের নাম 'সম্বাদী।' যে স্থলে ফললাভে বঞ্চিত হওয়া যায় সে স্থলে তাহা 'বিসম্বাদী।' বিসম্বাদী ভ্রমই প্রায়, সম্বাদী ভ্রম অল্প অর্থাৎ কথন কথন।

মনে কর, কোন এক ব্যক্তির দূর হইতে বাষ্পে ধূম ভ্রম জন্মিয়াছে। অনন্তর সেই ভ্রান্ত-ব্যক্তি তৎপ্রদেশে অগ্নির

* "কদাচিৎ পার্থিবচ্ছায়াং শ্যামতামারোপ্য—কদাচিৎ তৈজসং শৌক্ল্যং আরোপ্য" ইত্যাদি বাক্যে দার্শনিক পণ্ডিতেরা পৃথিবীর নীলিমা আকাশে আরোপিত হইবার কথা বলিয়াছেন।

অস্তিত্ব অনুমান করিয়া, অগ্নি-আহরণার্থ উপস্থিত হইল। পরে দৈবাৎ তথায় অগ্নি প্রাপ্ত লইল। এমত স্থলে, ঐ ভ্রান্তব্যক্তির ধূমভ্রম সম্বাদী হইতেছে। যদি সে অগ্নি প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে তাহার সেই ভ্রম বিসম্বাদী হইত। অথবা দুই ব্যক্তি দূর হইতে দুই প্রভায় (দীপপ্রভায় ও মণিপ্রভায়) মণিভ্রান্ত হইয়া মণি লইতে গিয়াছিল। তন্মধ্যে যে ব্যক্তির মণিপ্রভায় মণি ভ্রম হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি মণি লাভ করিয়া সম্বাদিভ্রমের এবং অপর ব্যক্তি বিসম্বাদিভ্রমের নিদর্শন হইল। *

আহার্য্য ও ঔপাধিক আহার্য্য। যত্নপূর্ব্বক এক প্রকার বস্তুতে অন্য প্রকার জ্ঞান সম্পাদন করার নাম আহার্য্য ভ্রম। মৃৎপিণ্ডে দেবতাবুদ্ধি (দেব দেবীর প্রতিমায় দেবতা বুদ্ধি সম্পাদন করিয়া পূজা করা) এবং রেখায় অক্ষরবুদ্ধি, এ সমস্তই আহার্য্যারোপের স্থল। আহার্য্যারোপের জঠরে ভারতবর্ষীয় পুরাণ গ্রন্থাদির ও সাংখ্যশাস্ত্রের উপসনাকাণ্ডের জন্ম।

উক্ত লক্ষণাক্রান্ত আহার্য্য ভ্রম যদি কোন উপাধি অবলম্বন করিয়া সম্পাদিত হয়, তবে তাহা ঔপাধিক-আহার্য্য হইবে। চন্দ্র এক, কিন্তু অঙ্গুলি দ্বারা নেত্রপ্রান্ত চাপিয়া দেখিলে চন্দ্র দুই বা ততোধিক দেখা যায়। আকাশে মেঘ নাই অথচ বিদ্যা বলে [ঐন্দ্রজালিক] তৎক্ষণাৎ সবিদ্যুৎ স্তনয়িত্নু দর্শন হইল। ক্ষুদ্রতম অক্ষরকে বা বৃহত্তম পর্ব্বতকে কাচবিশেষের সংসর্গে

---

* "দূরে প্রভাদ্বয়ং দৃষ্ট্বা মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতো।
প্রভায়াং মণিবুদ্ধিস্তু মিথ্যাজ্ঞানং দ্বয়োরপি॥
ন লভ্যতে মণিদীপপ্রভাং প্রত্যভিধাবতা।
প্রভায়াং ধাবতাঽবশ্যং লভ্যতে চ মণির্ম্মণেঃ॥"

বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম আকারে অবলোকন করা গেল। এইরূপ ও অনুরূপ অনেক উদাহরণ আছে। কি ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান, কি যৌক্তিক জ্ঞান, কি ঔপদেশিক জ্ঞান, সমুদায় জ্ঞানের অন্তরালে কথিত প্রকারের শত শত ভ্রম লুক্কায়িত আছে। সাঙ্খ্যাদি শাস্ত্রের মত এই যে, তত্তাবতের নিবৃত্তি না হইলে মোক্ষলাভের আশা নাই।

ভ্রমোৎপত্তির কারণ ও তাহার নিবৃত্তির উপায়।

ভ্রমোৎপত্তির কারণ প্রধানতঃ তিনটী। দোষ, সম্প্রয়োগ ও সংস্কার তন্মধ্যে দোষ নানা প্রকার। নিমিত্তগত, কালগত ও দেশগত। নিমিত্তগত দোষ এই যে, যে ইন্দ্রিয় যে প্রত্যক্ষের জনক, সেই ইন্দ্রিয় দোষদুষ্ট হওয়া। চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের জনক চক্ষুঃ, সেই চক্ষুঃ যদি পিত্তদোষে বিকৃত হয়, তবে অতিশ্বেত বস্তুও হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। সন্ধ্যাদি কালের মন্দান্ধকার প্রভৃতি দোষ কাল দোষ। এবং অতিদূরত্ব অতিসামিপ্য প্রভৃতি দেশগত দোষ।

সম্প্রয়োগ। সম্প্রয়োগ শব্দের অর্থ এস্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যে বস্তুতে ভ্রম জন্মে সেই বস্তুর সর্ব্বাংশ স্ফূর্ত্তি না হওয়া। অর্থাৎ কোন এক সামান্যাংশ মাত্রের প্রকাশ পাওয়া।

সংস্কার। সংস্কার শব্দে এখানে সদৃশ বস্তুর স্মরণ বুঝিতে হইবে। কোন কোন মতে সংস্কারের পরিবর্ত্তে সাদৃশ্যই ভ্রমোৎপত্তির কারণ, এইরূপ বর্ণিত আছে। সে মতের অভিপ্রায় এই যে, বস্তুর কোন এক অংশে সাদৃশ্য না থাকিলে ভ্রম জন্মে না। রজ্জুতেই সর্পভ্রম জন্মে, চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে

সর্পভ্রম জন্মে না। অতএব, কোন সাদৃশ্যবান্ পদার্থেই দোষ বা সম্প্রয়োগ বশতঃ ভ্রম জন্মিয়া থাকে।

এক স্থানে কতকগুলি লোক উপবিষ্ট আছে। সন্ধ্যা হয় হয় এমনি সময়ে তন্মধ্য হইতে হঠাৎ এক ব্যক্তি 'ঐ রৌপ্য' বলিয়া ধাবিত হইল। অন্যান্য ব্যক্তিরা দেখিল, সে যাহার জন্য দৌড়িয়াছে তাহা রৌপ্য নহে, তাহা শুক্তিখণ্ড। ভ্রান্ত-ব্যক্তিও তৎপ্রদেশে গিয়া দেখিল, সে যাহাকে রৌপ্য ভাবিয়াছিল তাহা রৌপ্য নহে, তাহা শুক্তিখণ্ড। সেই যে রজত-জ্ঞান, তাহা দৃষ্টান্ত রাখিয়া কার্য্য-কারণ ভাব বুঝিয়া লও। যৎকালে পুরোবর্ত্তী শুক্তিতে 'ঐ রজত' ইত্যাকার জ্ঞান হইয়াছিল, তখন সেই সমুদিত জ্ঞান একবারে হয় নাই। আগে পুরোবর্ত্তী পদার্থে চক্ষুঃসংযোগের অনন্তর "ঐ" ইত্যাকার জ্ঞান, পরে তাহাতে "রজত" এই জ্ঞান হইয়াছিল। তাহাতে "ঐ" ইত্যাকার জ্ঞান ও তদ্বোধক বাক্য ও তৎসংলগ্নভাবে 'রজত' ইত্যাকার জ্ঞান ও তদ্বোধক বাক্য এক অভিন্ন সংসর্গে উপস্থিত হইয়াছিল। চক্ষুঃ যখন শুক্তিখণ্ডে প্রসারিত হইয়াছিল তখন সে দৃষ্ট পদার্থের সর্ব্বাংশ গ্রহণ করে নাই, চাকচিক্যরূপ বিশেষণ মাত্র গ্রহণ করিয়াছিল। দোষ বশতঃ সম্প্রয়োগ হওয়ায় অর্থাৎ চক্ষুঃ শুক্তির সর্ব্বাংশ গ্রহণ না করায় এবং চাকচিক্য মাত্র বিশেষণ তৎগ্রহণ করায় অন্য এক পূর্ব্বদৃষ্ট চাকচিক্যবান্ বস্তু অর্থাৎ চিরাভ্যস্ত রজত স্মৃতিপথারূঢ় হইয়াছিল। সেই স্মরণাত্মক জ্ঞান তৎকালে পৃথকরূপে দণ্ডায়মান না হইয়া "ঐ" ইত্যাকার সম্মুখস্থ জ্ঞানের সহিত মিলিয়া গিয়া "ঐ রজত" ইত্যাকারে এক জ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল।

স্মরণাত্মক "রজত"-জ্ঞান "ঐ"-ইত্যাকার সম্মুগ্ধ * জ্ঞানের সহিত মিলিত হইবার কারণ এই যে, জ্ঞান মাত্রেই অগ্রে বস্তুর বিশেষণ অবগাহন করে, পরে তাহা বিশেষ্যে গিয়া পর্য্যবসিত হয়। শুক্তি-রজত, এ স্থলেও জ্ঞান চাকচিক্যরূপ বিশেষণ অবগাহন করিয়া প্রকৃত বিশেষ্য আবৃত থাকাতে অন্য এক কল্পিত বিশেষ্যে গিয়া পর্য্যবসন্ন হইয়াছে। এক বস্তুর বিশেষণ (আকার) অন্য বস্তুতে কল্পিত বা পর্য্যবসন্ন হইলেই তাহা মিথ্যা বা ভ্রম হয়। শুক্তি-অধিকরণে শুক্তি=(ঝিনুক) শুক্ত্যাকার জ্ঞান না হইয়া রজত জ্ঞান হইয়াছে, সেই কারণে তাহা মিথ্যা। আহার্য্য ভ্রম ব্যতিরেকে, সমুদায় ভ্রমের প্রণালী ঐরূপ। ঐ প্রণালী অনুসারে সর্ব্বত্র একপ্রকার স্বভাবাপন্ন বস্তু অন্যপ্রকারে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এতাদৃশ ভ্রমের বিনাশোপায় কেবল আলম্বন পদার্থের সর্ব্বাংশস্ফুরণ বা স্বরূপসাক্ষাৎকার। যাবৎ না আলম্বনতত্ত্ব সাক্ষাৎ কৃত হয় অর্থাৎ যে বস্তুতে ভ্রম সেই বস্তুর সর্ব্বাংশ প্রকাশ না পায়, তাবৎ পর্য্যন্ত তাহার বাধ বা বিলয় হয় না। ভ্রমের প্রণালী এই এবং এতৎপ্রণালীক ভ্রম সাঙ্খ্যশাস্ত্রে অন্যথা-খ্যাতি নামে পরিচিত। অন্যান্য দার্শনিক দিগের ভ্রমপ্রণালী অন্যবিধ। শঙ্করাচার্য্য বলেন, ভ্রমোৎপত্তির মূল অজ্ঞান। অজ্ঞান যে কি পদার্থ? তাহা নাম নির্দ্দেশে বলা যায় না। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, তাহা অনির্ব্বচনীয় এবং দোষস্থানীয়। দোষস্থানীয় অজ্ঞানের স্বভাব এই যে, যদি কোন বস্তুর সর্ব্বাংশ বা কিয়দংশ

---

* প্রথমোৎপন্ন অবিবেচিত জ্ঞানকে সম্মুগ্ধজ্ঞান বলে। বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ বলা হইবে।

তাহার অধিকারভুক্ত হয়. তাহা হইলে, দোষ সেই বস্তুতে তৎসদৃশ অপর এক বিপরীত বস্তু উৎপাদন করিবেই করিবে। পুরোবর্ত্তী শুক্তির কিয়দংশ অজ্ঞানের বিষয় বা অধিকৃত হওয়াতে অজ্ঞান (আংশিক অজ্ঞান) তাহাতে মিথ্যা-রজতের সৃষ্টি করিয়াছিল। কেবল অজ্ঞানেরই যে ঐরূপ স্বভাব এমত নহে; অন্য বস্তুও দোষদুষ্ট হইলে বিপরীতসৃষ্টিকারী হয়। দাবদগ্ধ বেত্রবীজ বেত্রাঙ্কুর উৎপত্তি না করিয়া কদলীবৃক্ষের উৎপত্তি করে। মক্ষিকামল 'পুদিনা' নামক শাক জন্মায়। তণ্ডুলজল পচিয়া নোটে শাক জন্মায়। গোমাংস হইতে পলাণ্ডুর সৃষ্টি হইয়াছিল। দোষ যে কি করিতে পারে ও না পারে তাহা কে বলিতে পারে! দোষ হইতেই শত শত নূতন বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে।

মীমাংসকেরা বলেন, জ্ঞান মাত্রেই সত্য। অর্থাৎ সদ্বস্তু বিষয়ক। জগতে মিথ্যা জ্ঞান নাই, মিথ্যা বস্তুও নাই। শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানে মিথ্যারজত দৃষ্ট হয়, বস্তুতঃ তাহা প্রবাদ মাত্র। তৎকালে শুক্তিতে শুক্তিজ্ঞানই হইয়াছিল রজতে রজত-জ্ঞান হইয়াছিল। দোষ ও সম্প্রয়োগ ঘটনায় সেই জ্ঞানদ্বয়ের পার্থক্য জন্মে নাই, এই মাত্র প্রভেদ। জ্ঞানদ্বয়ের পার্থক্য না হইলেই তাহা ভ্রম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। জগতে কথিতপ্রকার ভ্রম ব্যতীত মিথ্যাবস্তু অবগাহী মিথ্যাজ্ঞানাত্মক ভ্রম নাই। যাহাই হউক, ভ্রমের প্রণালী বিষয়ে মতবিবাদ থাকিলেও ভ্রমের আকার ও ফল সম্বন্ধে সকলেরই ঐকামত দেখা যায়।

নির্দ্দিষ্টলক্ষণান্বিত ভ্রমের অনেকগুলি অবান্তর প্রভেদ আছে। সে সকল প্রভেদের ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে।

যথা—সাদি অধ্যাস ও অনাদি অধ্যাস। তদুভয়ের অবান্তর প্রভেদ তাদাত্ম্যাধ্যাস ও সংসর্গাধ্যাস। সারূপ্যপ্রাপ্তে যে অধ্যাস তাহা তাদাত্ম্যাধ্যাস। যাহা সম্বন্ধমাত্রের অধ্যাস তাহা সংসর্গাধ্যাস। লৌহ ও অগ্নি একীভূত হইয়া পরস্পর সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। সে স্থলে লৌহতে যে অগ্নির অধ্যাস—যে অধ্যাসের বলে লোকে লোহায় পুড়িয়াছে বলে—সেই অধ্যাস তাদাত্ম্যাধ্যাস নামে পরিচিত। শরীরে কোন প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে জীব যে আমি গেলাম—আমি মরিলাম—বলিয়া অভিভূত হয়, তাহা তাদাত্ম্যাধ্যাসের ফল। "আমার পুত্র" "আমার কলত্র" ইত্যাদি স্থলে পুত্রে ও কলত্রে বাস্তবিক আত্মত্ব না থাকিলেও আত্মসম্বন্ধ অধ্যাস করা হয়, সুতরাং তাহা সংসর্গাধ্যাসের মহিমা। জগতে যত প্রকার অধ্যাসপ্রভেদ আছে, সমস্তই বাহ্যপদার্থের ন্যায় অধ্যাত্মপদার্থে বিদ্যমান আছে। কখন আমরা ইন্দ্রিয়ের সহিত একীভূত হইয়া "আমি" হইতেছি। যেমন আমি কাণা, আমি খোঁড়া, ইত্যাদি। বস্তুতঃ কাণত্বাদিধর্ম্ম আমাতে নাই। কখন বা দৃশ্য শরীরে আত্মত্ব স্থাপন করিয়া 'আমি' হইতেছি। যথা—আমি কৃশ, আমি স্থূল, ইত্যাদি। যাহা আমি, তাহা স্থূলও নহে কৃশও নহে। স্থূলত্ব কৃশত্ব দেহের ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম নহে। আমি কি প্রকার তাহা আমরা কেহই অবগত নহি। যদি অবগত থাকিতাম তাহা হইলে আমি-ব্যবহার আজীবন একরূপেই চলিত। তাহা চলে না। তাহা প্রতিক্ষণে অন্যথা বা পরিবর্ত্তিত হয়। ভাবিয়া দেখ, আমরা একবার যাহাকে লক্ষ্য করিয়া "আমি' বলিতেছি অন্যবার তাহাকেই আবার 'আমার' বলিতেছি। প্রকৃত 'আমি' স্থির থাকিলে ঐরূপ ঘটনা হইত

না, দুঃখেরও অবসান হইত। বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি কোন ইন্দ্রিয়কে আমি বলিয়া স্থির থাকে তাহা হইলে শরীরের দোষাদোষে "আমি" লিপ্ত হইব কেন? অতএব, যাহা প্রকৃত আমি তাহার সহিত অবশ্যই আমি-ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর অধ্যাস আছে। সেই অধ্যাস কথন একীভূত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে কথন বা সম্বন্ধমাত্র প্রকাশ করিতেছে। বাহ্য জগতে ও আত্মরাজ্যে প্রোক্ত লক্ষণান্বিত অসংখ্য অধ্যাস বিরাজ করিতেছে, মানুষ তাহা জানিয়াও জানিতেছে না। কদাচিৎ কথন বাহ্য অধ্যাস নিবৃত্ত হইতে দেখা যায়; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহার আধ্যাত্মিক অধ্যাস নিবৃত্ত হইতে দেখা গেল না।

অধ্যাস নিবৃত্তির উপায় কি? কপিল প্রভৃতি ঋষিরা প্রত্যুত্তর দেন, অধিকরণের স্বরূপ সাক্ষাৎকৃত হওয়াই ভ্রমনিবৃত্তির উপায়। যে অধিষ্ঠানে ভ্রম হয় তাহার যথার্থরূপ প্রকাশ পাইলেই তদ্গত ভ্রম নিবৃত্ত হয়। অধিষ্ঠানের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হওয়ার উপায় বিশেষদর্শন। "বিশেষদর্শন" এক স্থলে একরূপ নহে। অর্থাৎ স্থলবিশেষে বিভিন্ন প্রকার। কোথাও বা বারংবার দর্শন, কোথাও বা উপযুক্ত পরীক্ষা প্রয়োগ। যাহার দ্বারা দোষ উন্মার্জ্জিত হয়, সম্প্রয়োগ তিরোহিত হয়, তাহাই পরীক্ষা শব্দের অভিধেয়। সেই সেই পরীক্ষা প্রযুক্ত হইলে দোষাদি বিদূরিত হয়, অনন্তর সত্য জ্ঞান আইসে। দোষাদি উত্তীর্ণ হইলাম কি না? এ অংশ অপরীক্ষেয়। অর্থাৎ তাহার আর পরীক্ষা নাই। না থাকার কারণ এই যে, যথার্থ জ্ঞান উপস্থিত হইলে, সেই যথার্থ জ্ঞানই দোষাদি হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করে।

তত্ত্বপক্ষপাতোহি ধিয়াং স্বভাবঃ—বুদ্ধি সত্যপক্ষপাতী—তাহার টান সত্যের দিকে। বুদ্ধির তাদৃশস্বভাব আছে বলিয়াই ভ্রমনিবৃত্তির পর "জ্ঞাত হইলাম" "জানা হইয়াছে" এইরূপ চিত্ত স্ফূর্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস জন্মিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে।

অধ্যাসনিবৃত্তিঘটিত আরও গুটীকতক নিয়ম দৃষ্ট হয়। যথা—অপরোক্ষ ভ্রম, সাক্ষাৎ ভ্রম বা ঐন্দ্রিয়ক ভ্রম, যুক্তিতে ও উপদেশে নিবৃত্ত হয় না। সাক্ষাৎঘটিত ভ্রমে বস্তুসাক্ষাৎকার হওয়াই আবশ্যক। দিগভ্রান্ত ব্যক্তি শত শত উপদেশ ও শত শত যুক্তি পাইলেও দিগ্‌ভ্রান্তি হইতে নির্ম্মুক্ত হয় না। মনে কর, কোন এক নূতন স্থানে গিয়া কোন এক ব্যক্তির পূর্ব্বদিকে পশ্চিম ভ্রম হইয়াছে। সে জানে, পূর্ব্ব দিকেই সূর্য্য উদিত হন এবং সে প্রত্যক্ষেও দেখিতেছে, পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদিত হইতেছেন। তথাপি তাহার ভ্রান্তি যাইতেছে না। মনে করিতেছে, এই দিকই পূর্ব্বদিক্। "সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হন না" এই যুক্তি তাহার সম্বন্ধে কার্য্যকারী হয় না। যাবৎ না পূর্ব্ব পূর্ব্বদিক্ সাক্ষাৎকৃত হইবে তাবৎ তাহার ভ্রম অপগত হইবে না। ঔপদেশিক জ্ঞানে ভ্রম থাকিলে তাহা যুক্তির দ্বারা বিদূরিত হইতে পারে, কিন্তু যুক্তিতে ভ্রম থাকিলে তাহা সাক্ষাৎকার ও যুক্ত্যন্তর ব্যতীতমাত্র উপদেশ দ্বারা অপগত হইবার নহে। সাঙ্খ্যাদি শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ জাতীয় সাক্ষাৎকার ঘটিত পরীক্ষা সর্ব্বজাতীয় ভ্রমের বিঘাতক। আমাদের আধ্যাত্মিক ভ্রম অনেক আছে, সে সকল ভ্রম উপরোক্ত প্রণালীতেই জন্মিয়া আছে। সে সকল ভ্রম বিদূরিত করিবার জন্য সাঙ্খ্যে ও অন্যান্য শাস্ত্রে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন নামক

বিশেষ দর্শনের উপদেশ আছে। অনাদিকালের আধ্যাত্মিক ভ্রম বিদূরিত করিতে হইলে সাক্ষাৎকার, যুক্তি ও উপদেশ, এই তিন শ্রেণীর পরীক্ষার প্রযোগ আবশ্যক। একটীর দ্বারা আনাদিকালের আধ্যাত্মিক ভ্রম নিবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রবণ ও মনন, এই দুইটী যুক্তি ও উপদেশ জাতীয়। নিদিধ্যাসনটী প্রত্যক্ষশ্রেণীভুক্ত। যেমন অন্তরস্থ সুখাদি নিজ মনের অনুভবনীয়, সেইরূপ, আত্মাও সাধনসংস্কৃত মনের জ্ঞেয়। মন যৎপরোনাস্তি নির্ম্মল হইলে তাহাতে আত্মার প্রকৃত প্রতিবিম্ব পড়ে। অর্থাৎ তখনই আপনার অনবাস্ত রূপ দর্শন হয়। তৎপূর্ব্বে হয় না। সুরবোধ, তালবোধ ও রাগ-রাগিণীবোধ, এ সকল আগে থাকে না, সঙ্গীত শাস্ত্রের যৎপরোনাস্তি অনুশীলনে নিমগ্ন থাকিলে অল্পে অল্পে মনের কপাট খুলিয়া যায়, তখন সুরতত্ত্বাদি সাক্ষাৎকার হয়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিতে করিতে মনের প্রত্যঙ্মুখ কবাট খুলিয়া যায়, প্রত্যঙ্মুখ কবাট খুলিলেই আপনার অনারোপিত রূপ দেখা যায়।

সত্যের অধিকার অপেক্ষা অসত্যের (ভ্রমের) অধিকার অধিক বিস্তৃত। ভ্রান্তি পদে পদে; সত্য কখন কখন। প্রতিক্ষণে জীবের দৃষ্টিতে, শ্রাবণাদি প্রত্যক্ষে ও মনঃকল্পিত যুক্তিতে অজ্ঞাতসারে শত শত ভ্রান্তি প্রবেশ করিতেছে—মানুষ তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না, বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বুঝে না, ইহাই ভ্রান্তির মহিমা। ভ্রান্তি-বিজ্ঞান নিতান্ত দুরবগাহ। যাদুকরের যাদু, ঐন্দ্রজালিকের কুহক, তান্ত্রিকের বশীকরণ, সমস্তই ভ্রান্তির মূলসূত্রপ্রসূত।

স্বভাবকুহকী প্রকৃতি প্রতিমুহূর্ত্তেই জীবের দৃষ্টিভ্রান্তি স্পর্শ ভ্রান্তি ও শ্রবণভ্রান্তি প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া কৌতুক করিতেছেন এবং যাদুকর প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য হইয়া কণামাত্র অনুগ্রহ লাভ করতঃ দর্শক দিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে ক্ষমবান্ হইতেছেন। যত প্রকার কৃত্রিম অকৃত্রিম ভ্রান্তি থাকুক, তত্তাবতের মূলে দোষ, সম্প্রয়োগ ও দৃষ্টসংস্কার, এই তিন আছেই আছে। প্রমা ও ভ্রম এই দুই পদার্থের সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে, জ্ঞান জ্ঞেয় পদার্থের অবিকলরূপে উৎপন্ন হইলেই প্রমা এবং বিপরীত হইলে অপ্রমা অর্থাৎ ভ্রম।

শ্রবণেন্দ্রিয় ও শ্রাবণজ্ঞান।

চক্ষুঃ কেবল রূপেতেই সংসক্ত, সেইজন্য চক্ষুর্দ্দ্বারা রূপ বা রূপবিশিষ্ট পদার্থ দেখা যায়। তদ্দ্বারা শব্দস্পর্শাদির জ্ঞান হয় না। শব্দাদি জ্ঞানের নিমিত্ত আর চারিটি ইন্দ্রিয় আছে, তন্মধ্যে শব্দগ্রহণকারী শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় অগ্রে বর্ণন করা যাউক।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয়ও প্রত্যক্ষের অগোচর। কেবল অনুমিতির দ্বারাই তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের আশ্রয় অর্থাৎ গোলক কর্ণান্তঃপ্রদেশ শঙ্খ-গল-হহ্বরের রচনা পরিপাটী যেরূপ, শ্রবণযন্ত্রের রচনাপরিপাটীও প্রায় সেইরূপ। যে স্থানে বক্র ও আবর্ত্তযুক্ত কর্ণছিদ্রের সমাপ্তি হইয়াছে, সেই স্থানে স্থিতিস্থাপকগুণযুক্ত সূক্ষ্মগ্রন্থিল এক প্রকার পদার্থ আছে। [সূক্ষ্ম ২ স্নৈহিক শিরাগ্রন্থি বা স্নায়ুমণ্ডল] এক খণ্ড সুচীন (পাৎলা) ত্বক্ তাহার আবরণ। এই আবরক ত্বক্ কর্ণশস্কুলি নামে পরিচিত। শস্কুলির অভ্যন্তর প্রদেশে যে অবকাশ (ফাঁক) আছে, তাহার নাম শ্রোত্রাকাশ। ইহাই ন্যায়

মতের শ্রবণেন্দ্রিয় কিন্তু সাঙ্খ্যমতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোলক। শ্রবণেন্দ্রিয় শস্কুলিস্থানে অবিষ্ঠিত থাকিয়া শব্দগ্রহণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। সাঙ্খ্যমতে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয়ও আহঙ্কারিক। শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দগ্রহণপ্রণালী কিরূপ? সাঙ্খ্যাচার্য্যেরা তাহা বিশেষ করিয়া বর্ণন করেন নাই। শাস্ত্রান্তরে যেরূপ বর্ণনা আছে তাহার নিন্দাও করেন নাই। তাহাতেই অনুমান হয়, শাস্ত্রান্তরোক্ত প্রণালীই সাঙ্খ্যকারের অভিমত। * শাস্ত্রান্তরে দ্বিবিধ প্রণালী বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে এক প্রণালী বীচিতরঙ্গন্যায়নুসারিণী, অপর কদম্বগোলকন্যায়ানুসারিণী।

কোন এক স্থিরজল-জলাশয়ে অভিঘাত উপস্থিত করিলে, অভিঘাত স্থলে বেগ উৎপন্ন হয়। সেই বেগ জলকে তরঙ্গায়িত করে। যেমন প্রথমোৎপন্ন সেই বেগ হইতে বেগান্তর জন্মে, তেমনি তরঙ্গ হইতেও তরঙ্গান্তর জন্মে। তরঙ্গ হইতে তরঙ্গান্তর জন্মিতে জন্মিতে ক্রমে তাহা বীচি অর্থাৎ ক্ষুদ্র লহরীর আকার প্রাপ্ত হয়। ক্রমে অতি ক্ষুদ্র, ক্রমে লয় বা অদৃশ্য। মধ্যে যদি কোথাও বেগনিরোধক বস্তু (কূল বা অন্য কিছু) [illegible]ন্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানেই প্রতিহত হইয়া [illegible] হয়, নচেৎ তাহা দূরে গিয়া বিলীন হয়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, বায়ু-পরিব্যাপ্ত অনন্ত আকাশের কোন এক স্থানে অভিঘাত (এক বস্তুতে অন্য এক বস্তুর আঘাত অর্থাৎ বেগপূর্ব্বক সংযোগ) উপস্থিত হইলে তত্রত্য বায়ুতে এক প্রকার বেগ জন্মে। বেগ

* সশাস্ত্রানুক্তমনি[illegible]র্থেষু সমানতন্ত্রসিদ্ধা[illegible] সিদ্ধান্তত্বম।—কোন এক শাস্ত্রে কোন এক বিষয়ের বিশেষ বর্ণনা নাই অথচ অন্য শাস্ত্রের বর্ণনার নিন্দা বা নিষেধ নাই, এমত দেখিলে বুঝিতে হইবে, সেই অন্য শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তই সে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

কি করে? বেগ আঘাত স্থানটীকে বেষ্টন করিয়া তত্রস্থ বায়ুকে তরঙ্গায়িত করে। আঘাতকালে যেমন বায়ুতে বেগ জন্মিয়াছিল, তেমনি আকাশে ধ্বনি (শব্দ) জন্মিয়াছিল। এক্ষণে সেই ধ্বনি তরঙ্গায়মান বায়ুতে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রিয়স্থান (কর্ণশষ্কুলি) প্রাপ্ত হইল. ইন্দ্রিয় (শ্রবণেন্দ্রিয়) তাহা গ্রহণ করিয়া আত্মার নিকট অর্পণ করিল। অভিপ্রায় এই যে, শব্দ কর্ণশষ্কুলিস্থিত শব্দবাহী স্নায়ু অবলম্বন করিয়া মনের নিকট গমন করে। নিকটস্থ আত্মা তাহা প্রকাশ করেন। অর্থাৎ অনুভব করেন। ইহারই অন্য নাম শ্রবণ ও শুনা। নিকটে যদি শ্রবণেন্দ্রিয় না থাকে, তাহা হইলে তাহা বার্থ হয়। সুতরাং আকাশোৎপন্ন শব্দ আকাশেই লয় প্রাপ্ত হয়। অপিচ, স্থিরজল জলাশয়ে আঘাত করিলে যে তদুত্থ তরঙ্গ কদাচিৎ তীর স্পর্শ করে, কদাচিৎ নাও করে, তাহার কারণ আঘাতের বল বলা—আঘাতজন্য বেগের তারতম্য। বেগ অধিক পরিমাণে জন্মিলে তরঙ্গের দূরগতি ও অল্প পরিমাণে জন্মিলে অদূরগতি হয়। শব্দের গতিও ঠিক সেইরূপ জানিবে। যে পরিমাণে বেগ উপস্থিত হইবে শব্দের গতিও সেই পরিমাণে হইবে। পুরাতন দার্শনিক পণ্ডিতেরা এইরূপ বীচিতরঙ্গের দৃষ্টান্তে শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দগ্রহণপ্রণালী বর্ণন করিয়া গিয়াছেন এবং নিম্নপ্রকটিত ঘটনাগুলিকে সোপপত্তিক (যুক্তিযুক্ত) বিবেচনা করিয়াছিলেন। যথাঃ—

"শব্দবহনকারী বায়ুর বিপরীত গতি প্রবল থাকিলে নিকটোৎপন্ন শব্দও যথাবৎ গৃহীত হয় না।" "সামুখ্য থাকিলে দূরোৎপন্ন শব্দও নিকটের ন্যায় শুনা যায়।" "শ্রবণেন্দ্রিয় ও

আঘাত-স্থান, এতদুভয়ের মধ্যে বায়ুর বেগরোধক বস্তু ব্যবধান থাকিলে শুনা যায় না বা অল্প শুনা যায়।" "পার্থিব প্রদেশের দূরত্ব যে পরিমাণে শব্দজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, জলময় প্রদেশে তদপেক্ষা অল্পপরিমাণে প্রতিবন্ধক হয়। এমন কি, পার্থিব প্রদেশের অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমিত দূরত্ব আর জলময় প্রদেশের এক ক্রোশ পরিমিত দূরত্ব সমান বলিয়া গণ্য। কারণ, জলময় প্রদেশের বায়ুতে স্বভাবতই বেগ থাকে।" "শব্দ উত্থিত হইবামাত্র তরঙ্গবৎ চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হয় বলিয়া চতুর্দ্দিকস্থ লোক তাহা এক সময়ে সমানরূপে শুনিতে পায়।" "দিন অপেক্ষা মধ্যরাত্রে অধিক দূরের শব্দ শুনা যায়। তাহার কারণ, তৎকালে অভিভাবক শব্দান্তর থাকে না এবং মধ্যরাত্রের বায়ুতে স্বভাবতঃই বেগ থাকে।" ইত্যাদি।

বীচিতরঙ্গ ন্যায়বাদীর মত আর কদম্বগোলকন্যায় বাদীর মত প্রায় একরূপ। প্রভেদ এই যে, বীচিতরঙ্গবাদী বলেন, শব্দ একটীই জন্মে, কদম্বগোলকন্যায়বাদী বলেন, কদম্বকেশরের ন্যায় তদুপরি তদুপরি নানা শব্দ জন্মে। কদম্বকুসুমের কিঞ্জল্কারোহণ স্থান বর্ত্তুল, সেই বর্ত্তুল অংশের সর্ব্বদিক্ ব্যাপিয়া এক থাকে অনেক কেশর জন্মে। সেই সকল কেশরের শিরঃপ্রদেশে আবার এক থাক্ কেশর জন্মে। শব্দও ঐরূপ আঘাত স্থান হইতে এককালে দশদিক্ অভিমুখে দশ সংখ্যায় জন্মলাভ করে। সেই দশ শব্দ হইতে অন্য দশ শব্দ জন্মে, ক্রমে অন্য দশ শব্দ, ক্রমে ইন্দ্রিয়স্থানপ্রাপ্তি।*

---

* উভয় মতেই শব্দ অভিঘাত স্থানে উৎপন্ন হইয়া, ইন্দ্রিয় স্থানে গিয়া প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন শব্দ আঘাত স্থানে উৎপন্ন হয় না।

বীচিতরঙ্গ ও কদম্বগোলক, এই দ্বিবিধ দৃষ্টান্ত আশ্রয়কারী আচার্য্য দ্বয়ের মতে শব্দ ক্ষণস্থায়ী। এমন কি, শব্দ তিন্ ক্ষণের অতিরিক্ত থাকে না। সুতরাং বায়ুর দূরগামী বেগ-সত্ত্বেও সমুৎপন্ন শব্দ আপনার বিনাশ কাল উপস্থিত হওয়াতে বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্যই আমরা দেশান্তরের শব্দ শুনিতে পাই না। তবে যে আমরা প্রহরব্যাপী বংশীনিনাদ শুনিয়া থাকি, সে একটী শব্দ নহে। তাহা শব্দধারা। অর্থাৎ তাহা বহুল শব্দের সমষ্টি। শব্দ উৎপন্ন হইতেছে, ধ্বংস হইতেছে, আবার উৎপন্ন হইতেছে, এত শীঘ্র হইতেছে যে,

---

আঘাত স্থানে কেবল বেগ জন্মে। সেই বেগ শ্রোত্র প্রাপ্ত হইলে তথায় অনুরূপ শব্দ উৎপন্ন করে এবং তাহাই শ্রবণেন্দ্রিয়ে গৃহীত হয়। "শব্দস্তু শ্রোত্রোৎপন্নঃ শ্রবণেন্দ্রিয়েণ গৃহ্যতে।" গ্রন্থিহীন বংশ খণ্ডের এক দিক্ লূতানির্ম্মোক (মাকড়শার ডিমের আবরণ) বা আলুক পত্রের ত্বক দ্বারা আবৃত করিয়া অপরদিকে ফুৎকার প্রদান করিলে তন্মধ্যে বেগ উপস্থিত হয়। সেই বেগ আবরণত্বকে গিয়া আঘাত করে। অনন্তর আঘাতের অনুরূপ শব্দ জন্মে। কর্ণ-শস্কুলিও উক্ত যন্ত্রের তুল্যকার্য্যকারী। এক মতে আছে, শব্দ ইন্দ্রিয় স্থানে গমন করে না, ইন্দ্রিয়ই শব্দস্থানে গিয়া শব্দ গ্রহণ করে। যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় বিষয়প্রদেশে যায়, শ্রবণেন্দ্রিয়ও সেইরূপ শব্দস্থানে যায়। ইঁহারা বলেন, "ভেরীশব্দো ময়া শ্রুতঃ—আমি ভেরীর শব্দ শুনিয়াছি।" এই অনুভব ঐ সিদ্ধান্তের পোষক। ভেরীধ্বনি শুনিয়া মনুষ্যের ঐরূপ অনুভবই হইয়া থাকে। শব্দস্থানে ইন্দ্রিয়ের গতি না হইলে ঐ প্রকার অনুভব হইতে পারিত না। ভেরীতে শব্দোৎপত্তি হয়, বীচিতরঙ্গন্যায় বাদীর মতে সে শব্দের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয় না। শব্দজন্য শব্দান্তরের সহিতই ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়। সুতরাং "ভেরীর শব্দ শুনিয়াছি" এইরূপ অনুভব না হইয়া "ভেরীশব্দের শব্দ—তজ্জন্য শব্দ শুনিয়াছি" এইরূপ অনুভবই হওয়া উচিত।

যে তাহার বিচ্ছেদ লক্ষ্য হয় না। তাদৃশ ধারাবাহী বা পরস্প সংলগ্ন শব্দশ্রেণীকে আমরা একটী শব্দ বিবেচনা করি, ফল তাহা একটী শব্দ নহে। তাহা শব্দধারা। এই সিদ্ধান্তের দ্বা আর একটি সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে যে, যে ত্রিক্ষণ শব্দের জীবন সেই ত্রিক্ষণের মধ্যে শব্দ বেগ অনুসারে ক্রোশান্তে চালি হইতে পারে, আবার ক্রোশ শতাংশে না যাইতেও পারে গমন কালে শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। কারণ, ক্ষীণ ব্যতিরেকে কিছুই ধ্বস্ত হয় না। সুতরাং বেগের আধিক

তাহা না হওয়াতে, ইন্দ্রিয় শব্দস্থানে যায়, এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত। শব্দ বিজ্ঞানঘটিত এইরূপ অনেক বিতর্ক আছে তাহা গ্রন্থবিস্তার ভ পরিত্যক্ত হইল।

বালক কালে আমরা দুইটী বাঁশের চোঙার এক এক মুখ খুব পাতল চামড়ায় অথবা তত্তুল্য পদার্থে আবদ্ধ করিয়া ২।৩ শ হাত লম্বা সুতা চোঙা দুই আবদ্ধ মুখে সংযুক্ত করিয়া তদ্বারা দুই জন দুই দিকে থাকিয়া কথা বলাবলি করিতাম। ২।৩ শ হাত দূরে থাকিয়াও বেশ স্পষ্ট শুনা ও বু যাইত। এক জন চোঙাটীর অনাবৃত মুখে মুখ দিয়া কথা বলে, অন্য জন কর্ণ-পথে চোঙার অনাবৃত মুখ রাখিয়া কথা শুনে। বা[illegible] মনে করে, কথা সুত বহিয়া যায়। ফলতঃ কথা যায় না। কথা কহিবার সময় বক্তব্য কথার অনুরূপ আঘাত সূত্রসংযোগে অপরের হস্তস্থিত চোঙার প্রান্তাবৃত পাতল চামড়ায় গিয়া উপস্থিত হয় (ধাক্কা লাগে)। তাহাতে সেই স্থানেই উচ্চারি কথার অনুরূপ শব্দ জন্মে। সুতা বহিয়া কথা আসিলে সুরের ব্যতিক্রম হইত না। শ্রোতা বালক যে শব্দ শুনে সে শব্দ সূত্রাঘাতজনিত চর্ম্ম-কম্পনের শব্দ; কণ্ঠশব্দ নহে। বর্ত্তমান কালের টেলিফোন প্রভৃতি অদ্ভুত যন্ত্রনিচয় বর্ণিত বাল্যক্রীড়ার উৎকর্ষ। অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্র ও অল্পবধির দিগের জন্য শিঙা যন্ত্র ধ্বনিতত্ত্বজ্ঞ শিল্পীদিগের দ্বারা প্রস্তুত হই উপকার সাধন করিতেছে।

থাকিলে তিন ক্ষণের মধ্যে শব্দ অধিক দূরে যাইতে পারে, বেগের অল্পতা থাকিলে অধিক দূর যাইতে পারে না। তিন ক্ষণের মধ্যে যত দূর যাওয়া সম্ভব তত দূর গিয়াই বিলয়প্রাপ্ত হয়। যদি এই সিদ্ধান্তই স্থির হয় তবে এক আপত্তি উপস্থিত হইবে। আপত্তি এই যে, এমন এক প্রকার শব্দ আছে যাহা ক্ষীণ না হইয়া বরং নিকট অপেক্ষা দূরে গিয়া পুষ্ট হয়। যেমন কামানের শব্দ। তাহা হয় কেন?

উক্ত আপত্তির প্রত্যাপত্তি এই যে, যে শব্দের প্রতিশব্দ জন্মে, সেই শব্দই দূরে গিয়া স্থূলতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সে স্থূলতা বাস্তবিক মূল শব্দের নহে। বিবেচনা কর, ধ্বনি-জন্য ধ্বনির নাম প্রতিধ্বনি (প্রতিশব্দ প্রতিধ্বনি সমান কথা)। সুতরাং দ্বিতীয় ক্ষণ ব্যতিরেকে প্রতিধ্বনির জন্ম লাভ সম্ভবে না। দ্বিতীয় ক্ষণে প্রতিধ্বনির জন্ম লাভ হওয়াতে এক অতিরিক্ত ক্ষণ ব্যাপিয়া মূল শব্দের গতি ও স্থিতি পাওয়া গেল এবং সেই দ্বিতীয় ক্ষণে ধ্বনি প্রতিধ্বনির সহিত মিশিয়া মনুষ্যের শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। বুঝিতে হইবে যে, সেই মিলিত দুই শব্দ (ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি) শুনা গিয়াছিল, ভেদ জ্ঞান না হওয়াতে স্থূল বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অধিক কথা কি লিখিব, সংঘর্ষ ও আঘাত হইতে যে ধ্বনি ও তাহা হইতে যে প্রতিধ্বনি জন্মে তাহা জীবের জ্ঞানগম্য হইয়া হর্ষ, বিষাদ, ভয়, মোহ ও অন্যান্য চিত্ত বিকার জন্মাইয়া থাকে।

স্পর্শ ও স্পর্শগ্রাহক ত্বগিন্দ্রিয়।

এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শীত, উষ্ণ, খর, তীব্র প্রভৃতি নানা-জাতীয় স্পর্শ জ্ঞান জন্মে। দ্রব্য বা দ্রব্যনিষ্ঠ কোন কোন গুণ ত্বক্‌সংযুক্ত হইবামাত্র ইন্দ্রিয়াত্মক ত্বক্‌ দ্রব্যগত শীতলত্বাদি গুণ গ্রহণ করতঃ জ্ঞানগোচর করায়। মনের সাহায্যে আত্মাতে সে সকলের জ্ঞান জন্মায়। আত্মায় জ্ঞান জন্মায়, এ কথা ন্যায়সম্মত। কিন্তু সাঙ্খ্যমতে জ্ঞানমাত্রেই অন্তঃকরণনিষ্ঠ। যাহা মুখ্যজ্ঞান তাহা সাঙ্খ্যমতে আত্মা ও চিৎ। তাহার উৎপত্তি, বিনাশ ও কোন প্রকার বিকার নাই। আত্মা ব্যতীত সমস্ত পদার্থই আত্মার ভোগ্য ও নশ্বর।

ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান মাত্রেই এতন্মতে বৃত্তিপদাধেয়। ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত বস্তুর ভাব বা ছবি বুদ্ধিতে ধৃত হয়, সেই ছবির বা বুদ্ধি পরিণামের শাস্ত্রীয় নাম 'বৃত্তি'। বৃত্তিতে আত্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয়, অনন্তর তাহা জ্ঞান ও ভোগ এই দুই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। দ্রুত বা গালিত সুবর্ণ মূষায় [ছাঁচে] ঢালিবা মাত্র তাহা যেমন মূষারই অনুরূপ হয়, সেইরূপ, অন্তঃকরণও ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়-সম্বদ্ধ বস্তুর আকার ধারণ করে। চৈতন্য...প্ত সেই আকার, শাস্ত্রীয় ভাষায় 'জ্ঞান' 'অনুভব' 'বোধ' ইত্যাদি নামে পরি-ভাষিত হইতেছে। বস্তু মূষাস্থানীয়, বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ গলিত-সুবর্ণস্থানীয়। ত্বকে দ্রব্য-সংযোগ হইলেই ত্বক্‌ দ্রব্যগত সমস্ত গুণ গ্রহণ করে সত্য; পরন্তু কোমলত্ব ও কঠিনত্ব, এই দুই গুণের গ্রহণ পক্ষে কিঞ্চিৎ বিশেষ সংযোগ অপেক্ষা করে। সামান্য সংযোগ দ্বারা কোমলত্ব কঠিনত্বের গ্রহ হয় না।

দৃঢ়তর সংযোগ অর্থাৎ যাহাকে চাপা বলে, তাদৃশ সংযোগই তদুভয় জ্ঞানের পুষ্কল কারণ। এই 'চাপা' রূপ দৈহিক কার্য্য আত্মার প্রযত্ন বলেই সম্পাদিত হয়, সুতরাং তাহার জন্য স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় কল্পনা করিতে হয় না।*

ত্বগিন্দ্রিয়ের আশ্রয় স্থান ত্বক্ অর্থাৎ চর্ম্মবিশেষ। দৃশ্যমান বাহ্যচর্ম্ম ইন্দ্রিয় নহে। যদি দৃশ্যমান চর্ম্ম ইন্দ্রিয় হইত, তাহা হইলে কেবল বাহ্যিক শীতলত্বাদিরই অনুভব হইত, বেদনাদি আন্তর-স্পর্শের অনুভব হইত না। অতএব, ত্বগিন্দ্রিয় যে কেবল বাহ্যচর্ম্মব্যাপক তাহা নহে; প্রত্যুত তাহা আপাদতল মস্তক ও অন্তর্ব্বাহ্য সমস্ত দেহ পরিব্যাপ্ত। ত্বক্‌গোলকের আকার কিরূপ? তাহা সহজবোধ্য নহে। কেবল কল্পনার দ্বারা তাহার আকার সংগ্রহ করিতে হয়। সে কল্পনা এইঃ—

মাংসময় প্রাণিদেহ অসংখ্য সূক্ষ্মশিরাসমষ্টির জমাট ব্যতীত অন্য কিছু নাই। যাহাকে মাংস বলিয়া ব্যবহার করিতেছি তাহাও শিরার সমষ্টি বা শিরাজালের জমাট। আলুর পাতা কিম্বা অশ্বত্থ পত্র পচিয়া পার্থিবাংশ নির্গলিত হইয়া গেলে পাতাটী যেমন কেবল মাত্র তন্তুময় হইয়া থাকে, এই প্রাণিশরীরও সেই রূপ শিরাজালে পরিব্যাপ্ত আছে। ইন্দ্রিয়তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, তাহাই ত্বগিন্দ্রিয়ের গোলক। এই ইন্দ্রিয় সমস্তশরীর-ব্যাপী, তজ্জন্য বাহ্যস্পর্শের ন্যায় আন্তর স্পর্শও যথাযথ অনুভূত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াত্মক ত্বক্ বাহিরে ও ভিতরে সর্ব্বত্র

* "কঠিনত্বাদিস্পর্শভেদে সংযোগবিশেষঃ কারণম্" ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা পরিমাণাদি গ্রহণ পক্ষেও সংযোগ বিশেষের আবশ্যক হয়। ভিন্ন ভিন্ন সংযোগেই ভিন্ন ভিন্ন গুণ গৃহীত হইয়া থাকে।

বিরাজিত থাকিলেও অঙ্গুলির অগ্রভাগে তাহার উৎকর্ষ আছে। সেই কারণে হস্তাঙ্গুলির ও পদাঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া মনুষ্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম স্পর্শাদি অনুভব করিতে সমর্থ হয়। ন্যায়মতে এ ইন্দ্রিয় বায়বীয়; কিন্তু সাঙ্খ্যমতে আহঙ্কারিক।

রসনা ও রাসন-জ্ঞান।

এই ইন্দ্রিয়টী কটু, তিক্ত, কষায়, প্রভৃতি রসানুভবের দ্বার স্বরূপ। রসনার দ্বারা রসের প্রত্যক্ষ [অনুভব] হয়। রাসনানুভব, রসজ্ঞান ও রাসন-প্রত্যক্ষ, এ সকল পর্য্যায় শব্দ। এই রাসন-প্রত্যক্ষও দ্রব্যাশ্রিত রসের সহিত রসনার সংযোগ হওয়ার পর উৎপন্ন হয়। রসনেন্দ্রিয়ের গোলক অর্থাৎ আশ্রয়-জিহ্বা। জিহ্বার আভ্যন্তরীণ তথ্য বৈদ্যক গ্রন্থে অনুসন্ধেয়। ন্যায়মতে ইহা জলীয়; পরন্তু সাংখ্যমতে আহঙ্কারিক।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধজ্ঞান।

এই ইন্দ্রিয়টী ভিন্ন ভিন্ন গন্ধজ্ঞানের হেতু। ইহার স্থান নাসাদণ্ডের অভ্যন্তর মূল। গন্ধ, বায়ু কর্ত্তৃক আনীত হইয়া ইন্দ্রিয়স্থানে সংযুক্ত হয়, তৎপরে তাহা অনুভবগম্য হয়; অন্যথা হইলে হয় না। এই ইন্দ্রিয় ন্যায় মতে পার্থিব; কিন্তু সাংখ্যমতে আহঙ্কারিক। চক্ষুঃ হইতে ঘ্রাণ পর্য্যন্ত বর্ণিত প্রকারের পাঁচটী ইন্দ্রিয় জ্ঞানের জনক বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়। এক্ষণে কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়ানিষ্পাদক ইন্দ্রিয়ের বিবরণ বলিব।

কর্ম্মেন্দ্রিয়।

বাক্, হস্ত, পাদ, পায়ু, উপস্থ;—এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। সাংখ্যমতে জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই দুইটী মাত্র মানবদেহের প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ তদুভয় ব্যতিরেকে প্রাণিগণের অপর কোন কার্য্য বা প্রয়োজনীয় দেখা যায় না। চক্ষুরাদি যেমন জ্ঞান-সাধন ইন্দ্রিয়, তাহারা যেমন উপযুক্ত স্থানে থাকিয়া সৃষ্টপদার্থের জ্ঞান জন্মাইতেছে; সেইরূপ, কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিও যথোপযুক্ত স্থানে থাকিয়া নানাবিধ ক্রিয়া বা কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। বাক্-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাঙনিষ্পত্তি,—হস্তেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ কার্য্য, পদের দ্বারা বিহরণ (গমনাদি), পায়ুর দ্বারা বিসর্গ (মলত্যাগ), উপস্থের দ্বারা আনন্দবিশেষ সম্পন্ন হয়। ঐ সকল কার্য্য ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের নিজস্ব; পরন্তু ঐ সকল ছাড়া অন্যান্য অনেক কার্য্য উহাদের সহায়তায় নির্ব্বাহিত হয়। বাগিন্দ্রিয়টী কণ্ঠতাল্বাদি স্থান আক্রমণ করিয়া আছে। পাণি কনুই পর্য্যন্ত। পদ পায়ের গোড় পর্য্যন্ত। পায়ু মলনালীতে এবং উপস্থ লিঙ্গ-মুষ্ক উভয় স্থান আশ্রয় করিয়া আছে।

মনের ইন্দ্রিয়ত্ব।

কপিল বলেন, মনঃও ইন্দ্রিয়। মন ইন্দ্রিয়ও বটে,—অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষও বটে। অনেকে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করেন না; কিন্তু সেশ্বর নিরীশ্বর উভয় সাংখ্য মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করেন। *

---

* "উভয়াত্মকমত্র মনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ" [ঈশ্বরকৃষ্ণ।

সাঙ্খ্যাচার্য্যেরা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব অস্বীকারকারী দিগকে এই-রূপ জিজ্ঞাসা করেন। "শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস প্রভৃতি বাহ্য বস্তুর ধর্ম্ম গুলি পঞ্চবিধ বাহ্য করণের [বাহ্যেন্দ্রিয়ের] দ্বারা গৃহীত হয়; কিন্তু সুখ, দুঃখ, যত্ন প্রভৃতি আন্তর ধর্ম্ম গুলির গৃহীত কে? বাহ্যপদার্থ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত যেমন বাহ্য করণ ব বহিরিন্দ্রিয় থাকা আবশ্যক, তেমনি, অন্তঃপদার্থ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত অন্তঃকরণ থাকাও আবশ্যক। জ্ঞানকরণস্বরূপ ইন্দ্রিয়-লক্ষণ চক্ষুরাদির ন্যায় মনেও আছে। মনঃই সুখাদিজ্ঞানের অদ্বিতীয় করণ। সুখ-দুঃখ-সাক্ষাৎকার সর্ব্বদাই হইতেছে সুতরাং তাহার অপলাপ করিতে পারিবেন না। অথচ সে সাক্ষাৎকার চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক,—এ সকলের দ্বার সুসম্পন্ন হইতেছে, এরূপ বলিতে পারিবেন না। মন যে সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকারের একমাত্র দ্বার, ইহা ইচ্ছা না থাকিলেও স্বীকার করিতে হয়।

"মন ইন্দ্রিয়" ইহা শুনিবামাত্র লোকের মনে জিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে, "মন কোন্ শ্রেণীর ইন্দ্রিয়? জ্ঞানেন্দ্রিয়? না কর্ম্মেন্দ্রিয়?" কপিল বলেন "উভয়াত্মকং মনঃ—[illegible] উভয়াত্মক। কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বটে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে। [illegible]ও ইন্দ্রিয় মনের অধীন না হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত ও কৃতকার্য্য হইতে পারে না। মন যখন যে-ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয় তখন সেই ইন্দ্রিয়কে কার্য্য করায়। মনকে পৃথক্ রাখিয়া যদি কোন ইন্দ্রি[illegible] কদাচিৎ বিষয়ে সংযুক্ত হয় তবে সে সংযোগ নিষ্ফল অর্থা[illegible] তাহাতে জ্ঞান জন্মে না। কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলিও মনকে রাখিয়া কা[illegible] করিতে পারে না, করিলেও যথাযথ হয় না। অতএব, মনঃ

উভয় ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা এবং তদনুসারে মন উভয়াত্মক বা উভয়েন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় নিচয়ের অধিষ্ঠাতা মন যখন যে-ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হয় তখন তিনি সেই ইন্দ্রিয় বলিয়া গণ্য হন।

মনের এমন কি নিজ ধর্ম্ম আছে যাহা থাকায় মন ইন্দ্রিয়? বলিতেছি। "ইহা এবম্প্রকার" "তাহা এরূপ নহে" ইত্যাদি বিবেচনা করা মনের স্বধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম বা ঐ সামর্থ্য মন ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের নাই। অন্যান্য ইন্দ্রিয় বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হয়। "এ বস্তু অমুক প্রকার" এরূপ অবধারণ করে না। অর্থাৎ বস্তুর বিশেষণ গুলি পৃথক্ পৃথক্ গ্রহণ করিয়া নিবৃত্ত হয়, অন্য কিছু করে না। বস্তু যে তত্তদ্‌গুণ-বিশিষ্ট তাহা অবধারণ বা বিবেচনা করে না। শাস্ত্রীয় ভাষায় যাহাকে বিশিষ্টবৈশিষ্টাবগাহী বোধ বলে, সে বোধ অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না, কেবল মনের দ্বারাই হয়। প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ, অনন্তর তাহা মনের নিকট অর্পণ, তৎপরে মনের দ্বারা তাহার স্বরূপাদিনির্ণয় বা ভাল মন্দ বিবেচিত হয়। মনের দ্বারা বিবেচিত হইবার পূর্ব্বাবস্থা অস্পষ্ট এবং উত্তরাবস্থা স্পষ্ট। প্রত্যেক ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দ্বিবিধ অবস্থা থাকায় সাঙ্খ্যাচার্য্যেরা প্রত্যেক জ্ঞানকে দুই বিভাগে স্থাপন করেন। প্রথম বিভাগ বা প্রথম অবস্থা (মনের নিকট সমর্পিত হয় নাই, ইন্দ্রিয় তাহাকে গ্রহণ বা স্পর্শ করিয়াছে মাত্র, এই অবস্থা) "সম্মুগ্ধ"ও "নির্বি-কল্প" নামে পরিভাষিত। দ্বিতীয় বিভাগ বা দ্বিতীয়াবস্থা (যখন মন তাহা গ্রহণ করিয়া ভাল মন্দ নির্ণয় করিয়াছে তখনকার অবস্থা) বোধ,অনুভব ও প্রত্যক্ষাদি নামে পরিচিত। প্রথমোৎ-

পন্ন সম্মুগ্ধ জ্ঞানের অন্য নাম "আলোচন" ও "নির্ব্বিকল্প"। জ্ঞানের পূর্ব্বরূপ বা প্রথমাবস্থা (সম্মুগ্ধ জ্ঞান) হৃদয়ারোহণ করাই-বার নিমিত্ত পণ্ডিতেরা বালকের, মূকের (বোবার) ও জড় প্রভৃতির জ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। বালক বস্তু দেখে কিন্তু বিবেচনা করিতে পারে না। সেই জন্য তাহারা ঞ্যা—উঁ করে। ইহা অপেক্ষাও স্পষ্ট উদাহরণ আছে। অন্য-মনস্ক অবস্থায় যে, কখন কখন কোন কোন ইন্দ্রিয় স্ববিষয়ে সংযুক্ত হয় ও তন্নিবন্ধন যে এক প্রকার অস্পষ্ট জ্ঞান জন্মে, তাহাও সম্মুগ্ধজ্ঞান বুঝিবার স্থল হইতে পারে। অনুমেয় বালক-জ্ঞানের দ্বারা সম্মুগ্ধজ্ঞানের ঠিক্ আকার বোধগম্য করা অপেক্ষা নিজ নিজ অন্যমনস্ক অবস্থার জ্ঞান সহজ উদাহরণ হইতে পারে। ফল কথা এই যে, যখন মনঃ কর্ত্তৃক বিবেচিত হয় তখনই তাহা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ বলিয়া গণ্য এবং তখনই জ্ঞানের সাফল্য বা পূর্ণতা।* ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক বিষয় গ্রহণ, অনন্তর তাহা মনের নিকট অর্পণ, এই প্রক্রিয়া দ্বয়ের মধ্যে অতি সূক্ষ্মতম কালের ব্যবধান থাকাতে আমরা তাহার ক্রমিকত্ব অনুভব করিতে পারি না। আমরা বিবেচনা করি, একেবারেই তাহা দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি।

---

(৩) "আলোচনমিন্দ্রিয়েণ বস্থিদমিতি সম্মুগ্ধম্—অনন্তরমিদমেবং নৈবম্ ইতি সম্যক্ কল্পয়তি নিয়ম্য দর্শয়তি বিশেষণবিশেষ্যভাবেন বিবেচয়তি"—"সম্মুগ্ধং বস্তুমাত্রন্তু প্রগৃহ্ণাত্যবিকল্পিতম্। তৎসামান্যবিশেষাভ্যাং কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ।"—"অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্বিকল্পকম্। বালমূকাদিবিজ্ঞানসদৃশং শুদ্ধবস্তুজম্।"—"ততঃ পরং পুনর্ব্বস্তুধর্ম্মজাত্যাদিভি র্যয়া। বুদ্ধ্যাঽবসীয়তে সাঽপি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা।" [তত্ত্বকৌমুদী।

সাঙ্খ্যমতে মন বুদ্ধি হইতে ভিন্ন। ভিন্ন হইলেও অভিমানাত্মিকা বুদ্ধির সহিত মনের সম্পূর্ণ যোগ বা অংশাশিভাব আছে। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই তিনটী অন্তঃকরণ নামে পরিচিত। 'করণ' শব্দের অর্থ দ্বার। যাহা অন্তরে থাকিয়া জ্ঞান ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে তাহাই অন্তঃকরণ। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই তিনটী অন্তরে থাকিয়া আন্তরিক কার্য্য সমাধা করে, সুতরাং তিনটীই অন্তঃকরণ। অপর দশটী (চক্ষুরাদি পাঁচ, আর বাক্-আদি পাঁচ) বাহ্যবস্তুঘটিত জ্ঞানাদি ব্যবহার নির্ব্বাহ করে, সে জন্য সে গুলি বাহ্যকরণ নামে খ্যাত। অন্তঃকরণ ও অন্তরেন্দ্রিয় এবং বাহ্যকরণ ও বাহ্যেন্দ্রিয় তুল্য কথা। এতাবতা সাঙ্খ্যমতে ১৩টী ইন্দ্রিয় হইতেছে। তবে যে "সাত্ত্বিকমেকাদশকম্" এই কথায় ইন্দ্রিয়গণনা স্থলে একাদশ ইন্দ্রিয় গণিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত অন্তঃকরণ-ত্রিতয়ের একত্ব বিবক্ষায়।

অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ, এই দ্বিবিধ করণের মধ্যে প্রত্যেকের এক একটী অসাধারণ ধর্ম্ম (ক্ষমতা বিশেষ) আছে। তাহার দ্বারাও অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ পরস্পর ভিন্নতা (ভেদ) প্রাপ্ত হয়। যথা—বাহ্যকরণ গুলি সাম্প্রতকাল অর্থাৎ বর্ত্তমান বস্তুর গ্রাহক। তাহারা সমীপস্থ বিদ্যমান বস্তুতেই বৃত্তিমান হয়, অবিদ্যমান ও অসমীপস্থ বস্তুতে হয় না। কিন্তু অন্তঃকরণ ত্রিকাল অর্থাৎ অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান, এই ত্রিকালাবস্থিত বস্তুর পরীক্ষক বা গৃহীতা। অতীত ও অনাগত বিষয়ে বাহ্যেন্দ্রিয়ের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। যে বস্তু সমীপে নাই, যে বস্তু বিদ্যমান নাই, চক্ষুঃ তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। শ্রোত্রও পারে না, নাসিকাও পারে না, হস্তও পারে না, পদও পারে না, কেহই পারে না।

কিন্তু মন পারে। মন কল্পনা শক্তির সাহায্যে সকলকেই গ্রহণ করিতে (বুঝিতে) পারে। বাক্-ইন্দ্রিয় যে ত্রৈকালিক বস্তুর উপর আধিপত্য করে বুঝিতে হইবে, তাহাও অন্তঃকরণের প্রভাব। বাগিন্দ্রিয় অন্তঃকরণের অনুবাদ মাত্র করে, অন্য কিছু করে না। অর্থাৎ অন্তঃকরণ যাহা নিশ্চয় করে বাক্য তাহা বাহিরে বহন করে মাত্র। "যুধিষ্ঠির ছিলেন, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল, কল্কী অবতীর্ণ হইবেন, দেশের অবস্থা ভাল হইবে"—এবম্প্রকার অতীত ও অনাগত ভাব বাগিন্দ্রিয় স্বয়ং অবধারণ পূর্ব্বক ব্যক্ত করে না। মন ঐরূপ নিশ্চয় করিয়া দেয়, তাই বাক্য তাহা বাহিরে বহন করে। সেই কারণে বলা হইল, বাহ্যকরণ সাম্প্রতকাল অর্থাৎ বর্ত্তমান বস্তুর গৃহীতা, আর অন্তঃকরণ ত্রৈকালিক বস্তুর গৃহীতা। নদীর পূর্ণতা দেখিলেই জ্ঞান হয়, দেশান্তরে বৃষ্টি হইয়াছে। ধূম দেখিলেই অনুমিত হয়, তন্মূলে বহ্নি আছে। পিপীলিকাশ্রেণী ডিম্বমুখে করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে দেখিলে অনুমিত হয়, অচিরাৎ বৃষ্টি হইবে। এ সকল অবধারণ করা অন্তঃকরণেরই কার্য্য ; বাহ্যকরণের নহে। অন্তঃকরণের তাদৃশ শক্তি থাকাতেই জগৎ এত উন্নত হইয়াছে ও হইতেছে। যুক্তি, তর্ক, বিজ্ঞান, যে কিছু ব্যাপার, সমস্তই অন্তঃকরণের মহিমা *।

অন্তঃকরণের সাহায্য ব্যতীত বাহ্যকরণের কিঞ্চিন্মাত্রও কার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু বাহ্যকরণের সাহায্য ব্যতীত অন্তঃকরণের অনেক বিষয়েই অধিকার আছে। মনে কর, যদি কখন বাহ্যেন্দ্রিয় গুলি একেবারে ক্রিয়াশূন্য বা ধ্বংস্ত হয়,

(১) "সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকালমাভ্যন্তরং করণম্।" [কারিকা।

আর একমাত্র অন্তঃকরণ থাকে, তাহা হইলে অন্তঃকরণ কি তুষ্ণীম্ভাবে থাকিবে ? থাকিবে না। অন্তঃকরণ পূর্ব্বদৃষ্ট, পূর্ব্বশ্রুত, পূর্ব্বালোচিত ও পূর্ব্বানুমিত বিষয় স্বায় শরীরে আরোহণ করাইয়া বহুল বিচিত্র ক্রীড়া করিবেই করিবে। যদি কখন এমন ঘটনা হয় যে, বাহ্যেন্দ্রিয় আত্ম-লাভ করিল না, মনের নিকট বিষয়ার্পণও করিল না, পূর্ব্বেও করে নাই, তাহা হইলে অন্তঃকরণের কি দুর্গতি হয় বলা যায় না। বোধ হয়, সেরূপ হইলেও অন্তঃকরণ নির্ব্ব্যাপার থাকে না। ফল, চক্ষু-শ্রোত্র-নাসিকা-রসনা-ত্বক,—ইহাদের রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, এই পাঁচটীর এক একটীতে অধিকার, কিন্তু মনের অধিকার পাঁচটীতেই। চক্ষুর অধিকার শব্দেতে নাই, শ্রোত্রের অধিকার রূপে নাই, কিন্তু মনের অধিকার উভয়েতেই আছে। বাক্, পাণি ও পাদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকের মধ্যেও ঐ প্রথা বা নিয়ম আছে। অর্থাৎ একের বিষয়ে অপরের অধিকার নাই। বক্তব্য বিষয়ে বাগিন্দ্রিয়ের অধিকার, গ্রহীতব্য-বিষয়ে মাত্র হস্তেন্দ্রিয়ের অধিকার। বক্তব্য-বিষয়ে হস্তের অনধিকার এবং গ্রহীতব্য-বিষয়ে বাগিন্দ্রিয়ের অনধিকার দেখা যায়। ঐরূপ, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের এক একটী নির্দ্দিষ্ট অধিকার আছে, পরন্তু মনের অধিকার অনির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ সকল বিষয়েতেই আছে। সেই নিমিত্ত অন্তঃকরণ প্রধান, আর সব অপ্রধান অর্থাৎ অন্তঃকরণের অধীন *। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, মন যদি ইন্দ্রিয়ই হইল, তবে তাহার গোলক অর্থাৎ আশ্রয় স্থান কোন্ প্রদেশ ?

* "সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়মবগাহতে যস্মাৎ। তস্মাত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি।" [সাঙ্খ্যকারিকা।

"মনের বাস ভূমি কোথায়?" কাপিল শাস্ত্রে ইহার নির্ণয় নাই। তবে সেশ্বরসাঙ্খ্যকারের "নাভিতে বা হৃৎপদ্মে মন স্থির করিবে" এই উপদেশে ও সাঙ্খ্যানুমত যোগী দিগের "ভ্রূমধ্যে চ মনঃ স্থানং" ভ্রূ-যুগলের অভ্যন্তর প্রদেশ মনের স্থান, এই কথায় মস্তকাভ্যন্তরের কোন এক প্রদেশ মনঃ-স্থান বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কোন কোন দর্শনে বর্ণিত আছে, হৃদয়াভ্যন্তরে মনঃস্থান। ফল, মনঃস্থান অতিদুর্বিজ্ঞেয়। প্রাণি-গণের চিন্তা, ধ্যান ও সুখ-দুঃখাদি অনুভব প্রভৃতি মানসিক কার্য্যোৎপত্তি কালে বাহিরে যেরূপ মুখরাগাদি প্রকাশ প্রাপ্ত হয় তাহাতে পূর্ব্বোক্ত স্থানদ্বয়ের অন্যতর স্থানই মনের বাসভূমি হওয়া সুসম্ভব।

ন্যায়াচার্য্যেরা বলেন, যখন চক্ষুঃ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থান মস্তক, তখন মনেরও স্থান মস্তক। কারণ, মনঃও জ্ঞানেন্দ্রিয়—সমুদায় জ্ঞানের দ্বার। এ কথা শ্রুতিতেও আছে।

মন কি পদার্থ, মনের কোন আকার আছে কি না, মনের সহিত আত্মার কিরূপ সম্বন্ধ, মনের শক্তি ও অবান্তর প্রভেদ কত প্রকার, এ সকল কথা ইহার দ্বিতীয় ভাগে ব[illegible] হইবে। *

---

* আরও কিছু বলিয়া রাখি। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে মন নিরবয়ব ও নিত্য। পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম। সেই জন্যই এককালে দুই বা ততোধিক জ্ঞান জন্মে না। মন এত সূক্ষ্ম যে, এক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহার আর প্রদেশ থাকে না। সুতরাং সেই সময়ে অপর ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ ঘটনা হয় না। রসনার কার্য্য রস গ্রহণ করা, এবং ত্বকের কার্য্য শীতোষ্ণাদি গ্রহণ করা। ভোজন কালে ঐ দুই কার্য্য এককালে হয় বলিয়া মনে করি সত্য; পরন্তু উক্ত উভয় পূর্ব্বাপর ক্রমেই হইয়া থাকে। মধ্যে এত

যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞান।

এস্থানে আমরা অনুমান প্রমাণকে যুক্তি এবং তজ্জনিত অনুমিতিকে যৌক্তিক জ্ঞান শব্দে উল্লেখ করিলাম।

পূর্ব্বকথিত ঐন্দ্রিয়ক-জ্ঞানের সহিত এই যৌক্তিক-জ্ঞানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা। সে জন্য ইন্দ্রিয়-পরীক্ষা প্রকরণোক্ত নিয়মগুলি এখানেও স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয় পরীক্ষা প্রকরণের এক স্থানে বলা হইয়াছে "ইন্দ্রিয় কেবল বস্তুর সামান্য আকার গ্রহণ করে, বিশেষণবিশিষ্ট জ্ঞান জন্মায় না। সে জ্ঞান মন ভিন্ন অন্য কাহারও উৎপাদ্য নহে।" পূর্ব্বকথিত প্রক্রিয়া সমূহের মধ্য হইতে আপাততঃ এই অংশটী মনে রাখিতে হইবে। কারণ এই যে, এই অংশই যাবৎ যৌক্তিক জ্ঞানের বীজ, ভিত্তি,

---

সূক্ষ্ম কাল ব্যবধান থাকে যে সে পূর্ব্বাপরীভাব লক্ষ্য হয় না। শাস্ত্রকারেরা এই ব্যাপারটী শতপত্রভেদ ন্যায় অবলম্বনে বুঝাইয়া দেন। শতপত্রভেদ ন্যায়ের মর্ম্ম এই যে, এক শত পদ্মপত্র একটা সূচী দ্বারা এক বেগে বিদ্ধ করিলে তাহা এককালে বিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। মধ্যে যে পূর্ব্বাপরীভাব আছে, কাল ব্যবধান আছে, তাহা আর লক্ষ্য হয় না। সেইরূপ, উক্ত জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বাপরীভাব থাকিলেও তাহা শীঘ্রতা নিবন্ধন উপলব্ধ হয় না।

ন্যায়শাস্ত্রে মনের আর একটী গুণ বর্ণিত আছে। গুণটীর নাম সংস্কার। সংস্কার অনেক প্রকার। কোন এক বস্তুতে বেগ উপস্থিত করিলে অথবা কোন বস্তুতে কিঞ্চিৎ চলনক্রিয়া উপস্থাপিত করিলে তাহাতে যে বেগ উৎপন্ন হয়, সে বেগ সংস্কারপদবাচ্য। আকুঞ্চন, প্রসারণ ও স্পন্দন, যদ্দ্বারা জন্মে, তাহাও সংস্কার নামের নামী। সংস্কার মতবিশেষে পার্থিব পরমাণুর গুণ, মতবিশেষে জল ও তৈজস পদার্থের গুণ। বস্তুর স্মরণ ও 'ইহা সেই বস্তু'

বা জীবন। অগ্নিকামী পুরুষ, দূর হইতে ধূম দর্শন করিয়া, কুসুমার্থী গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, অনেক সময়ে অগ্নির নিমিত্ত ও কুসুমের নিমিত্ত ধাবিত হইয়া থাকে। কেন হয়? না মনঃপ্রসূত যৌক্তিক জ্ঞান তাহাদিগের হৃদয়ে আরূঢ় হইয়া তাহাদিগকে উত্তেজনা করিতে থাকে যাও—তুমি ঐ দিকে যাও—অগ্নি পাইবে, কুসুমও পাইবে। সূর্য্য উদয় হইয়াছেন, পুনঃ অস্ত যাইবেন। পুনর্ব্বার উদয় হইবেন। পুনর্ব্বার উদয় হইলে কল্য হইবে, কল্যের পর পরশ্ব, তৎপরে তৎপরশ্ব, ইত্যাদিক্রমে সংগৃহীত একটী সহস্রসম্বৎসরাত্মক কালকে মনুষ্য একনিমেষপরিমিত কালের মধ্যে সংগ্রহ ও ধ্যানস্থ করিয়া শত সহস্র শিল্পী, শত সহস্র দ্রব্যসম্ভার ও সহস্র সহস্র প্রাণিবল

ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান যাহার প্রভাবে হয় তাহাও সংস্কার। এই ত্রিবিধ সংস্কারের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় মনের ধর্ম্ম, তৃতীয়টী আত্মার ধর্ম্ম।

শরীরবিদ্যা বিশারদ মহর্ষি চরকাচার্য্য বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয় ও মন, আত্মার সহিত সংযুক্ত হইলে আত্মার চৈতন্য গুণ জন্মে। আত্মার চেতয়িতা মন, ইন্দ্রিয়গণের প্রেরয়িতা মন, বেগ-স্পন্দন-আকুঞ্চন-প্রসারণ—সমুদায় শারীর ক্রিয়ার জনক ও উত্তেজক মন। চরকাচার্য্যের এই প্রকার মনের বা মনের আধারের তড়িন্ময়ত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে। বোধ হয়, আর্য্য ঋষিরা বিদেশীয়দিগের কল্পিত তাড়িত পদার্থকেই পার্থিব, জলীয়, বায়বীয় ও তৈজস পরমাণু বৃত্তি বেগাখ্যসংস্কার নামে পরিভাষিত করিয়া গিয়াছেন। ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকে যে মস্তিষ্ক জন্মে, তাহাতে উক্ত চতুর্ব্বিধ পরমাণুরই প্রবেশ থাকে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, তাহাতে তাড়িত বা বেগাখ্যসংস্কার থাকে ও তাহাই মস্তিষ্কে থাকিয়া আত্মাকে সচেতন করে, ইন্দ্রিয়দিগকে কার্য্যোন্মুখ করায়, লজ্জা নামক আকুঞ্চন, আহ্লাদ নামক প্রসারণ ও ভয় কম্পাদি নামক পরিস্পন্দনাদি নির্ব্বাহ করে।

ঙ্গাপেক্ষ বৃহত্তম কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কেন হয়? না যৌক্তিক জ্ঞান তাহাদিগের হৃদয়ে আরোহণ করিয়া প্রলোভন দেখায়—ইহা কর, এইরূপে কর, করিলে সুসম্পন্ন হইবে। অধিক কি, প্রাণিগণের যে কিছু কার্য্যপ্রবৃত্তি, সমস্তই যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা। যৌক্তিক জ্ঞান যদ্যপি প্রাণিহৃদয়কে উৎসাহিত না করিত তাহা হইলে এ জগৎ এত উন্নত হইত না।

সাংখ্যমতে ব্যবহারযোগ্য দৃশ্য পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা দুই ব্যক্তি। প্রকৃতি পুরুষ। কোন কোন মতেও ঈশ্বর ও জীব। প্রকৃতি মহত্তত্ত্বাদি ক্রমে ভূত-ভৌতিক বহুল পদার্থে পরিণতা হইতেছেন; জীবভাবাপন্ন পুরুষ সেই গুলি লইয়া যৌক্তিক-জ্ঞানসহায় মনের সাহায্যে নানাবিধ বাহ্য দৃশ্যের নির্ম্মাণ করতঃ জগতের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছে। পরমেশ্বরবাদীরা বলেন, এই বিচিত্র জগৎ ঈশ্বর ও জীব, এই দুএর কর্তৃত্বে পরিব্যাপ্ত। ঈশ্বর যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা এক প্রকার; জীব যাহা সৃষ্টি করে তাহা অন্য প্রকার। জীব ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থ লইয়া তাহার উপর কিঞ্চিৎ কল্পনা প্রয়োগ ও কিঞ্চিৎ রূপান্তর মাত্র সাধন করে। ঈশ্বর জল, বায়ু ও তেজঃ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন, জীব সেই গুলি লইয়া গৃহ, কুড্য, ঘট, পট, ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতেছে। ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, জীব তাহারই উপর পিতৃভাব, মাতৃভাব ও স্ত্রীভাব ভ্রাতৃ-ভাব প্রভৃতি কল্পনা করিতেছে। ঈশ্বর ও জীব উভয়ের উভয়বিধ কর্তৃত্ব থাকাতেই জগতের এত বিচিত্রতা। আর এক কথা এই যে, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব দৃঢ় অনশ্বর ও স্বাধীন পরন্তু জীবের কর্তৃত্ব ক্ষণভঙ্গুর ও নশ্বরত্বাদিদোষাক্রান্ত। যাহা ঈশ্বর

হইতে উৎপন্ন তাহাই সৃষ্টি; যাহা জীব হইতে জন্মে তাহা সৃষ্টি নহে, তাহা নির্ম্মাণ। এ কথা ঈশ্বরসেবকেরা সর্ব্বদাই ঘোষণা করেন, কিন্তু ঈশ্বরনাস্তিক সাঙ্খ্যের মনোভাব অন্য-বিধ। সাঙ্খ্য বলেন, ঈশ্বর নিজে অসিদ্ধ, সেজন্য তাঁহার কর্ত্তৃত্বও অসিদ্ধ। প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই। কর্ত্তৃস্বভাবা প্রকৃতির আবেশে প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বই অকর্ত্তা জীবে আরোপিত হইয়া থাকে, অল্পজ্ঞ মানব তাহা না বুঝিয়া ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া ব্যাকুল হয়।

প্রকৃতিসমালিঙ্গিত পুরুষই জীব এবং জীবই প্রকৃতির নিকট তদীয় শক্তি সামর্থ্য বা ক্ষমতা পাইয়া ঈশ্বর *। ইহাই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত এবং ইহারই অনুকূলে সাংখ্য অনেক প্রকার যুক্তি দেখাইয়াছেন। কর্ত্তৃত্ব না থাকিলেও জীব প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তা হইয়া আছেন। সেই জন্যই পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, কাল্প-নিককর্ত্তৃত্বশালী জীব, আর প্রকৃত কর্ত্রী প্রকৃতি। উভয়ের উভয়বিধ কর্ত্তৃত্বে এই জগদ্‌যন্ত্র সুনিয়মে চলিতেছে, বিশৃঙ্খল হইতেছে না। জীব যাহা করিতেছে তাহা নির্ম্মাণ; যাহা প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে তাহা সৃষ্টি।

জৈবিক-নির্ম্মাণ দুই প্রকার। প্রথমতঃ আন্তর, মনে মনে গড়া, পশ্চাৎ বাহ্যিক। আন্তর-নির্ম্মাণের এমনি আশ্চর্য্য প্রণালী যে, যে দৃশ্যের নির্ম্মাণে একটী সুদীর্ঘ কাল, অসংখ্য দ্রব্য, বহুল লোক-বল আবশ্যক হয়, সে দৃশ্যের আন্তর-নির্ম্মাণে সে সকলের কিছুই আবশ্যক বা প্রয়োজন হয় না। জীব

* "ঈশ্বরেণাপি জীবেন সৃষ্টং দ্বৈতং বিবিচ্যতে।" [দ্বৈতবিবেক।

ক্ষণপরিমিত কালের মধ্যে বিনা দ্রব্যে বিনা সাহায্যে এমন এক দৃশ্য নির্ম্মাণ করিতে পারে যে, সে দৃশ্যের বহির্নির্ম্মাণে অন্যূন দশ সহস্র শিল্পী, শত সহস্র দ্রব্য ও অখণ্ডদণ্ডায়মান একটী দীর্ঘতম কাল ব্যয়িত হইলেও তাহা সুসম্পন্ন হয় কি না সন্দেহ। আন্তরসৃষ্টি ও বাহ্যসৃষ্টি এই দুএর মধ্যে উক্ত প্রকার প্রভেদ বিদ্যমান আছে। আমরা পল্লী, গ্রাম, নগর, সেতু, অট্টালিকা প্রভৃতি যে কিছু দৃশ্যপরিপাটী দেখিতে পাই, সে সমস্তই এক সময়ে না এক সময়ে জীবের অন্তরে ছিল। অন্তরে না থাকিলে জীব কদাপি তাহা বাহিরে আনিতে পারিত না। জীব অগ্রে মনে মনে নির্ম্মাণ করে, পশ্চাৎ বাহিরে নির্ম্মাণ করে। মনে যাহার নির্ম্মাণ করা গেল না, তাহা বাহিরেও নির্ম্মিত হইবে না। এই নিয়ম সার্ব্বভৌমিক এবং অব্যভিচারী *।

যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞান বলিতে গিয়া কতকটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতে হইল। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও ঐ সকল কথা প্রকৃত বিষয়ের নিতান্ত অনুপযোগী নহে। যুক্তির সহিত বাহ্যবস্তুর এরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ও সংশ্রব আছে যে যুক্তির ছায়ামাত্র ব্যক্ত করিতে গেলে লিখিত প্রসঙ্গ আপনা হইতেই আত্মলাভ করে। বিশেষতঃ বাহ্যবস্তুর সহিত মানব মনের সম্বন্ধ, এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের আশ্চর্য্য সহচরভাব, যুক্তির স্বভাব এবং যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা, এ সকল চিন্তা করিলে আপনা আপনি আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সুতরাং

* "মনসাঽর্থান্ বিনিশ্চিত্য পশ্চাৎ প্রাপ্নোতি কর্ম্মণা।"
সংখ্যাতুং নৈব শক্যানি কর্ম্মাণি পুরুষর্ষভ !
অগারনগরাণাং হি সিদ্ধিঃ পৌরুষহেতুকী।" [মহাভারত।

ঐ সকল বিষয় কতকটা পর্য্যালোচনা না করিলেও যুক্তির প্রকৃ
চিত্র বুঝা ও বুঝান সুকঠিন। অন্ততঃ সেজন্যও কিঞ্চিৎ বলিতে
হইল।

শ্রদ্ধালু আস্তিক ঈশ্বরবাদী পুরুষেরা বলেন,—

"কিমীহঃ কিংকায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং
কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ।"

ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু তিনি কি প্রকারে কি কৌশলে কিরূপ প্রযত্নে কোথায় থাকিয়া কি দিয়া নির্ম্মাণ করিলেন? যদি এই সকল প্রশ্নের প্রত্যুত্তর চাও, তথা বুঝিতে চাও, তবে, যুক্তিকুশল সংস্কৃতাত্মা লৌকিক পুরুষের আন্তর-সৃষ্টি পর্য্যালোচনা ও তাহার অনুসরণ কর। সমাহিত হইয়া চিন্তা কর, বুঝিতে পারিবে যে, ঈশ্বর কি প্রকারে কি কৌশলে কেমন করিয়া বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিবার সোপান বা বীজ এই যে, এক সময়ে ইহা ঈশ্বরের সংকল্পে ছিল, পশ্চাৎ ইহা বাহিরে নির্ম্মিত হইয়াছে *। বস্তুতঃই সঙ্কল্পাত্মক যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা, শক্তি, পরিমাণ, কিছুরই ইয়ত্তা নাই। তাদৃশ মহিমান্বিত যৌক্তিক জ্ঞানের সহিত কাহার না পরিচয় থাকা উচিত? উচিত সত্য; পরন্তু তৎপক্ষে এক বলবৎ প্রতিবন্ধক আছে। প্রতিবন্ধক এই যে, প্রকৃত যুক্তি ও প্রকৃত যৌক্তিক জ্ঞান যুক্ত্যাভাস ও যৌক্তিকাভাস সহ একত্র বসতি করে। সেইজন্য প্রকৃত যুক্তি ও প্রকৃত যৌক্তিক জ্ঞান চেনা সুকঠিন। চিনিতে না পারিলে যুক্ত্যাভাসের

* "স ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়ম্।" শ্রুতি।

অনুগামী হইতে হয়, যুক্ত্যাভাসের অনুগামী হইলেই প্রতারিত হইতে হয়। অতএব যে উপায়ে হউক, যুক্তির প্রকৃত রূপ ও প্রকৃত পদ্ধতি জ্ঞাত হওয়া উচিত। মানিলাম, যুক্তিপদ্ধতি জানা উচিত কিন্তু তাহা জানিবার উপায় কি? যুক্তি অসংখ্য, তজ্জনিত জ্ঞানও অসংখ্য। অসংখ্য যুক্তির ও যৌক্তিক জ্ঞানের এক একটী করিয়া চিনিতে হইলে সমস্ত জীবন ব্যয়িত করিলেও শেষ হইবে না। যদি প্রকৃত যুক্তির কোনরূপ লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে সেই লক্ষণ অনুসারে প্রকৃত যুক্তি চেনা যাইতে পারে। "খষয়োঽপি পদার্থানাং নান্তং যান্তি পৃথক্‌ত্বশঃ। লক্ষণেন তু সিদ্ধানাং অন্তং যান্তি বিপশ্চিতঃ॥" লক্ষণ জানা থাকিলে অবশ্যই তদ্দারা তজ্জাতীয় সমস্ত পদার্থের অবগতি হইতে পারে। সে জন্য, যুক্তির স্বরূপ লক্ষণ কি তাহা অগ্রে অনুসন্ধেয়।

ইহ জগতে দেখা যায়, পৃথক্ পৃথক্, একত্রিত ও পূর্ব্বাপরী-ভাবে অর্থাৎ কার্য্যকারণভাবে অবস্থান করে, এরূপ পদার্থ অসংখ্য। তন্মধ্যে যাহার সহিত যাহার সহাবস্থান বা অবিনাভাব (এক সঙ্গে থাকা) দেখা যায় এবং সেই সহাবস্থান বা অবিনাভাব স্বাভাবিক বলিয়া অবধারিত হয়, তাহার একটীর উপলব্ধি হইলে অন্যটির সহিত তাহার যে পূর্ব্বদৃষ্ট স্বাভাবিক অবিনাভাব আছে তাহা স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া তদবিনাভূত পদার্থের জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। ঐ নিয়মেই হেতু দর্শনে অদৃশ্য হেতুমৎ পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। অদৃশ্য ও দুর্ব্বোধ্য পদার্থের জ্ঞান উৎপাদনার্থ হেতুপ্রদর্শনাদিসম্বদ্ধ (পর পর সাজান) বাক্য বিশেষই যুক্তি ও তজ্জনিত সত্য জ্ঞানই এস্থলে যৌক্তিক জ্ঞান। যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞানের অন্য নাম সাঙ্খ্যাদি শাস্ত্র অনুমান ও অনুমিতি

লক্ষণটী কাপিল সূত্রের অনুযায়ী। সূত্রকার মা
সংক্ষেপ বক্তা। অল্প কথায় নানাবিধ অর্থের ও রীতি পদ্ধ
সূচনা মাত্র করাই সূত্রের উদ্দেশ্য। স্পষ্ট করিয়া বলা আচা
দিগের রীতি, সূত্রকারদিগের নহে। সূত্রকারেরা স্পষ্ট ক
বলেন না বলিয়া আচার্য্যেরা সে সমস্ত স্পষ্ট করিয়া বলে
যে পথে, যে রীতিতে, যে প্রকারে, সূত্রস্থ যে যে কথার যে
অর্থ বিস্তৃত করিতে হইবে, বক্তব্য বিষয়ের শরীর যেরূ
চিত্রিত করিলে স্পষ্ট হইবে, সে সমস্তই সূত্রমধ্যে আংশিক র
নিহিত থাকে, আচার্য্যেরা সেই সেই অংশ অবলম্বন ক
তাহাকে বিস্তৃত করেন। যুক্তির ও যৌক্তিক জ্ঞানের ল
যাহা বলা হইল, তাহা সূত্রানুসারী বলিয়া স্পষ্ট হয় ন
নির্দ্দোষও হয় নাই। এজন্য তাহা পুনরপি আচার্য্যদি
রীতিতে বলা আবশ্যক। যদি সম্পূর্ণ আচার্য্য রীতিতে বলি
যাই তাহা হইলে এ প্রস্তাব এত বিস্তীর্ণ হইবে যে কে
এই বিষয়েরই নিমিত্ত একখানি পুস্তক না লিখিলে পর্য্য
হইবে না। কাযেই অবিকল আচার্য্য রীতির অনুসরণ
করিয়া কেবল অবশ্য-বক্তব্য অংশগুলি বিবৃত করা যাউক।

কোন এক পদার্থ কোন এক পদার্থের সহিত নি
অবস্থান করে। কোন এক বস্তুর অভাব হইলে অন্য
বস্তুর অভাব হয়। কোন এক পদার্থ উৎপন্ন হইলে তৎস
বা তাহার অব্যবহিত পরে অন্য এক পদার্থ জন্ম গ্রহণ কে
কোন এক বস্তুর জ্ঞান হইলে তৎসহচর অন্য বস্তুর জ্ঞান হ
ইত্যাদিপ্রকারে এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের যে অবি
ভাব অর্থাৎ স্বাভাবিক অবিযুক্তভাব থাকার নিয়ম দৃষ্ট হয়, ে

নিয়মাম্বিত স্বাভাবিক সম্বন্ধের অন্য নাম অবিনাভাব ও ব্যাপ্তি। ন্যায়াদিশাস্ত্রে অবিনাভাববিশিষ্ট বা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বস্তু ব্যাপ্য যাহার সহিত যে পদার্থের ব্যাপ্তি সে পদার্থ ব্যাপক নামে পরিভাবিত হইয়াছে। পদার্থের সহিত পদার্থের যে ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ আছে তাহা অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যে পুরুষ তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানে সেই পুরুষই যুক্তিরচনায় কুশল হয়। বহ্নির সহিত ধূমের ও চলন ক্রিয়ার সহিত বেগের ব্যাপ্তি বা অবিনাভাব আছে, তাহা দেখিয়া দেখিয়া যদ্যপি কোন মনুষ্যের সংস্কার জন্মে যে, ধূম * থাকিলেই বহ্নি থাকে এবং বেগ উপস্থিত করি-লেই তদাশ্রিত পদার্থের চলন হয়, তাহা হইলে সেই মনুষ্যের নিকটেই তৎসম্বন্ধীয় যুক্তি স্বীয় শরীর বিস্তার করিবে, অন্যের নিকট করিবে না। সেই মনুষ্যই ধূম দেখিলে তন্মূলে বহ্নি থাকা বিশ্বাস করিবে, অন্য করিবে না। এ বিষয়ের সংক্ষেপ কথা এই যে, ব্যাপ্য পদার্থ ব্যাপক পদার্থের বোধক বলিয়া সংঘটিত বাক্যসন্দর্ভ শাস্ত্রীয় ভাষায় যুক্তি নামে পরিচিত।

---

* ধূম ও বাষ্প অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ। বাষ্পে অন্য পদার্থের লেশমাত্র নাই কিন্তু ধূমে আছে। বাষ্পে কেবল কতকগুলি জলীয় পরমাণু আছে। ধূমে পার্থিব পরমাণুও আছে। ধূমের পার্থিবাংশে কজ্জল ও ঝুল জন্মে। একটী তৈজস পাত্রের গাত্রে স্নেহদ্রব্য ম্রক্ষণ করিয়া ধূমোদ্গম স্থানে ধৃত করিলে ধূমের সমস্ত পার্থিবাংশ ঐ পাত্রের গাত্রে আবদ্ধ হইবে। যদি কেহ বিশুদ্ধ পৃথিবীধাতুর রূপ জানিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি কজ্জলের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। জলের স্বাভাবিক রূপ ভাস্বর শুক্ল। "যৎ কৃষ্ণং তৎ পৃথিবী, যৎ শুক্লং তদপাং" ইত্যাদি বৈদিকবাক্যে ঐ তথ্য গ্রথিত আছে।

কোথাও ব্যাপ্তি দর্শন হইলে তাহা স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক, পরীক্ষা করিতে হয়। যদি পরীক্ষায় নিশ্চয় হয় যে, সে ব্যাপ্তি স্বাভাবিক নহে, পদার্থান্তরের সংসর্গে ঘটিয়াছে, তাহা হইলে সে ব্যাপ্তি ঔপাধিক বলিয়া পরিত্যাজ্য। যদি পরীক্ষা প্রয়োগ করিলেও পদার্থান্তর-সংযোগ লক্ষ্য না হয়, তাহা হইলে অনৌপাধিক বা স্বাভাবিক বলিয়া গ্রাহ্য।

উদাহরণ। কোথাও ধুম বহ্নির সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ এক স্থানে অবস্থান দেখিলে, ধুম ও বহ্নি, এতদুভয়ের কোন্‌টীর সহিত কোন্‌টীর অবিনাভাব তাহা লক্ষ্য করিবে। বহ্নির সহিত ধূমের ? কি ধূমের সহিত বহ্নির ? অর্থাৎ ধূমের নিয়মিত সহচর বহ্নি ? কি বহ্নির নিয়মিত সহচর ধুম ? যদি বহ্নির সহচর ধুম,

---

অর্থ এই যে, পৃথিবী কৃষ্ণবর্ণ ও জল শুক্লবর্ণ। ধুমে পার্থিবাংশ আছে। বাষ্পে কেবল জল আছে। বায়ুর অংশ থাকিলেও তাহা এস্থলে ধর্ত্তব্য নহে। কেন না, বায়বীয় পরমাণুর দ্বারা কঠিন স্পর্শ জন্মে না এবং সে নিজেও ঘনীভূত হয় না। তন্নিবন্ধন ধুম অপেক্ষা বাষ্প শুভ্রবর্ণ (ফ্যাঙাশে বর্ণ) দেখায়। ধুমে পার্থিবাংশ আছে বলিয়া, যে বস্তুতে ব্যাপক কাল ধুমস্পর্শ হয় সে বস্তু মলিন হয়। কিন্তু শতবৎসর বাষ্পস্পর্শ হইলে সে পদার্থ মলিন হইবে না, প্রত্যুত বাষ্প স্বীয় জলাংশ দ্বারা সে বস্তুকে আর্দ্র রাখিবে। অপিচ বাষ্প ও ধুম এককারণোৎপন্ন নহে। ধূমের কারণ সাধারণ উষ্মতা। উষ্মতা ব্যতিরেকে বাষ্প জন্মিতে পারে না। উষ্মতা, গম্ভীরজল জলাশয়ে বাস করে, অগ্নি প্রভৃতি তৈজস পদার্থেও বাস করে। শীতকালে যে জলাশয় হইতে বাষ্প উত্থিত হয়, সে বাষ্পেরও কারণ উষ্মতা। জলের মধ্যে উষ্মা থাকে কি না তাহা তিনিই অনুধাবন করিতে পারিবেন, যিনি শীতকালের অতি প্রত্যুষে নদীজলে স্নান করিয়াছেন। শীতকালের প্রত্যুষে নদীজল ও বৃষ্টির সময় জলাশয়ের জল গরম হয় কেন তাহা অন্যত্র বর্ণিত হইবে।

তাহা হইলে বহ্নি দৃষ্টে ধূমের অনুমান এবং যদি ধূমের সহচর বহ্নি, তবে ধূম দর্শনে বহ্নির অনুমান হইবে। অতএব, কোন্‌টীর সহিত কোন্‌টীর বাস্তব অবিনাভাব তাহা পরীক্ষার দ্বারা নির্ণেয়। অন্য প্রকারের নহে; দাহ্য পদার্থের সংযোগ বিযোগ বা প্রক্ষেপ নিক্ষেপ করাই পরীক্ষা। এক দাহ্য বিযুক্ত করিয়া অন্য দাহ্য সংযুক্ত কর, দেখিতে পাইবে, কে কাহার সহচর। বহ্নি জলীয়-পরমাণু-বহুল (ভিজে কাষ্ঠে) দাহ্য দাহ কালে ধূম জন্মায়, তৈজস পদার্থ দাহ কালে ধূম জন্মায় না। বহ্নিমধ্যে কাষ্ঠনিক্ষেপ করিলেই ধূম জন্মে, সুবর্ণ নিক্ষেপ করিলে ধূম জন্মে না। এই পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, বহ্নি যখন স্থলবিশেষে ধূমবিযুক্ত হয় তখন বহ্নির সহিত ধূমের ব্যাপ্তি নহে; ধূমের সহিতই বহ্নির ব্যাপ্তি। বহ্নির সহিত ধূমের ব্যাপ্তি দেখা গিয়াছিল সত্য; পরন্তু তাহা ঔপাধিক। অর্থাৎ তাহা পদার্থান্তরের সংযোগ বশতঃ। এ নির্ণয়ের ফল এই যে, কোথাও অবিচ্ছিন্নমূল ধূম দেখিলে তন্মূলে বহ্নিপ্রাপ্তির আশা করিতে পারিবে, কিন্তু বহ্নি মাত্র দেখিয়া কজ্জল সম্পাদনের নিমিত্ত ধূমের আশা করিতে পারিবে না।

যে কারণ দ্রব্যে ব্যাপ্তির বা অবিনাভাবের অস্বাভাবিকত্ব নির্ণয় হয়, সেই কারণ দ্রব্য উপাধি নামে খ্যাত। সজল দাহ্য সংযোগ বহ্নির সহিত ধূমের সহাবস্থান নির্ণয় করায়, সেজন্য সজল দাহ্যসংযোগ তদ্‌বহ্নির উপাধি। এই উপাধিই বলিয়া দিবে, ধূম থাকিলে সে স্থানে বহ্নি থাকিবে, কিন্তু বহ্নি থাকিলে তদুপরি ধূম না থাকিতেও পারে।

উপাধি দ্বিবিধ। শঙ্কিত ও সমারোপিত। উপাধি দুই

হইলে তাহা সমারোপিত। শঙ্কমাত্র উপস্থাপিত করিলে তাহা শঙ্কিত। সমারোপিত উপাধি অনুমানের বাধক এবং শঙ্কিত উপাধি তাহার সন্দেহ মাত্রের জনক। উপাধি থাকার শঙ্কা তর্কের দ্বারা তিরোহিত হইতে পারে।

ধূম থাকিলেই তন্মূলে বহ্নি থাকে, এই একটী স্বাভাবিক ব্যাপ্তির স্থল। তদনুসারেই ধূম দর্শনে বহ্নির অনুমিতি হয়। বহ্নি ধূম মূলে থাকে কি না সে আশঙ্কা হয় না। হইলে তর্ক প্রয়োগে তাহা নিবারিত হয়।

তর্ক। "কার্য্য (জন্য পদার্থ) মাত্রেরই অব্যহিত পূর্ব্বে কারণ (জনক) সংলগ্ন থাকে। কোন লোকে ও কোন কালে তাহার অন্যথা হয় না। বহ্নির কার্য্য ধূম, সেজন্য ধূমমূলে বহ্নিকে অবশ্যই থাকিতে হয়। ধূম যদি বহ্নি ব্যতীত অন্য বস্তু হইতে জন্মিত, তাহা হইলে ধূমমূলে বহ্নির অনবস্থান সম্ভাবনা হইত। ধূম যখন বহ্নি ব্যতীত জন্ম লাভ করে না, তখন, ধূমমূলে ধূমধ্বজ বহ্নি না থাকিবে কেন?" তর্ক এইরূপে উল্লিখিত আশ-ঙ্কার নিবারক হয়। *

প্রোক্তলক্ষণাক্রান্ত স্বাভাবিক ব্যাপ্তি ত্রিবিধ। য[illegible]—অন্বয়ী,

* তর্ক স্বয়ং প্রমাণ নহে, প্রমাণগত সংশয়াদির নিরাসক মাত্র। যেখানে যে প্রকার তর্কের উপযোগ, সেখানে সেই প্রকার তর্ক যোজিত করিতে হয়। তর্কের ভিত্তি প্রায়ই কার্য্যকারণভাব। কার্য্যকারণভাব বজায় রাখিয়া যুক্তির শরীর বিস্তার করার নাম তর্ক। ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি আছে কি না জানি-বার জন্য যে তর্ক অবতারিত হয়, তাহাও কার্য্যকারণভাব ঘটিত। দার্শনিক পণ্ডিতেরা তাহা সংস্কৃত ভাষায় "ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাৎ তদা ধূমজন্যোঽপি ন স্যাৎ।" ইত্যাদি প্রকারে ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

ব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী। থাকিলে থাকে, এই প্রণালীর ব্যাপ্তি অন্বয়ী। যেমন ধূম থাকিলে তন্মূলে বহ্নি থাকে। না থাকিলে থাকে না, এই প্রণালীর ব্যাপ্তি ব্যতিরেকী। যেমন বহ্নি না থাকিলে ধূমও থাকে না অথবা কারণের অভাবে কার্য্যেরও অভাব হয়। থাকিলে থাকে, না থাকিলে থাকে না, এই উভয়মুখী ব্যাপ্তি অন্বয়ব্যতিরেকী। আর্দ্রদাহ্যের যোগ থাকিলে ধূম থাকে, না থাকিলে থাকে না। কথিত প্রকারে, পদার্থের সহিত পদার্থের যে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে তাহা সম্যক্ রূপে জ্ঞাত হইতে পারিলেই যুক্তিকুশল হওয়া যায়। কিন্তু বহুদর্শন ও বহু পরীক্ষা ব্যতীত অবগত হওয়া যায় না। পণ্ডিতগণ বলেন, ব্যাপ্তিনিশ্চয় হওয়া ভূয়োদর্শন সাপেক্ষ। পদার্থের স্বভাব, পরিণাম, জাতি, সম্বন্ধ ও কার্য্যকারণ ভাব বার বার পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক *। যিনি ইহলোকে যে

* কার্য্যকারণভাবাদ্বা স্বভাবাদ্বা নিয়ামকাৎ।
অবিনাভাবনিয়মো দর্শনান্তরদর্শনাৎ। [মাধবাচার্য্য।

ধূম বহ্নির দৃষ্টান্ত সকলেই বুঝিতে সমর্থ। সেই জন্যই সূক্ষ্ম পদার্থ অবলম্বন না করিয়া ধূম ও বহ্নি লইয়া কথাগুলি বলা হইল। অপিচ, সংস্কার যদি ভ্রমদোষে দুষ্ট থাকে, তবে তন্মূলক যুক্তিও মিথ্যা হইবে। যে বস্তু দেখিয়া যুক্তি রচনা করিবে সেই বস্তু যদি ঠিক দেখা না হয় তবে তদ্রূপ যুক্তি ঠিক হইবে না।

বাষ্পে ধূম-ভ্রম হইলে, সেই ভ্রমগৃহীত ধূমের দ্বারা বহ্নির সত্তা অবধারিত হইবে না, কিন্তু তৎপ্রদেশে সাধারণ উষ্মতার সত্তা অনুমিত হইবে।

হেতুটী নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক। হেতুতে কোন প্রকার দোষ থাকিলে তদ্দারা সত্য লাভের আশা করা যাইতে পারিবে না। এজন্য হেতুটী সদোষ কি নির্দ্দোষ তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। দোষ থাকে পরি-

পরিমাণে ব্যপ্তিজ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারিবেন তিনি সে পরিমাণে যুক্তিকুশল হইবেন। ব্যাপ্তি দুই বা ততোধিক পদার্থ ঘটিত। তন্মধ্যে একটী ব্যাপ্য ও অপরটী ব্যাপক "যাহার সহিত" এই অংশের দ্বারা যাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহা ব্যাপ্য। "যাহার অবিনাভাব" এই অংশের দ্বারা যাহাকে বলা হইয়াছে তাহা ব্যাপক। ব্যাপ্যের নামান্তর হেতু ও লিঙ্গ; ব্যাপকের নামান্তর সাধ্য ও প্রতিজ্ঞা। সাধ্যের বা প্রতিজ্ঞার আধার বা আশ্রয় পক্ষ নামে পরিচিত।

যুক্তির লক্ষণ বলা উপলক্ষ্যে এ পর্য্যন্ত অংশ অংশ করিয়া যে কিছু বলা হইল, তত্তাবৎ একত্রিত বা একযোগ করিলে তদ্দ্বারা এইরূপ নিষ্কর্ষ লব্ধ হয়। "পরীক্ষাশীল বহুদর্শী ব্যক্তি বস্তুর স্বভাব বা শক্তি, পরিণাম, গুণ, জাতীয়ভাব, কার্য্য-কারণ ভাব ও একের সহিত অপরের সেই সেই সম্বন্ধ বারম্বার পর্য্যবেক্ষণ করেন বলিয়া তত্তাবতের জ্ঞান তাঁহার অন্তরে সংস্কারাবদ্ধ হইয়া থাকে। তাদৃশ ব্যক্তি যখন যে পদার্থ দেখেন, অথবা মনে মনে ধ্যান করেন, তখনই তাঁহার

ত্যাগ কর—না থাকে গ্রহণ কর,—এই নিয়ম সর্বত্র অনুস্যূত থাকিবে। হেতুর নির্দোষতা স্থির হইলে, ব্যাপ্তিরও স্বাভাবিকত্ব স্থিরীকৃত হইবে। সদোষ হেতুকে শাস্ত্রকারেরা 'হেত্বাভাস' বলিয়া থাকেন। হেত্বাভাসের অর্থ এই যে, দেখিতে হেতুর ন্যায় কিন্তু তাহা বাস্তবিক হেতু নহে। হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার। সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ ও বাধিত। এই সকল দোষযুক্ত হেতুর বিবরণ সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যাহাকে হেতু বলিয়া অবধারণ করিবে, সাধ্যের সহিত যদি তাহার কখন কোথাও ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে

সেই সকল পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানসংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। সংস্কারের উদ্বোধ হইবামাত্র 'ইহা অমুক বস্তু—ইহার সহিত অমুকের ঈদৃশ সম্বন্ধ,—ইত্যাদি প্রকার পূর্ব্বালোচিত সমস্ত ভাব স্মৃতি-পথাগত হয়। অনন্তর সেই স্মরণাত্মক জ্ঞান আনুপূর্ব্বীরূপে সজ্জিত হইয়া যে জ্ঞান প্রসব করে সেই জ্ঞানই 'যৌক্তিক জ্ঞান' ও তৎপ্রকাশক বাক্যসন্দর্ভই 'যুক্তি।' যৌক্তিক জ্ঞান অব্যভিচারী ও তাহার অন্য নাম অনুমিতি। যৌক্তিক-জ্ঞান বা অনুমিতি প্রদর্শিত প্রক্রিয়ায় কখন আপনা আপনি জন্মে, কখন বা অন্যকে হেতু প্রভৃতি দেখাইয়া বুঝাইতে হয়। সেই জন্য ইহা দ্বিবিধ। স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। স্বার্থানুমানে বাক্যরচনার প্রয়োজন হয় না। কারণ, বস্তু দৃষ্ট হইলে ব্যাপ্তি-জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের হৃদয়ে অপনা হইতেই তদবিনাভূত বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। যেমন রূপে চক্ষুঃসংযোগ হইবামাত্র রূপজ্ঞান হয় অথচ 'আমি চক্ষুর্দ্বারা ইহা দেখিতেছি' এরূপ প্রতীতি হয় না; সেইরূপ, স্বার্থানুমান উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে

সব্যভিচার বলিয়া জানিবে। পক্ষে হেতুর সদ্ভাব এবং হেতুর সহিত সাধ্যের স্বাভাবিক ব্যাপ্তি থাকা যদি পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধ না হয়, তবে তাহাকে অসিদ্ধ বলিয়া জানিবে। বিরুদ্ধ প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ উপস্থিত দেখিলে তাহাকে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস বলিবে। সাধ্যের অভাব-সাধক হেত্বন্তর থাকিলে তাহাকে সৎপ্রতিপক্ষ বলিবে। প্রমাণান্তর দ্বারা হেতুর হেতুত্ব অপগত হইলে তাহা বাধিত নামে ব্যবহৃত করিবে। এ সকল বিস্তার করিতে গেলে অতিবাহুল্য হয়, বিশেষতঃ এ সকল বিচার বিস্তৃত করা এ পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। অপিচ, হেত্বাভাস বা সদোষ হেতুর লক্ষণ সংক্ষেপে বলা হইল, এখন ঐ সকলের উদাহরণ সহজলভ্য হইবে।

অথবা পরে 'আমি অমুক কারণে অমুক প্রকারে অমুক বস্তু জানিয়াছি' এ প্রতীতিও হয় না। যেমন শ্বাস প্রশ্বাস বিনা প্রযত্নে সম্পন্ন হইতেছে তেমনি স্বার্থানুমানও বিনা প্রযত্নে সম্পন্ন হয়। অতএব, কেবল পরার্থানুমানেই যুক্তির শরীর রচনা প্রয়োজনীয়। অবোধ সংশয়িত পুরুষের বোধ ও সংশয়চ্ছেদ হইতে পারে এরূপ প্রণালীতে যুক্তিরচনা করা বিধেয়। আমরা দেখিতে পাই, যুক্তির শরীর পাঁচটী অবয়বে বিরচিত হয়; স্থলবিশেষে তিন অবয়বেও নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

যুক্তি-নামক ন্যায়বাক্য প্রায়ই অবয়ব পঞ্চকে রচিত হয় তাহাদের ক্রমানুযায়ী নাম প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ যাহা সিদ্ধ করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করা। যথা,—এই পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট। পর্ব্বতে বহ্নির অস্তিত্ব সাধিতে বা বুঝাইতে হইবে বলিয়া কথিতরূপে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সাধ্যনির্দ্দেশ, উল্লেখ ও প্রতিজ্ঞা সমান কথা।

হেতুপ্রদর্শন। হেতু বা ব্যাপ্য পদার্থ দেখান। যে অদৃশ্য বস্তু সাধিতে বা বুঝাইতে হইবে, তাহার সহিত যাহার অবিনাভাব আছে অর্থাৎ যাহা তাহার নিত্যসহচর তাহাকে পক্ষে অর্থাৎ হেতুর আধারে আছে বলিয়া দেখান। যেহেতু পর্ব্বতে ধূম দেখা যাইতেছে সেই হেতু পর্ব্বতে বহ্নি আছে।

উদাহরণ। ব্যাপ্য থাকিলে ব্যাপকও থাকে, এমন একটী স্থল দেখাইয়া দেওয়া। মনে করিয়া দেখ, পাকশালায় ধূম থাকে, ধূমমূলে বহ্নিও থাকে।

উপনয়। সাধ্যের সহিত সাধনের যে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি

আছে, তাহা স্মরণ করিয়া দেওয়া। ধূম থাকিলে তন্মূলে বহ্নি থাকার নিয়ম আছে। স্মরণ কর, তুমি যে যে স্থানে ধূম দেখিয়াছ সেই সেই স্থানে বহ্নিও দেখিয়াছ।

নিগমন। তর্কের দ্বারা সংশয়চ্ছেদ করিয়া পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞাত পদার্থের (সাধ্য পদার্থের) উল্লেখ করা। যখন ধূম দেখা যাইতেছে তখন নিশ্চিত ধূমমূলে বহ্নি আছে। বহ্নিব্যাপ্য ধূম বহ্নি হইতে উদ্গত হয়, সেইজন্য ধূমমূলে বহ্নি থাকা নিয়মিত। ধোয়াঁমের মূল প্রদেশ যে দিন বহ্নিশূন্য হইবে, ধূম সেদিন অবহ্নি হইতেও উৎপন্ন হইবে। ফল, বহ্নি যত দিন ধূম জন্মাইবে তত দিন বহ্নিকে ধূমমূলে থাকিতে হইবে।

প্রদর্শিত পাঁচ অবয়বে যুক্তির শরীর নির্ম্মিত হয়। পঞ্চাবয়বময়ী যুক্তি মনুষ্য জীবকে ইন্দ্রিয়ের অতীত পথেও লইয়া যায়। কোন কোন বৈদান্তিক পণ্ডিত বলেন, পাঁচ অবয়ব নহে, তিন অবয়ব। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ। অন্যে বলেন, তিন অবয়ব কল্পনারও প্রয়োজন নাই। কেবল মাত্র হেতু দেখাইতে পারিলে, ব্যাপ্তিজ্ঞ পুরুষ তদ্ব্যাপ্য বুঝিতে ও বিশ্বাস করিতে সমর্থ। পঞ্চাবয়বময়ী অথবা ত্র্যবয়বময়ী যুক্তি 'ন্যায়' নামে পরিভাষিত। ইহার সহিত মনুষ্যমনের যে কি অনির্ব্বাচ্য সম্বন্ধ তাহা কে বলিতে পারে। ইহার মহিমা নিতান্ত গহন। ইহারই দ্বারা অবোধের বোধ, সন্দিগ্ধের সন্দেহভঞ্জন, ভ্রান্তের ভ্রমনিরাস, হইতে দেখা যায়। অলৌকিক বুদ্ধি উৎপাদন করিতে এক মাত্র যুক্তিই পটীয়সী। জগতে যুক্তিরূপ পরীক্ষা বিদ্যমান না থাকিলে কি আধ্যাত্মিক কি বাহ্যিক কোনও প্রকার উন্নতি হইত না। এমন কি এ জগৎ পুরু

কলত্রাদির সহিত একত্র বাসের উপযোগী হইত কি না সন্দেহ। পূর্ব্বে যে তিন প্রকার ব্যাপ্তির উল্লেখ করা হইয়াছে তদনুসারে যুক্তির আরও নামপ্রভেদ আছে। এক প্রকারের নাম পূর্ব্ববৎ, অপর প্রকারের নাম শেষবৎ, তদ্ভিন্ন প্রকারের নাম সামান্যতোদৃষ্ট।

পূর্ব্ববৎ। কার্য্য আছে সুতরাং তাহার কারণও আছে, এবম্প্রকার অন্বয় ঘটিত ব্যাপ্তি হইতে যে যুক্তি উত্থিত হয় সে যুক্তি পূর্ব্ববৎ। ইহার ফল—কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান। মনুষ্য এই শ্রেণীর যুক্তির সাহায্যে জগতের শৈশবাবস্থা, ঈশ্বরের বাসভূমি ও স্বর্গের বৈভব অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হয়।

শেষবৎ। কারণের অভাবে কার্য্যেরও অভাব, এবম্বিধ ব্যতিরেকব্যাপ্তিঘটিত যুক্তি শেষবৎ নামে খ্যাত। ইহার ফল—কারণ অবলম্বন করিয়া ভবিষ্য কার্য্যের অনুমান। মানুষ এই শ্রেণীর অনুমান অবলম্বনে মৃত্যুর উত্তরকাল ও ভবিষ্যতের গর্ভ অনুসন্ধান করে।

সামান্যতোদৃষ্ট। তুল্যস্বভাবাপন্ন বা তুল্যজাতীয় বস্তুর একটী দেখিয়া তৎসদৃশ অন্য এক একটী [illegible] করা। এই শ্রেণীর অনুমানে অধিকাংশ অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বশব্দের অর্থ কারণ; সুতরাং কারণ দৃষ্টে ভবিষ্য কার্য্যের অনুমান পূর্ব্ববৎ পদের অভিধেয়। শেষ শব্দের অর্থ কার্য্য, সেজন্য কার্য্যদৃষ্টে কারণের অনুমান শেষবৎ নামের নামী। সামান্য শব্দের অর্থ জাতীয়ভাব, সুতরাং দৃষ্টসজাতীয় বা দৃষ্টসদৃশ জাত্যন্তরের অনুমান সামান্যতোদৃষ্ট।

যাহাই হউক, যুক্তি বা অনুমান তিন শ্রেণীর অধিক নাই। এই তিন শ্রেণীর কোন এক শ্রেণীর যুক্তির আশ্রয় না লইতে হয় এমন অবস্থা নাই, সময় নাই, ঘটনাও নাই। যুক্তি প্রত্যক্ষের উপর প্রভুত্ব করে ও বাক্যের উপরেও করে। প্রত্যক্ষ ও বাক্য উভয়ের অতীত বিষয়েও ক্ষমতা বিস্তার করে। কোন কিছু দেখিলে ঠিক্ দেখা হইল কি না তাহা যুক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে অবধারিত হয় না। কেহ কিছু বলিলে তাহা স্বরূপার্থ কি না অর্থাৎ তাহা ঠিক কথা কি না তাহাও যুক্তি ব্যতিরেকে স্থির করা যায় না। ঈদৃশ মহিমান্বিত যুক্তির সহিত পরিচয় রাখা অত্যাবশ্যক। যুক্তির অধিকার কত বিস্তৃত তাহা বলিতে চতুর্ব্বদন ব্রহ্মাও ক্ষমবান্ কিনা সন্দেহ।

উপদেশ ও ঔপদেশিক জ্ঞান।

উপদেশ ও ঔপদেশিক জ্ঞানের অন্য নাম যথাক্রমে শব্দ ও শাব্দজ্ঞান। শাব্দজ্ঞানকে কেহ কেহ শাব্দী প্রমা, এই আখ্যা প্রদান করেন। উপদেশ, শব্দ ও শাস্ত্র, এ সকল তুল্যার্থ।

কাষ্ঠ লোষ্ট্র আঘাতিত হইলে তাহা হইতে শব্দ নির্গত হয়। আবার আত্ম-প্রযত্নে মানব-কণ্ঠ হইতেও শব্দ নির্গত হয়। পরন্তু উক্ত উভয়বিধ শব্দের কার্য্যকারিত্ব একরূপ নহে। উক্ত উভয় জাতীয় শব্দের প্রয়োজন, ব্যবহার ও কার্য্যকারিত্ব, অত্যন্ত ভিন্ন। তদ্দৃষ্টে দার্শনিক পণ্ডিতেরা শব্দের দুই বিভাগ কল্পনা করেন। ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। ধ্বন্যাত্মক শব্দকে অব্যক্ত শব্দ ও স্থলবিশেষে অনুকরণ শব্দ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। বর্ণা-

ত্মক শব্দকে ব্যক্ত শব্দ, বাক্য ও কথা প্রভৃতি বহু নামে ব্যবহার করা হয়। শব্দমাত্রেরই স্বভাব এই যে, শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হইবামাত্র ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতার নিকট আপনার স্বরূপাদি প্রকাশ করে এবং কোন না কোন মানস ক্রিয়া বা জ্ঞান উৎপাদন করে। যে সকল শব্দ মাত্র শোক হর্ষ আবেগ প্রভৃতি মানস বিকারের জনক, যাহাতে কোন প্রকার অর্থের সংস্রব থাকে না, অর্থাৎ যাহা মানব-মনে কোন প্রকার বস্তুছবি সংলগ্ন করে না, অথচ শোক হর্ষাদি জন্মায়, সে সকল শব্দ 'ধ্বনি' ও তাহার অন্য নাম 'অনুকরণ'। মুরজ, মৃদঙ্গ, কাংস্য, করতাল, তুরী, ভেরী প্রভৃতির শব্দ ধ্বনিজাতীয় এবং অস্মদাদির নিকট পাশব শব্দও ধ্বনিজাতীয়। মনুষ্যকণ্ঠ নির্গত শব্দ যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক বা সংস্কারপূর্ব্বক উচ্চারিত না হয় তবে সে শব্দও ধ্বনি বলিয়া গণ্য। অতিবালক, অত্যুন্মত্ত ও রোগবিশেষগ্রস্ত মনুষ্যের এ্যা—উঁ—গাঁ—গুঁ প্রভৃতি শব্দ অনুকরণ বা ধ্বনি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যে শব্দ মানবকণ্ঠ হইতে বুদ্ধিপূর্ব্বক বিনিঃসৃত হয়, অর্থের সহিত যাহার সম্পূর্ণ সংস্রব থাকে, অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা মানব মনে কোন না কোন বস্তুর আকার [ছবি] আহিত হয়, সেই সকল শব্দ বর্ণ বা ব্যক্তশব্দ নামে পরিচিত। এই অসীম মহিমান্বিত বর্ণশব্দের দ্বারা কবিগণ গ্রাম, নগর, পল্লী, অট্টালিকা প্রভৃতি বহিঃপদার্থের ও সুখ, দুঃখ, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি মানস ভাবের ছবি অন্যের মনে আহিত করিয়া থাকেন। বস্তুর বর্ণনা হয় বলিয়া এই জাতীয় শব্দের নাম 'বর্ণ'। যেমন চক্ষুর্দ্বারা বস্তুর আকার প্রকার অবগত হওয়া যায়, তেমনি, বর্ণশব্দের দ্বারাও

বস্তুর আকার প্রকার জ্ঞাত হওয়া যায়। বরং চক্ষুঃ অপেক্ষা বাক্যের অধিকার অধিক। চক্ষুর দ্বারা সুখদুঃখাদি অন্তঃপদার্থের গ্রহ (জ্ঞান) হয় না কিন্তু বাক্যের দ্বারা হয়। চক্ষুর দ্বারা অন্যের অন্তরে বস্তুর ভাবভঙ্গী আহিত করা যায় না, কিন্তু তাহা বাক্যের দ্বারা আহিত করা যায়। চক্ষু নিজ অধিষ্ঠাতার অনুগত, কিন্তু বাক্য নিজ অধিষ্ঠাতার ন্যায় অন্যেরও অনুগত। বাক্য যদি অপরকে সুখদুঃখভাগী না করিত তাহা হইলে লোক অন্যের বক্তৃতায় মোহিত হইত না। বেদে ইন্দ্রিয়গণের বাহ্য দর্শিতা এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ
তস্মাৎ পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।"

ইন্দ্রিয়গণ পরের অনুগত হইল দেখিয়া স্বয়ম্ভু (পরমেশ্বর) তাহাদিগকে হিংসা করিলেন। তদবধি তাহারা অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। ইহার ভাবার্থ এই যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল বাহ্যদর্শনই সিদ্ধ হয়, প্রত্যক্ পদার্থের (আত্মার) জ্ঞান হয় না। কিন্তু 'বাক্ বৈ সর্ব্বং বিজানাতি সর্ব্বমেতৎ বচোবিভূতিঃ' জগতে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ যে কিছু বস্তু সমস্তই বাক্যের ঐশ্বর্য্য—বাক্যের দ্বারা সমস্ত পদার্থেরই উপলব্ধি হয়। পূর্ব্বে ঋষিসন্তানেরা যে গুরুসকাশে গিয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতেন তাহা বাক্যের প্রভাবেই করিতেন। আমরা যে সংসারচক্রে ঘুরিতেছি তাহাও বাক্যের প্রভাব। অতএব, প্রত্যক্ষের ও অনুমানের ন্যায় বাক্যেও অখণ্ডনীয় প্রামাণ্য আছে।*

* অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বাক্যের অধিকার অধিক হইলেও অন্তরিন্দ্রিয়ের অপেক্ষা অধিক নহে। কেন না, যাহা মনের অবিষয় তাহা

সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন, দেখা গেল না বলিয়া বস্তুর অভাব অবধারণ করিও না। কারণ, অনেক সময়ে আমরা প্রত্যক্ষের অগোচর পদার্থ যুক্তির দ্বারা জ্ঞাত হইতেছি। যুক্তির অধিকারে আসিল না বলিয়া অভাব অবধারণ করা সঙ্গত নহে। কারণ, যুক্তি যাহার ছায়াস্পর্শও করিতে সক্ষম নহে, এমন কত শত পদার্থ বিশ্বস্ত পুরুষের বাক্যে জানিতে পারিতেছি। মনে কর, কোন সত্যবক্তা বলিলেন, অমুক বস্তু অমুক স্থানে নিপতিত আছে। বলিলে, যদি আমাদের সে বস্তুতে প্রয়োজন থাকে তবে নিশ্চিত আমরা সে বস্তু আহরণের নিমিত্ত গমন করি। অতিবিশ্বস্তা জননী বলিলেন যাও—অমুক স্থানে তোমার ভক্ষ্য প্রস্তুত আছে। জননী ঐরূপ কথা বলিলে, তৎকালে যদি আমাদের বুভুক্ষা থাকে, তাহা হইলে আমরা তদ্দণ্ডে তদীয় উপদিষ্ট স্থানে গমন করি। কেন করি? না বিশ্বস্তবাক্য শুনিবামাত্র আমাদের এরূপ দৃঢ়প্রত্যয় জন্মে যে, বস্তু তথায় অবশ্য নিপতিত আছে এবং ভক্ষ্যও প্রস্তুত আছে *। বাক্য শুনিবার পূর্ব্বে আমাদের নিপতিত বস্তুর ও প্রস্তুত ভোজ্যের জ্ঞান ছিল না; থাকিবার সম্ভাবনাও নাই ওরূপ জ্ঞান জন্মাইবার অধিকার কি ইন্দ্রিয় কি যুক্তি কাহারও নাই। এই মুহূর্ত্তে দিল্লীতে কি ঘটনা উপস্থিত আছে তাহা প্রত্যক্ষ ও

বাক্যেরও অবিষয়। মনঃই জানে, বাক্য তাহা ব্যক্ত বা অনুবাদ করে। অর্থাৎ বাহিরে আনিয়া অন্যকে বুঝায়। অন্য ইন্দ্রিয় এই কার্য্য পারে না, এই মাত্র বলা এতৎসন্দর্ভের উদ্দেশ্য।

* "অতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্॥" [ঈশ্বর-কৃষ্ণ।

যুক্তি কেহই বলিয়া দিতে পারে না। তাহা পারিলে, লিপি-পদ্ধতির সৃষ্টি হইত না, সংবাদ পত্রও প্রচারিত থাকিত না। অতএব, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে যে, চক্ষুরাদির ন্যায় ও তৎসম্বন্ধসমুত্থ যুক্তির ন্যায় সত্যবাক্যও তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া গণ্য। প্রত্যক্ষের ন্যায় ও যুক্তির ন্যায় সত্যবাক্যেও অকাট্য প্রামাণ্য আছে ও তাহাও যথার্থজ্ঞানের জনক। বাক্য মাত্রেই সত্য—যথার্থ জ্ঞানের জনক—তাহা নহে। তাহাও ভ্রমোচ্চারিত, প্রমাদোচ্চারিত ও প্রতারণেচ্ছায় উচ্চারিত হইতে দেখা যায়। অতএব, কিরূপ বাক্য প্রমাণ—প্রমিতির বা সত্য-জ্ঞানের জনক—তাহা বিশেষরূপে বিবেচ্য। কোন্ বাক্য সত্য, কোন্ বাক্য মিথ্যা, তাহা বোধগম্য করা সহজ নহে। সহজ না হইলেও শাস্ত্রে তাহার লক্ষণ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ।" অর্থ এই যে, উপদেশাত্মক আপ্ত-বাক্যই 'শব্দ'নামক তৃতীয় প্রমাণ। তৎশ্রবণোৎপন্ন জ্ঞান সত্য বা যথার্থ। শব্দশ্রবণজন্য সত্যজ্ঞান 'শাব্দীপ্রমা' নামে অভিহিত হয়। এই শাব্দী প্রমা অত্যন্ত নির্দ্দোষ। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, আপ্ত কি? বাক্যের আপ্ততা কি?

কপিল বলিয়াছেন, যাহাদের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা নাই, যাহাদের ইন্দ্রিয় বিকৃত হয় নাই, তাহাদের বাক্য ও তদ-তিরিক্ত অলৌকিক বাক্য আপ্তবাক্য বলিয়া গণ্য। সেশ্বর সাংখ্য বলেন, আপ্ততা বাক্যের নহে; আপ্ততা পুরুষের। ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাঠব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গত অশক্তি (ইন্দ্রি-য়ের দোষ) ও বিপ্রলিপ্সা (পরপ্রতারণেচ্ছা), এতৎপরিশূন্য পুরুষবিশেষ 'আপ্ত' পদের অভিধেয়। তাদৃশ পুরুষ যাহা

বলেন, উপদেশ করেন, তাহা প্রমাণ। মীমাংসকঃ বলেন, বাঙ্ময় বেদ পুরুষই আপ্ত ও তদীয় বাক্যই আ বাক্য। তন্মধ্যে যে অংশ উপদেশাত্মক, যে অংশ অজ্ঞা জ্ঞাপক ও বলবৎ অনিষ্টের অননুবন্ধী অথচ ইষ্টসাধক, সে ইষ্টসাধক অর্থাৎ জীবহিতবোধক অংশ প্রকৃষ্ট প্রমাণ অপরাপর অংশ তাহার পোষক। উপদেশাংশের নাম বিধি তাহার পোষক ভাগের নাম অর্থবাদ। অর্থবাদ বিধীয়মা বা উপদিশ্যমান বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মায়; সেজন্য তাহ স্বতঃ প্রমাণ নহে। বিধিভাগই স্বতঃ প্রমাণ। অর্থবা ভাগ যে স্বতন্ত্র রূপে প্রমাণ নহে অর্থাৎ সত্য নহে; তাহা উদাহরণ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

যাক্। সেশ্বর সাংখ্যের এমন আপ্ত-পুরুষ কে আছে— যাঁহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত ভ্রমাদি দোষ নাই ?

সেশ্বর-সাংখ্য ও বেদান্ত বলেন, এক আপ্তপুরুষ ঈশ্বর, অপর আপ্তপুরুষ যোগী। ঈশ্বর নিত্যাপ্ত; যোগী নৈমিত্তি- কাপ্ত। যোগানুষ্ঠান—ধ্যান, ধারণা ও সমাধির দ্বারা— যাঁহাদের আত্মা দোষসম্পর্কশূন্য হইয়া তাঁহাদের উপদেশ কদাচ অসত্য নহে। যাহারা প্রাকৃত মনুষ্য তাহাদেরই উপদেশ অনাস্থাযোগ্য। প্রাকৃত মনুষ্যের বাক্য সত্য হইতে পারে, যদি তাহা যোগ্যতাদি অনুসারে উচ্চারিত হইয়া থাকে। সত্য হইলেও তাহা তৃতীয় প্রমাণ হইবে না। কারণ, তাহা তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ও যুক্তিপ্রভব জ্ঞানের অনুবাদ মাত্র। সে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, যুক্তিতে বুঝি- য়াছে, তাহাই বলিয়াছে; সুতরাং তাহা পৃথক্ প্রমাণ নহে।

তাহা প্রত্যক্ষের ও অনুমানের অনুবাদ। পৃথক্ ও তৃতীয় প্রমাণ বেদ ও যোগিবাক্য। বেদ ও যোগিবাক্য প্রত্যক্ষাতীত ও যুক্ত্যতীত পদার্থ আছে বলিয়া বুঝাইয়া দেয়।

নৈয়ায়িক বলেন, ঈশ্বরবাক্যই হউক আর যোগিপুরুষের বাক্যই হউক, যে বাক্য আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা অনুসারে উচ্চারিত না হয় এবং যাহার কোন তাৎপর্য্য দৃষ্ট হয় না, সে বাক্যের আপ্ততা কস্মিন্ কালেও নাই। আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা, এই সম্বন্ধত্রয় ও তাৎপর্য্য যে কোন ব্যক্তির বাক্যে থাকিবে তাহারই বাক্য 'আপ্তবাক্য' এবং তাহারই বাক্য বিশ্বাস্য। উক্ত সম্বন্ধত্রয়বর্জ্জিত ও তাৎপর্য্যপরিশূন্য ঈশ্বরবাক্যও অবিশ্বাস্য। এক্ষণে আকাঙ্ক্ষা কি? যোগ্যতা কি? আসত্তি কি? তাহা বলিতেছি।

একটী শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার অর্থ সম্পূরণের নিমিত্ত যে শব্দান্তর সংযোজন করা আবশ্যক হয়, সেই আবশ্যক-ভাবের নাম আকাঙ্ক্ষা। 'রাম' বা 'রামের' এবম্প্রকার শব্দ উচ্চারিত হইলে রাম বা রামের কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা জন্মে। তাদৃশ জিজ্ঞাসার অন্য নাম আকাঙ্ক্ষা। ঐ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার নিমিত্ত উচ্চারিত বাক্যের অঙ্গে 'আছেন' বা 'পুত্র' প্রভৃতি শব্দের সংযোজন করা আবশ্যক হয়। কখন কখন বাহিরে ওরূপ শব্দসংযোজন বা উচ্চারণ করিবার আবশ্যক হয় না বটে, কিন্তু মনে মনে ঐরূপ শব্দসন্দর্ভ উদিত হইয়া আক্ষার নিবৃত্তি করে।

যে সকল শব্দ উচ্চারণ করিয়া একটী বাক্য রচনা

করিবে, সম্বন্ধ অনুসারে সেই সকলকে বিনা বিলম্বে ও প
পর উচ্চারণ করার নাম আসত্তি। এই আসত্তি অর্থবোধে
প্রধান কারণ। শব্দ সকল আসত্তিক্রমে উচ্চারিত ন
হইলে অর্থাৎ আজ্ বলিলাম 'রাম' কাল বলিব 'আছে
এরূপ ব্যবহিত-উচ্চারণ করিলে তাহা অর্থপ্রকাশক হয় না।

আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি অনুসারে সজ্জিত শব্দরাশি উচ্চার
করিলেই কোন না কোন অর্থের প্রকাশ পায়। কিন্তু সেই
প্রকাশমান অর্থ যদি অযোগ্য হয় তাহা হইলে বুঝিতে
হইবে, সে বাক্যে যোগ্যতা নাই। যে বাক্যে যোগ্যতা
নাই সে বাক্য লোকে অযোগ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করে।
কি হইলে যোগ্যবাক্য হয় ও কি হইলে অযোগ্য বাক্য হয়
তাহা বলিতেছি।

যে বাক্যের অর্থ প্রত্যক্ষের ও যুক্তির অবিরোধী সেই
বাক্যই যোগ্য বাক্য। এই যোগ্য বাক্যই যথার্থদ্যোতী।
"এই স্ত্রী বন্ধ্যা" এই বাক্য যোগ্য। হেতু এই যে, ঐ বাক্যে
কোনরূপ বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশিত হয় না। যাহার অর্থ প্রত্যক্ষ-
বিরুদ্ধ অথবা যুক্তির বিরুদ্ধ সেই বাক্যই অযোগ্য। "এই
ব্যক্তির জননী বন্ধ্যা" এই বাক্যই বিরুদ্ধ বাক্য। পুত্র
থাকা ও বন্ধ্যাত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ।

বক্তার অভিপ্রায় অর্থাৎ মনোগত ভাব বিশেষকে শাস্ত্র-
কারেরা 'তাৎপর্য্য' নামে উল্লেখ করেন। তাদৃশ তাৎপর্য্য
শাব্দ-জ্ঞানের প্রধান অঙ্গ। যে বাক্যের তাৎপর্য্য নাই
অথবা কোন প্রকার অভিপ্রায় উপলব্ধি হয় না, সে বাক্য
আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা অনুসারে উচ্চারিত হইলেও

প্রমাণ। তাৎপর্য্যের বলে যোগ্যতাবিহীন বাক্যও সাধু বলিয়া সমাদৃত হইতে পারে। মনে কর, "ইহার জননী বন্ধ্যা" এ বাক্য নিতান্ত অযোগ্য হইলেও বক্তার যদি ঐরূপ বলিবার কোনরূপ অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে ঐ বাক্য অগ্রাহ্য বা অপ্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না; প্রত্যুত উৎকৃষ্ট ভাবের ব্যঞ্জক হইবে। অতএব, তাৎপর্য্যই বাক্যের সার, তাৎপর্য্য জ্ঞানই ঔপদেশিক জ্ঞানের প্রাণ। তাৎপর্য্য ব্যতিরেকে বাক্যের বা বাক্যার্থের জ্ঞান অসিদ্ধ। সমুদায় কথার সার সঙ্কলন এই যে, যে বাক্য আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা ও তাৎপর্য্য, এই চার প্রকার সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ, সেই বাক্যই আপ্তবাক্য, অন্যপ্রকার আপ্তবাক্য নাই। *

চক্ষুরাদির ন্যায় আপ্তবাক্যও যথার্থজ্ঞানের জনক, এতৎ

* লোক-বাক্যের সত্যোদ্ধার করা বড়ই কঠিন। মিথ্যাবাদী লোক এমন সাজাইয়া কথা বলে যে, তাহাদের সেই সাজান কথায় আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা আসত্তি ও তাৎপর্য্য সমুদায় গুলিই থাকে। থাকে বলিয়াই যে তাহা সত্য হইবে, তাহা নহে। লৌকিক বাক্যের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য প্রকরণ প্রভৃতি আরও কতকগুলি উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। আদালতের উকীলেরা ও বিচারপতিরা সেই সেই উপায় অবলম্বনে কিয়ৎপরিমাণে বোধগম্য করিতে পারেন, ইহা অনেক সময়ে দেখা যায়। ভ্রম, প্রমাদ, প্রতারণেচ্ছা, দেখিবার শুনিবার ও বুঝিবার ত্রুটি, এ সকল দোষ মানব মাত্রেরই থাকিবার সুসম্ভাবনা। সেই জন্য মানুষের কথা ও যুক্তিবিরুদ্ধ কথা অপ্রমাণ। পৌরুষেয় বাক্য রাজকার্য্যে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় সত্য; পরন্তু তাহা অলৌকিক তত্ত্ব নির্ণয়ে অপ্রমাণ। পৌরুষেয় বাক্যের প্রামাণ্য চিরকালই সংশয়িত; সেই জন্য তাহা রাজকার্য্যেও সৎপ্রতিপক্ষীকৃত তর্কাদির দ্বারা সংশোধিত হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গে পর পর তিনটী মত বলা হইল। আরও কএকটী মত আছে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। কেননা আপ্ত-বাক্যের লক্ষণ সম্বন্ধে যতই মত থাকুক, সকল মতেই বেদের আপ্ততা স্বীকৃত আছে। এমন কি, সমুদায় আস্তিক সম্প্রদায় বেদের নামে শিরোনমন করেন। ঋষিদিগের বুদ্ধি অত্যন্ত প্রতিভান্বিত ও দর্শনশাস্ত্রের বীজ তাঁহাদেরই প্রতিভাপ্রসূত, অথচ তাঁহাদের তাদৃশী মহিমান্বিতা বুদ্ধি যে বেদের নিকট কুণ্ঠিতা হইয়া ছিল ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বেদের নিকট তাঁহাদের বুদ্ধি যে কেন কুণ্ঠিত হইয়াছিল তাহা তাঁহারাই জানেন। তাঁহারা বেদের অভ্রান্ততা বিশ্বাস করি-তেন কি না তাহা আমরা বুঝাইয়া দিতে সমর্থ নহি। তাঁহাদের লিপি দৃষ্টে এই মাত্র বলিতে সাহস করি যে, তাঁহারা ভাবিতেন, বেদ অভ্রান্ত। বেদের আপ্ততাপক্ষে যে সকল লিখিত হেতুবাদ দেখিতে পাই, সে সকল হেতুবাদ এক্ষণকার লোকের বুদ্ধিতে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হয় সুতরাং সে সকল উদ্ঘাটন করিয়া লেখনীক্ষয় করা বৃথা। তবে এই মাত্র বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে ঋষিদিগের বিশ্বাসে ও সিদ্ধান্তে বেদ অপৌরুষেয়, বেদ মনুষ্যরচিত নহে। আজ্‌কাল আমাদের মনে বেদের অপৌরুষেয়ত্বের বিরুদ্ধে যেরূপ যেরূপ কূট তর্ক উদিত হয়; পূর্ব্বে ঋষিদিগের মনেও সেইরূপ সেইরূপ তর্ক উঠিয়াছিল। অথচ তাঁহারা সেই সেই হেতুবাদে বিশ্বস্ত হন নাই; অধিকন্তু তাঁহারা পৌরুষেয়ত্ব পক্ষ খণ্ডন করিয়া অপৌরুষেয়ত্ব পক্ষ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

ঋষিদিগের মনে বেদের অপৌরুষেয়ত্বের বিরুদ্ধে যে সকল হেতুবাদ উদিত হইয়াছিল সে সকলের মধ্য হইতে কতিপয় হেতুবাদ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

"বেদ সকল অপৌরুষেয় নহে,—প্রত্যুত পৌরুষেয়। কঠ প্রভৃতি ঋষিরা উহার প্রণেতা। বৈদিক মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ঋষিদিগের নাম-ধাম-কার্য্যাদি-ঘটিত, সুতরাং ঋষিরাই বেদের প্রণেতা। আদিম কালের ঋষিরা সময়ে সময়ে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ঘটনা বর্ণন করিতেন, কালক্রমে সেই সকল বাক্য 'বেদ' নাম ধারণ করিয়াছে। বেদ, বাক্যের সমষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সুতরাং তাহা বাগিন্দ্রিয়বান্ মনুষ্য হইতে সমুৎপন্ন বা উচ্চারিত হইয়াছে, নিরীন্দ্রিয় পদার্থ হইতে হয় নাই। ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় নাই, সুতরাং ঈশ্বর হইতে হয় নাই। বেদ অপৌরুষেয় ও প্রমাণ হইলে তাহাতে প্রলাপ থাকিবে কেন? যে যে ফলের নিমিত্ত যে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান করিলেও সে সকলের ফল হইতে দেখা যায় না। সুতরাং বেদ আপ্ত বাক্য নহে।" ইত্যাদি*।

---

* "বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যাঃ" "পৌরুষেয়াশ্চোদনা ইতি বক্ষ্যামঃ। অসন্নিকৃষ্টকলাঃ কৃতকা বেদা ইদানীন্তনাঃ। কথং পুনঃ কৃতকা বেদাঃ? যতঃ পুরুষাখ্যাঃ। পুরুষেণ হি সমাখ্যায়ন্তে বেদাঃ—কাঠকং, কালাপকং, পৈপ্পলাদকং,মৌদ্গল্যম্ ইত্যেবমাদি। কর্ত্তা শব্দস্থ পুরুষঃ কার্য্যঃ শব্দঃ। "অনিত্যদর্শনাচ্চ" "জনন-মরণবন্তশ্চ বেদার্থাঃ।" 'ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত' 'কুসুরুবিন্দুরৌদ্দালকিরকাময়ত' ইত্যেবমাদয়ঃ। উদ্দালকস্যাপত্যং ভূতপূর্ব্বঃ। "বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত। সর্পাঃ সত্রমাসত" ইত্যাদি বাক্যমুন্মত্তবাক্যসদৃশঃ।

ঋষিরা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব-বিরুদ্ধে এইরূপ এইরূপ বিতর্ক উত্থাপন করিয়াছিলেন, অবশেষে তাঁহারা সকলেই পৌরুষেয়ত্ব পক্ষ খণ্ডন পূর্ব্বক অপৌরুষেয় পক্ষে আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহারা বেদের পক্ষপাতী কেন তাহা কে বলিবে।

বেদের ও বেদমূলক শাস্ত্রের সত্যোদ্ধার।

ঋষিরা বেদ-পুরুষের অভ্রান্ততা ও তদ্‌বাক্যপ্রতীত অর্থের সত্যতা স্বীকার করিতেন সত্য; পরন্তু যথাশ্রুত অর্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন না। অর্থাৎ বেদ-বাক্য আবৃত্তি করিবামাত্র যে অর্থের প্রতীতি হয় সে অর্থ গ্রহণ করিতেন না। বলিতেন, বিচার কর, বিচার করিলে তাৎপর্য্যার্থ নিকাশিত হইবে, সেই তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিও। তাৎপর্য্যার্থ যাহা বলিবে তাহা অভ্রান্ত—সত্য। বিচারপূত আপ্তবাক্যের অর্থের অনুসরণ করিলে অবশ্যই হিতপ্রাপ্তি ও অহিতপরিহার হইবে। বেদবাক্যবিচারের পদ্ধতি ও সারসঙ্কলন এই :—

বেদ প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ বিধি, অপর ভাগ অর্থবাদ। বিধি দুই প্রকার। প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক।

"জরদ্গবো গায়তি মত্তকানি" কথন্নাম জরদ্গবো গায়েৎ? কথং বা বনস্পতয়ঃ সর্পা বা সত্রমাসীরন্? "ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ" "কৃত্বা সম্বন্ধং ব্যবহারার্থং কেনচিদ্বেদাঃ প্রণীতাঃ। "অনিয়তঃ শব্দঃ। কর্ম্মকালে ফলাদর্শনাৎ" ইত্যাদি [জৈমিনি ও শবরস্বামী।

প্রবর্ত্তক বিধি 'বিধান' নামে ও নিবর্ত্তক বিধি 'নিষেধ' নামে খ্যাত। প্রবর্ত্তক বিধি মনুষ্যকে বিধেয় পদার্থে প্রবর্ত্তিত করিতেছে এবং নিবর্ত্তক বিধি মানবকে নিষেধ্য বিষয়ে নিবৃত্ত রাখিতেছে।

অর্থবাদ দ্বিবিধ। স্তুত্যর্থবাদ ও নিন্দার্থবাদ। স্তুত্যর্থবাদ প্রবর্ত্তক-বিধির পোষক ও নিন্দার্থবাদ নিবর্ত্তক বিধির সহায়। অর্থবাদ দ্বয়ের আবার তিন প্রকার ভেদ আছে। গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ। কথা গুলির পরিষ্কার অর্থ এইরূপ—বাক্যরাশির মধ্যে যে অংশ উপদেশাত্মক সে অংশের নাম বিধি। যে বিধি প্রবৃত্তির জনক সে বিধি প্রবর্ত্তক-জাতীয়। যে বিধি নিবৃত্তির প্রয়োজক সে বিধি নিষেধজাতীয়। "কুর্য্যাৎ" করিবেক, "কুরু" কর, "কর্ত্তব্যঃ" করিও বা করা আবশ্যক, "করণীয়ঃ" করিবার যোগ্য,—"কৃতে শুভস্তবতি" করিলে মঙ্গল হইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্য প্রবর্ত্তক বিধি বলিয়া গণ্য। "ন কুর্য্যাৎ" করিবেক না, "ন কর্ত্তব্যঃ" করিও না বা করা অনুচিত, "কৃতে নরকং প্রয়াস্তি" করিলে নরক হইবেক, ইত্যাবিধ বাক্য নিবর্ত্তক বা নিষেধ-জাতীয়। এই দ্বিবিধ বিধি দৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত সেই সেই স্থলে কতকগুলি রোচক কথা আখ্যায়িকাকারে বিন্যস্ত হইতে দেখা যায়। সেই সকল অংশই শাস্ত্রে অর্থবাদ নামে প্রসিদ্ধ। বিধি যেমন দ্বিবিধ, তেমনি অর্থবাদও দ্বিবিধ। স্তুত্যর্থবাদ, প্রশংসাবাক্য, প্রশংসাবাদ, এ সকল সমান কথা। নিন্দার্থবাদ ও নিন্দাবচন, তুল্য কথা। আরোপিত গুণ কথনের নাম স্তুতি ও আরোপিত দোষ কথনের নাম নিন্দা, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে "স্তুত্যর্থবাদ প্রবর্ত্তক বিধির পোষকতা করে ও নিন্দার্থবাদ নিবর্ত্তক বিধির উপকার করে।" কিন্তু কিরূপে করে তাহা বলা হয় নাই। অর্থবাদ বাক্য যেরূপে বিধির উপকার বা সহায়তা করে তাহা বলিতেছি।

বেদ ভাবিলেন, "ইহা কর" "উহা করিও না" এই মাত্র বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। আমার সিপাই শান্ত্রী নাই যে তাহাদের দ্বারা আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনকারীর শাসন করিব অথচ এই সকল প্রজা যাহাতে সৎপথে থাকে তাহা করিতে হইবে। এ বিষয়ে খুব লোভ ও ভয় দেখান ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। "কর" ও "করিও না" এই মাত্র বলিলে লোকে তাহা না শুনিতেও পারে। সেজন্য এমন করিয়া বলিব যে যেরূপ করিয়া বলিলে বৈধবিষয়ে প্রবৃত্তি ও অবৈধবিষয়ে নিবৃত্তি জন্মিতে ও স্থির থাকিতে পারে। বেদ এই ভাবে ভাবিত হইয়া প্রত্যেক উপদেশ ফলাফলযুক্ত করিয়া বলিয়াছেন এবং তাহারই পোষকতার্থে স্তুতি, নিন্দা, পুরস্কার, তিরস্কার, করিয়াছেন। অতএব, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট ও অকর্ত্তব্য বলিয়া নিষিদ্ধ, সে সকলের লিখিত ফলা[illegible] যে অবশ্যই হইবে, এমন অভিপ্রায় নহে। "রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ" প্রবৃত্তি বা রুচি জন্মানই ফলবাদের এবং অরুচি বা নিবৃত্তি জন্মানই নিন্দাবাদের উদ্দেশ্য।

> "পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ডলড্ডুকম্।
> পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেব তু॥"

পুত্রের আরোগ্যকামী পিতা যেমন প্রলোভন দেখাইয়া আপন শিশুসন্তানকে তিক্তাস্বাদ ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত করান,

প্রজাবর্গের কুশলকামী শাস্ত্রও তেমনি অজ্ঞ প্রজাদিগকে ফলা-ফলের লোভ দেখাইয়া সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত ও অসৎকার্য্যে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পান। বালক মোদকের লোভে তিক্ত ভোজন করে; কিন্তু পিতা তাহাকে মোদক প্রদান করেন না। ঐরূপ শাস্ত্রও স্বোপদিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠাতাকে যথোক্ত ফল প্রদান করেন না। পিতার ইচ্ছা পুত্র অরোগী হউক, সেইরূপ শাস্ত্রেরও ইচ্ছা প্রজা সকল প্রথমতঃ সুখ ও স্বাস্থ্য লাভ করুক, পরে শান্তি লাভ করুক। পিতার প্ররোচনায় তিক্তাস্বাদ ঔষধ সেবন করিলে পুত্র যেমন কেবল আরোগ্য লাভই করে, মোদক পায় না; সেই রূপ, শাস্ত্রের প্ররোচনায় শাস্ত্রোপদিষ্ট পথে অবস্থান করিলে মনুষ্য বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক কুশল লাভ করেন, লোভনীয় ফল প্রাপ্ত হন না। "প্রতিপদি কুষ্মাণ্ডং নাশ্নীয়াৎ" প্রতিপদ তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিবেক না। এই এক উপদেশ। এ উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া পাছে কেহ অকুশলী হয়, সেই ভয়ে শাস্ত্র তৎপর ক্ষণেই বলিয়াছেন, "কুষ্মাণ্ডে চার্থহানিঃ স্যাৎ" প্রতিপদ তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিলে অর্থ-বিনাশ হইবে। এ বাক্যে এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় না যে, সত্য সত্যই কুষ্মাণ্ড-ভোক্তার অর্থবিনাশ হইবে। ঐ দিবস কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ না করাই ভাল, এই মাত্র অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়। আমরা বিশ্বাস করি, প্রোক্ত দিবসে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ না করিলে অবশ্যই শারীরিক মানসিক কোন উপকার আছে অথবা ভক্ষণ করিলে কোন না কোন অপকার আছে।

প্রভুর আজ্ঞা বাক্যে ভক্ত সেবকের অটল বিশ্বাস ও ভক্তি থাকায় তাহারা যেমন কেন কি বৃত্তান্ত, অনুসন্ধান

না করিয়া প্রভু-আজ্ঞা বহন করে ; তেমনি, শাস্ত্রভক্ত ব্যক্তিরাও শাস্ত্রবাক্যে অচল বিশ্বাস ও ভক্তি থাকায় কুষ্মাণ্ড ভোজনে নিবৃত্ত থাকেন। যাঁহারা শাস্ত্র ভক্ত নহেন, তাঁহারা নিবৃত্ত থাকিবেন না। অধিকন্তু এই বলিয়া অনুযোগ করিবেন যে, "দোষ কি ? স্বচ্ছন্দে কুমড়া খাও—খাইলে কিছুই হইবে না। ও সকল কেবল পুরোহিতদিগের যজমান ভুলান কথা।"

তর্কদাস তপ্তশোণিত জ্ঞান-কাণা লোক যে ঐ বলিয়া তিরস্কার করিবে, শাস্ত্র তাহা জানেন। শাস্ত্র নিজেই বলিয়াছেন—"বিভেত্যল্পশ্রুতাৎ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি।" অল্পজ্ঞ লোক যাহাই বলুক, সে কথা শ্রদ্ধেয় নহে। ভক্ষ্যাভক্ষ্যের সহিত মনের সুতরাং ধর্ম্মের যে গূঢ় সম্বন্ধ আছে, সে সম্বন্ধ অন্যের বোধ্য নহে। অধিক প্রসঙ্গাগত কথায় প্রয়োজন নাই, প্রকৃত কথায় মনোনিবেশ কর।

লোকমধ্যে দেখা যায়, ভাল লোকে যাহা উপদেশ করে তাহার কোন ভাল ফল আছে। ভাল লোকে যাহা নিষেধ করে, তাহারও মন্দ ফল আছে। এই লোকদৃষ্ট দৃষ্টান্তের অনুসারে বৈদিক বিধি-নিষেধ-বাক্যের সিদ্ধান্ত হয়। পরহিতাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যেরা লোক'কে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ফলের প্রলোভন ও তদ্‌ঘটিত দৃষ্টান্তাদি দেখাইয়া থাকেন। শাস্ত্রকেও সেইরূপ করিতে দেখা যায়। প্রভেদ এই যে, লোকবাক্যের সার ঐহিক হিত ; শাস্ত্রবাক্যের সার পারলৌকিক হিত। উপদেষ্টব্য বিষয়ের পোষক দৃষ্টান্তাদি কল্পিত অকল্পিত উভয় প্রকারই হইতে পারে এবং সেই সেই প্রসঙ্গে বিধেয় পদার্থের পোষকত্বে নানাপ্রকার ইতিহাস ও বস্তু গুণ বলা সঙ্গত হইতেও পারে।

বিধি ব্যতীত সমস্তই অর্থবাদ বলিয়া গণ্য। অর্থবাদ আবার গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ, এই তিন ভাগে বিভক্ত। এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আবার বলি।

গুণবাদ। "বিরোধে গুণবাদঃ স্যাৎ" যাহা প্রত্যক্ষ ও যুক্তি-বিরুদ্ধ তাহা গুণবাদ। গুণবাদ অক্ষরে অক্ষরে যাহা বলে তাহা সত্য মনে করিও না। বৈধ কার্য্যে প্রবৃত্তি ও অবৈধ বিষয়ে নিবৃত্তি উৎপাদন করাই গুণবাদের উদ্দেশ্য। সেজন্য তাহা মাত্র প্রশংসা-অর্থেই পর্য্যবসন্ন।

অনুবাদ। "অনুবাদোঽবধারিতে" যাহাতে বিজ্ঞাত বিষয়ের অর্থাৎ প্রমাণান্তরলব্ধ পদার্থের অভিধান হইয়াছে; বুঝিতে হইবে, তাহা অনুবাদ। অনুবাদের লক্ষ্য ও বর্ণনীয় উভয়ই সত্য। বিজ্ঞাত বিষয়ের উল্লেখ উপদেশ নহে; তাহা অনুবাদ। অনুবাদ দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, তাহার দ্বারা নিশ্চিত কোন অভিনব বিধান হইয়াছে।

ভূতার্থবাদ। "ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাৎ" প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ও যুক্তি-বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশ পায় না, এরূপ দেখিলে স্থির করিবে, তাহা ভূতার্থবাদ। ভূতর্থবাদ মাত্রেই সত্য। এ রীতি লৌকিক বাক্যেও আছে। ফল, বাক্যের সহিত অর্থের, অর্থের সহিত বাক্যের ও উভয়ের সহিত মানব মনের যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানগোচর করা অস্মদাদির সাধ্যায়ত্ত নহে।

বেদমধ্যে যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রস্তাব আছে, ঋষিরা বলেন, ছয় প্রকার উপায় দ্বারা তত্তাবতের তাৎপর্য্য অবধারিত হয়। উপক্রম ও উপসংহারের ঐকরূপ্য (১), অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ

উল্লেখ (২), উপক্রান্ত পদার্থের অপূর্ব্বতা অর্থাৎ অজ্ঞাততা [অন্য প্রমাণে যাহা জানা যায় নাই তাহা] (৩), ফলবর্ণন (৪), উপক্রান্ত পদার্থে রুচিজনক অর্থবাদ (৫), তর্কের বা যুক্তির দ্বারা উপক্রান্ত পদার্থের সংশোধন (৬)। আরম্ভ কালে যাহা বলা হইয়াছে, সমাপ্তি কালেও তাহা বলিতে দেখিলে বুঝিতে হইবে, উপক্রান্তের ও উপসংহারের একরূপ বা ঐক্য আছে। মধ্যে মধ্যে যদি সেই পদার্থের অনুবাদ বা উল্লেখ দেখ, তাহা হইলে বুঝিবে, সেই পদার্থ অভ্যস্ত হইয়াছে। যদি সে পদার্থ অন্য প্রমাণের অগোচর অর্থাৎ চক্ষুরাদির অলভ্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহার অপূর্ব্বতা আছে। সে পদার্থের জ্ঞানে বা অনুষ্ঠানে অমুক অমুক ফল হয়, এরূপ উপদেশ দেখিলে স্থির করিবে, তাহার ফল বলা হইয়াছে। উদ্ঘটিত আখ্যায়িকা, স্তুতি ও নিন্দা থাকিলে বুঝিতে হইবে, শাস্ত্র সেই পদার্থে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি উত্তেজন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে সেই পদার্থ যুক্তির দ্বারা অবিচাল্য ও তর্কে পরিষ্কৃত হইতেছে দেখিলে তাহা উপপত্তি [illegible]য়া জানিবে। যে প্রস্তাবে এই ছয় প্রকার চিহ্ন বা ল[illegible] থাকে, বুঝিতে হইবে, সেই পদার্থের উপদেশ করাই সেই প্রস্তাবের তাৎপর্য্য বা উদ্দেশ্য। *

বেদবাক্যের অর্থবিন্যাস সম্বন্ধে এইরূপ বিচারপদ্ধতি অবলম্বিত হইতে দেখা যায়। স্মৃতির ও পুরাণের রচনাও এই

---

* উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে।" [বেদান্ত বার্ত্তিক।

পরিপাটীর অনুগামী। বেদের মধ্যে অনেক অসম্ভব কথা আছে, পুরাণের মধ্যেও আছে। সে সকলের সঙ্গতি করিতে না পারায় সে সকলকে আমরা উপেক্ষা করি, মিথ্যা বিবেচনা করি। কিন্তু ঋষিরা বিচার অবলম্বন করিয়া সে সকল উক্তির তাৎপর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ সত্যাংশের আদান ও অসত্যাংশের পরিহার করিতেন। ঋষিরা যেমন বেদবাক্যের তাৎপর্য্য সংগ্রহে ব্যাকুল, শ্রদ্ধাবান্ ও বিচারনিপুণ হইয়াছিলেন, আমরাও যদি সেইরূপ হইতাম, উপেক্ষাবুদ্ধি যদি আমাদের প্রবলা না হইত, তাহা হইলে আমরাও বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতাম।

"পুরাণ" শব্দটী বৈদিক। ব্যাস ও তদুত্তরকালিক ঋষিগণ সেই বৈদিক পুরাণেরই অনুসরণে প্রসিদ্ধ পুরাণ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বেদের ব্রাহ্মণাত্মক ভাগবিশেষই পুরাণ। আধুনিক পুরাণ তাহারই অনুকরণ। বেদোক্ত বিধিনিষেধের স্মারক ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের নাম স্মৃতি। এবং বৈদিক পুরাণের রীতিতে লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ ঘটনাবলী প্রকাশক ঋষিবিরচিত গ্রন্থের নাম পুরাণ। স্মৃতি ও পুরাণ উভয়ই বেদমূলক বলিয়া প্রমাণ; পরন্তু তাহার অবিচারিত অর্থ প্রমাণ নহে। *

---

* "যদ্ব্রাহ্মণানীতিহাসপুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসী।" [শ্রুতি। ব্যাখ্যাত্মক বেদ ব্রাহ্মণ। প্রাচীন ঘটনাবলীর বিবরণাত্মক বেদ ইতিহাস। জগতের বা জগতীস্থ বস্তু জাতের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনাত্মক বেদ পুরাণ। যাগযজ্ঞাদি ঘটিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের পদ্ধতি ও দোষ গুণ নির্ণায়ক বেদ কল্প। প্রশংসাসূচক গানোপযোগী বেদ গাথা। মনুষ্যবৃত্তান্তপ্রতিপাদক বেদাংশ নারাশংসী। বেদ কেবলমাত্র কৃষকের গান নহে; বেদ এক অপূর্ব্ব জিনিস। বেদের মধ্যে না আছে, এমন কিছুই নাই। আধুনিক শিল্প পুরাণাদি সমস্তই বেদবীজে উৎপন্ন।

ঔপদেশিক জ্ঞান পরীক্ষা করিতে গিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আর না, এই স্থানেই প্রাসঙ্গিক কথা শেষ করিলাম।

সাংখ্য, বেদান্ত ও মীমাংসা বলেন, প্রমাণ-নিচয়ের মধ্যে আপ্তবাক্য স্বতঃপ্রমাণ। চক্ষুঃ যেমন স্বতঃপ্রমাণ, সেইরূপ স্বতঃপ্রমাণ। চক্ষুঃ প্রমাণ কি না, চক্ষুঃ ঠিক্ দেখিল কি না, সংশয় হয় না। যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান—তাহা যেমন পরীক্ষা করিবে না; সেইরূপ, আপ্তবাক্য প্রসূত জ্ঞানও পরীক্ষা করিবে না। বাক্য প্রমাণপরিনিষ্ঠিত জ্ঞানের প্রামাণ্য আপনা আপনি স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে অন্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। সেইজন্য মীমাংসাপরিশোধিত বা বিচারিত বেদার্থ-বিজ্ঞান স্বতঃ প্রমাণ। বিচারিত বেদবাক্য যে জ্ঞান প্রসব করে সে জ্ঞান অভ্রান্ত অর্থাৎ যথার্থ। লৌকিক বাক্যেও বিচারযোগ আবশ্যক; বিচারিত লৌকিক বাক্যও যথার্থজ্ঞানের জনক। প্রভেদ এই যে, লৌকিক বাক্য ঐহিক পদার্থ প্রতিপাদন করে, বুঝাইয়া দেয়, আর বৈদিক বাক্য ঐহিক পা[illegible]ক উভয়বিধ পদার্থ প্রতিপাদন করে, বুঝাইয়া দেয়।

অপিচ, বাল্যকাল হইতে শব্দ শ্রবণ, কার্য্য দর্শন, ব্যবহার পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ ও মনন করিতে করিতে মনুষ্য যথাকালে গিয়া শব্দরাশির বিচিত্র শক্তি অবগত হইতে পারে। শব্দে যে বিচিত্র অর্থপ্রত্যায়ক সামর্থ্য আছে, তাহা জ্ঞাত হওয়ার নাম ব্যুৎপত্তি *। ব্যুৎপত্তিমান্ পুরুষই বিচারের অধিকারী। ভ্রম,

* "ব্যুৎপন্নস্য বেদার্থপ্রতীতিঃ" "ত্রিভিঃ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ" [কাপিল সূত্র]। ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ জ্ঞানসংস্কার। স্থূল সূক্ষ্ম জ্ঞান সামান্যের ও জ্ঞান

প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব প্রভৃতি দোষ রহিত ব্যুৎপন্ন পুরুষ বিচারপূর্ব্বক যাহা বলেন, তাহা সত্য। সাংখ্যমতে বিচারিত বেদবাক্য এবং যোগী পুরুষের বাক্য * উভয়ই সত্যজ্ঞান প্রসব করে ও তাদৃশ বাক্যই আপ্তবাক্য। তদ্বিধ আপ্তবাক্য-

---

বিশেষের কারণকূট অনুভবে আবদ্ধ থাকা। এমন জ্ঞান অনেক আছে, যাহা ইন্দ্রিয়, যুক্তি ও উপদেশ দ্বারা জন্মে না, কেবল ব্যবহার প্রভাবে স্বতন্ত্ররূপে উৎপন্ন ও দৃঢ়সংস্কারে আবদ্ধ হয়। ব্যবহার সমুৎপন্ন জ্ঞানের কতকগুলি ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের মধ্যে, কতকগুলি ঔপদেশিক জ্ঞানের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। যেমন দূরত্বাদি জ্ঞান। দূরত্বাদি জ্ঞান স্বতন্ত্ররূপে জন্মিলেও তাহার স্বতন্ত্রতা বুদ্ধ্যারূঢ় হয় না। সে সকল জ্ঞানকে আমরা ঐন্দ্রিয়ক বলিয়াই জানি। ফলতঃ দূরত্ব, উচ্চৈস্ত্ব, নীচত্ব, এ সকল চক্ষুঃ কি অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, সুতরাং তৎসম্ভূতও নহে। অথচ আমরা মনে করি, "এত দূর" "এত উচ্চ" এ সকল যেন আমারা চক্ষে দেখিয়াছি। বস্তুতঃ ঐ সকল বিষয় চাক্ষুষ অধিকারের বহির্ভূত। উহা কেবল ইন্দ্রিয়ব্যবহারে উৎপন্ন হয় ও মানস-সংস্কারে অবস্থিতি করে। ব্যবহারাধীন জন্মে বলিয়া বালকদিগের "এত দূর" "এত উচ্চ" বোধ থাকে না। এই তথ্য নৈয়ায়িকগণ অপেক্ষাবুদ্ধিঘটিত করিয়া ব্যক্ত করেন ও চক্ষুঃসংযুক্তসমবেতত্বাদি সম্বন্ধের কল্পনা করেন। সঙ্কেতাদিব্যবহার সমুত্থ জ্ঞানও যৌক্তিক জ্ঞানে প্রবিষ্ট আছে। এ শব্দের এই শক্তি, এ সকল জ্ঞান ঔপদেশিক জ্ঞানে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। কপিল বলেন, আপ্তোপদেশ, বৃদ্ধ ব্যবহার ও জ্ঞাত-শব্দের সামানাধিকরণ্য, এই তিনটী মাত্র শব্দার্থ জ্ঞানের কারণ, এ ভিন্ন, চতুর্থ কারণ নাই। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, গ্রন্থ বিস্তৃতি ভয়ে সে সকল পরিত্যাগ করা গেল।

* সাঙ্খ্যপাতঞ্জলাদি শাস্ত্রের মত এই যে, যোগাভ্যাস করিতে করিতে মানবচিত্তে একপ্রকার সামর্থ্যের আবির্ভাব হয়। তদ্বলে তাঁহারা ত্রিকালদর্শী ও যথাভূত অর্থের জ্ঞাতা হন। যোগাভ্যাস দ্বারা অন্তঃকরণের রজ

সমুদয় ঔপদেশিক জ্ঞান সর্ব্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্তির উপায়। ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ, সংশয়, কোন প্রকার দোষ নাই।

শিশুকাল হইতে বাক্য শ্রবণ ও ব্যবহার দর্শন করিতে করিতে কালে বহুজ্ঞান সঞ্চিত হয়। আমরা যে জ্ঞানবৃদ্ধ হইবার আশা করি, তাহাও উপদেশের বা আপ্তবাক্যের প্রসাদাৎ। যদি চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে আর একমাত্র বাগ্ব্যবহারের অভাব হয়; তাহা হইলে মানব পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্টজ্ঞানী হইয়া পড়ে। যদি কোন লোক কাহাকে কিছু না বলে ও কোন লোক কাহার নিকট কিছু না শুনে তাহা হইলে চক্ষুঃ থাকিতেও অন্ধ; ইন্দ্রিয় থাকিতেও নিরিন্দ্রিয়। অধিক কি বলিব, বাক্যব্যবহার না থাকিলে আমাদের কোন জ্ঞানই সঞ্চিত, সমুৎপন্ন ও পরিষ্কৃত হইত না। বাক্‌শক্তি ও তজ্জাতভাষা না থাকাতেই পশুজাতি অজ্ঞানান্ধ। সদ্যঃ-প্রসূত বালককে যদি জনশূন্য অরণ্যে রাখা যায়, তাহা হইলে তাহার কিরূপ জ্ঞান-সঞ্চয় হয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। যদি এককালে সকল মনুষ্যই বাগিন্দ্রিয়বিহীন হয়, তাহা হইলে এ সংসারের দশা কি হয় তাহাও একবার ভাবিয়া দেখুন। যে কখন "অশ্ব" এই বাক্য শুনে নাই, কীদৃশ বস্তু 'অশ্ব' পদের অভিধেয় তাহা জানে নাই, সে অগৃহীতশব্দার্থসঙ্গতি নামে পরি-ভাষিত হয়। এই অগৃহীত-শব্দার্থ-সঙ্গতিক পুরুষের চক্ষুর

তমঃ অংশ অর্থাৎ জড়তা, অপ্রকাশ ও বিক্ষেপ প্রভৃতি দূরীভূত হয়। অনন্তর অন্তঃকরণ প্রকাশময় হইয়া উঠে। সেই কারণে তাঁহাদিগের নিকট কোন বস্তু অজ্ঞানাবৃত থাকে না।

উপর অশ্ব রাখিয়া দিলেও যতক্ষণ না কোন বিশ্বস্ত পুরুষ বলিয়া দিবে, এই অশ্ব, ততক্ষণ তাহার অশ্ব জানা হয় না। অশ্বলক্ষণ জানা না থাকিলে অশ্ব দেখিলেও অশ্ব জানা হইবে না। জন্মবধির মানব মূক অর্থাৎ বোবা হয়। কেন হয়? না সে সঙ্কেত-বাঁধা শব্দ (কথা বা ভাষা) শুনিতে পায় না। শুনিতে না পাওয়ায় সে উপদেশ পায় না. উপদেশ না পাওয়ায় তাহার পদার্থ চেনা হয় না। সেই কারণে সে বোবা হয়—বলিতেও বুঝিতে পারে না। বস্তু চেনে না বলিয়াই বোবা কহিতে পারে না। ইতিহাসে ব্যাঘ্রপালিত মনুষ্যের কথা শুনা যায়। ব্যাঘ্রপালিত মনুষ্য মানবীয় জ্ঞানে বঞ্চিত থাকে। সে জন্মাবধি মনুষ্য বাক্য শুনে নাই, মনুষ্যের ব্যবহার দেখে নাই, সেই কারণে সে মানবীয় জ্ঞানে বঞ্চিত। পদার্থ চিনিবার প্রধান উপায় বাক্য, বিশেষতঃ বিশ্বস্ত পুরুষের বাক্য। সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষের বিবেক জ্ঞান, বৈদান্তিক দিগের ব্রহ্মজ্ঞান, সমস্তই আপ্তবাক্যের উপর নির্ভর দেখিয়া ঋষিরা বিচারিত বেদ-বাক্যকে চক্ষুঃ অপেক্ষাও গুরুতর প্রমাণ মনে করিতেন। * সেই জন্যই ঋষিদের নিকট বেদের অত সম্মান। যোগীদিগের ও ঋষিদিগের বাক্যও বেদার্থানুযায়ী। বাক্য কি লৌকিক কি অলৌকিক, কি তাত্ত্বিক, কি অতাত্ত্বিক সমুদায় পদার্থের প্রকাশক।

---

* এই বিষয়টী শাস্ত্রে "যথা দৃষ্ট-গো-পিণ্ডস্যাপি অগৃহীতশব্দার্থসঙ্গতিকস্য ইয়ং গৌরিতি বাক্যমেবাঽজ্ঞাননুৎ ন চক্ষুস্তেন বিষয়ীকৃতেঽপি গোপিণ্ডে গো-বুভুৎসাঽনুবৃত্তেঃ" ইত্যাদি প্রকারে নির্ণীত হইয়াছে।

এতদূরে পরীক্ষাসন্দর্ভ সমাপ্ত হইল। এক্ষণে পরীক্ষিতব্য বলিবার জন্ম প্রস্তুত হওয়া যাউক।

পৃথিবীতে লৌকিক অলৌকিক যত পদার্থই থাকুক; সমুদায় পদার্থের ব্যবহারোপযোগী নাম আছে। মানুষ আদি সৃষ্টির সময় হইতে এ পর্য্যন্ত সেই সকল নাম শুনিয়া শুনিয়া শিখিতেছে, অন্য উপায়ে শিখিতেছে না। মানুষের বাক্‌শক্তি ও তজ্জাত ভাষা আছে, তাহাও উক্তপ্রণালীর অধীন। মানুষ আপনার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা উক্ত প্রণালীতে অন্য এক মনুষ্যে সঞ্চারিত করে এবং সে মনুষ্যও উক্ত প্রণালীতে বাক্‌শক্তি পায়, ভাষায় ও ভাষ্যে অভিজ্ঞ হয়। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সময়ে সময়ে চিন্তাশীল মহাপুরুষদিগের মনে উঠে, প্রথম মানুষ কাহার নিকট বাক্‌শক্তি পাইয়াছিল, কাহার নিকট সঙ্কেত-বাঁধা শব্দ (ভাষা) শুনিয়াছিল! অবশেষে স্থির করেন, বাক্‌শক্তি ও সঙ্কেত-বাঁধা শব্দ, যাহার অন্য নাম ভাষা, তাহা আদিশরীরী ব্রহ্মার আত্মায় আপনা আপনি আবির্ভূত হইয়াছিল। সেই স্বতঃপ্রাদুর্ভূত .. আকাশবাণীর ন্যায় বা দৈববাণীর ন্যায় আবির্ভূত শব্দ রাশি মনুষ্যভাষার মূল। সেই অনাদি নিধন অনন্ত শব্দরাশিই হিন্দুর বেদ। সেই সকল বেদ-শব্দ দেশভেদেও মানবীয় বাক্‌যন্ত্রের গঠনাদিভেদে বিকৃত হইয়া নানা আকারে পরিণত হইয়াছে। যতই ভাষা থাকুক, সকলের মূল বেদ। সৃষ্টি যদি অনাদি হয়, মনুষ্যের যদি আদি না থাকে, তাহা হইলে বেদও অনাদিহইবেক মনুষ্যের যদি আদি থাকে, তাহা হইলে যে মূলে আদিমনুষ্যের

প্রলয়াবসানসংক্ষুব্ধ নিস্তব্ধ নভস্তলে অনুকরণধ্বনিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। যাহাই হউক, খুব ভাবিয়া দেখিলে বর্ণশব্দের বা ভাষাশব্দের অনাদিনিধনতা দেদীপ্যমানরূপে প্রতীত হইবেক। সেই জন্তই বলা হইয়াছে, একমাত্র বেদই সত্য, প্রমাণ, এবং তজ্জনিত জ্ঞানও সত্য ও প্রমাণ।

জ্ঞান-বধ।

জ্ঞানের অনুৎপত্তি ও অল্পোৎপত্তি (আংশিক হানি) উভয়ই 'জ্ঞানবধ' শব্দের অভিধেয়। জ্ঞানবধ বলিলে বুঝিতে হইবে, স্থলবিশেষে জ্ঞানের অনুৎপত্তি ও স্থলবিশেষে আংশিক উৎপত্তি বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের অভাবে বা বিনাশে জ্ঞানের অনুৎপত্তি এবং তাহার বৈকল্যে জ্ঞানের অল্পোৎপত্তি বা আংশিক হানি হইতে দেখা যায়। চক্ষু না থাকিলে বা চক্ষু বিনষ্ট হইলে চাক্ষুষ জ্ঞান আদৌ জন্মে না এবং চক্ষু বিকৃত বা বিকল হইলে, বিকার বা বৈকল্য অনুসারে চাক্ষুষ জ্ঞানের অল্পোৎপত্তি ও হানি ঘটনা হয়। বিকার-অনুসারে অস্পষ্ট দর্শন, বিকৃতদর্শন ও বিপরীতদর্শন (একে আর দেখা) ঘটনা হইয়া থাকে। চক্ষুঃস্থ রূপবাহী শিরা প্রশিরা (স্নায়ু) একটী নহে। পদার্থগত পৃথক্ পৃথক্ রূপের (রং এর) প্রতিভাস মস্তিষ্কে প্রাপণার্থ পৃথক্ পৃথক্ স্নায়ু অবধারিত আছে। যাহার দ্বারা লাল প্রতিভাস মনের নিকট প্রাপিত হয় তাহার দ্বারা পীত প্রতিভাস প্রাপিত হয় না। যাহার রক্তরূপবাহী স্নায়ু

নাই, সে রক্তরূপ দেখে না। তাহা যাহার বিকৃত সে একে আর দেখে—রাঙা দেখিতে কাল দেখে। এরূপ লোক কখন কখন উদ্ভূত হয়। এরূপ লোক ইংরাজী ভাষায় (Colour blind) 'কলার ব্লাইণ্ড' অর্থাৎ "রং কাণা" নামে অভিহিত হন। ঠিক দেখিতে পায় না, একে আর দেখে, লাল রং-এ কাল রং দেখে, এরূপ লোক যে আছে, লোকে তাহা অল্পদিন বিদিত হইয়াছে, মধ্যে এ সকল অনুসন্ধান ছিল না। রংকাণা অপেক্ষা তালকাণা সুরকাণা লোক অধিক। অধিক কি বলিব, অনুসন্ধান করিলে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের গোচরে ভিন্ন ভিন্ন আকারের জ্ঞানবধ দেখিতে পাইবে। সকলে সমান দেখে না, সকলে সমান শুনে না, ঘ্রাণশক্তিও সকলের সমান নয়, স্বাদবোধও সকলের একরূপ নহে, স্মরণশক্তি প্রভৃতি মানস পদার্থও অল্পাধিক ও তীব্র অতীব্র হইতে দেখা যায়। সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, যে যে ইন্দ্রিয়ের বিনাশ বা বৈকল্য (অপূর্ণতা) হইবে, সেই সেই ইন্দ্রিয়ের গোচরে জ্ঞানবধ ঘটনা অনিবার্য্য। জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫, কর্ম্মেন্দ্রিয় ৫, অন্তকরণ ৩, সর্ব্বসমেত ১৩;—এতদনুসারে বধও ১৩। জ্ঞানবধ ও কর্ম্মবধ (ক্রিয়া শক্তির অভাব ও বা ত্রুটি) মিলিয়া ১৩ প্রকার বধ সাংখ্যশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। উক্ত দ্বিবিধ বধের অন্য নাম 'অশক্তি'। অর্থাৎ বুঝিবার ও করিবার অসামর্থ্য।

ইন্দ্রিয়বধনিবন্ধন যেমন যেমন জ্ঞান কর্ম্মের বধ ঘটনা হইবে, তেমনি তেমনি ঐন্দ্রিয়ক, যৌক্তিক ও ঔপদেশিক জ্ঞানেরও বধ উপস্থিত হইবে। ইন্দ্রিয়ের দোষে ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের, ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের ত্রুটিতে যৌক্তিক জ্ঞানের ও উভয়

জ্ঞানের ত্রুটিতে ঔপদংশিক জ্ঞানের ত্রুটি হইয়া থাকে। সেই জন্য সকলের সমান প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে না; সকলের সমান অনুমানশক্তি নাই এবং শাস্ত্রবাক্যও সকলে সমান বুঝে না।

বড়ই গোলযোগের কথা। সকলে সমান বুঝে না, অথচ বিশ্বাস-ব্যবহার অনাশ্বস্ত হয় না! বিশ্বাস ব্যবহার অনাশ্বস্ত হয় না কেন? ইহাই ঠিক, ইহাই সত্য, ইহাই বাস্তব, ইহাই অবধারিত, এ ব্যবহার কিসে চলে? আমি যাহা দেখিলাম, তাহা মিথ্যা; কিন্তু তুমি যাহা দেখিলে তাহা সত্য; এ সিদ্ধান্তে প্রমাণ কি? প্রমাণ আছে। স্বজাতীয়-সম্বলন বা বহুর ঐক্য। বহুর ঐক্য হইতে দর্শনগত সত্য মিথ্যার অবধারণ হয়। বহুলোকের দেখা ঐক্য হইলেই সত্য; এবং, এক জনের বিপরীত দর্শন অসত্য। আমিও রক্তবর্ণ দেখিলাম, তুমিও রক্তবর্ণ দেখিলে, আর এক জন আসিয়াও রক্তবর্ণ দেখিল, কেবল চতুর্থ ব্যক্তি তাহাতে কাল রং দেখিল। এই কাল দেখা মিথ্যা। হয় ত তাহার রক্তরূপবাহী শিরা বিকৃত আছে, তাই সে রাঙায় কাল দেখিয়াছে। সকল মনুষ্যই সূর্য্যমণ্ডলকে আলোকময় দেখে; কিন্তু পেচক অন্ধকার দেখে। পেচক অন্ধকার দেখে, তাই বলিয়া কি সূর্য্যমণ্ডলকে অন্ধকারময় অবধারণ করিবে? ইতিপূর্ব্বে আমরা যে প্রমাজ্ঞানের কথা বলিয়াছি, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য—যথার্থ জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞানেরই অন্য নাম প্রমা। প্রমা বা যথার্থজ্ঞান নির্ব্বাচন করিতে গেলে আশঙ্কা ও ঐ সকল নিদর্শন উপস্থিত হয় সত্য; পরন্তু সে সকল শঙ্কা নিবারণার্থ সজাতীয়-সম্বলন-প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে। আমরা এক প্রকার দেখি, পশুরা আর এক প্রকার

দেখে, পক্ষীরা হয় ত অন্যপ্রকার দেখে, এই বিজাতীয়সম্বলন অস্মদাদির অগ্রাহ্য। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান ও আমাদের সত্যমিথ্যা অবধারণে পশ্বাদিজীবের জ্ঞান বাদ দেওয়া আছে। আমরা আমাদেরই অধিকারে থাকি, অন্যের অধিকারে যাই না। "মনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছাস্ত্রস্য।" শাস্ত্রে যে যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, তাহা মানুষের জন্য। তাহাতে পশুর দর্শন বাদ আছে। অতএব, বহু মানুষ যাহা একরূপ দেখে, সেই একরূপই তাহার সত্যরূপ ও তৎপ্রকারেরর সত্য মিথ্যাই মনুষ্য জগতে প্রতিষ্ঠিত।

দেখিতেছি "বৃশ্চিকভিয়া আশীবিষমুখে পপাত"। বিছার ভয়ে সাপের মুখে পড়া ঘটনা হইল। বুদ্ধিবধ প্রসঙ্গে যথার্থ জ্ঞানের কথা বলিতে গিয়া মূল প্রতিপাদ্যের মূলচ্ছেদ করা হইল। শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য আত্মযাথার্থ্য-নিরূপণ, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ তাহারই মূলে কুঠারাঘাত করিল। বহু-লোকে যাহা একরূপ দেখে, তাহাই ঠিক ; নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয় যাহা বুঝাইয়া দেয়, তাহাই সত্য ; এ লক্ষণ শাস্ত্রোক্ত আত্মযাথার্থ্য-জ্ঞানে অব্যাপ্ত। শাস্ত্র বলেন,—আত্মা অস[illegible] ও চিৎস্বরূপ ; কিন্তু সকল লোকেই জানে ও অনুভব ক[illegible], আত্মা সুখাদ্যনু-সঙ্গী ও অহংরূপী। অর্থাৎ আমি ইত্যাকারে প্রথিত। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, দৈবাৎ কখন কোন এক লোক অনেক কষ্টে "আমি অসঙ্গ" এইরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিলে, সেই জ্ঞান ঠিক হইবে কি না। আবহমান কাল হইতে সকল লোকে আপনাকে যেরূপে অবগত হইয়া আসিতেছে, সেইরূপ অবগতি আজ্ ঠিক কি না! বলিতে কি, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ অনুসারে সর্ব্ববিদিত

আত্মজ্ঞানই সত্য হয়, কিন্তু কদাচিৎ কোন এক ব্যক্তির শাস্ত্রোক্ত আত্মজ্ঞান সত্য হওয়া দূরে থাকুক, বরং মিথ্যা বলিয়া গণ্য হওয়াই উচিত। কিন্তু মিথ্যা হওয়া কতদূর অসমঞ্জস ও ও কি পর্য্যন্ত ক্ষতিকর, তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই বুঝিতে সক্ষম। শাস্ত্র যে অসংখ্য লোকের সত্যজ্ঞান লোপ করিবে ও তাহা-দিগকে ভ্রমে নিক্ষেপ করিবে, মিথ্যাজ্ঞান জন্মাইয়া অকারণ কষ্ট দিবে, লোকও লোভে লোভে আশায় আশায় সে সকল স্বীকার করিবে, ইহা অল্প আক্ষেপের ও ক্ষতির কথা নহে। যদিও এ সকল কথার প্রত্যুত্তর পূর্ব্বে অর্থাৎ জ্ঞান-নির্বাচন-প্রস্তাবে প্রদত্ত হইয়াছে ও পরেও হইবে, তথাপি, এখানেও এ সম্বন্ধে অল্প কিছু বলা আবশ্যক।

মনুষ্যের আবহমান প্রচলিত স্বাভাবিক আত্মজ্ঞান যাহা আছে, তাহা স্থিরতররূপে অবস্থিত নহে। ইহাদের 'আমি-জ্ঞানের' অবলম্বনের বা বিষয়ের স্থৈর্য্য দেখা যায় না। ইহারা এক বার এই স্থূল দেহকে 'আমি' বলে, আরবার এতদ্দেহস্থ ইন্দ্রিয়দিগকে আমি বলে। এই মাত্র আমাকে 'আমি স্থূল, আমি কৃশ' বলিয়া জানিতেছি, মুহূর্ত্ত পরেই আবার হয় ত আমি আমাকে অন্ধ, পঙ্গু, বধির, বলিয়া জানিব। অতএব, মনুষ্যের আবহমানকাল প্রচলিত স্বাভাবিক আত্মজ্ঞান যাহা আছে তাহা অনবস্থিত; সেজন্য তাহা সংশয়িত ও বিপর্য্যস্ত। যাহা সংশয়িত বা বিপর্য্যস্ত—তাহা মিথ্যা। শাস্ত্রসমর্পিত জ্ঞান তাহার বিপরীত; সেজন্য তাহা সত্য। শাস্ত্রোক্ত আত্মজ্ঞান সমু-দয় শাস্ত্রজ্ঞের নিকট সমান। অর্থাৎ একরূপ ও অবাধিত। তাহাতে কি সংশয়, কি বিপর্য্যয়, দুয়ের কিছুই থাকে না।

সুতরাং তাহাই ঠিক ও অবশিষ্ট অঠিক। এ সম্বন্ধে আরও এক তত্ত্ব কথা আছে। আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান ঐন্দ্রিয়ক নহে। আত্মা ইন্দ্রিয়াধিকারের অতীত। ইন্দ্রিয়গণ কেবল বহির্বস্তুই দেখে, সর্ব্বান্তর আত্মবস্তু দেখে না। সেই কারণে আত্মা ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের গ্রাহ্য না হইয়া প্রাতিভ জ্ঞানের গ্রাহ্য হন। প্রাতিভ-জ্ঞান সত্ত্বগুণের যৎপরোনাস্তি বিকাশে আবির্ভূত হয়; সেজন্য তাহা নির্দ্দোষ ও সত্যগ্রাহী। প্রাতিভজ্ঞান কি তাহা বলিতেছি।

প্রাতিভ-জ্ঞান।

বুদ্ধির বিশেষ উন্মেষ দেখিলে, তাহাকে আমরা 'প্রতিভা' নামে খ্যাত করি। শীর্ষকোক্ত প্রাতিভ-জ্ঞান তাহার চরমোৎকর্ষ। এই জ্ঞান ঐন্দ্রিয়ক, যৌক্তিক ও ঔপদেশিক জ্ঞান হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়সংযোগাধীন জন্মলাভ করে, যে জ্ঞান হেতু দর্শনের অনন্তর আগমন করে, যে জ্ঞান বাক্য-শ্রবণে জন্মে, প্রাতিভ-জ্ঞান সে সকলের অতিরিক্ত। অথচ নিতান্ত অকারণোৎপন্ন নহে। বিশ্বাস সহকারে নিরন্তর অনুশীলন, ধ্যান ও অনুসন্ধান করিতে করিতে কাহার কাহার ঐ জ্ঞান শীঘ্র বা সহসা প্রাদুর্ভূত হয়, কাহার বা কিছু বিলম্বে উৎপন্ন হয়। বায়ুর দ্বারা শুষ্কতৃণপুঞ্জের নীচে অলক্ষ্যে অগ্নিকণা প্রবেশিত হইলে, কালে সেই তৃণপুঞ্জ যেমন দপ্ করিয়া জলিয়া উঠে, সেইরূপ, প্রাতিভ-জ্ঞানও ধ্যান-সহকৃত ঐন্দ্রিয়ক, যৌক্তিক ও ঔপদেশিক জ্ঞানরাশি হইতে। সেই সকল জ্ঞানের সারভূত জ্ঞানান্তর-রূপে প্রাদুর্ভূত হয়। ইহারই প্রাদুর্ভাবে তত্ত্বচিন্তকগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। ধাতু,

উপধাতু, প্রস্তর ও কাচ মলিন ও অমসৃণ অবস্থায় প্রতি-বিম্ব গ্রহণ করে না; কিন্তু পরিমার্জ্জনে নির্ম্মল ও মসৃণ (পলিশ) হইলে, কাচপ্রভৃতির কথা দূরে থাকুক, কাষ্ঠখণ্ডও প্রতিবিম্ব-গ্রহণ-সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, পুনঃ পুনঃ ধ্যানে ও একাগ্রতায় নির্ম্মলীকৃত হইলে চিত্তসত্ত্বে কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রাতিভ-জ্ঞান উদিত হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান, আধ্যাত্মিক চিন্তা, ধ্যান, মনন ও নিদিধ্যাসন, এ সকল সমান কথা। ঈদৃশ নিদিধ্যাসন চিত্তের পরিমার্জ্জক অথবা দাহক। ইহারই যথাযোগ্য আবৃত্তিতে বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানে (পরিমার্জ্জনে), বুদ্ধির অজ্ঞানাবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন সর্ব্বাবভাসক সত্ত্ব একান্ত নির্ম্মল হয়। সত্ত্ব নির্ম্মল হইলেই জ্ঞান-সার প্রতিভা সহসা উন্মিষিত হয়। এই প্রণা-লীর জ্ঞান লৌকিক পরীক্ষকদিগের প্রতিভা ও বুদ্ধ্যুন্মেষ নামে খ্যাত। ইহাই যোগীদিগের যোগজ ধর্ম্ম ও যোগিপ্রত্যক্ষ। এই প্রণালীর সত্য জ্ঞান পৌরাণিক দিগের দিব্যজ্ঞান, বৌদ্ধ দিগের মনুষ্যোত্তরিধর্ম্মসাক্ষাৎকার ও দার্শনিক পণ্ডিতদিগের অলৌকিক প্রত্যক্ষ। যে প্রক্রিয়ায় লৌকিক পরীক্ষক দিগের প্রতিভোন্মেষ হয়, প্রায় সেই প্রক্রিয়াতেই গীতনিপুণদিগের রাগ-স্বর-তাল-মূর্চ্ছনাদি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এবং তাহারই অনুরূপ প্রক্রিয়ায় যোগী দিগের ও জ্ঞানী দিগের আত্মজ্ঞান উদিত হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত ইহলোকে যে কিছু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, সমুদায়ই প্রাতিভ-জ্ঞানের প্রসাদাৎ। গ্যালিলিওর পার্থিব-গতি-জ্ঞান ও নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ জ্ঞান যদি সত্য সত্যই নূতন হয়, তবে, উক্ত দুই

জ্ঞানকেও প্রাতিভ-জ্ঞান বলিতে পার। এ দেশের প্রাচীন ঋষিরা এই জ্ঞান অর্জন করিয়া বিশ্বমণ্ডল করামলকবৎ দেখিতেন ও প্রাচীন যোগী পতঞ্জলি মুনি "প্রাতিভাৎ বা সর্ব্বম্।" [বিজ্ঞানাতি যোগী] এই সূত্রে উহার প্রভাব বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

সৎকার্য্যবাদ। *

"নাঽসদুৎপাদোনৃশৃঙ্গবৎ।"

[কপিল-সূত্র।

সংক্ষেপে প্রমাণ-পরীক্ষা † সমাপ্ত করা হইয়াছে। অতঃপর

---

* "যৎ অস্তীতি প্রতীতিবিষয়ং তৎ সৎ।" যাহা আছে বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহার নাম সৎ। 'আছে' এই জ্ঞান প্রমাণ হওয়া আবশ্যক। সৎ ও সত্য তুল্য কথা। সদ্বিপরীতের নাম অসৎ বা অসত্য। যাহার রূপ নাই, আখ্যা নাই, যে নিজেও নাই, তাহার নাম অভাব ও অসত্য। যথা—নরশৃঙ্গ, শশ-বিষাণ, বন্ধ্যাপুত্র, ইত্যাদি।

† পূর্ব্বে তিনটী মাত্র প্রমাণের কথা বলা হইয়াছে। যদিও মতবিশেষে অধিক প্রমাণের উল্লেখ আছে, তথাপি তাহা উল্লেখ মাত্র। সাংখ্যমতে "ন ন্যূনং নাতিরিক্তম্" তিনের অতিরিক্ত বা ন্যূন প্রমাণ নাই। অলৌকিক আত্মবিজ্ঞান বা যোগিপ্রত্যক্ষ যদিও অসাধারণ ফল প্রসব করে, তথাপি তাহা কথিত প্রমাণত্রয় হইতে ভিন্ন নহে। যোগীরা যোগ বলে, শিল্পীরা যন্ত্র বলে, অতিদূরস্থ বস্তুকে নিকটস্থের ন্যায় দেখেন। পরমাণু বা তত্তুল্য সূক্ষ্ম বস্তুকে স্থূলবৎ প্রত্যক্ষ করেন। এ কথা মিথ্যা নহে; প্রত্যুত সত্য; পরন্তু তদ্বিধ দর্শনের উপায়ীভূত যোগ ও যন্ত্র, উভয়ের কেহই প্রমাণ নহে। তাহারা প্রমাণের সাধক বা সহায়। যোগ ও যন্ত্র ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইলে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধিই করে, অন্য কিছু করে না। এই তথ্য সাংখ্যাদি

প্রমেয় [প্রমাণের বিষয়] পরীক্ষা। বলা বাহুল্য যে, প্রমেয় * অসংখ্য। সেজন্য মাত্র কতিপয় প্রধান প্রমেয় বর্ণিত হইবে। প্রমেয় বলিবার পূর্ব্বে সৎকার্য্যবাদ বর্ণন প্রয়োজনীয়। কারণ সৎকার্য্যবাদই সাংখ্যশাস্ত্রের প্রমেয়পরীক্ষার ভিত্তি।

সাংখ্যমতে তাত্ত্বিক প্রমেয় [প্রামাণের বিষয়ীভূত তত্ত্ব] পঞ্চবিংশতির অতিরিক্ত নহে। যদ্যপি পশু, পক্ষী, মনুষ্য, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা,—ঘট, পট, গৃহ, কুড্য, প্রভৃতি

শাস্ত্রে "স্বচ্ছপ্রসাদস্বাভাব্যাৎ কাচাদীনাং চক্ষুষোঽবাধকত্বং দৃষ্টম্।" ইত্যাদি ক্রমে কথিত হইয়াছে।

অপিচ, যোগ ও যন্ত্র, উভয়ের মধ্যে অপর এক প্রভেদ আছে। যন্ত্র কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি করে, কিন্তু যোগ অন্তরিন্দ্রিয়েরও শক্তি বৃদ্ধি করে। যন্ত্র সূক্ষ্মবস্তুর শরীরে স্থূলত্ব ভ্রম না জন্মাইয়া চক্ষুর্গোচরে নীত করে না, দূরস্থ বস্তুকে নিকটস্থের ন্যায় ভ্রম না জন্মাইয়া প্রত্যক্ষে উপনীত করিতে পারে না; কিন্তু যোগ তাহা পারে। যোগের তাদৃশী শক্তি আছে কি না তাহা অস্মদাদির অনুপদেশ্য। তবে বুদ্ধ্যারোহ করিবার নিমিত্ত যে কিছু যুক্তি আছে তাহা পাতঞ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে।

আর এক কথা। ভারত যুদ্ধের সময় ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিয়াছিলেন। লিখিত আছে, সঞ্জয় তদ্দ্বারা দূরস্থ যুদ্ধকাণ্ড নিকটস্থের ন্যায় অবলোকন করিয়া তদ্বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রের গোচর করিতেন। "নিকটস্থের ন্যায়" এই বাক্‌ভঙ্গীর দ্বারা বোধ হয়, ঐ দিব্য চক্ষুঃ কোন প্রকার যোগ অথবা যন্ত্র। কেহ কেহ দিব্য চক্ষুর স্থানে চশমা বলিতে ইচ্ছুক।

* প্রমা শব্দের অর্থ যথার্থ জ্ঞান। সেই যথার্থ জ্ঞান যে যে বস্তু অবগাহন করে সেই সেই বস্তুই প্রমেয়। এতাবতা বস্তু, পদার্থ, প্রমেয়, এই সমস্ত নাম একই অর্থের পরিচায়ক। ব্যবহারিক প্রমা এবং ব্যবহারিক প্রমেয় ব্যবহার কালেই উপযুক্ত, কিন্তু তাত্ত্বিক প্রমা ও তাত্ত্বিক প্রমেয় তত্ত্বজ্ঞানের উপযুক্ত।

সমস্ত পদার্থই প্রমেয় এবং আধ্যাত্মিক মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও জীব প্রভৃতিও প্রমেয়; তথাপি, ঐ সকলের অধিকাংশই ব্যবহারিক প্রমেয়, তাত্ত্বিক প্রমেয় নহে। তাত্ত্বিক প্রমেয় কি তাহা বলি। যাহা তত্ত্ব অর্থাৎ কোন মৌলিক পদার্থ বলিয়া প্রমাজ্ঞানের বিষয় হয় তাহাই তাত্ত্বিক প্রমেয়। একই মৃত্তিকার বিকার ঘট, শরাব ও উদঞ্চন প্রভৃতি নানা নামে ব্যবহৃত হইলেও তাহা যেমন মৃত্তিকা হইতে তত্ত্বান্তর নহে, তেমনি, আন্তর ও বাহ্য পদার্থের ব্যবহার দশায় অসংখ্যতা দৃষ্ট হইলেও সে সকলের তত্ত্ব বা মূল অসংখ্য নহে। পদার্থ সকল ব্যবহার কালে একবিধ; পরন্তু তাহার তত্ত্ব অন্যবিধ।

কাহার মতে জগতের মূল তত্ত্ব এক অর্থাৎ ব্রহ্ম। কাহার মতে দুই অর্থাৎ প্রকৃতি আর পুরুষ। কাহার কাহার মতে জগতের তত্ত্ব অন্যবিধ। যতই মত থাকুক না, ব্যবহারের সম-সংখ্যক তত্ত্ব কোন মতে স্বীকৃত নাই। ব্যবহারের কাল্পনিকতা ও মূলের তাত্ত্বিকতা সকল মতেই বর্ণিত আছে। ব্যবহারিক পদা-র্থের অসত্যভাব দেখাইবার নিমিত্ত ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে একটী আখ্যায়িকা অভিহিত হইয়াছে। আখ্যায়িকার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এই—"পুরা কালে উদ্দালক নামে এক ঋষি শ্বেতকেতু নামক আপন পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞ করিবার নিমিত্ত গুরুসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্বেতকেতু কিছু কাল পরে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে, উদ্দালক তাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে কি না বুঝিবার অভিপ্রায়ে তাহার মুখ-জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, শ্বেতকেতুর তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই, তদীয় অন্তঃকরণ কেবল বিদ্যাভিমানে

পরিপূর্ণ হইয়াছে। বুঝিলেন, শ্বেতকেতু তত্ত্বজ্ঞ হইয়া আইসে নাই, একটী বিচারমল্ল হইয়া আসিয়াছে। উদ্দালক ইহাতে বিশেষ দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন, এখন ইহাকে উপদেশ দেওয়া বৃথা। যে জিজ্ঞাসু নহে, যে নিজের জ্ঞানে সংশয়িত নহে, তাহাকে উপদেশ দেওয়া বৃথা। যদি কোনও প্রকারে ইহাকে ইহার নিজের অজ্ঞতা অনুভব করান যায়, তাহা হইলে ইহার বর্ত্তমান অজ্ঞান উপদেশ দ্বারা উপশান্ত হইতে পারে। উদ্দালক মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস শ্বেতকেতু! তুমি সমস্ত শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছ। কিন্তু এমন কোন পদার্থ জানিয়াছ যে যাহা জানিলে সমস্তই জানা হয়?"

শ্বেতকেতু বলিলেন, "তাহা কিরূপে সম্ভবে?"

উদ্দালক বলিলেন, একটী মৃণ্ময় বস্তুর মূল জানিলে যেমন সমস্ত মৃণ্ময় বস্তু জানা হয়, একটী নখনিকৃন্তনের তত্ত্ব জ্ঞাত হইলে যেমন সমুদয় কার্ষ্ণায়স (ইস্পাত) জানা হয়, একটী কুণ্ডলের প্রকৃতি জানিলে যেমন সমুদায় হিরণ্ময় বস্তু জানা হয়, তেমনি, এই জগতের মূল বা উপাদান জানিলে সমুদায় তদুপাদেয় বিশ্ব জানা হয়। উদ্দালকের এবম্বিধ উপদেশে শ্বেতকেতুর নিজ জ্ঞানশক্তির প্রতি সংশয় জন্মিল। তখন তাহার বিশ্ব-উপান জানিবার ইচ্ছা হইল। অনন্তর উদ্দালক তর্কসচিব উপদেশ দ্বারা তদীয় মনে বিশ্ববীজ প্রকৃতির তত্ত্ব সঞ্চারিত করিতে পারিলন।

অতএব, ব্যবহার কালে ঘটশরাবাদির পার্থক্য অনুভূত হইলেও তাহা তাত্ত্বিক জ্ঞানে অসত্য। "বাচারম্ভণং বিকারো

নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্” বিকার সকল বাক্যস্থষ্ট অর্থাৎ কথামাত্র। নামের পারমার্থিকতা নাই। যাহা মূল তাহাই পরমার্থ। ঘট, শরাব, উদঞ্চন, এ সকল নাম মাত্র, মৃত্তিকাই ঐ সকলের তত্ত্ব। এ অভিপ্রায় কেবল উদ্দালকের নহে, সাংখ্যাচার্য্যদিগেরও বটে। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন, কার্য্যকারণভাব অবলম্বন করিয়া জগতের মূলতত্ত্বে উপনীত হও। তাহা হইলে আপনার ও জগতের অনারোপিত রূপ বুঝিতে পারিবে। জগৎ ও আত্মা এই দুই পদার্থের তত্ত্ব বা অনারোপিত রূপ জ্ঞাত হইতে পারিলেই কৃতার্থ হইবে।

দার্শনিকদিগের কথাগুলি শুনিতে যেমন, বুঝিতে তেমন নহে। অথবা বুঝিতে যেমন, পরীক্ষা করিতে তেমন নহে সাংখ্যকার বলিলেন, কার্য্যকারণভাব অবলম্বন করিয়া মূল তত্ত্বে উপনীত হও। কিন্তু মূলতত্ত্বে গমন করিবার পরিষ্কৃত পথ কৈ? জগতের ভাব, গতি, সংস্থান ও কার্য্যকারণভাব এমনি বিচিত্র ও এমনি দুর্বিজ্ঞেয় যে, নিম্নশ্রেণীর কার্য্য-কারণ-ভাব স্থির করাও কঠিন। আবার মনুষ্য মনের সহিত এই জগতের এমনি বক্র সম্বন্ধ ও এমনি প্রতার্য্যপ্রতারকতা আছে যে একটা সামান্য কার্য্যকারণভাব গড়িতে ও দেখিতে গেলে মত-ভেদ উপস্থিত হইয়া সংশয়সাগরে নিমগ্ন ও বিমোহিত করে। অনুকরণ-ধ্বনির প্রতি মনোনিবেশ করিলে সেই ধ্বনিকে যখন যেরূপ ভাবা যায় তখন সেই রূপই বোধ হয় [ঢেঁকির কচ্‌কচির মত]। জগতের ও আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেও ঠিক সেইরূপ হয়। না হইবে কেন? জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহার দুইটী একরূপ পাওয়া যায়। প্রজ্ঞা

[illegible]ত্যেক ব্যক্তিতেই আছে সত্য পরন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিতেই [illegible]ভিন্ন। যাহার যেমন প্রজ্ঞা সে তদনুরূপ সিদ্ধান্তে উপ-[illegible]ত হয়। বহু লোকে বহু প্রকার সিদ্ধান্ত করিবে, তন্মধ্যে [illegible]কার সিদ্ধান্ত ঠিক্ তাহা কে বলিতে পারে? সাংখ্য বলেন, [illegible]া শাস্ত্রসংস্কৃত আত্মার প্রিয় তাহাই ঠিক্। সেই সিদ্ধান্তই [illegible] প্রসব করে, অপর সিদ্ধান্ত কল্যাণকামী পুরুষের অগ্রাহ্য।

উৎপত্তিঘটিত কার্য্যকারণ ভাব লইয়া অনেক গুলি মত [illegible]াছে। কিন্তু যে সমস্ত মত অত্রৈকালিক, শাস্ত্রচর্চ্চা সংস্কৃত [illegible]াত্মার ও সৎপুরুষের অপ্রিয়, সে সকল অসৎ। এক মত [illegible]াছে, "অসতঃ সজ্জায়তে।" অবিদ্যমান বা অভাব (না থাকা) [illegible]ইতে সতের জন্ম হয়। এই মতের নাম অসৎকার্য্যবাদ। *

আর এক মত আছে "একস্য সতো বিবর্ত্তঃ কার্য্যজাতং ন [illegible]স্তু সৎ" মূলে এক মাত্র সদ্বস্তু ছিল। এই দৃশ্যমান জগৎ [illegible]ন্নিষ্ঠ মায়াশক্তির প্রতিভাস। এই মতের নাম বিবর্ত্তবাদ [illegible]বং এই মতে জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য।

অন্য এক মত আছে "সতোঽসজ্জায়তে" পরমাণু প্রভৃতি [illegible]সৎপদার্থ হইতে অসৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না এরূপ [illegible]দ্ব্যণুকাদি উৎপন্ন হয়। ইহারই নাম অভাবোৎপত্তিবাদ।

---

* ইহা বৌদ্ধ সম্মত। এতদ্ভিন্ন নাস্তিক বিশেষের মতে অসৎ অর্থাৎ নাম রূপ আখ্যা বিবর্জ্জিত (যাহা কিছুই নহে এরূপ) কারণ হইতে তত্তুল্য জগৎ জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, এখনও নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না। মধ্যে কেবল কতকগুলি মিথ্যার বিজৃম্ভণ দেখা যায়। এই মতে ঈশ্বর নাই, পরকালও নাই।

আর এক মত আছে, "সতঃ সজ্জায়ত-এব" সদ্বস্তু হই সদ্বস্তুই উৎপন্ন হয়। যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা উৎ হইবার পূর্ব্বেও ছিল—কারণদ্রব্যে ছিল। ইহাই সাংখে সৎকার্য্যবাদ। সাংখ্যপ্রণেতা কপিল এই মতের অত্যন্ত প পাতী। মহর্ষি কপিল যুক্তিসহকারে দেখাইয়াছেন, "পূ পূর্ব্ব মত গুলি নিতান্ত সদোষ, অস্বাভাবিক, অত্রৈকালি সংস্কৃত আত্মার অপ্রিয়; সুতরাং অসৎ ও অগ্রাহ্য। যা জন্মিবে তাহা উৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণের মধ্যে লুক্কায়ি থাকে, এই সত্য কল্যাণকামী পুরুষের অবশ্য গ্রহণীয়।

বলিতে পার যে, যাহা জন্মিবে পূর্ব্বে তাহা কোথায় থাকে। প্রত্যুত্তর এই যে, তাহা কারণদ্রব্যে লুক্কায়িত থাকে। ইহাতে যুক্তি কি? অভিনব উৎপত্তিতে আপত্তিই বা কি?

অভিনব উৎপত্তি পক্ষে আপত্তি—প্রথমতঃ সিদ্ধসাধন অর্থাৎ যাহা আছে তাহার আবার উৎপত্তি কি? "ছিল না হইল" এমন হইলেই উৎপত্তি শব্দের প্রয়োগ সাধু হইতে পারে। থাকিলে তাহার নিমিত্ত যত্ন ও আয়াস প্রযুক্ত হইবে কেন? কারণ-দ্রব্যই বা কি করিবে?

প্রত্যুত্তর—সৎকার্য্য পক্ষেও যত্নের প্রয়োজন আছে। লুক্কায়িত অর্থাৎ শক্তিরূপে অবস্থিত অব্যক্ত কার্য্যকে ব্যক্ত করাই যত্নের ও আয়াসের ফল। অনভিব্যক্ত কার্য্য ব্যবহারের অনুপযোগী সুতরাং তাহা থাকা না থাকা সমান। মৃৎপিণ্ডে ঘ থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তি ব্যতীত জলাহরণ সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং অভিব্যক্তির নিমিত্ত তাহাতে কারণসংযোগ আবশ্যক। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সদ্ভাব থাকিলেও যখন

ার অভিব্যক্তি প্রয়োজনীয় : তখন আর কার্য্যপ্রবৃত্তির াতাদির আপত্তি হইতে পারে না এবং আয়াসের বৈফল্য ও স্থান পায় না। কার্য্যের অনাগতাবস্থা বা কারণ-পারের পূর্ব্বাবস্থা অথবা অব্যক্ত অবস্থার নাম অনুৎপত্তি। মানাবস্থা বা ব্যক্তাবস্থার নাম উৎপত্তি। আর, অতীতাবস্থা কারণপ্রবেশাবস্থা বিনাশ। এইরূপ উৎপত্তি, অনুৎপত্তি, তি ও বিনাশ ব্যতীত অন্যরূপ উৎপত্তি, অনুৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ নাই।

যাহাতে যাহা নাই বা থাকে না তাহা হইতে তাহা কদাচ য় না। শত সহস্র শিল্পী একত্রিত হইলেও নীলকে পীত করিতে ারে না। অসংখ্য উপায় অবলম্বন করিলেও এবং চিরকাল পীড়ন করিলেও কেহ বালুকা হইতে তৈল নিষ্কাশ করিতে রিবেন না। পীত ও স্নেহ নীলে ও বালুকায় না থাকায় দ্বয় তদ্দ্বয় হইতে আবির্ভূত হয় না। অতএব, যে কার্য্য যে উপাদানে লুক্কায়িত থাকে, শক্তিরূপে নিহিত থাকে, সেই কার্য্যই সেই উপাদান হইতে হয়, কার্য্যান্তর হয় না। হইলে যে-সে দ্রব্যে যে-সে বিকার জন্মিত। তাহা যখন হয় না, জন্মে না, যখন বিশেষ বিশেষ কার্য্য বিশেষ বিশেষ উপাদান হইতেই হয়, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, কার্য্য মাত্রেই স্বীয় স্বীয় কারণে শক্তিরূপে থাকে, পরে তাহা কর্ত্তার ব্যাপারে প্রকট প্রাপ্ত হয়। ইহাই কপিলের সৎকার্য্য বাদ। কপিল মুনি এই সৎকার্য্য বাদের অনুকূলে অনেক প্রকার যুক্তি দেখাইয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে সে সকল পরিত্যাগ করিলাম। *

---

* "ত্রিবিধবিরোধাপত্তেশ্চ" "নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ" "উপাদাননিয়মাৎ"

সাংখ্যমতে কার্য্য দ্বিবিধ। অভিব্যজ্যমান ও উৎপদ্যমান। ধান্য হইতে তণ্ডুল, গো হইতে দুগ্ধ,—ইত্যাদি প্রকার কার্য্য অভিব্যজ্যমান। বীজ হইতে অঙ্কুর, ভুক্তান্ন হইতে রসরক্তাদি, ইত্যাদিবিধ কার্য্য উৎপদ্যমান। দ্বিবিধ কার্য্যই শক্তিরূপে স্বীয় কারণে অবস্থান করে। উপযুক্ত উপায় দ্বারা তাহা স্বীয় স্বীয় আকারে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। সেই প্রকাশ কোথাও অভিব্যক্তি; কোথাও বা উৎপত্তি নামে অভিহিত হয়।

কার্য্য-শক্তির জ্ঞান কাহার বা কার্য্য-নিষ্পত্তির অনন্তর জন্মে, কাহার বা পূর্ব্বেই জন্মে। "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ"। পরে জন্মে জড়বুদ্ধি মনুষ্যের, পূর্ব্বে জন্মে পরীক্ষক মনুষ্যের। সেই জন্যই পরীক্ষক পুরুষেরা কার্য্যোন্নতি করিতে পারেন, জড়বুদ্ধিরা পারেন না।

সাংখ্যমতে কারণ দুই প্রকার। এক প্রকারের নাম

"সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাঽসম্ভবাৎ" "শক্তস্য শক্যকরণাৎ" "কারণভাবাচ্চ" "নাভিব্যক্তিনিবন্ধনৌ ব্যবহারাঽব্যবহারৌ" "নাশঃ কারণলয়ঃ" এই সকল কপিল সূত্রের মর্ম্ম লইয়া ইহা লিখিত হইল। বস্তুতঃ মৃত্তিকা যদি ঘটশক্তি না থাকিত তাহা হইলে কদাচ মৃত্তিকার দ্বারা ঘট প্রস্তুত করা যাইত না। মৃত্তিকায় ঘট জন্মাইবার শক্তি আছে বলিয়াই মৃত্তিকায় ঘট জন্মে এবং লোকেও ঘট গড়িবার জন্য মৃত্তিকা গ্রহণ করে। যাহারা জানে, মৃত্তিকা ঘট জন্মায় না, কদাচ তাহারা ঘট গড়িবার জন্য মৃত্তিকা গ্রহণ করে না। এ সকল দেখিয়া বুঝা উচিত যে প্রকৃতিতে যদি জগৎ-রচনা শক্তি না থাকিত তাহা হইলে কদাচ প্রকৃতি জগৎ রচনা করিতে পারিত না। প্রকৃতিতে জগৎ শক্তি আছে বলিয়াই প্রকৃতি জগৎ জন্মায়। সাঙ্খ্য যে পরে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব লোপ করিবেন, এই স্থানেই তাহার সূত্রপাত।

নিমিত্ত কারণ, অন্য প্রকারের নাম উপাদান কারণ। * কারণ শব্দের সাধারণ অর্থ এই যে, "যেন বিনা যৎ ন ভবতি তৎ তস্য কারণম্"। অর্থাৎ যাহা ব্যতীত যাহা আত্মলাভ করে না, সে তাহার কারণ। এ লক্ষণ অনুসারে নানা পদার্থ কারণ সংজ্ঞা পাইতে পারে সত্য; পরন্তু তন্মধ্যে কতকগুলি কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অধিকরণ ও সম্প্রদান প্রভৃতি নামে পর্য্যাপ্ত হইয়া যায় এবং অপর একটী অপাদান আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই অপাদান সাংখ্যভাষায় উপাদান ও ন্যায়ভাষায় সমবায়ী নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু কিছু প্রভেদ আছে। উপাদান কারণের সহিত নিমিত্ত কারণের প্রভেদ এই যে, প্রত্যেক জায়মান কার্য্যে উপাদানের অনুবর্ত্তন থাকে, কিন্তু নিমিত্তের অনুবর্ত্তন থাকে না। ঘটের উপাদান মৃত্তিকা এবং নিমিত্ত দণ্ড, চক্র, সলিল ও সূত্র প্রভৃতি। বলয়াদি কার্য্যের উপাদান সুবর্ণ, তাহার নিমিত্ত সন্দংশ ও ভস্ত্রা প্রভৃতি। সন্দংশ=সাড়াশী, ভস্ত্রা=যাঁতা। ঘটে মৃত্তিকা থাকে কিন্তু নিমিত্ত-কারণের সংস্রব থাকে না।

* কারণ-জ্ঞানে ব্যুৎপন্ন হওয়া সুকঠিন। কোন কার্য্য উৎপন্ন হইলে তাহার কারণ অবধারণ করা বরং সহজ কিন্তু ভবিষ্যৎ কার্য্যের কারণ অবধারণ করা সহজ নহে। তাহা বড় কঠিন। সুনিপুণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিরা পারেন, যুক্তি-কুশল ধ্যান-পারগ ব্যক্তিও কথঞ্চিৎ পারেন।

কার্য্যের কারণ নির্ণয় কালে অন্বয় ও ব্যতিরেক, উভয় পথই অবলম্বন করিতে হয়। কোন্‌টী থাকাতে কার্য্যটী জন্মিয়াছে তাহা দেখিতে হইবে এবং কোনটী না থাকিলে তাহা হইত না তাহাও দেখিতে হইবে। "যাহা না থাকিলে হইত না" এই অংশটী নিকট সম্বন্ধ অনুসারে গ্রহণ করিতে হইবে। নচেৎ কুম্ভকারের পিতামহ না থাকিলে ঘট হইত না, এই আপত্তিতে কুম্ভকারপিতামহকে ঘট-কারণ বলা ন্যায্য হইবে না।

কেননা, নিমিত্ত কারণ কেবল সম্বন্ধের দ্বারা কার্য্য জন্মাইয়া কৃতার্থ হয় সেইজন্য আর তাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে না। ফল কথা এই যে, যে দ্রব্যের গাত্রে কার্য্য জন্মে বা যে দ্রব্য বিকৃত হইয়া কার্য্য জন্মায়, সেই দ্রব্য উপাদান। কারণে যে কার্য্যশক্তি থাকে, তাহা উপাদান কারণেই থাকে, নিমিত্ত কারণে নহে।

সাঙ্খ্যমতে জগতের উপাদান প্রকৃতি। প্রকৃতিতে অনন্ত ও অপ্রমেয় কার্য্য-জনন-শক্তি ছিল অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিতান্ত সূক্ষ্ম বীজরূপে লুক্কায়িত ছিল, তাই তাহা অভিব্যক্ত হইয়া এই বিচিত্র জগৎ জন্মাইয়াছে। প্রকৃতি কি? কি প্রকারে তাহা হইতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জন্মিয়াছে? এ সকল কথা দ্বিতীয় ভাগে বিবৃত হইবে।

সাঙ্খ্য-দর্শন।

দ্বিতীয় ভাগ।

তত্ত্বসঙ্কলন।

প্রথম ভাগে প্রমাণ, প্রমাণের সংখ্যা ও তৎপ্রসঙ্গপ্রাপ্ত অনেক কথা বলা হইয়াছে। সম্প্রতি প্রমেয় তত্ত্বে হস্তার্পণ করিতে হইবে। প্রমেয় তত্ত্ব বলিতে গেলে প্রথমতঃ তত্ত্ব সমুদায়ের একটী স্থূল সঙ্কলন ও জগতের একটী উৎপত্তি-ঘটিত সামান্য ছবি প্রদর্শন করা আবশ্যক হয়।

একদা এক ঋষি দর্শন ও পুরাণ রচয়িতা ঋষি দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইঁহারা জগৎ গড়া পণ্ডিত। ঈশ্বর জগৎ-নির্ম্মাণ করুন বা না করুন ইঁহারা করেন।" কথাটা উপেক্ষণীয় নহে। সত্য সত্যই দেখা যায়, যিনি যখন লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই তখন জগৎ গড়িয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ রোগ সকল দেশের লোকেরই আছে।

উপরোক্ত কথা যাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হইয়াছে তিনি বোধ হয় জৈমিনি মতের ব্যক্তি। কারণ, একমাত্র জৈমিনি মুনি জগতের উৎপত্তি অস্বীকার করেন। জৈমিনির মতে

জগতের সার্ব্বাত্মিক উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। জৈমিনি বলেন, "ন কদাচিদনীদৃশম্" জগৎ এখন যে অবস্থায় ও যে নিয়মে চলিতেছে. পূর্ব্বেও এই নিয়মে চলিয়া আসিয়াছে এতদপেক্ষা কোন নূতনবিধ অবস্থা বা ঘটনা জগতের সম্বন্ধে ঘটিয়াছিল কি না, তাহা বলা যায় না। এখন যেমন আমরা এক বৃক্ষের অভাব, অন্য বৃক্ষের উদ্ভব,—এক জীবের মৃত্যু অপর জীবের জন্ম,—এক পদার্থের ধ্বংস, অপর পদার্থের উৎপত্তি,—এক প্রদেশের উদয়, অপর প্রদেশের বিলয় প্রত্যক্ষ করিতেছি; এইরূপ, অনাদি অতীত কালের লোকেরাও দেখিয়াছিলেন এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ কালের লোকেরাও দেখিবেন। সর্ব্বধ্বংসরূপ মহাপ্রলয় কস্মিন্ কালে হয় নাই, হইবেও না।* ঈদৃশ প্রকাণ্ড ও অনন্ত বিশ্বের যে এক সময়ে নামগন্ধও ছিল না, অকস্মাৎ উৎপত্তি হইয়াছে, এ কথা প্রামাণাসহ স্মৃতরাং অসম্ভব। শাস্ত্রে যে মহাপ্রলয় বর্ণিত আছে তাহা প্রকৃত মহাপ্রলয় নহে। তাহা খণ্ড প্রলয়।

জৈমিনেয় দিগের মতে জগতের গতি যেরূপ হয় হউক, কিন্তু আর আর ঋষিদিগের মতে জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। আমরা যাঁহার মত প্রকাশ করিতেছি, তাঁহার মতেও জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। স্মৃতরাং তদীয় মতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, কি প্রকারে ও কি কৌশলে, কাহার শক্তিতে হয় বা হইয়াছে, তাহা আমরা

* এ সম্বন্ধে নব্য ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞানবাদী দিগের সহিত বিশেষ ঐকমত্য দেখা যায়। ইহাদিগকে Materialists বলে। ইহাদের কথা তদ্দেশীয়দিগের নিকট নূতন হইলেও এতদ্দেশীয় দিগের নিকট নহে।

অল্প কথায় পাঠকগণের গোচর করিব। স্থূলতঃ কতিসংখ্যক তত্ত্বের দ্বারা (কারণ-দ্রব্যের দ্বারা) এই প্রকাণ্ড জগৎ জন্ম লাভ করিয়াছে, কোন্ তত্ত্ব হইতে কোন্ তত্ত্বের জন্ম হইয়াছে; এ সকল দৃশ্যের আদিকারণ কি, এই অংশত্রয় মাত্র বলিব, অন্য কিছু বলিব না। নদ, নদী, সাগর, শৈল, লতা ও গুল্ম প্রভৃতি কি কৌশলে, কাহার শক্তিতে ও কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, এ সমস্ত বলিব না। কাপিল মতের জগৎ-রচনায় ঐ সমস্ত নাই। অর্থাৎ কপিল তত দূর বলেন নাই।

"বলেন নাই কেন? কপিল কি তত দূর বুঝিতেন না?"

বুঝিতেন না, এ কথা আমরা কি করিয়া বলিতে পারি। একজন সর্ব্বজ্ঞ ঋষি যে একটা গাছ হয় কেমন করিয়া তাহা জানিতেন না, এরূপ ভাবা নিতান্ত অসঙ্গত। আমরা এই মাত্র বুঝি ও বলিতে বাধ্য যে, ঐ সকল বলিবার বিশিষ্ট প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন নাই বলিয়াই কপিল বলেন নাই। নদ হয় কি প্রকারে? নদী হয় কি প্রকারে? পর্ব্বত হয় কি প্রকারে? এ সকল জানা পুরুষের মোক্ষ বা আত্মোদ্ধারের সাধক নহে। সেই কারণে কপিল ঐ সকল কথা বলেন নাই। আত্মা ও জগৎ, এতদুভয়ের যাথার্থ্য অনুভব করাইয়া বিবেক জ্ঞান জন্মানই কপিলের অভিপ্রেত। যাহা যাহা তদুভয়ের অনুপযোগী তাহা তাহা তিনি বলিবেন কেন? কপিল বলেন, সংসারের বা গৃহকার্য্যের উপকরণ স্বরূপ এই জড়পিণ্ডের গুণাগুণ ও স্থিতিপ্রকার জানিলে কি হইবে। যাহা এ সকলের তত্ত্ব তাহাই জান—জানিলে ত্রাণ পাইবে? যাহাদের কুতূহল নিবৃত্তি করাই অভিলষিত, শিল্পসাধন করাই পুরুষার্থ,

যাহারা জন্ম জন্ম বদ্ধ থাকিতে ক্লেশবোধ করে না, তাহারাই পাথর হয় কেমন করিয়া তাহা অনুসন্ধান করুক কিন্তু যাহারা জ্ঞানাভ্যাস করিবে, অধ্যাত্মতত্ত্বে নিমগ্ন থাকিয়া বদ্ধ আত্মাকে মুক্ত করিবে, তাহারা ও সকল জানিবে না। কপিল এই ভাব হৃদিস্থ করিয়া যে যে অংশ উপদেশ করিয়াছেন, সেই সেই অংশই আমাদের বর্ণনীয়।

আমরা যাহাকে মৌলিক পদার্থ * বলি,—বৌদ্ধেরা যাহাকে ধাতু বলে,—সাংখ্যাচার্য্যেরা তাহাকে 'তত্ত্ব' বলেন। 'তত্ত্ব' শব্দের সাধারণ অর্থ এই যে, যাহা যাহার যোনি বা মূল, তাহা তাহার তত্ত্ব। যথা—ঘটের তত্ত্ব মৃত্তিকা, কুণ্ডলের তত্ত্ব সুবর্ণ, ইত্যাদি। অপিচ, যে পদার্থ চিরনিত্য এবং কস্মিন্ কালেও যাহা বিকৃত হয় না, তাদৃশ পদার্থও তত্ত্ব-শব্দের বাচ্য। তত্ত্ব

---

* মৌলিক পদার্থ অর্থাৎ উপাদান দ্রব্য। যাহার পরিণামে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা তাহার মূল বা উপাদান। মৃৎপিণ্ডের পরিণামে ঘটের উৎপত্তি হয় বলিয়া ঘটের মূল বা উপাদান মৃত্তিকা। মৃত্তিকাই তত্ত্ব; ঘট পৃথক্ তত্ত্ব নহে। সাংখ্যকার বলেন, মৃত্তিকা ও ঘট একই তত্ত্ব। তত্ত্বনির্ণয় প্রাকৃতিক কার্য্যের দ্বারাই হয়, জৈবিক কার্য্যের দ্বারা নহে। ঘট, পট, গৃহ, অট্টালিকা প্রভৃতিকে জৈবিক-কার্য্য বলা যায়। তত্ত্ব গণনার শেষ ভূমি পঞ্চবিধ মহাভূত। সেই পাঁচ ভূতের ন্যূনাধিক ভাব ও সংযোগ বিয়োগ বশতঃ যে সকল দৃশ্য সমুদ্ভূত হয়, তাহার আর তত্ত্ব সংজ্ঞা নাই।

যে কারণ-দ্রব্য রূপান্তর হইয়া কার্য্য নাম প্রাপ্ত হয়, তাহাকে ধাতু বলা যায়। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মূল ভাব লক্ষ্য করিয়াই বৌদ্ধ ভাষায় ধাতু শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। বৈয়াকরণিক পণ্ডিতেরাও ঐরূপ অর্থে ধাতু শব্দের ব্যবহার করেন। যথা—"শব্দযোনিস্তু ধাতবঃ" অর্থাৎ শব্দোৎপত্তির মূল স্থানের নাম ধাতু। ধাতু, উপাদান, কারণ-দ্রব্য, ভূত, এ সকল তুল্যার্থ।

শব্দের উভয়বিধ অর্থ একত্রিত করিলে তত্ত্বের দুইটি শ্রেণী হয়। এক নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব, আর এক সবিকার সক্রিয় তত্ত্ব। 'যে যাহার মূল' এই লক্ষণ অনুসারে সবিকার তত্ত্ব সংগৃহীত হয়। আর 'চিরকাল একরূপ আছে বা থাকে,' এতদনুসারে নির্ব্বিকার কূটস্থ-তত্ত্বের সংগ্রহ হয়। এই নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয়তত্ত্ব কাহার জনক নহে। কেননা তাহা অপরিণামী। যে পরিণত হয় না সে কাহারও উপাদান বা জনক হয় না। যদি পরিণামী বা নিষ্ক্রিয় পদার্থ কাহার উৎপাদক না হইল তাহা হইলে সবিকার সক্রিয় তত্ত্বই এই ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডের উৎপাদক, ইহা প্রকারান্তরে বলা হইল।

সঙ্কলিত দ্বিবিধ তত্ত্ব পুনশ্চ চারি ভাগে বিভক্ত। প্রকৃতি ১, প্রকৃতি-বিকৃতি ২, কেবল বিকৃতি ৩, ও অনুভয়রূপ ৪। প্রকৃতি নহে, বিকৃতিও নহে, এরূপ তত্ত্বই অনুভয়রূপ। এই চতুর্ব্বিধ তত্ত্বের প্রত্যেকের এইরূপ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে—

প্রকৃতি ১। * ইহাই মূলপ্রকৃতি নামের নামী। প্রকৃতি-বিকৃতি ৭ [মহৎ, অহঙ্কার, আর পাঁচ প্রকার তন্মাত্রা]। কেবল বিকৃতি ১৬ [একাদশ ইন্দ্রিয় ও স্থূল ভূত পাঁচ]। অনুভয়রূপ ১। এই শেষোক্ত তত্ত্ব আত্মা নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহাকেই নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব বলা হইয়াছে। জগৎ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে রচিত। পঞ্চবিংশতির ন্যূন অথবা অধিক তত্ত্ব নাই।

সেশ্বর সাংখ্য বলেন, আছে। সে তত্ত্ব ঈশ্বরনামে প্রসিদ্ধ। "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈ-রপরামৃষ্ট ঈশ্বরঃ"। প্রাকৃতিক সুখ-দুঃখাদি বিবর্জ্জিত এবং কর্ম্মজনিত পাপপুণ্যে অলিপ্ত অথচ

---

* ইহাকে Undifferentiated Cosmic Matter বলে।

অনুভব করিতেছেন। এ অবস্থায় যদি কদাচিৎ কেহ প্রকৃতি নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষ করেন তাহা হইলে তাঁহার সে অভিলাষ সহজে পূর্ণ হইবে না। অনেক উপায়, অনেক সাধ্যসাধনা ও নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্রে অধিকারী হইতে হইবে, পরে উপায় অবলম্বনে দেখিতে পাইবে। কীদৃক্ উপায় অবলম্বন করিলে প্রকৃতি-দর্শনে অধিকারী হওয়া যায় তাহা বলিতেছি। প্রথমতঃ আহার শুদ্ধি, ব্যবহার শুদ্ধি, ত্রিবিধ সংঘাতশুদ্ধি, দেশ, কাল ও সৎপাত্রাদির লাভ, সঙ্কল্পত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম, ব্রতচর্য্যা, এই সমুদায়ের সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষা করা ও গুরুসেবা প্রভৃতি সৎকর্ম্মনিচয়ে রত থাকা কর্ত্তব্য। * তৎপরে

---

* আহারশুদ্ধি—হিত, পরিমিত ও মেধ্য অর্থাৎ পবিত্র দ্রব্য ভোজন। যাহা মনঃস্বাস্থ্যকর ভোজন তাহা হিত,—যাহা অরোগিতার কারণ তাহা পরিমিত,—যাহা রজস্তমোগুণের নাশক ও সত্ত্বগুণের উত্তেজক তাহা মেধ্য অর্থাৎ পবিত্র। ঘৃত, দুগ্ধ ও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ফল মূল ভক্ষণ করিলে সত্ত্বগুণ উত্তেজিত হয়। মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণ করিলে রজোগুণ (চাঞ্চল্য) পরিবর্দ্ধিত হয়। মদ্য এবং আম মাংসাদির সেবা করিলে তমোগুণের আবির্ভাব হয়। খাদ্যাখাদ্যের সহিত মনের সম্পূর্ণ যোগ আছে; সুতরাং মনঃসাধ্য ধর্ম্মের সহিতও ভক্ষ্যাভক্ষ্যের সম্বন্ধ আছে।

ব্যবহার শুদ্ধি—যথেচ্ছ ব্যবহার না করা অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত সুব্যবহার প্রতিপালন করা। ব্যবহারের সহিতও মনের বিশেষ সম্পর্ক আছে, সেজন্য ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের সহিতও আছে।

ত্রিবিধসংঘাতশুদ্ধি—সংঘাত শব্দে ইন্দ্রিয়যুক্তদেহ বুঝায়। তৎসম্বন্ধীয় ত্রিবিধ অর্থাৎ বাক, কায় ও মন। এ গুলির শুদ্ধি অর্থাৎ সংস্কার করণ। মিথ্যা বাক্য ও বহু বাক্য না বলা বাক্-শুদ্ধি। ত্রিকালীন স্নান, মার্জ্জন,

তত্ত্বান্বেষণ আবশ্যক। তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে সহসা এক দিন চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হইবে। চিত্ত যখন যার পর নাই সুপ্রসন্ন অর্থাৎ পরম নির্ম্মল হইবে, তখন প্রকৃতির আলিঙ্গন অর্থাৎ বিষয়ানুভব জনিত সুখ ভাল লাগিবেক না। তখন এ সকল সুখ সুখ বলিয়া গণ্য হইবে না, প্রত্যুত 'কিসে ইহার পরিহার হইবে'—'কিসে ইহার আক্রম হইতে রক্ষা পাওয়া যায়' এইরূপ চেষ্টাই জন্মিবে। যখন দেখিবে, চিত্ত দুঃখমিশ্রিত সাংসারিক সুখে অত্যন্ত বিরত হইয়াছে ও আমি কি এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, তখনই জানিবে—তুমি প্রকৃতি দেখিবার অধিকারী হইয়াছ। তখন যে প্রকৃতি দেখিবার চেষ্টা হইবে সে চেষ্টা বৃথা হইবে না,

---

ধৌত বস্ত্র পরিধান ও বিন্মুত্রাদির অস্পর্শ শরীরশুদ্ধি। মিথ্যাভিলাষ, মিথ্যাকল্পনা, বিষয়াসক্তি ও কাম-ক্রোধাদির পরিত্যাগ মনঃশুদ্ধিঃ।

দেশ—নদীতীর, নিরুপদ্রব অরণ্য ও বিজন গৃহ ইত্যাদি।

কাল—উষঃকাল ও তদতিরিক্ত মনঃস্থৈর্য্যকর কাল।

পাত্র—গুরু, ধার্ম্মিক, অকুটিল হিতৈষী ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ।

সঙ্কল্প-ত্যাগ—ভোগবাসনা পরিত্যাগ।

ইন্দ্রিয়সংযম—উদ্দাম হস্তীর ন্যায় বিষয়ে ধাবমান ইন্দ্রিয় দিগকে তত্তৎ বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করা।

ব্রতচর্য্যা—অহিংসা, পূর্ব্বোক্ত আহারসংযমাদিনিয়ম প্রতিপালন করা, দয়া, দাক্ষিণ্য, মৈত্রীভাব ও পাপক্ষয়কারী চান্দ্রায়ণাদি।

সার্ব্বভৌমত্ব—সকল দেশে, সকল কালে ও সর্ব্বদা ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন করা। এক দিন বা দুদিন করিলে হইবে না।

গুরুসেবা—গুরুর অভিমত কার্য্য করা। গুরু সন্তুষ্ট হইলে তিনি মন খুলিয়া উপদেশ দিবেন।

করিলে প্রতীতি হয়, এতদপেক্ষা বিশিষ্ট পরিণাম হয় না ও হইবে না। অর্থাৎ বর্ত্তমান জগতের পরিবর্ত্তে অন্য কোন নূতন তত্ত্ব আগমন করিবে না। "নাঽপরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে" প্রকৃতি ক্ষণকালও পরিণতা না হইয়া থাকিতে পারেন না। সেই জন্য তিনি সর্ব্বদাই পরিণতা হইতেছেন। এখনও হইতে-ছেন এবং তাহাতেই অল্পে অল্পে জগৎ জীর্ণ হইতেছে। জীর্ণ-তার সমাপ্তি হইলেই আবার সাম্যাবস্থা আসিবে, কিছুকাল পরে আবার এইরূপ জগদবস্থা হইবে।

উক্ত আপ্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থে বুঝা গেল যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই সম্মিলিত তিনটি দ্রব্যের বা তিনটি অবয়বযুক্ত একটি অনশ্বর দ্রব্যের পারিভাষিক নাম প্রকৃতি *। ইনি অনাদি ও অনন্ত; কোনও কালে ইনি নাই হন না। অর্থাৎ তাঁহার অভাব হয় না। যেমন সূক্ষ্মতম বীজ হইতে ফলপত্রাদিসম্পন্ন প্রকাণ্ড মহীরুহ জন্মে, তেমনি, জগদ্বীজ প্রকৃতি হইতে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডমহীরুহ জন্মিয়াছে। †

---

* সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিনটি যদি দ্রব্যই হইল, তবে, উহাদিগকে গুণ বলে কেন? সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ বলে কেন? বলিবার কারণ আছে। শাস্ত্রকারেরা উপকরণ দ্রব্যকে গুণ ও অঙ্গ বলেন। সত্ত্বাদি দ্রব্যও আত্মার সুখ দুঃখের উপকরণ, তাই তাহারা গুণ। পশু রজ্জুবদ্ধ হয়, আবার তদভাবে মুক্ত হয়, সে কারণে রজ্জু গুণ। পুরুষও সত্ত্বাদি গুণে বদ্ধ ও তদ্বিচ্ছেদে মুক্ত হন। তদনুসারেও সত্ত্বাদি গুণ।

† ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ ও চার্ব্বাক প্রভৃতি ভূতগ্রাম অর্থাৎ চতুর্বিধ পরমাণুকে (পার্থিব, তৈজস, বায়বীয় ও আপ্য) জগতের মূল বলেন। কপিল তাহা না বলিয়া সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই দ্রব্যত্রয়কে মূল বলিলেন। কপিল বলেন, পরমাণু প্রকৃতিনামক মূল পদার্থের চতুর্থ বিকার। পরমাণু নহ

প্রকৃতির নিম্নপরিণামগুলির অর্থাৎ জগতীস্থ পদার্থ রাশির কার্য্য-কারণ-ভাব পরীক্ষা করিতে গেলে তন্মধ্য হইতে চারিটি সত্য লব্ধ হয়। প্রথম—কারণ-দ্রব্যের যে কিছু গুণ সে সমস্ত কার্য্যদ্রব্যে অনুক্রান্ত হওয়া *। যেমন মৃত্তিকার সমস্ত গুণ তদুৎপন্ন ঘটে অনুক্রান্ত হয়। দ্বিতীয়—যে যখন বিনষ্ট হয় সে তখন স্বীয় কারণ দ্রব্যেই বিলীন হয়। দীপ নির্ব্বাপিত হইল, কিন্তু সেই শিখাকার অগ্নিপিণ্ড কোথায় গেল? দেখা যায়, বাতাশ লাগিয়া বা বাতাশ অভাবে নিবিয়া গেল। নিবিয়া গেল অর্থাৎ পিণ্ডাকৃতি অগ্নি অদৃশ্য হইল বা বাতাশে মিলিয়া গেল। নিবিয়া যাওয়া ব্যাপারটীর প্রতি প্রণিধান প্রয়োগ করিলেই বুঝা যায় যে, যে বায়ু অগ্নিপ্রজ্বলনের কারণ, দীপ নামক অগ্নিপিণ্ডটি সেই কারণ বায়ুতেই লীন হইয়াছে, অন্য কিছু হয় নাই। অতএব, যে যখন বিনষ্ট হয় সে তখন আপন কারণেই বিলীন হয়। কারণে বিলীন হওয়া বা পুনঃ কারণাপন্ন হওয়া বিনাশ। তৃতীয়—কার্য্য-অপেক্ষা কারণের সূক্ষ্মতা। দেখুন, বৃহত্তম ন্যগ্রোধবৃক্ষের কারণীভূত ন্যগ্রোধবীজ তদপেক্ষা কত সূক্ষ্ম। চতুর্থ—কার্য্য আপনার কারণকে ক্রোড়ীকৃত করিতে পারে না কিন্তু কারণ তাহা পারে। ঘট সমস্ত মৃত্তিকা ব্যাপিয়া নাই কিন্তু মৃত্তিকা সমস্ত ঘট ব্যাপিয়া আছে। এই নিয়ম চতুষ্টয় হইতেই প্রকৃতিজ্ঞানের উপযুক্ত যুক্তি উৎপন্ন হয়।

আর এক কথা। যখন পরিদৃশ্যমান স্থূল পদার্থের মূল

নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি স্থূল কার্য্যের কারণ; মহত্তত্ত্ব নামক বুদ্ধির ও অহংতত্ত্ব নামক তদ্বিকারের কারণ নহে।

* সাংসিদ্ধিক গুণ ব্যতীত আগন্তুক বা নৈমিত্তিক গুণ অনুক্রান্ত হয় না।

অন্বেষণ করিলে ও পাঁচ মহাভূতের মূল চিন্তা করিলে সূক্ষ্ম ভূত বুদ্ধিস্থ হয় এবং সূক্ষ্মভূতের উপাদান অন্বেষণ করিলে অহং-তত্ত্ব নামক পদার্থের প্রকাশ পাওয়া যায়, তখন, চিন্তা করিলে অবশ্যই অহংতত্ত্বমূলে মহত্তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্বমূলে নিতান্ত অব্যক্ত প্রকৃতি নামক জগদ্বীজ সংলগ্ন থাকা, দেখিতে পাইবে। যে প্রক্রিয়ায় অহংতত্ত্বের মূল অন্বেষণ করিতে হয় সে প্রক্রিয়া এই—অহংতত্ত্বেরও মূল অর্থাৎ উপাদান আছে। ভাবিয়া দেখ, জীব-মাত্রেরই 'অহং' এই অভিমান আছে এবং তাহার মূলে অপর এক প্রকার ভাব সংলগ্ন আছে তাহা স্বতঃসিদ্ধ ও নিশ্চয়াত্মক। তাহা 'আমি' ও 'আমি আছি' এই অবিচাল্য ভাব। ভাবটি জীব মাত্রেরই আছে ও তাহা স্বতঃসিদ্ধ। 'আমি আছি' এ ভাব কেহ চেষ্টা করিয়া জন্মায় না। কোন প্রমাণ-দ্বারাও কেহ অবধারণ করে না। সেই জন্যই বলিলাম, উহা স্বতঃসিদ্ধ। স্বতঃসিদ্ধ বুদ্ধি যে-দ্রব্যের পরিণাম সেই দ্রব্যই বুদ্ধিতত্ত্ব নামে পরিভাষিত। বুদ্ধিতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব একই জিনিশ এবং মহত্তত্ত্বই যাবৎ বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তির জ্ঞানের বীজ। প্রত্যেক জীবের মহান্ যদি একত্রিত হয় ব তাহা সমষ্টিবুদ্ধি ও বুদ্ধিতত্ত্ব নামের অভিধেয়। পৌরাণিক পণ্ডিতেরা এই বুদ্ধিতত্ত্বকে রূপকচ্ছলে ব্রহ্মা ও হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি উপনাম প্রদান করিয়াছেন। ব্রহ্মার বা হিরণ্যগর্ভের ক্ষয়োদয় আছে সুতরাং মূলও আছে। সে মূল মূলা প্রকৃতি। এই স্থানেই মূল কল্পনার বিশ্রাম, অতঃপর আর মূল কল্পনা নাই। অনবস্থা ভয়ে কোনও ঋষি মূলের মূল কল্পনা করেন নাই। *

* যদি মূল কল্পনার শেষ না হয়, স্রোতের ন্যায় ক্রমান্বয়ে চলিতে

পূর্ব্বোক্ত বিচারের অপর নিষ্কর্ষ এই যে, ভৌতিক কার্য্য অপেক্ষা তাহাদের উপাদান স্থূল ভূত ব্যাপক ও সূক্ষ্ম। তদপেক্ষা সূক্ষ্মভূত ও ইন্দ্রিয় ব্যাপক ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অহংতত্ত্ব ব্যাপক ও সূক্ষ্ম। অহংতত্ত্ব অপেক্ষা মহত্তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা মূলপ্রকৃতি ব্যাপিনী ও সূক্ষ্মা। * মূল প্রকৃতির ব্যাপকত্বের উপমা নাই, সূক্ষ্মতারও দৃষ্টান্ত নাই। মূলপ্রকৃতির ব্যাপকতাকে শাস্ত্রকারেরা পূর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগী প্রভৃতি নাম দিয়াছেন। এ সূক্ষ্মতা ক্ষুদ্রতা অনুসারী নহে, দুর্লক্ষ্য অনুসারী। কারণ পদার্থ সূক্ষ্ম ও তন্মধ্যে কার্য্য অব্যক্ত আকারে অবস্থান করে, এ কথা ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে আখ্যায়িকার দ্বারা বুঝান আছে। যথা—

উদ্দালক নামে এক ঋষি, তিনি শ্বেতকেতু নামক আপন পুত্রকে তত্ত্বজ্ঞ করিবার নিমিত্ত, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্, কারণের কারণ, ইন্দ্রিয় তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, অথচ তাঁহা

থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অনবস্থা বলে। এই অনবস্থিতি (দুষ্ট তর্ক) নিতান্ত হেয়। অগ্রে বীজ? কি অগ্রে বৃক্ষ? সংশয় হইলে দৃষ্টানুসারে বৃক্ষকেই বীজকারণ বলা উচিত। আদিসৃষ্টিকালে ভগবানের মহিমায় বা ইচ্ছায় বিনা বীজে বৃক্ষ হইয়াছিল, এইরূপই অনুমান করা উচিত। তাহা না করিলে চিরকাল ঐ তর্ক বা অনুসন্ধান করিতে হইবেক, অথচ স্থির হইবে না যে, আগে বীজ কি আগে বৃক্ষ।

* পুরাণে বর্ণিত আছে, জল ভূমি অপেক্ষা দশ গুণ অধিক ও সূক্ষ্ম। তেজ জল অপেক্ষা দশ গুণ অধিক ও সূক্ষ্ম। বায়ু তদপেক্ষা দশ গুণ অধিক ও সূক্ষ্ম। আকাশ বায়ু অপেক্ষা অনন্ত গুণ অধিক ও সূক্ষ্ম। এতদ্বিধ আকাশ প্রকৃতির উদরে অবস্থান করিতেছে। ভাবিয়া দেখ, প্রকৃতি কত বড় ও কত সূক্ষ্ম।

হইতে এই প্রকাণ্ড বিশ্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে, ইত্যাদি প্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। শ্বেতকেতু বালক, অমার্জ্জিতবুদ্ধি, সেই কারণে সে তাদৃশ মহান্ ভাব হৃদয়স্থ করিতে পারিল না। উদ্দালক তদ্দর্শনে তাহার বুদ্ধি উদ্ভাবনের নিমিত্ত লৌকিক দৃষ্টান্ত অবলম্বন করতঃ পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতে লাগিলেন। একদা, সম্মুখে এক বৃহৎ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া শ্বেতকেতুকে বলিলেন, "বৎস শ্বেতকেতু! সম্মুখস্থ ঐ বৃহত্তম বৃক্ষের একটী ফল আহরণ কর।"

শ্বেতকেতু ফল আনিল।

উদ্দালক কহিলেন "ভিন্দি" উহা ভাঙ্গ—

শ্বেতকেতু ভাঙ্গিলেন।

উদ্দালক কহিলেন "কিং নিভালয়সে?" কি দেখিতে পাও?

শ্বেতকেতু বলিলেন, "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ।"

উদ্দালক কহিলেন "উহারও একটী ভাঙ্গ।"

শ্বেতকেতু ভাঙ্গিলেন।

উদ্দালক এবারও জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতে পাও?" শ্বেতকেতু এবার তন্মধ্যে অন্য কিছু না দেখিয়া বলিলেন, "কিছুই না"। উদ্দালক কহিলেন "কিছুই না নহে; কিছু আছে। সম্মুখস্থ ঐ ন্যগ্রোধবৃক্ষের সদৃশ একটী বৃক্ষ উহার মধ্যে আছে। অব্যক্ত অবস্থায় আছে, তাই তাহা দেখিতে পাইতেছ না। বৎস! তুমি যাহাকে বীজ বলিতেছ, কালে উহাই বৃহত্তম বৃক্ষের আকার ধারণ করিবে। তুমি না দেখ, অন্যে দেখিবে।

উদ্দালক আর একদিন ভাবিলেন, দেখা যায় না বলিয়া অবিশ্বাস করা ও এক উপায়ে যাহা নির্ণীত না হয় তাহা ভিন্ন

উপায়ে নির্ণীত হইতে পারে ইহা না জানা, এ উভয়ই অজ্ঞতা মূলক। সুতরাং অগ্রে এই বিষয়টী বুঝাইতে হইবে। এক দিন তিনি এক খণ্ড সৈন্ধব লইয়া বলিলেন "বৎস! এই লবণ খণ্ড উদকপাত্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখ, কাল প্রাতে আবার আনিও।"

শ্বেতকেতু তাহাই করিল। প্রাতে উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলিলেন, "উদক হইতে লবণ খণ্ড আহরণ কর।" শ্বেতকেতু দেখিলেন, লবণ খণ্ড নাই। সুতরাং কহিলেন, "লবণ খণ্ড নাই।" উদ্দালক বলিলেন "আছে। তুমি দেখিতে পাইতেছ না।" শ্বেতকেতু বলিলেন, "থাকিলে অবশ্যই দেখা যাইত।" উদ্দালক বলিলেন "অনেক বস্তু চক্ষুর্দ্বারা দেখা যায় না, অথচ সে সকল আছে। তাহার অস্তিত্ব অন্য উপায়ে জানা যায়। তুমি ঐ জলে আচমন কর, লবণ আছে কি না, জিহ্বার দ্বারা জানিতে পারিবে।" শ্বেতকেতু আচমন করিলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন, "লবণ আছে। আর এক আকারে আছে।"

অতএব, প্রকৃতির সূক্ষ্মতা, ব্যাপকতা, তাহার অস্তিত্ব ও স্থিতিপ্রকার অবগত হইবার নিমিত্ত যোগ-বল ও তাহার সাধন-সম্পৎ আসাদন করা চাই। নচেৎ ইচ্ছা করিলেই যে প্রকৃতি দেখিতে পাইবে তাহা পাইবে না। সহজজ্ঞানেও তাহা আয়ত্ত হইবে না। যোগবল ও সাধনসম্পন্ন না হইয়া যিনি প্রকৃতি দেখিতে চাহেন, কি আত্মা দেখিতে চাহেন, তিনি মূঢ়। চক্ষে দেখা গেল না ও তর্কে পাওয়া গেল না, তাই বলিয়া যিনি ভাবেন 'নাই' তিনি তদপেক্ষা অধিক মূঢ়।

এ পর্য্যন্ত শাস্ত্র ও যুক্তি যাহা প্রদর্শিত হইল তদ্দ্বারা এইটুকু রহস্য পাওয়া যাইতেছে যে, আত্মা ভিন্ন আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্ত

সমস্ত জগৎ প্রকৃতি। মূল প্রকৃতি যার পর নাই সূক্ষ্ম ও আদিম। সেই আদিম প্রকৃতি ক্রমে বিকৃত হইয়া এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছে ও এখনও তিনি ব্রহ্মাণ্ডাকারে অবস্থান করিতেছেন। প্রকৃতি বুঝিতে হইলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যাহা এই জগতের মূল বা সূক্ষ্ম বীজ, তাহাই প্রকৃতি। যাহা তাহার বিকার, তাহা জগৎ। জগতের মূল অবস্থার বা অব্যক্ত অবস্থার নাম প্রকৃতি, আর ব্যক্তাবস্থার বা সবিকার অবস্থার নাম জগৎ। প্রকৃতির অর্থ ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। প্রকৃতির অবস্থাগত ভেদ অনুসারে প্রকৃতির ধর্ম্ম বা স্বভাব অত্যন্ত পৃথক্। তাহার অব্যক্তাবস্থা নির্দ্ধর্ম্মক। অব্যক্তাবস্থায় কোন বিশেষ ধর্ম্মের প্রকাশ থাকে না। যত পরিণাম হইতে থাকে ততই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রকট হইতে থাকে। প্রকৃতি বুঝিবার আরও একটি সংকীর্ণ পথ আছে তাহা এই—

কৃত্রিম ও অকৃত্রিম যে কিছু দৃশ্য—সমুদায়ের মূল স্থূলভূত। স্থূলভূতের মূল সূক্ষ্মভূত। সূক্ষ্মভূতের মূল অহংতত্ত্ব। অহংতত্ত্বের মূল মহত্তত্ব। যাহা মহত্তত্ত্বের মূল তাহাই প্রকৃতি।



প্রকৃতির সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জগতের অব্যক্তাবস্থা প্রকৃতি, আর তাহারই ব্যক্তাবস্থা জগৎ। অব্যক্তাবস্থার ধর্ম্ম ব্যক্তাবস্থার ধর্ম্ম হইতে পৃথক্। সেই ত্রিগুণা প্রকৃতি তখন ও এখন সকল সময়েই ত্রিগুণা। গুণ সকল সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন নামে খ্যাত। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অবস্থাদ্বয়ের সমস্ত ধর্ম্ম দুই শ্রেণী করিয়া

বুঝিতে হয়। এক শ্রেণীতে সাধারণ ধর্ম্ম, আর এক শ্রেণীতে অসাধারণ ধর্ম্ম। সাঙ্খ্যশাস্ত্রের স্থূল সিদ্ধান্ত এই যে, কতকগুলি ধর্ম্ম ব্যক্তাবস্থায় থাকে, অব্যক্তাবস্থায় থাকে না। কতকগুলি ধর্ম্ম অব্যক্তাবস্থায় থাকে, ব্যক্তাবস্থায় থাকে না। আবার কতকগুলি ধর্ম্ম উভয় অবস্থাতেই থাকে। এইরূপ থাকা না থাকা অনুসারে প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা সাধর্ম্ম্য নির্ণীত হইয়া থাকে। যাহা কেবল অব্যক্তাবস্থাতেই থাকে, ব্যক্তাবস্থায় থাকে না, তাহা অব্যক্তাবস্থার অসাধারণ ধর্ম্ম। সুতরাং তাহাই অব্যক্তাবস্থায় সাধর্ম্ম্য। যাহা কেবল ব্যক্তাবস্থায় থাকে, অব্যক্তাবস্থায় থাকে না, তাহা ব্যক্তাবস্থার অসাধারণ ধর্ম্ম। সুতরাং সেই অসাধারণ ধর্ম্ম ব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য। আর যাহা সকল অবস্থাতেই থাকে, তাহা প্রকৃতি বিকৃতি উভয় অবস্থার সাধারণ ধর্ম্ম। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহা অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য তাহা ব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্ম্য এবং যাহা ব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য তাহা অব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্ম্য। অপিচ যাহা প্রকৃতির সাধর্ম্ম্য তাহা আত্মার বৈধর্ম্ম্য। এইরূপ সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-নির্ণয়ের প্রয়োজন আত্মোদ্ধার বা মুক্তি। প্রকৃতির আবেশে আত্মার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন আছে, আমি কিংস্বরূপ তাহা আমি বুঝিতেছি না, না বুঝিয়া বৃথা দুঃখী হইতেছি। আত্মাকে মিথ্যা দুঃখ হইতে মুক্ত করাই আত্মোদ্ধার ও মুক্তি।

ব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য।

প্রত্যেক ব্যক্ত সহেতুক (সকারণ), অনিত্য (নশ্বর), অব্যাপী (পরিমাণ আছে), সক্রিয় (চলন আছে), অনেক (বহুসংখ্যক), আশ্রিত (কারণদ্রব্য আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন ও

স্থিত হয়), লিঙ্গ (কারণ থাকার অনুমাপক), সাবয়য় (অংশ করা যায় বা অংশ আছে) এবং পরতন্ত্র অর্থাৎ কারণের অধীন। এই গুলি ব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য এবং অব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্ম্য।

অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য।

অহেতুক, নিত্য, ব্যাপক, নিষ্ক্রিয়, [গতি, চলন বা কম্পন নাই], অনাশ্রিত, অলিঙ্গ, নিরবয়র ও অপরতন্ত্র অর্থাৎ কারণের অধীন নহে। এই গুলি অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য ও ব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্ম্য। *

উভয় অবস্থার সাধর্ম্ম্য।

ত্রৈগুণ্য (গুণত্রয়ের অবস্থিতি), অবিবেকিত্ব (কারণভাব পরিত্যাগ না করা), বিষয় (জ্ঞানগম্য হওয়া); সামান্য (প্রতিবন্ধক অভাবে ব্যক্তিমাত্রের গম্য), প্রসবধর্ম্মী (কার্য্যশক্তিবিশিষ্ট)। এই গুলি ব্যক্ত রাশিতেও আছে, অব্যক্ত অবস্থাতেও আছে। এই সকল ধর্ম্ম প্রকৃতির স্বরূপ শক্তিতে আরূঢ় থাকায় ইহাদের দ্বারা মাত্র প্রকৃতির অবস্থাপ্রভেদ ও আত্মার স্বতন্ত্রত নির্ণীত হয়; কিন্তু যদ্দ্বারা আত্মার ভোগসিদ্ধি হইতেছে, জগতের কার্য্য নিয়মিত রূপে চলিতেছে, সে সকল ধর্ম্ম তাঁহার অবয়ব শক্তিতে অবস্থিত। কি কি ধর্ম্ম অবয়ব শক্তিতে বিরাজিত, তাহা বলিতেছি।

প্রকৃতির একটী অবয়বের নাম সত্ত্ব। এই সত্ত্ব লঘু, প্রকাশ ও সুখশক্তিবিশিষ্ট। [প্রসন্নতা, স্বচ্ছতা, প্রীতি, তিতিক্ষা ও

---

* ব্যক্ত শব্দে বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে সমুদায় ভৌতিক কাণ্ড অর্থাৎ জন্য বস্তু বুঝিতে হইবে।

সন্তোষাদি বহু ভেদ থাকিলেও সামান্যতঃ সুখাত্মক বলা হইল]। আর একটী অবয়ব রজঃ। এই রজঃ গুরুলঘুর সমাবেশ সাধক, উপষ্টম্ভক, বাধা ও বলের সমাবেশ কারক, চলনশীল ও দুঃখাত্মক। [ইহারও শোকাদি নানা প্রভেদ আছে।] আর একটী অবয়ব তমঃ। এই তমঃ গুরু, আবরক অর্থাৎ প্রকাশের প্রতিবন্ধক ও মোহরূপী। [এই তমোগুণের নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য, বুদ্ধিমান্দ্য প্রভৃতি বহু ভেদ থাকিলেও সংক্ষেপের নিমিত্ত মোহাত্মক বলা হইল] প্রোক্ত গুণান্বিত তিন দ্রব্য যখন সমভাবে থাকে তখন প্রকৃতিপদাভিধেয় ও বর্ণনার অযোগ্য হইয়া থাকে। বৈষম্য বা বিকৃত হইতে আরম্ভ হইলে প্রকৃতিতে সেই সেই ধর্ম্ম উদ্ভূত বা প্রব্যক্ত হয় এবং বর্ণনীয়ও হয়। সেই কারণে সত্ত্বাদি দ্রব্যের ক্রমানুযায়ী অন্য নাম শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ। *

লঘু। যে ধর্ম্মের দ্বারা উদ্গমন বা ঊর্দ্ধগতি হয় সে ধর্ম্ম। লঘু নামে পরিভাষিত। অগ্নির ঊর্দ্ধজ্বলন, বাষ্পের উদ্গতি, বায়ুর তীর্য্যক্‌গতি, ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ, সমস্তই সত্ত্বের কার্য্য; সুতরাং সত্ত্বদ্রব্য লঘু।

প্রকাশ। যাহার দ্বারা জ্ঞানের আবরণ [অজ্ঞান, ঢাকা]

---

* এই স্থলে কোন কোন পণ্ডিত বলেন, সত্ত্বাদি দ্রব্য যখন সমভাবে থাকে, তখন তাহাদের কোন প্রকার বর্ণ, রূপ বা রঙ্‌ থাকে না। তখন তাহা "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" অবস্থায় থাকে। পরে যখন তাহারা বিষমতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের রূপমাত্রা প্রব্যক্ত হয়। সেই প্রব্যক্ত রূপ বা রঙ্‌ যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ। এতদনুসারে বলা যাইতে পারে, মূল রঙ্‌ বা মূল বর্ণ তিনটী। ঐ তিনের মিশ্রণে অন্যান্য রূপের, বর্ণের বা রঙের উৎপত্তি হইয়াছে। এ বিষয় পরমাণুবর্ণনকালে বিশদীকৃত হইবে।

নষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়ে ও চিত্তে বস্তুপ্রতিবিম্ব গৃহীত হয়, তাহা প্রকাশ নামের নামী। তেজের প্রকাশ (আলোক) সত্ত্ব, বুদ্ধির প্রকাশ সত্ত্ব, স্ফটিকের ও কাচের প্রতিবিম্বগ্রাহিত্ব ও বস্তুপ্রকাশকত্ব, জ্ঞানের অজ্ঞান নাশকত্ব, সমস্তই সত্ত্বের মহিমা, ইহা অবধারণ করিবে।

সুখ। এটী স্পষ্ট কথা, ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই।

উপষ্টম্ভক। যে শক্তিতে উত্তেজনা, প্রেরণা বা কার্য্যোন্মুখতা জন্মে সেই শক্তি উপষ্টম্ভক। চলনশীল বস্তুই উপষ্টম্ভক হয়। অগ্নি যে প্রসর্পিত হয়, বায়ু যে প্রবাহিত হয়, মন যে চঞ্চল থাকে, কার্য্য করিবার জন্ম ব্যস্ত হয়, ইন্দ্রিয়গণ যে স্বীয় স্বীয় বিষয়ে ধাবিত হয়, রজের উপষ্টম্ভকতা তাহার কারণ।

গুরু। যাহা চলনের বা গতির বাধাদায়ক, নিরন্তর চলনের নিয়ামক, তাহা গুরু। প্রকাশ হওয়া যাহার স্বভাব বা ধর্ম্ম, তাহাকে যে প্রকাশ হইতে দেয় না, অভিভূত রাখে, তাহাও গুরু। আবরণ, অন্ধকার, অজ্ঞান, এ সকল তমোগুণের গুরুধর্ম্মের মহিমা। সত্ত্ব ও তমঃ নিশ্চল, রজঃ তাহাদিগকে পরিচালিত করে। অতএব, চলনস্বভাব রজঃ যাহাতে সর্ব্বথা বা অনিয়মে পরিচালিত না হয়, তমঃ তাহার উপায় বিধান করে। রজঃ পরিচালক সত্য; পরন্তু তাহার তমঃ সত্ত্বকে যথেচ্ছ পরিচালন করিবার সামর্থ্য নাই। প্রত্যুত তমঃ স্বীয় গুরুতার দ্বারা রজের পরিচালনা শক্তি পরিমিত করিয়া রাখে, অপরিমিত হইতে দেয় না। *

* বস্তুর তম-অংশই গুরু। তমঃ স্বীয় গুরুধর্ম্মের দ্বারা পরিচালক রজঃকে নিয়মযুক্ত করিয়া রাখে, এল থেল হইতে দেয় না। রজঃ দ্রব্য তমঃ

মোহ। বুঝিতে না পারা ও বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া মোহধর্ম্ম।

সুখ, দুঃখ, মোহ,—প্রকাশ, প্রবৃত্তি, নিয়মন,—লঘু, মধ্য, গুরু,—এই সকল ধর্ম্ম ব্যক্ত প্রকৃতিতে ব্যক্ত ভাবে আছে এবং পূর্ব্বেও অব্যক্ত প্রকৃতিতে অব্যক্তভাবে ছিল। ইহাই সাঙ্খ্য শাস্ত্রের অভিমত সিদ্ধান্ত।

সাঙ্খ্যাচার্য্যদিগের অন্য সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতির ত্রিগুণতা-নিবন্ধন জগতের প্রত্যেক বস্তুই ত্রিগুণ। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মরাশি অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, মোহ,—প্রকাশ, প্রবৃত্তি, নিয়মন,—লঘু, মধ্য, গুরু,—ইত্যাদি ইত্যাদি ধর্ম্ম সকল জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই আছে। এমন কি একটা সামান্য তৃণ-শরীরেও ঐ সমস্ত গুণ অল্পাধিক পরিমাণে আছে। সে তারতম্যের কারণ গুণ-সংযোগের তারতম্য। জগতে যে ত্রৈগুণ্য দৃষ্ট হয়, প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যই তাহার কারণ। প্রকৃতিই সকল জগতের কারণ—জগৎ তাঁহার কার্য্য। কারণে যাহা না থাকে, পূর্ব্বপ্রদর্শিত

কর্তৃক নিয়মিত হইয়া, সত্ত্বকে এবং তমকে পরিচালন করে। উদ্গমনস্বভাব-হেতু সত্ত্বের পরিচালনা উর্দ্ধে ও তির্য্যক্ দিকেই হয় সত্য; কিন্তু তমো দ্রব্যের শক্তিতে উর্দ্ধের বিপরীত দিকেও চালিত হয়। অপিচ, স্বজাতীয় স্বজাতীয়ে মিলিতে চায়—স্বজাতীয় স্বজাতীয়ের পোষণ করিতে চায়—ইহাও নিয়মন শব্দের অর্থ। প্রোক্ত নিয়মের প্রভাবে পতন, উদ্গমন, তীর্য্যক্গমন, ভ্রমণ, রেচন ও স্পন্দন প্রভৃতি ক্রিয়াভেদ ও তাহার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। পৃথিবী-ভূত তমঃপ্রধান। সেই কারণে পার্থিব-বস্তু পৃথিবীর সহিত মিলিতে চায় বা পৃথিবী পার্থিব বস্তুকে ক্রোড়ীকৃত করিতে চায়। প্রোক্ত কারণে নৈয়ায়িকগণ বলেন, পতনের কারণ গুরুত্ব। "পতনের কারণ গুরুত্ব, আর পতনের কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ" দু-ই সমান কথা।

নিয়মানুসারে তাহা কার্য্যেও থাকিতে পারে না। গুণত্রয়ের কথিতপ্রকার ধর্ম্ম ব্যতীত আরও কয়েকটী বিশেষ ধর্ম্ম আছে—যাহা থাকাতে জগতের এত বিচিত্রতা। সে ধর্ম্ম অভিভাব্য অভিভাবক ভাব। গুণ সকল পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে, খাট করে, নিয়মযুক্ত করে, এবং সকলেই সকলকে বাধা দিবার চেষ্টা করে, এই ভাব। সত্ত্ব প্রবল হইলে যথাসম্ভব রজঃ ও তমঃ অভিভূত হয়। তমঃ প্রবল হইলে তাহা রজঃ ও স্বত্ত্বকে অভিভূত বা বাধ্য করে। এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করার নাম অভিভাব্য-অভিভাবক-ভাব। সত্ত্বাদি তিন গুণ সকলেই সকলের অভিভাব্য ও অভিভাবক অথচ পরস্পর পরস্পরের সহচর। কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকে না। তমঃ আছে সত্ত্ব নাই, সত্ত্ব আছে রজঃ নাই, এরূপ হয় না। তিনই তিনের সহচর। সমস্ত বস্তু ত্রিগুণ সত্য, পরন্তু সম-ত্রিগুণ নহে। সমান তিন গুণ জগদবস্থায় থাকে না। ন্যূনাধিক ভাবে থাকে বলিয়াই জগৎ এত বিচিত্র। এক্ষণে সংশয় হইতে পারে যে, যদি প্রত্যেক বস্তুতে সুঃখ, দুঃখ ও মোহ সংলগ্ন থাকে তাহা হইলে তাহার বিপরীত অনুভব হয় কেন? সকলেই অনুভব করেন, সুখ দুঃখ আত্মায় হয়, মনে নহে। সুতরাং সংশয়—তাহা কি বাহ্যবস্তুতে? না মনে? না আত্মায়?

নৈয়ায়িক বলেন, আত্মায়। সুখ দুঃখ আত্মায় সদা কাল থাকে না, বিষয়সংযোগাধীন উৎপন্ন হয়।

মীমাংসক ও বৈদান্তিক বলেন, সুখ দুঃখ মনে। সুখ দুঃখ কেন? ইচ্ছাদি গুণও মনোধর্ম্ম। বিষয়সংযোগের অনন্তর ঐ সকল মনোধর্ম্ম বিকশিত হয় মাত্র।

কপিল বলেন, আত্মা ভিন্ন সমুদায় পদার্থে সুখদুঃখাদি বিদ্যমান আছে। বহিঃস্থ দ্রব্যের সুখাদি ও আন্তঃকরণিক সুখাদি প্রক্রিয়া বিশেষে স্থূল বা পরিপুষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়। তাহা বৈষয়িক বা বৈকারিক সুখ। তদ্ভিন্ন বিষয়নিরপেক্ষ সত্ত্ব-পরিণামজনিত আর এক প্রকার সুখ আছে তাহা কখন কখনও সমাধি অবস্থায় হইয়া থাকে। এ সুখে দুঃখের মিশ্রণ নাই।

আপত্তিকারীরা হয় ত বলিবেন, যদি বাহ্য বস্তুতেও সুখ দুঃখ থাকে, তাহা হইলে বাহ্যবস্তু সদাকাল আছে ও তাহার সহিত সম্বন্ধও অনবরত হইতেছে, তবে কেন সর্ব্বদা সকলের সমান রূপে যুগপৎ সুখ দুঃখ না হয়? হওয়াই ত উচিত? তাহা যখন হয় না, তখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বহির্বস্তুতে বস্তুতঃ সুখ দুঃখ নাই। সুখ দুঃখ যদি বহির্বস্তুতে থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই 'অহং সুখী, এই অনুভবের ন্যায় 'স্বর্গ সুখী' 'চন্দন সুখী' 'মাল্য সুখী' 'বিষাদি দুঃখী' এইরূপ অনুভব হইত। তাহা যখন হয় না তখন বহির্বস্তুতে সুখ দুঃখ এ কথা অগ্রাহ্য। এই বিষয়ে কপিল বলেন, দিবান্ধ উলুক ও বস্তুমিত্র (প্যাঁচা ও ছুঁচা) প্রভৃতি অনেক প্রাণী সূর্য্যমণ্ডলে ঘোর অন্ধকার দেখে। তাই বলিয়া যেমন সূর্য্যমণ্ডলে আলোকের অভাব কল্পনা কর না, সেইরূপ, অমুক্ত পুরুষের 'আমি সুখী' 'আমি দুঃখী' এই আকারের অনুভব দেখিয়া সে গুলিকে কেবলমাত্র আত্ম-নিষ্ঠ বলিতে পার না। অসংস্কৃত বা অপক্কজ্ঞান জীবের অনুভব যদি তাত্ত্বিক পথ প্রদর্শন করিত তাহা হইলে 'আমি গৃহী' 'আমি ধনী' এই অনুভবদ্বারাও ধনের ও গৃহের আত্ম-লগ্নতা সিদ্ধ হইত। আরও দেখ, সকলের সকল বস্তুতে ও একই বস্তু অথচ

তাহাতে সকলের সকল সময়ে সমান সুখ দুঃখ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন রুচি দৃষ্ট হয়। সেই সেই দর্শনে স্থির হয় যে, দুঃখাদি চিত্তেও আছে, বাহ্য বস্তুতেও আছে। বহিঃস্থ সুখাদি ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অন্তঃস্থ সুখাদি গুণের উদ্রেক করে, করিলে তাহা ভোগ আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

প্রক্রিয়া।—স্বজাতীয় বস্তু স্বজাতীয়ের উত্তেজক, উদ্দীপক ও পরিপূরক। শরীরের জলাংশ ক্ষীণ হইলে বাহিরের জলাংশ তাহার পূরণ করে। জলময় চন্দ্রের সন্নিকর্ষে পৃথিবীর জল উচ্ছ্বলিত হয়, পৃথিবীর জল উচ্ছ্বলিত হইলে শরীরের জলও উদ্বেলিত হয়। এই পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝিতে পারিবে, বাহ্যবস্তুনিষ্ঠ সুখধর্ম্মক সত্ত্ব আর অন্তঃকরণনিষ্ঠ সুখধর্ম্মক সত্ত্ব, ইন্দ্রিয় দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। অনন্তর অন্তঃকরণনিষ্ঠ সত্ত্বাংশ সুখাকারা বৃত্তি (মনের এক প্রকার বিকার) প্রসব করে। তমোগুণের উদ্রেকে দুঃখাকারা বৃত্তি হইয়া থাকে। অনুকূল বৃত্তি সকল সুখ, প্রতিকূল বৃত্তি সকল দুঃখ ও অজ্ঞানবৃত্তি সমূহ মোহ নামে পারিভাষিত হয়। সকলের সকল বস্তু দর্শনে ও সকলের সকল সময়ে সমান সুখ দুঃখ না হইবার কারণ এই যে, বিশেষ বিশেষ প্রতিবন্ধক (সংযোগ বিশেষ) মনের সমপরিণাম অবরুদ্ধ রাখে। কাষ্ঠ সংযোগে অগ্নি উদ্দীপ্ত হয় কিন্তু আর্দ্রকাষ্ঠ সংযোগে নহে। আর্দ্রকাষ্ঠ অগ্নির অভিভবই করে, উদ্দীপন করে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত; তেমনি বিষয়সংযোগও অবস্থা অনুসারে অন্তঃকরণকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে পরিণামিত করে। যদিও বস্তু এক; কিন্তু তাহার গ্রহীতা অন্তঃকরণ নানা। নানা অন্তঃকরণের নানা অবস্থা, নানা ভাব, পরিণামপ্রণালীও নানাবিধ। সেই কারণে

এক দ্রব্যের দ্বারা মনুষ্যের সকল সময়ে সমান সুখ দুঃখ ভোগ ঘটে না। এই স্থলে মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, রূপযৌবন সম্পন্না একই স্ত্রী, স্বামীকে সুখী করে এবং সেই সময়েই সপত্নীকে দুঃখিনী করে, এবং অন্যকে (যে তাহাকে পাইতেছে না তাহাকে) মুগ্ধ করে। তৎপ্রতি হেতু এই যে, তাহাদের মন ও মানসিক অবস্থা ভিন্ন। মন ও মানস অবস্থা (অভিসন্ধি) ভিন্ন বলিয়াই স্বনিষ্ঠ সত্বাদি গুণের উদ্রেক অনুদ্রেক ও অল্পোদ্রেক ঘটনা হয়। কাহার রজ, কাহার তম ও কাহার সত্ব উত্তেজিত হয়। সুতরাং সুখ, দুঃখ ও মোহের ভিন্নতা ঘটে। ফল কথা এই যে, সুখদুঃখাদি যাহাতেই থাকুক, তাহা যে আত্মায় নহে, তাহা অভিজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সুখ দুঃখ কোথায় ? কাহার ধর্ম্ম ? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে মার্কণ্ডেয় মুনি বলিয়াছিলেন, "তৎ সন্তু চেতস্যথবাপি দেহে সুখানি দুঃখানি চ কিং মমাহত্র।" মর্ম্মার্থ এই যে, সুখদুঃখাদি দেহে থাকুক আর চিত্তে থাকুক তাহাতে আমার কি ? 'আমি' নিগুণ। মার্কণ্ডেয় মুনি যে জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন সেই জ্ঞান যদি আমাদের হয় তাহা হইলে আমরা অনায়াসে মুক্ত হইতে পারি। মোক্ষ সুখ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, অভূতপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয়।

প্রকৃতির পরিণাম।

বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি পরিণমনশীলা। এমন কি 'নাঽপরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে।' প্রকৃতি ক্ষণমাত্রও পরিণতা না হইয়া থাকিতে পারেন না। এখনও পরিণামিনী, পূর্ব্বেও পরিণামিনী,

পরেও পরিণামিনী। যখন জগৎ ছিল না, প্রকৃতির যে অবস্থা মহাপ্রলয়, অব্যক্ত ও প্রধানসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত, সে অবস্থাতেও প্রকৃতির পরিণামের বিরাম ছিল না। পরিণামবাদী কপিল বলেন, পরিণাম দ্বিবিধ। সদৃশ পরিণাম ও বিসদৃশ পরিণাম। পরিণাম, পরিবর্ত্তন, অবস্থান্তর, স্বরূপপ্রচ্যুতি, এ সকল কথা একই অর্থে প্রয়োজিত হয়। আরও পরিষ্কার কথা—এক ভাবে না থাকাই পরিণাম। মহাপ্রলয় কালে যে পরিণাম হয় সে পরিণাম সদৃশ পরিণাম। সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে, তমঃ তমোরূপে পরিণত হইলে, তাহাকেই সদৃশ পরিণাম বলা যায়। যখন বিসদৃশ পরিণাম আরব্ধ হয় তখনই জগৎ রচনার আরম্ভ। জগৎ অবস্থা আসিলে প্রকৃতি নূতন নূতন বিসদৃশ পরিণাম প্রসব করিতে থাকেন। বিসদৃশ পরিণামের বিবরণ এই যে, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি গুণের উৎপত্তি ও তাহারই বিনিময়ে বা পরস্পরানুপ্রবেশে বিভিন্ন বস্তুর জন্ম।

উক্ত দ্বিবিধ পরিণাম সর্ব্বকালের নিমিত্ত নিয়মিত। অতি দূর অতীতকাল হইতে—অনন্ত ভবিষ্যৎকালের নিমিত্ত নিয়মিত। স্বাভাবিক বা সহজ জ্ঞানে * যাহাকে অপরিণামী ভাবি-

---

* যাহা স্বাভাবিক জ্ঞান, তাহা আপাত জ্ঞান নামে প্রসিদ্ধ। পুরাতন ঋষিরা এই অবিচারিত অসংস্কৃত স্বাভাবিক জ্ঞানকে প্রমা বলিতে অনিচ্ছুক। তাঁহারা দিব্য চক্ষে দেখিয়াছিলেন, মনুষ্যের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে অনেক ভুল বা মিথ্যা প্রবিষ্ট থাকে। সে দোষ যোগ ও অধ্যয়নাদির দ্বারা বিদূরিত করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতবিশেষ ও সমাধি নামক যোগবিশেষ অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে তীক্ষ্ণ ও নির্ম্মল করিতে পারিলে তখন যে তত্ত্বানুসন্ধানপ্রবৃত্তি জন্মিবে সেই প্রবৃত্তিই সত্যের দিকে নত হইবে।

তেছি তাহাও প্রকৃত অপরিণামী নহে। চন্দ্র সূর্য্য জল বায়ু প্রভৃতির কেহই অপরিণামী নহে। তবে কিনা, ঐ সকল প্রাকৃতিক জড়পদার্থের পরিণাম অত্যন্ত মৃদু ও সূক্ষ্ম। বস্তুর তীব্র পরিণাম অতিশীঘ্র অনুভূত হয়। চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, মহাজল ও মহাবায়ু প্রভৃতি মৃদু পরিণামে আবদ্ধ থাকায় তাহাদের জীর্ণতা অনুভব গোচরে না আসিলেও যুক্তিগোচরে আইসে। মৃদুপরিণামের চরমসীমাই সদৃশ পরিণাম বুঝিবার দৃষ্টান্ত। তীব্রপরিণামের এত তীব্রতা আছে যে, পূর্ব্বক্ষণে সমুৎপন্ন বস্তুর পরিণাম পরক্ষণেই অনুভূত হয়। আবার মৃদুপরিণামের এত মৃদুতা আছে যে তাহা বহু সহস্র বৎসরেও অনুভূত হয় না। সেই জন্য বলিলাম, মৃদুপরিণামের চরম সীমাই সদৃশ পরিণাম। সদৃশ ও বিসদৃশ এই দ্বিবিধ পরিণাম থাকাতেই প্রকৃতিতে কখন প্রলয় ও কখন জগৎ জন্মিতেছে। গুণপরিণামের তারতম্য অনুসারে অচিরাৎ কোন কোন বস্তুর বিকার বা পরিণাম দেখিতে পাওয়া যায়; আবার কোন কোন বস্তুর পরিণাম হয়ত আমাদের জীবনে অনুভূত না হইয়া আমাদের অধস্তন সন্তান দিগের অনুভূতি গোচরে উপস্থিত হইবে। প্রকৃতিরই বিশেষ বিশেষ পরিণামের নাম জন্ম, মৃত্যু, জরা, উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, জীর্ণতা, নবতা, মধ্যতা ও দৃঢ়তা, ইত্যাদি। কাল সূর্য্যকে আমরা যে অবস্থায় প্রত্যক্ষ

ইন্দ্রিয়গণ তখন সত্যকেই গ্রহণ করিবে; ভুল বা মিথ্যা গ্রহণ করিবে না। অধিক কি বলিব, ঋষিরা এবম্বিধ বিশ্বাসের উচ্চ শিখরে অরোহণ পূর্ব্বক স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে অসুর, আর ধ্যানাধ্যয়নভাবনাদির দ্বারা সুসংস্কৃত ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

করিয়াছি, বুঝিতে হইবে, আজ তাহার সে অবস্থা নাই। পরিণাম হইয়াছে। কাল যে জগৎপ্রাণ বায়ু সেবন করিয়াছি, আজ তাহারও পরিণাম হইয়াছে। আদিসর্গ কালে পৃথিবীর বা পৃথিবীস্থ প্রাণীর যেরূপ স্বভাবাদি ছিল, কপিলের সময়ে যেরূপ ছিল, আজ আমাদের সময়ে তাহা নাই—পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের সময়ে যাহা চলিতেছে—আমাদের সন্তানবর্গের সময়ে হয় ত তাহাও থাকিবে না, পরিবর্ত্তিত হইবে। বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ঋষিরা যে কলিধর্ম্মের কথা বা ভবিষ্য কথা বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা অবিশ্বাস্য বা অসম্ভাব্য মনে করা উচিত নহে। কলিকালের মানুষ দুর্ব্বল দুর্ব্বলেন্দ্রিয় অল্পায়ু হ্রস্বকায় চতুর ধূর্ত্ত শঠ মিথ্যাপরায়ণ স্ত্রৈণ প্রতারক ও প্রত্যক্ষবাদী হইবে, পৃথিবী অল্পফলা হইবেন, এ সব কথা বলা প্রাকৃতিক পরিণামজ্ঞানে সুবিশারদ সত্যকালের ঋষিদিগের পক্ষে কদাচ অসম্ভাব্য নহে। অধিক কি বলিব, পরিণামস্বভাবা প্রকৃতির, তদুৎপন্ন পৃথিবীর ও তদাশ্রিত স্থাবর জঙ্গমাত্মক বস্তুর অনির্বাচ্য পরিণামের কথা মনে মনে ভাবনা করাও কঠিন ব্যাপার। এই বিষয়টী ভাবিতে বা ধ্যা[illegible] করিতে গেলে বিস্ময় সাগরে ডুবিতে হয়, কিছুতেই আশ্বাস থাকে না। আবার অনাশ্বাসও হয় না। যাহাই হউক, অব্যক্তশব্দিত মূল প্রকৃতির ধর্ম্ম ও তাহার নিগূঢ় ভাব, যাহা সাঙ্খ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন কালে বুঝিয়াছিলাম তাহা সর্ব্বসমক্ষে বলিলাম। ইহার অধিক থাকিতেও পারে, পরন্তু তাহা আমার অবিদিত।

তিষ্ঠতু। কপিল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "প্রকৃতি জড়া, অস্বাধীনা অথচ জগতের নির্ম্মাণকর্ত্রী।" এ সিদ্ধান্ত কেমন হইল?

দেখা যায়—জড়বস্তু আপনা আপনি প্রবৃত্ত হয় না। যদি কদাচিৎ কখন কোন জড় স্বয়ংপ্রবৃত্ত হয়, হইলে তাহার সে প্রবৃত্তি সর্ব্বথা অনিয়মিত অর্থাৎ শৃঙ্খলাবিহীন। জ্ঞান-শক্তি না থাকিলে কেহ কখন নিয়মিত কার্য্য করিতে পারে না। এমন নিয়মযুক্ত ও এমন কৌশলযুক্ত জগতের নির্ম্মাণ কি ইচ্ছাদি-গুণ-শূন্য জড়স্বভাব প্রকৃতির দ্বারা সম্ভবে? জ্ঞানশূন্যা প্রকৃতি ইহার কর্ত্রী হইলে এত দিন ইহা উৎসন্ন অথবা বিশৃঙ্খল হইয়া যাইত। হয় ত নিয়মিতরূপে চন্দ্রসূর্য্যাদি পরিভ্রমণ করিত না। মানুষের পুত্র মানুষ ও বৃক্ষের অঙ্কুর বৃক্ষ না হইয়া হয় ত একটা কিম্ভূত কিমাকার ঘটনা হইত। অতএব, নিয়ম পরিপাটী দেখিয়া অবশ্য অনুমান করিতে হইবে এবং মানিতেও হইবে যে, অব্যাহতেচ্ছ জ্ঞানসম্পন্ন সর্ব্বশক্তিমান্ কোন এক কর্ত্তৃপুরুষ ইহার অধিষ্ঠাতা বা নিয়ামক আছে। তিনিই প্রকৃতির দ্বারা সুনিয়মে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং স্থিতি বিধানও করিতেছেন।

কপিল বলেন, না। রথ একটী অচেতন বস্তু, চেতনাবান্ পুরুষ তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকে যেমন স্বেচ্ছানুসারে নিয়মিতরূপে গতিমান্ করে, অথবা সুবর্ণ খণ্ড এক জড় দ্রব্য, কোন কুশলী স্বর্ণকার তাহার অধিষ্ঠাতা বা কর্ত্তা হইয়া তাহাকে যেমন কুণ্ডলাদি আকারে পরিণামিত করে, প্রকৃতির সম্বন্ধে সেরূপ পরিণামক, বা সেরূপ প্রেরণ কর্ত্তা কেহ নাই। সেরূপ অধিষ্ঠাতার অনুমান নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃতি জড়, তাই বলিয়া রথনিয়ন্তা সারথির ন্যায় তাঁহার কোন স্বতন্ত্র নিয়ন্তা থাকার কল্পনা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃতি অস্বাধীন বলিয়া

তাঁহাকে পরিণামিত করিবার জন্য কর্ম্মকারের ন্যায় পৃথক্ ব্যক্তি থাকার প্রয়োজন হয় না। অনাদি অনন্ত পুরুষগণই তাঁহার অধিষ্ঠাতা ও নিজ শক্তিই তাঁহার পরিণামের প্রযোজক।

"তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ।" যেমন সন্নিধান বশতঃ ইচ্ছাদিগুণশূন্য জড়স্বভাব অয়স্কান্তমণি লৌহের সম্বন্ধে সচেতন অধিষ্ঠাতার ন্যায় কার্য্যকারী হয়, সেইরূপ, সান্নিধ্যবিশেষ বশে নিগুর্ণ নিষ্ক্রিয় আত্মাই তাদৃশী প্রকৃতির অধিষ্ঠাতার বা প্রেরকের কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

যেমন লৌহ ও চুম্বক উভয়েই জড়স্বভাব, ইচ্ছাদিগুণশূন্য ও স্বয়ংপ্রবৃত্তিরহিত অথচ পরস্পর সন্নিহিত হইবামাত্র পরস্পর পরস্পরের শরীরে বিক্রিয়া [লৌহশরীরে চলন, আর চুম্বকশরীরে আকর্ষকভাব] উপস্থিত করে, সেইরূপ, আত্মা নিষ্ক্রিয় নিরীহ হইলেও ও প্রকৃতি জড়া ও স্বতঃপ্রবৃত্তিরহিতা হইলেও সন্নিধান বিশেষের বলে প্রকৃতিশরীরে পরিণাম শক্তির উদয় হইয়া থাকে। জড়স্বভাব বলিয়া অনিয়মিত পরিণামের আশঙ্কা অলীক আশঙ্কা। কেন না, নিয়মিতরূপে পরিণত হওয়াই প্রকৃতির স্বভাব। তদনুসারে প্রত্যেক বস্তুই নিয়মিত পরিণামের অধীন দুগ্ধের দধি ভিন্ন কর্দ্দম পরিণাম হয় না। চূর্ণ-যুক্ত হরিদ্রা রক্তবর্ণ হয়, কৃষ্ণবর্ণ হয় না। প্রকৃতির ও প্রাকৃতিক পদার্থের নিয়মি

"নিরীচ্ছে সংস্থিতে রত্নে যথা লৌহঃ প্রবর্ত্ততে।
সত্তামাত্রেণ দেবেন তথা বাহয়ং জগজ্জনঃ॥"

* অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্য নষ্ট হইয়া এক বার পরিণাম আরব্ধ হইলে তাহা হইতে ক্রমশঃ সম বিষম প্রভৃতি নানা প্রকার কার্য্য চলিতে থাকে বিশৃঙ্খল হয় না।

পরিণামের বিষয়ে বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও বৈদ্যক প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্র সাক্ষ্য দিতে সমর্থ। সাঙ্খ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন "সলিলবৎ প্রতি প্রতি গুণাশ্রয়বিশেষাৎ।" মেঘ-নির্ম্মুক্ত সলিল এক, একরূপ ও এক রস; কিন্তু সেই এক ও একরসাত্মক জল পৃথিবীতে আসিয়া নানাবিধ পার্থিব বিকারের সংযোগে (তাল ও তালী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বীজভাবাপন্ন বিকারের সহিত সংযুক্ত হইয়া) ভিন্ন ভিন্নরূপে ও ভিন্ন ভিন্ন রসে পরিণত হইয়া থাকে। তালবীজ বা তালবৃক্ষ যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা এক রস হইল; নারিকেল যাহা আকর্ষণ করিল তাহা অন্যরস হইল। অতএব, একই জল যেমন কারণবিশেষের সংসর্গে ভিন্ন ভিন্ন ফলে ও ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর ও অম্ল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রসের উৎপত্তি করে, সেইরূপ, প্রকৃতিনিষ্ঠ গুণত্রয়ের এক এক গুণের অভিভব ও এক এক গুণের সমুদ্ভব (বৃদ্ধি বা প্রাবল্য) হওয়াতে প্রবলের সহযোগে দুর্ব্বল গুণ গুলি বিকৃত হইয়া যায়। অতএব, প্রকৃতির নিয়মিত পরিণামের জন্য প্রকৃতির স্বীয় শক্তি বা স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব ব্যতীত স্বতন্ত্র প্রেরক থাকা অকল্পনীয়।

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম—মহত্ত্ব।

প্রকৃতির প্রথম বিকাশ মহত্তত্ব। ইহা সৃষ্টিপ্রারম্ভে অসংসারী ও অশরীরী আত্মার সন্নিধি বশতঃ প্রকৃতি মধ্যে প্রথম প্রস্ফুরিত হয়। কথিত আছে, রজোগুণে সৃষ্টি, সত্বগুণে

পালন ও তমোগুণে সংহার। এ কথা ইহাই বুঝাইয়া দেয় যে, পূর্ব্বে গুণ সমুদায়ের সাম্য-ভঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে রজোগুণ সত্ত্বগুণকে উদ্রিক্ত করিয়াছিল। তাই সত্ত্বগুণ সর্ব্বপ্রথমে মহত্তত্ত্ব আকারে*[মহত্তত্ত্ব যার পর নাই নির্ম্মল বিকাশ] প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। মহত্তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান প্রাণি-নিচয়ের বুদ্ধির বীজস্থান চিন্তা করিতে হইবে। তাহাতে দৃষ্ট হইবে, সমস্ত বিশেষ বিশেষ বুদ্ধির বিকাশস্থান অন্তঃকরণ। আরও দৃষ্ট হইবে যে, প্রত্যেক অন্তঃকরণ হরি-হর-মূর্ত্তির ন্যায় দ্বিমূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছে। তাহার এক মূর্ত্তি বা এক পরিণাম 'মনন' ও 'অধ্যবসায়' নামে ও দ্বিতীয় মূর্ত্তি বা পরিণাম 'অভিমান' ও 'অহং' নামে পরিচিত হইয়াছে। "আমি" "আমি আছি" "বস্তু" "বস্তু আছে" "আমার" "আমার কৃতিসাধ্য" ইত্যাদি প্রকার নিশ্চয়াত্মক বিকাশের নাম অধ্যবসায় ও জ্ঞান শক্তি। এই জ্ঞানশক্তি সহজাতত্বরূপে জীবের অন্তরাত্মায় নিরন্তর সংলগ্ন আছে জ্ঞানশক্তির সমষ্টিই মহান্। মহান ও পূর্ণজ্ঞান সমান কথা। পূর্ণ জ্ঞানশক্তি সাংখ্যোক্ত মহত্তত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব শব্দের অভিধেয়। যে মহান্ পুরুষ এই মহান্ বুদ্ধিতত্ত্বে পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হন সেই মহাপুরুষই সাংখ্যশাস্ত্রের ঈশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, কার্য্য-ব্রহ্ম ও ঈশ্বর। ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক, চন্দ্র-লোক সূর্য্য-লোক, গ্রহ-লোক, নক্ষত্র-লোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সমস্ত লোকের সমস্ত পদার্থই এই মহান্ পুরুষের অধীন। এই মহত্তত্ত্ব নামক ব্যাপক বুদ্ধি আমার জ্ঞান, তোমার জ্ঞান, তাহার জ্ঞান, চন্দ্রলোকস্থ মনুষ্যের জ্ঞান, সূর্য্যলোকস্থ মনুষ্যের জ্ঞান

পশুর জ্ঞান, পক্ষীর জ্ঞান, ইত্যাদি ক্রমে সেই সেই দেহে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে। আমরা যেমন এই হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেহের উপর "আমি' ও "আমার" এই অভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছি, এইরূপ, হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর সম্পূর্ণ বুদ্ধিতত্ত্বের বা অন্তঃকরণ সমষ্টির উপর "আমি" ও "আমার" ইত্যাকার অভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছেন। আমাদের দেহের উপর যেমন আমাদেরই কর্তৃত্ব, এইরূপ, সমষ্টি অন্তঃকরণের উপর হিরণ্যগর্ভের কর্তৃত্ব আছে। আমরা যেমন আমাদের হস্ত পদাদি যথেচ্ছ প্রেরণ করি, এইরূপ, হিরণ্যগর্ভও সমস্ত অন্তঃকরণকে যথেচ্ছ প্রেরণ করেন। সেই জন্য তাঁহাকে আমরা অন্তর্যামী বলি। এ সকল কথা কপিল মহর্ষির গ্রন্থে বিস্তারিত রূপে না থাকিলেও অন্য আর্য্য গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে অভিহিত আছে। কপিল কেবল "মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ।" এই বলিয়া মহত্তত্ত্ব জিনিশ বুঝাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগকে বুঝিতে হইলে, সর্ব্বদা সমুৎপন্না বিষয়োপরক্তা বুদ্ধির অবগাহু খণ্ড খণ্ড বিষয় রাশি পরিত্যাগ করিয়া, ছাড়িয়া দিয়া, নিরবচ্ছিন্ন, কেবল অথবা বিশুদ্ধ বুদ্ধিই মহত্তত্ত্ব, এইরূপ বুঝিতে হইবে। প্রথমে কেবল চিদাত্মা পুরুষ ছিলেন, এ সকল ছিল না, সুতরাং প্রকৃতির প্রথম বিকাশে অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব নামক বুদ্ধিতে চিদাত্মার অনুরঞ্জনা ব্যতীত অন্য পদার্থের অনুরঞ্জনা ছিল না, তাহার পরিচ্ছেদকও ছিল না, না থাকায় তাহা অপরিচ্ছিন্না ছিল। পরে প্রকৃতি হইতে যতই স্থূল সূক্ষ্ম বিকার প্রাদুর্ভূত হইয়াছে ততই তাহা বিষয়পরিচ্ছিন্না ও মলিনা হইয়াছে। প্রকৃতির প্রথম বিকার বা প্রথম স্ফূর্ত্তি যাহার সাঙ্কেতিক নাম

মহত্তত্ত্ব, তাহাই জগদ্বীজ ও মহান্। সৃষ্টির আরম্ভ ও মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি সমান কথা। রাম না হইতে রামায়ণের ন্যায় জ্ঞেয় না হইতে জ্ঞানের আবির্ভাব হওয়াই মহত্তত্ত্বের অপর লক্ষণ। জ্ঞেয় না থাকা অবস্থায় জ্ঞানের বিকাশ, এই বিষয়টী যেরূপে অনুভব করিতে হইবে তাহা মহর্ষি মনু উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥"

এ জগৎ আগে প্রকৃতি লীন ছিল। প্রকৃতি লীন থাকাই লয় ও প্রলয়। সে অবস্থা এখন লোকের অজ্ঞাত, অলক্ষ্য ও অপ্রতর্ক্য। অর্থাৎ তখন প্রত্যক্ষ, অনুমান, শাব্দ, এ সকল প্রমাণ ছিল না এবং প্রমাণের বিষয় প্রমেয় পদার্থ, তাহাও ছিল না। সে অবস্থা প্রায় মহাসুষুপ্তির সদৃশ।

যেমন আমাদের প্রগাঢ় সুষুপ্তি ভাঙ্গিবা মাত্র নেত্র উন্মীলিত হইতে না হইতে সহসা অজ্ঞান তমঃ বিদূরিত ও জ্ঞানবিকাশ উপস্থিত হয়, তেমনি, নিতান্ত, দুর্লক্ষ্য প্রলয়রূপ জগৎসুষুপ্তি ভাঙ্গিবা মাত্র প্রকৃতিগর্ভে সূক্ষ্ম জগতের অভিব্যঞ্জক (অঙ্কুর স্বরূপ), তমোভঙ্গ কারক, সৃষ্টিসামর্থ্যযুক্ত ভগবান্ স্বয়ম্প্রভ হিরণ্যগর্ভের বা মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল। যেমন জগৎ-সুষুপ্তি ভাঙ্গিল, অমনি মহান্ বিকাশ আসিল, সূক্ষ্ম জগৎ অলক্ষ্যে তন্মাত্রে অঙ্কিত হইল। মনুর এই উক্তিতে মহত্তত্ত্বের অল্প কিছু ভাব অনুভবারূঢ় করা যাইতে পারে। মহত্তত্ত্ব,

হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, এ সকল সমান কথা। * এই স্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে, জ্ঞানশক্তির অনুগামী ইচ্ছাশক্তি, ইচ্ছাশক্তির অনুগামী ক্রিয়াশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তির অনুগামী সৃজনশক্তি।

দ্বিতীয় পরিণাম—অহংতত্ত্ব।

পূর্ব্বোক্ত প্রথম পরিণামের অর্থাৎ "আমি আছি" ইত্যাদি সহজাত নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির একদেশে যে "অহংবৃত্তি" সংলগ্ন আছে তাহাই সাঙ্খ্যের অহংতত্ত্ব। এই অহংবৃত্তি যাহাতে বা যাহার পরিণামে উদয় হয় তাহাই সাঙ্খ্যের অহংতত্ত্ব। এই অহংতত্ত্ব প্রত্যেক আত্মার আশ্রিত। এই অহং এক একটি গণনায় ব্যষ্টি ও সমস্ত গণনায় সমষ্টি। অহং অভিমান ও অহংতত্ত্ব নামভেদমাত্র। মহত্তত্ত্বের সহিত অহংতত্ত্বের প্রভেদ এই যে, মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত আমি অলক্ষ্যোৎপন্ন, আর অহংতত্ত্বের "আমি" লক্ষ্যপূর্ব্বক উৎপন্ন। অহংএর প্রধান লক্ষ্য জীবাত্মা বা আত্মার জীবভাব।

তৃতীয় পরিণাম—ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রা।

বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্বের পরিণাম অহংতত্ত্ব। এই অহংতত্ত্ব হইতে যে বিচিত্র পরিণাম ঘটিয়াছে তাহা সাঙ্খ্যশাস্ত্রে এইরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে।

অহঙ্কার তত্ত্বের দুই পরিণাম। ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রা। যেমন এক দুগ্ধ হইতে দ্বিবিধ পরিণাম বা বিকার অর্থাৎ আমিক্ষা (ছানা) ও বাজী (ছানার জল) উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, এক

---

* "মনোমহান্ মতির্ব্রহ্মা পূর্ব্বুদ্ধিঃখ্যাতিরীশ্বরঃ" ইত্যাদি।

অহংতত্ত্বের পরিণামে দ্বিবিধ বিকার উৎপন্ন হইয়াছে। ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রা। ইন্দ্রিয়গণ স্বচ্ছ ও প্রকাশস্বভাব; তন্মাত্রাপ্রবাহ * অস্বচ্ছ ও অপ্রকাশস্বভাব। উভয়ের আকারও ভিন্ন। ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রা তুল্যাকার ও তুল্যস্বভাব না হইবার কারণ এই যে, অহংতত্ত্বস্থিত রজোগুণ অহংতত্ত্বকে ঐরূপ বিভিন্ন আকারে ও স্বভাবে বিকৃত করিয়াছিল। এস্থলে প্রশ্নকর্তার বুঝা উচিত যে, প্রাকৃতিক পরিণাম অত্যন্ত বিচিত্র ও বোধাতীত।

কপিল ঋষি ঐ পর্য্যন্ত বলিয়া বলিয়াছেন, "ইত্যেষঃ প্রাকৃতঃ সর্গঃ" "অবুদ্ধিপূর্ব্বিকস্ত্বেষঃ।" এই পর্য্যন্তই অবুদ্ধি-পূর্ব্বক সৃষ্টি অর্থাৎ প্রাকৃতিক সৃষ্টি। অতঃপর ব্রাহ্মী সৃষ্টি। আমরা যেমন সলিল, সূত্র ও মৃত্তিকাদি লইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক ঘটপটাদি নির্ম্মাণ করি, সেইরূপ, ব্রহ্মা বা ঈশ্বর প্রকৃতিসৃষ্ট প্রোক্ত উপাদান লইয়া নিয়মিতরূপে বিবিধ সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বয়ংজাত প্রাকৃতিক উপাদান লইয়া সে সকলকে বুদ্ধিপূর্ব্বক নিয়মিত করা এবং সুকৌশলে ও সুশৃঙ্খলে জগৎ রচনা করা ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। ব্রাহ্মী সৃষ্টির অনেক কাল পরে জৈবিক সৃষ্টি প্রারব্ধ হইয়াছিল। জৈবিক সৃষ্টি ? জৈবিক সৃষ্টি গৃহাদিনির্ম্মাণ।

অহংতত্ত্বজাত একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্রার পরিচয় এক প্রকার প্রদত্ত হইল। সম্প্রতি প্রতিজ্ঞা অনুসারে মনের সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাউক।

---

* এই তন্মাত্রা বেদান্তাদি শাস্ত্রে ভূতসূক্ষ্ম ও ন্যায়াদি শাস্ত্রে পরমাণু, এই দুই বিভিন্ন আখ্যায় খ্যাত হইতে দেখা যায়। অনুমান হয়, সাঙ্খ্যের তন্মাত্রাপ্রবাহই ইংরাজদিগের ইথার।

মনের সাবয়বত্ব ও সূক্ষ্মত্ব।

"জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, অপক্ষীয়তে, বিপরিণমতে,
নশ্যতি, ইতি ষড়্ভাববিকারাঃ।" যাস্ক।

'ভাব' শব্দে জায়মান বস্তু। যে যে বস্তু জন্মে, তাহার তাহারই বৃদ্ধি, হ্রাস, পরিবর্ত্তন ও বিনাশ হয়। বস্তুর এবম্বিধ পরিণামকে দার্শনিক পণ্ডিতেরা ভাব-বিকার শব্দে উল্লেখ করেন। ভাব-বিকার-গ্রস্ত নহে এমন জন্যবস্তু অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ নাই। সাংখ্যমতে আত্মা ব্যতীত নির্ব্বিকার পদার্থ নাই। দৃশ্যবস্তুতে যে বিকার ধর্ম্ম আছে তাহা সর্ব্বপ্রত্যক্ষ। সাংখ্য বলেন, মনও জন্মবান্, সে জন্য মনও ভাববিকারগ্রস্ত।

প্রাকৃতিক-কাণ্ড নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। দুর্ব্বোধ্যতার বিষয় বর্ণন করি, প্রণিধান কর। সামান্য তৃণগুচ্ছ হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত যে কিছু পদার্থ, একমাত্র মনই সমুদায়ের পরীক্ষক। কিন্তু মনের পরীক্ষক কে? চিন্তা করিতে গেলে মোহ উপস্থিত হয়। যদি বল, মন আপনিই আপনার পরীক্ষক, আমরা বলি, তাহা সঙ্গত নহে। আপনি আপনার প্রমাণ, আপনি আপনার পরীক্ষক, এ কথা বলা আর আপনি আপনার স্কন্ধে আরোহণ করিতেছে বলা তুল্য কথা। মন কি? তাহার স্বরূপ কি? শক্তি কি? এবং সংস্থানই বা কিরূপ? মনের উপর এ সকল নির্ণয়ের ভারার্পণ করিতে গেলে আপনি আপনার স্কন্ধারোহণ করার দোষ মনের উপর নিক্ষেপ করিতে হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট-বুদ্ধি (যাহার যেরূপ আকার, যাহার যেরূপ গুণ, তত্তাবতের সুস্পষ্ট জ্ঞান) জন্মায় না। একমাত্র মনই

বিশিষ্টবুদ্ধির জনক। এই কথা স্থির থাকিলে মনের পরীক্ষক অলভ্য হইয়া পড়ে।

কপিল বলেন, না—অলভ্য হইবে না। প্রণিধানপর হইলে দেখিতে পাইবে. যখন আত্মার ও মনের বিষয় চিন্তা করা যায়, তখনই দেখা যায়, মন ও আত্মার স্পষ্ট ভিন্নভাব দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা বলেন, মন ও আত্মা একই বস্তু, তাঁহারাও আত্মার ও মনের বিচারকালে আত্মা:কে ভিন্ন না রাখিয়া বিচার নিষ্পত্তি করিতে পারেন না। তাঁহারা যখন যখনই মনের অনুসন্ধান করেন তখন তখনই তাঁহাদের মন আত্মা হইতে পৃথক হয়, পৃথক্ হইয়া আত্মার স্বরূপ পরীক্ষা করে। কিন্তু বিচারাসক্তি বা ভ্রমবশতঃ তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিতে পারেন না। সেই জন্যই তাঁহারা মুখে বলেন "মনের নামান্তর আত্মা, আর আত্মার নামান্তর মন"।

কেহ কেহ বলেন, "দীপের ন্যায় মনের স্ব-পর-প্রকাশকত্ব শক্তি আছে। দীপ যেমন আপনাকে ও আপনার প্রকাশ্য বস্তুকে প্রকাশ করে, সেইরূপ, মনও আপনার ও আপনার স্বরূপসত্তার অবধারণ করে। যাঁহারা কখন কি ভাবেন না, কেবল কিসে বাদী জয় করিব তাহারই উপায় চিন্তা করেন, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদিগকে পারা ভার। বিচার-মল্লদিগের বাক্‌বৈদগ্ধ্য নিতান্ত অসার। তাঁহাদিগের তাদৃশ মুগ্ধতার কারণ আর কিছুই না, কেবল মন ও আত্মার ঘনিষ্টতা অথবা নৈকট্য। মনের সহিত আত্মার এতদূর নৈকট্য আছে যে, স্বতন্ত্র-আত্মাস্তিত্ব-বাদীরাও কখন কখন মনকে আত্মা বলিয়া ফেলেন। এই বিষয়ে অনেক বক্তব্য থাকিলেও সে সকল

আত্মার স্বরূপ বর্ণন কালে বলা হইবে। এ সন্দর্ভে কেবল মনের স্বরূপাবধারণ কথাই বলিব, অন্য কিছু বলিব না।

"মন কি? কিংবিধ পদার্থের নাম মন?"

এই জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে কপিল বলেন, মন একটী দেহস্থ বস্তু। মন দেহাশ্রিত পদার্থ বটে, কিন্তু তাহা অস্থিমাংসাদির ন্যায় নহে। মন অহংদ্রব্যের পরিণামবিশেষে উৎপন্ন হইলেও তাহা ক্ষণধ্বংসী নহে। তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত উহার স্থায়িত্ব থাকে। প্রাণসংযোগ বিনষ্ট হইলে যখন এ শরীর নিপতিত থাকে, তখন মন তাহাতে থাকে না। অস্থিমাংসাদির ন্যায় তন্মধ্যে অবস্থিত থাকে না। শরীর 'বিনাশ' নামক বিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মন শীঘ্র সেরূপ বিকার প্রাপ্ত হয় না। মরণের পর মন কি হয় তাহা জন্মান্তর নামক প্রস্তাবে বলিব।

নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্তে মন নিত্য ও নিরবয়ব। মনের অবয়ব নাই সুতরাং উৎপত্তিও নাই। অবয়ব না থাকায় মনের উপচয় অপচয়ও নাই। তবে যে আহারাদিজনিত মনের হ্রাসবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে, তাহা মনের নহে, মনের গোলকের অর্থাৎ অবস্থিতি স্থানের। গোলকের উপচয় মনের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। বাল্যে ইন্দ্রিয়-স্থানের অপুষ্টতা বশতঃ ইন্দ্রিশক্তির অল্পতা থাকে, যৌবনে সেই সেই স্থান পুষ্ট হইলে ইন্দ্রিয়শক্তিও পূর্ণ হয়। আবার বার্দ্ধক্যে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহাই পূর্ব্বোক্ত নির্ণয়ের নিদর্শন। নিরবয়ব পদার্থের আবার বিনাশ কি? অবয়বের বিভাগ হওয়াই ধ্বংস, সেই জন্য নিরবয়ব মনের ধ্বংস নাই।

মন এক প্রকার নিরবয়ব দ্রব্য। দ্রব্য বলিলে আমাদের

সহজ জ্ঞানে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলভাবের উদয় হয়, দ্রব্যের স্বরূপ বস্তুতঃ তাহা নহে। যাহাতে বা যাহার গুণ বা ধর্ম্ম থাকে তাহা দ্রব্য। এ লক্ষণ সাবয়ব ও নিরবয়ব উভয়ত্রই বিদ্যমান থাকে।

মন সূক্ষ্ম। এমন কি, মন বায়বীয় পরমাণুতুল্য। তাদৃশ-সূক্ষ্মতানিবন্ধন মন যুগপৎ অর্থাৎ এককালে দুই বা ততোধিক বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না। সেই কারণে এক সময়ে দুই বস্তুর জ্ঞান হয় না। "অন্যত্রমনা অভুবং নাশ্রৌষম্" আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, তজ্জন্য শুনিতে পাই নাই। এক দিকে মন থাকিলে যে অন্য দিকে তাহার ঔদাস্য থাকে, তৎপ্রতি কারণ, মনের পরমাণুতুল্যতা। মন যখন এক ইন্দ্রিয়ে যুক্ত হইয়া তদিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবিষয়ে নিমগ্ন থাকে, তখন আর তাহার এমন কোন প্রদেশ (অংশ) থাকে না যে সে অন্য প্রদেশে বা বস্তুতে সংযুক্ত হইয়া তদ্বস্তুর ভাল মন্দ বিবেচনা করিবে। স্থূল বা সাবয়ব-বস্তুই দুই বা ততোধিক বস্তুতে সংযুক্ত হইতে পারে। কারণ, তাহার অনেক প্রদেশ (স্থান) আছে। কিন্তু মন এত সূক্ষ্ম যে একের সহিত সংযুক্ত হইবার কালে সে তন্মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়। সেই কারণেই মনুষ্যের এককালে দুই বা ততোধিক জ্ঞান জন্মে না। তবে যে ভোজনাদি কালে আমরা যুগপৎ স্পর্শন ও রাসন (আস্বাদ) জ্ঞান জন্মে বলিয়া বিবেচনা করি, তাহা আমাদের ভ্রম। বস্তুতঃ তাহা ক্রমশঃ হয়, যুগপৎ হয় না। যেমন এক শত পদ্মপত্র একটা সূচীর দ্বারা এক বেগে বিদ্ধ করিলে তাহা যুগপৎ বিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়; সেইরূপ ভ্রম।

এ-ত গেল নৈয়ায়িক দিগের মত। কিন্তু সাংখ্যের মত অন্যবিধ। সাঙ্খ্য বলেন, মন অনিত্য। মন উৎপন্ন বস্তু;

সেই কারণে তাহা অনিত্য। তাই বলিয়া মন ঘটপটাদির ন্যায় ক্ষণবিনাশী নহে। মন জীবের জীবত্ব লোপ অর্থাৎ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

মন সাবয়ব। মন যদি নিরবয়ব হইত তাহা হইলে সে কাহারও সহিত সংযুক্ত হইতে পারিত না। মনের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, তদীয় আধার স্থানেরই হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সেই হ্রাস বৃদ্ধি মনে আরোপিত হইয়া থাকে, এ বিষয়ে প্রমাণ ও অনুকূল যুক্তি নাই। মন সূক্ষ্ম বটে, তাই বলিয়া পরমাণুতুল্য নহে। ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেই যে পরমাণুর ন্যায় পরিমাণে সূক্ষ্ম ও নিরবয়ব হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। বায়ু যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তু, তাই বলিয়া কি বায়ুর অবয়ব নাই? বায়ুও সাবয়ব, তাহাও পুঞ্জীভূত পরমাণুপ্রবাহ *।

এককালে দুই বা ততোধিক জ্ঞান হইবে না, এমন কোন নিয়ম নাই। "ক্রমশোঽক্রমশশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ।" ইন্দ্রিয়বৃত্তি অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান স্থলবিশেষে ক্রমে হয়, স্থল বিশেষে অক্রমে

* অনেকে মনে করেন, ত্বক্ দ্বারা বায়ুর প্রত্যক্ষ হয়। বস্তুতঃ তাহা হয় না। স্পর্শের দ্বারা অনুমিত হয় মাত্র। ত্বগিন্দ্রিয় যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বায়ুকে গ্রহণ করিত, তাহা হইলে সর্ব্বদাই অন্য দ্রব্যের ন্যায় শরীরে বায়ু-স্পর্শ অনুভূত হইত। জগৎ বায়ুসমুদ্রে অবস্থিত। স্পর্শগুণ বায়ুতে সর্ব্বদা অভিব্যক্ত থাকে না এবং ত্বগিন্দ্রিয়ও সর্ব্বদা স্পর্শ গ্রহণ করে না। বেগই বায়ুতে স্পর্শ গুণের উদ্রেক করে, এবং তাহার আঘাতই ত্বকে স্পর্শগ্রাহিকা শক্তি উদ্ভাবিত করে। বায়ুতে বেগ উপস্থিত হইলে সেই বেগযুক্ত বায়ু ত্বক্‌কে চাপিয়া ধরে, ত্বক্ তখন বায়ুর স্পর্শ গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হয়। বায়ুতে যদি স্পর্শগুণ সর্ব্বদা অভিব্যক্ত থাকিত, ত্বকের যদি চাপ্ ব্যতিরেকে স্পর্শগ্রহণের সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে তালবৃন্তের প্রয়োজন হইত না।

অর্থাৎ এক কালে হয়। মন সাবয়ব কি নিরয়ব? নশ্বর কি অনশ্বর? এক কালে বহু জ্ঞান হয় কি না? ইত্যাদি কথা লইয়া শাস্ত্রের স্থানে স্থানে তর্ক বিতর্ক আছে, সে সকলের সিদ্ধান্ত মাত্র অনুভাবিত করিলাম। আরও কথা এই যে, যুক্তির উপরেই নৈয়ায়িক দিগের নির্ভর; কিন্তু সাঙ্খ্যাচার্য্য দিগের নির্ভর আপ্তবাক্য। যুক্তি তাহার সাহয্যাকারী মাত্র। অতএব, প্রধান আপ্তবাক্য বেদ যখন বলিয়াছেন, মন সাবয়ব, তখন বুঝা উচিত যে, সাঙ্খ্য মতে মন সাবয়ব। ছান্দোগ্য ষষ্ঠাধ্যায়ে এ সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে, এস্থলে তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিলাম।

উদ্দালক শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মবিৎ করিবার মানসে প্রতিদিন বিবিধ সোদাহরণ প্রশ্নের অবতারণা করিতেন। এক দিন বলিলেন "ন নাঽদ্য কশ্চনাঽমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতি।" বৎস! আমাদের বংশের কোন ব্যক্তি অশ্রুত ও অবিজ্ঞাত পদার্থের উদ্‌ঘোষণ করেন নাই। অর্থাৎ সকলেই সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। শ্বেত কেতু বলিলেন, তাহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? শ্বেতকেতুর এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে উদ্দালক বাহ্যভূতের র[illegible] উপদেশ করিয়া পশ্চাৎ আধ্যাত্ম ভূতের তত্ত্ব কথন কালে বলিলেন, "অন্নময়ং হি সোম্য! মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্।" হে প্রিয়দর্শন শ্বেতকেতু! মন অন্নময় অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্যের পরিণাম বিশেষ। প্রাণ জলময় অর্থাৎ পেয়পরিণামোৎপন্ন। বাক্ তেজোময়ী অর্থাৎ স্নেহদ্রব্যের পরিণামে উৎপন্না। শ্বেতকেতু এই সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু।" আবার বলুন, আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

অনন্তর শ্বেতকেতুর বোধের নিমিত্ত উদ্দালক ঋষি ঐ সকল কথা বিস্তার করিয়া বলিতে লাগিলেন। "পৃথিবীধাতু, অপ্‌ধাতু ও তেজোধাতু। ধাতুর নামান্তর ভূত এবং পৃথিবী ধাতুর নামান্তর অন্ন। আকাশ, বায়ু ও ঐ ত্রিবিধ ভূত পরস্পর অনুবিদ্ধ হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। প্রোক্ত ত্রিধাতু বা পঞ্চ ধাতু আত্মাভিন্ন সমস্ত পদার্থের উপাদান ও পোষক। বহিঃস্থ অন্নাদি ধাতু আধ্যাত্মিক ধাতুতে সংযুক্ত বা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সে সকলের স্থিতি ও পুষ্টি করিতেছে। তাহার প্রণালী এই—

ভুক্তান্ন জঠরাগ্নির দ্বারা পচ্যমান হইয়া প্রথমতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যাহা স্থূলতম ভাগ (অন্নমল), তাহা পুরীষ। যাহা মধ্যম তাহা মাংস। যাহা সূক্ষ্ম তাহা ইন্দ্রিয় ও মন। এই-রূপ পীয়মান অপ্‌ধাতুও ত্রিধা বিভক্ত হয়। তাহার স্থূল ভাগ মূত্র, মধ্যম ভাগ রক্ত ও সূক্ষ্ম ভাগ প্রাণ। ভক্ষিত তেজোধাতুও ত্রিধা বিভক্ত হয়। তাহার স্থূল ভাগ অস্থি, মধ্যম ভাগ মজ্জা ও সূক্ষ্ম ভাগ বাগিন্দ্রিয়। যেমন মথ্যমান দধি হইতে তদন্তর্গত সূক্ষ্ম ধাতু বা সার (নবনীত) সম্ভূয়ভাবে উদ্গত হয়, সেইরূপ, তেজ, অপ্‌ ও অন্ন,—এই ভুক্ত ত্রিবিধ দ্রব্য ঔদর্য্যাগ্নি (অন্তরাগ্নি) ও ঔদর্য্য বায়ুর দ্বারা মথিত হইলে তাহাদের সারাংশ উর্দ্ধে উদ্গত হয়। অনন্তর তাহা নাড়ীপথে সেই সেই স্থানে শিরা প্রশিরার দ্বারা নীত হইয়া সেই সেই পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও পুষ্টি করিতে থাকে। উদান নামক বায়ু সার উদ্গত করায়, অপান নামক বায়ু অসার নিঃসারিত করে, এবং ব্যান নামক বায়ু সমুত্থিত সার সমুদায়কে রস রক্তাদি আকারে পরিণামিত করিয়া শরীরের সর্ব্বদিকে লইয়া যায়। হে প্রিয়দর্শন শ্বেত-

কেতু! তাই বলিতেছিলাম, মন অন্নময়, প্রাণ জলময় ও বাক্য তেজোময়। যদি ইহা প্রত্যক্ষ করিতে চাও, তবে, পঞ্চদশ দিন কি অন্ন, কি জল, কি তেজ, কিছুই উপযোগ করিও না। ষোড়শ দিনে আমার নিকট আসিও।

শ্বেতকেতু পঞ্চদশ দিন অনাহারের পর পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পিতা কহিলেন "ঋচঃ সৌম্য! যজূংষি সামানি চাধ্যেসি?" শ্বেতকেতু! তোমার ঋক্, যজুঃ, সাম, অধ্যয়ন করা হইয়াছে? শ্বেতকেতু বলিলেন "ন চৈমাঃ প্রতিভান্তি ভোঃ"—হে পিতঃ! আজ আমার কিছুই স্মরণ হইতেছে না।—ঋষি কহিলেন, যেমন কাষ্ঠাভাবে মহৎ পরিমাণ অগ্নিও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, আবার খদ্যোতপরিমিত জলদঙ্গারে কাষ্ঠযোগ করিলে তাহা হইতে সুমহৎ প্রজ্বলন উপস্থিত হয়, সেইরূপ, আহারাভাবে তোমার ইন্দ্রিয় ও মন ক্ষীণ হইয়াছে, নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছে. কিছু উপযোগ কর, করিলে পুনঃ প্রজ্বলিত হইবে। তখন সমুদায় আবার তোমার স্মরণ পথে আসিবে। ঋষি উদ্দালক এইরূপে আহারের হ্রাসবৃদ্ধিতে মনের হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া দেখাইয়া মনের সাবয়বত্ব ও সাবয়বত্বনিবন্ধন জন্যত্ব অবধারণ করাইয়াছিলেন। সাংখ্য এই মতের অনুগামী, সুতরাং সাংখ্য মতে মন সাবয়বত্ব ও নশ্বর। নশ্বর হইলেও তাহা নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর নহে। সাঙ্খ্য বলেন, মন সাক্ষাৎ মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহে দেহে বিরাজ করিতেছে। আমার আত্মায়, তোমার আত্মায় ও অন্যের আত্মায় অবস্থান করিতেছে। মোক্ষ অথবা মহাপ্রলয় ব্যতীত তাহার 'বিনাশ' নামক বিকারের কাল আসিবেক না।

মনের স্থান কোথায়? মন কোথায় থাকিয়া স্বীয় কার্য্য করে? শাস্ত্রকারেরা তাহাও চিন্তা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কতক বলা হইয়াছে, অবশিষ্ট এখন বলি। তান্ত্রিক ও পৌরাণিক গ্রন্থে দেখা যায়, মনের স্থান ভ্রূযুগলের অভ্যন্তর। দেহব্যাপিনী অনন্ত নাড়ীর মধ্যে তিনটি প্রধানা নাড়ী। তাহাদের নাম ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। এই নাড়ীত্রিতয় নাভি, মতান্তরে হৃৎপিণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া মূলাধারে গিয়াছে। তথা হইতে ত্রিধারা ক্রমে তিন দিকে অর্থাৎ উভয় পার্শ্ব ও মধ্যাস্থি বা মেরু-দণ্ড আশ্রয় করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত আবর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ তিন প্রধান নাড়ীর অনেক শত শাখানাড়ী আছে। তাহাদিগের আবার অনেক প্রশাখা আছে। ফল, সমস্ত শরীরটা প্রায় শিরা-ব্যাপ্ত। অশ্বত্থপত্র জীর্ণ হইলে তাহা যেমন তন্তুময় দৃষ্ট হয় সেই-রূপ, শরীরও তন্তুময় অর্থাৎ শিরাময়। উক্ত ত্রিনাড়িকার মধ্যে মৃণালতন্তুর অপেক্ষাও সূক্ষ্ম স্নেহময় তন্তু গুচ্ছাকারে আছে। আশ্রয়ীভূত শিরার সহিত সেই সকল স্নেহতন্তু ব্রহ্মরন্ধ্রের নিম্নে গিয়া স্থগিত হইয়াছে। যে স্থানটীতে স্নেহময় তন্তু-গুচ্ছ স্থগিত হইয়াছে, সেই স্থানটী গ্রন্থিল অর্থাৎ গাঁইট যুক্ত। তাহা মস্তিষ্কে বা মস্তক ঘৃতে ডুবান আছে। এই তন্তু গ্রন্থির বৃন্তভাগ আজ্ঞাচক্র ও ঊর্দ্ধভাগ সহস্রার চক্র। মন এই আজ্ঞাচক্রে বাস করতঃ আপন কার্য্য করে। মন যখন চিন্তাকার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে তখন মস্তকস্থ সমুদয় স্নায়ুমণ্ডল স্পন্দিত হইতে থাকে এবং চোক মুখ ভ্রূ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থান বিকৃত ও কুঞ্চিত হইতে থাকে।

বৈদিক উপাসক দিগের মধ্যে কাহার কাহার এ বিষয়ে

মত ভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন, মনের স্থান মস্তক নহে, মনের স্থান হৃদয়। হৃদয়াভ্যন্তরে যে অপূপাকার মাংসখণ্ড আছে, যাহাকে হৃদ্‌পদ্ম বলে, সেই মাংসখণ্ডের উদরাকাশই মনের বাস ভূমি। তাঁহাদের অনুভব এই যে, মনুষ্য যে কিছু ধ্যান বা চিন্তা করে, তাহা হৃদয়ে রাখিয়াই করে এবং তাহাদের ধ্যেয় বস্তু সকল হৃদয়াকাশেই প্রতিবিম্বিত ও বিধৃত হয়। সেই কারণে মন মস্তকে নহে; কিন্তু হৃদয়ে।

পরমাণু।

বৈশিষিক দর্শনে যাহা 'পরমাণু' নামে ব্যবহৃত হয়, অনুমান হয় তাহাই সাংখ্যদর্শনের তন্মাত্রা। এই তন্মাত্রা বা পরমাণু স্থূল ভূত পঞ্চকের ও ভৌতিক জগতের উপাদান কারণ। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পুঞ্জীভূত হইলে তাহা স্থূলতার উৎপত্তি করে, আবার সেই সেই অংশ প্রক্রিয়া বিশেষে বিশ্লিষ্ট হইলে সে স্থৌল্যের বিনাশ হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই পরিদৃষ্ট মূল হইতে পরমাণুর অস্তিত্ব ভূত ভৌতিকের উৎপত্তি অবধারিত হইতে পারে।

সাঙ্খ্যের 'তন্মাত্রা' শব্দ যৌগিক। তৎ+মাত্র অর্থাৎ কেবল তাহাই বা কেবল সেইটুক। এতদনুসারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদি লক্ষ্য করিয়া 'তৎ' শব্দের ও অন্য কিছু নহে, কেবল তাহাই, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে 'মাত্রা' শব্দের প্রয়োগ করা হয়। নৈয়ায়িক যেমন পার্থিব-পরমাণু, আপ্য-পরমাণু ও তৈজস-পরমাণু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নাম ব্যবহার করেন, সেইরূপ, সাঙ্খ্যাচার্য্যেরাও গন্ধ তন্মাত্রা, রস-তন্মাত্রা ও রূপ-

তন্মাত্রা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন। কখন বা সূক্ষ্মতম গন্ধরসাদির আধারীভূত সেই সেই দ্রব্যকে * স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করিয়া পৃথিবী-তন্মাত্রা জল-তন্মাত্রা ও তেজস্তন্মাত্রা ইত্যাদিক্রমে উল্লেখ করিয়া থাকেন।

সাঙ্খ্যোক্ত তন্মাত্রাশব্দের ন্যায় বৈশেষিকাদির কথিত পরমাণুশব্দও যৌগিক। পরম + অণু অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম। পরিমাণ তিন্ প্রকার। অণু, মধ্যম ও মহৎ। তাহার প্রথমটি ক্ষুদ্রতাবোধক; আর তৃতীয়টি বৃহত্ত্ববোধক। প্রথম পরিমাণ ও তৃতীয় পরিমাণ যদি যৎপরোনাস্তি হইয়া উঠে তাহা হইলে তদ্বোধের নিমিত্ত ঐ অণু ও মহৎ শব্দের পূর্ব্বে একটি পরম শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অতএব, যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম বস্তুর নাম 'পরমাণু' এবং যৎপরোনাস্তি বৃহৎপরিমাণের নাম 'পরম মহৎ'। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, এবং আকাশাদির পরিমাণ এই শ্রেণীভুক্ত। অর্থাৎ ইহাঁদের যদি পরিমাণ থাকে তবে তাহা পরম মহৎ। পরমাণুর অন্য নাম পরিমণ্ডল ও মূলধাতু। শাস্ত্রান্তরে ইহা সূক্ষ্মভূত ও মহাভূত নামে পরিভাষিত হইয়াছে।

পরমাণু অনুমেয়।

তন্মাত্রা ও পরমাণু দু-ই অনুমেয় পদার্থ। পরমাণুর অনুমান এইরূপ—স্থূল বস্তু মাত্রেই বিভাজ্য। যাহা বিভাজ্য তাহার অংশ

* বৌদ্ধদর্শন বলেন, জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক দ্বারা রূপাদি পঞ্চক গৃহীত হয়, সুতরাং রূপাদি পঞ্চকই আছে। তাহাদের আধার দ্রব্যনামক কোন বস্তু নাই। দ্রব্য কি? দ্রব্য কিছুই নহে। তাহা খপুষ্প তুল্য মিথ্যা। যাহা দেখি তাহা রূপ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহা শুনি তাহা শব্দ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইত্যাদি।

আছে। বস্তু বিভক্ত হইলে তাহাকে পৃথক পৃথক অংশে ব্যব-স্থিত হইতে দেখা যায়। আরও দেখা যায়, প্রত্যেক বিভক্ত অংশ প্রত্যেক বিভাজ্য অপেক্ষা সূক্ষ্মাকার ধারণ করে। ক্রমে যখন সূক্ষ্মতা ইন্দ্রিয়-শক্তি অতিক্রম করে, তখনও বিভাগ হয়; কিন্তু সে বিভাগ মাত্র বুদ্ধির বা যুক্তির দ্বারা। তাই বলিয়া চিরকাল বসিয়া ভাগ কল্পনা করিতে পারিবে না, কোন এক উপযুক্ত স্থানে বিরত হইতে হইবে। যেখানে ক্ষুদ্রতা কল্পনার বিশ্রাম বা শেষ হইবে, সেই স্থানটী অবিভাজ্য ও অবয়বশূন্য এবং তাহাই পরমাণু। ইহাকে তন্মাত্রা বলিতেও পারি। নৈয়ায়িক বলেন,— এতাদৃশ পরমাণুর বা পরিমণ্ডল পদার্থের দ্বারা এই বিশ্ব রচিত হইয়াছে। *

বলা হইল যে, যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম পদার্থের নাম তন্মাত্রা ও পরমাণু। কিন্তু, সে সূক্ষ্মতা ইন্দ্রিয়াধিকারের কত দূর নিম্নে তাহা বলা হয় নাই। প্রস্তাবের অপূর্ণতা দোষ পরিহারের নিমিত্ত তাহারও কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। এ বিষয়ে অনেক মত আছে। তন্মধ্যে কোন এক মতে ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধিকার হইতে অষ্টাদশ ভূমি (ডিগ্রী) নিম্নে ক্ষুদ্রতা কল্পনার সমাধি। কোন মতে ছয় এবং কোন কোন মতে ত্রিংশৎ। এই মত সাংখ্য ও বৈদ্যক সম্মত। কথা গুলির মর্ম্ম এই যে, যখন ত্রিশটি পরমাণু সংহত হয় তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের অধিকারে আইসে। অর্থাৎ তখন তাহা দেখিবার যোগ্য হয়। যোগ্য হয় বটে; কিন্তু স্বচ্ছ কাচ অথবা সুস্নিগ্ধ সূর্য্যকিরণ

* "স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য" "অত্রেদমনুমানং—অপকর্ষকাষ্ঠাপন্নানি স্থূলভূতানি স্ববিশেষগুণবদ্দ্রব্যোপাদানানি স্থূলত্বাৎ ঘটপটাদিবৎ—" ইত্যাদি।

সহযোগে। তদ্বয়ের অনুগ্রহ ব্যতীত সংহতত্রিংশৎপরমাণুও দেখা যায় না। প্রাতঃসূর্য্যালোক যখন গবাক্ষ-রন্ধ্র দিয়া ধারাকারে নিস্রুত হইতে থাকে তখন সেই চাক্ষুষ-তেজের অপীড়ক সুস্নিগ্ধ কিরণস্রোতে শত শত ত্রসরেণু নামক সংহত ত্রিংশৎ পরমাণু ভাসিতে দেখা যায়। পরিমাণতত্ত্বজ্ঞগণ বলেন, সংহত ত্রিংশৎ পরমাণুই ত্রসরেণু।* আর এক মত আছে। তন্মতে ৬০ পরমাণু সংহত হইলে তবে তাহা দেখা যায়। পরমাণুর সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে ইহার অধিক দূর-উক্তি আর নাই। এ সম্বন্ধে সাংখ্যের মত এই যে, তন্মাত্রা আমাদের অপ্রত্যক্ষ ঘটে; কিন্তু তাহা যোগী দিগের ও দেবতাদিগের প্রত্যক্ষ। দেবতারা ও যোগীরা তাহা দেখিতে পান ও তাহার ব্যবহার করিতেও পারেন।

পরমাণুর জাতি বা শ্রেণী।

নৈয়ায়িক বলেন,—আকাশ যেমন অসীম, অনন্ত, পরমাণুও তেমনি অগণনীয়, অসীম ও অনন্ত। মহাপ্রলয়ে গ্রহ-নক্ষত্র-তারকা ও সাগর শৈল প্রভৃতি সমস্ত বিশ্ব বিধ্বস্ত হইলে সে সকলের পরমাণু আকাশগর্ভে নিহিত বা লুক্কায়িত থাকে। পরমাণুর দ্বারা জগতের রচনা হইয়াছে সত্য; পরন্তু এখনও আকাশের উদরে এত পরমাণু অদৃশ্য ভাবে রহিয়াছে যে, সে সকলের দ্বারা এখনও এতদপেক্ষা অনেক বড় আর একটা ব্রহ্মাণ্ড

* "জালান্তরগতে সূর্য্য-করে ধ্বংসী বিলোক্যতে। ত্রসরেণুস্তু বিজ্ঞেয় স্ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ।" [বৈদ্যক।

সৃষ্ট হইতে পারে। * পরমাণুর উল্লেখ করিয়া পণ্ডিতগণ বলেন, পরমাণুর ইয়ত্তা নাই। অপিচ সংখ্যাগত ইয়ত্তা না থাকিলেও তাহাদের জাতিগত বা শ্রেণীগত ইয়ত্তা আছে। যথা—পার্থিব (১) আপ্য (২), তৈজস (৩) ও বায়বীয় (৪) *।

এই স্থানে অপর এক ভাবিবার বিষয় আছে। যথা—ইহ জগতে যে কিছু আছে সমস্তই মানবেন্দ্রিয়ের ভোগ্য। কারণ, যাহা থাকে তাহা কোন না কোন সংস্রবে মানবীয় জ্ঞানের বিষয় হয়। সে বিধায় সে সকল ভোগ্য। যাহা মানবেন্দ্রিয়ের অতীত তাহা অভোগ্য অর্থাৎ তাহা না থাকাই অবধারিত। এই যুক্তি-লভ্য মতে বিশ্বাস করিয়া চিন্তা কর, মনুষ্যজীবের কয়টী ইন্দ্রিয় ও তাহার অধিকারে কি কি জ্ঞেয় বা ভোগ্য আছে। প্রণিধান পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে পাইবে, মনুষ্যের পাঁচের অধিক ইন্দ্রিয় নাই। শ্রোত্র (১), ত্বক্ (২), চক্ষু (৩), রসনা (৪) ও ঘ্রাণ (৫)। অন্য ইন্দ্রিয় থাকিলেও তাহারা জ্ঞানসাধন বা ভোগসাধন নহে। সে সকল কেবল কার্য্য-সাধক ইন্দ্রিয়। কার্য্য-সাধক ইন্দ্রিয় গুলি কর্ম্মেন্দ্রিয় নামে খ্যাত। ভাবিয়া দেখ, শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয় কি কি বিষয়ে ও ভোগে প্রসর্পিত হয়। অর্থাৎ ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কয় শ্রেণীর ভোগ ও জ্ঞান সম্পন্ন হয়। ধীরতা

* অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে এখনও নাবি ইথার দ্বারা কএকটী গ্রহ নির্ম্মিত হইতেছে।

* ইহা বহুবাদি সম্মত। অপিচ, বৌদ্ধমতে আকাশ পদার্থ নহে। আবরণাভাবই আকাশ অর্থাৎ কিছু না থাকাই আকাশ। যে মতে আকাশ পদার্থ সে মতে তাহা প্রথম ভূত। ভূত বলিয়া তাহার মাত্রাভাব আছে। অর্থাৎ তাহা শব্দতন্মাত্রা নামে খ্যাত।

সহকারে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শব্দ (১), স্পর্শ (২), রূপ (৩), রস (৪), গন্ধ (৫), এই পাঁচ শ্রেণীর জ্ঞান বা ভোগ ব্যতীত ছয় শ্রেণীর জ্ঞান ও ভোগ নাই। পাঁচের অধিক জ্ঞেয় বা ভোগ্য নাই বলিয়াই মানুষের পাঁচ ইন্দ্রিয়, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় নাই। পাঁচের অধিক জ্ঞেয় ও ভোগ্য থাকিলে অবশ্যই পাঁচের অধিক ইন্দ্রিয় থাকিত।* যে হেতু পাঁচের অধিক

* জনৈক থিওসপীস্ট ইংরাজ ব্যক্ত করেন যে, মহাত্মাদিগের অলৌকিক কার্যাশক্তি দেখিয়া ভূত ভৌতিকের অতিরিক্ত ধর্ম্ম ও মানবাত্মায় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা ততোধিক ইন্দ্রিয় থাকার আশা করা যাইতে পারে। আরও বলেন যে, শিশুরা প্রথম বয়সে দুই প্রকারে নিজের বিদ্যমানতা অনুভব করে। সর্ব্বদা হস্তপদাদি সঞ্চালন দ্বারা এক প্রকার এবং সেই সঞ্চালন ক্রিয়ায় হস্তপদাদির অপরিবর্ত্তন বা বৈলক্ষণ্য ঘটনা না হওয়ায় অন্য এক প্রকার। হস্তপদাদির আকৃতির বৈলক্ষণ্য হয় না অথচ দূর নিকটাদি সম্বন্ধে হস্তাদির পরিবর্ত্তন হয়। ভাবিয়া দেখ, পরিবর্ত্তন অপরিবর্ত্তন এই দুই ক্রিয়া ও ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক তদ্দ্বয়ের জ্ঞান অন্ধকার আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধ হইলেও উক্ত স্থলে কেমন সমাবেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ সমাবেশ সূত্র অবলম্বন করিয়া অভ্যন্তরে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ও বাহিরে অতিরিক্ত ভূতধর্ম্ম থাকা ও অধিকন্তু আকাশের চতুর্থ গুণ (forthdimension of spa) থাকা অনুমিত হয়। সেই অতিরিক্ত গুণ জানা না থাকাতেই আমরা বস্তুর আকৃতি বজায় রাখিয়া পরিবর্ত্তন ক্রিয়ার যোজিত করিতে পারি না। যাহারা ঐ রহস্য বিদিত আছে তাহারা সেই সেই কার্য্যকে অলৌকিক বলিয়া মনে করে না। ইউরোপবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ প্রেতসিদ্ধ ব্যক্তি এক গাছি রজ্জুর উভয় প্রান্ত বদ্ধ করিয়া (গেরো দিয়া) কেবল মাত্র স্পর্শ দ্বারা ঐ রজ্জুর মধ্যভাগে অন্য একটী গেরো দিয়া দর্শক দিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। অপিচ, এক অঙ্গুলি পরিমিত ব্যাস এরূপ একটী রিং (কড়া) প্রকাণ্ড একটী টেবিলের আকৃতি বজায় রাখিয়া তাহার মধ্যদণ্ডে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া জনৈক

জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই, সেই হেতু, মন বিশ্বাস করে, যে পাঁচের অধিক জ্ঞেয় বা ভোগ্য নাই। ইহাই এতদ্দেশীয় ঋষি দিগের পঞ্চভূত বাদের মূল।

ভূতনির্ব্বাচন।

দেখা যায়, কোথাও রূপ আছে, রস নাই। কোথাও রস আছে, গন্ধ নাই। কোথাও স্পর্শ আছে, গন্ধাদি নাই। সেই সেই দর্শনে স্থির হয়, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটি পরস্পর নিতান্ত ভিন্ন ও সকল গুলিই স্বপ্রধান। যে হেতু সকল গুলি স্বপ্রধান সেই হেতু উহাদের প্রত্যেকের নামও পৃথক্। গুণ বলিয়া উহাদের আধার বা আশ্রয় আছে এবং সেগুলিও অত্যন্ত পৃথক। ঐ সকল বিশেষ বিশেষ গুণ যে যে দ্রব্যের আশ্রিত সেই সেই দ্রব্য এতদ্দেশীয় শাস্ত্রে ভূতসংজ্ঞায় সন্নিবিষ্ট। গতিকে অগ্নি, বায়ু, জল, আকাশ ও মৃত্তিকা, এই পাঁচটি মাত্র ভূত, অধিক ভূত নাই। বিশেষ গুণ দৃষ্টে বস্তুর পার্থক্য ও তাহার লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। অপিচ, অন্বয় ও ব্যতিরেক, এই দ্বিবিধ পরীক্ষা প্রয়োগে দেখা যায় বা [illegible]ওয়া যায়,

ডাক্তার অনুমান করিয়াছিলেন যে, ঐ অদ্ভুত ব্যাপার আকাশীয় চতুর্থ শক্তি জানা থাকিলে সম্পন্ন করা যায়। সেই শক্তি বা গুণ আমরা জ্ঞাত নহি, তাই আমরা আশ্চর্য্য হই, অলৌকিক ও অদ্ভুত মনে করি। বস্তুতঃ উহা অলৌকিক নহে। যাঁহারা আকাশীয় চতুর্থ গুণ জ্ঞাত আছেন ঐ কার্য তাঁহারা সহজে সম্পন্ন করিতে পারেন। এই স্থলে থিওসপিস্ট্ পণ্ডিতকে ও ডাক্তার মহাশয়কে আমরা বলি, ভূতনিবহের সে সকল গুণ ভূতদর্শী যোগী-দিগের প্রত্যক্ষে ভাসমান থাকে, অস্মদাদির নহে।

আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ, বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ, তেজের বিশেষ গুণ রূপ, জলের বিশেষ গুণ রস এবং পৃথিবীর বিশেষগুণ গন্ধ।*

সাধারণ ভৌতিক গুণ।

বস্তু ব্যবহারের কতকগুলি কাল্পনিক ভাব আছে, তাহাও 'গুণ' নামে অভিহিত হয়। যথা—'সংখ্যা' 'পরত্ব' ও 'অপরত্ব' প্রভৃতি। এতজ্জাতীয় গুণ ব্যবহার মূলক ও উপাধিপক্ষ-পাতী। যাহা পারিণামিক গুণ তাহা দ্বিবিধ। সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক। যাহা স্বতঃসিদ্ধ, আশ্রয় বস্তু থাকিলে থাকে, না থাকিলে থাকে না, যাহা অযুতসিদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বদাই যুক্তভাবে থাকে, যাহা আশ্রয়ের সহিত একত্র উৎপন্ন, একত্র অবস্থিত ও একত্র বিধ্বস্ত হয় তাহা সাংসিদ্ধিক নামে খ্যাত। যেমন অগ্নির উষ্ণতা ও জলের দ্রবত্ব।

যাহা আগমাপায়ী অর্থাৎ নিমিত্ত বশতঃ উৎপন্ন হয়, ধ্বস্ত হয়, তাহা নৈমিত্তিক। যেমন জলের কাঠিন্য (করকা) ও বায়ুর শৈত্য। অসাধারণ ও সাধারণ গুণের তালিকা এইরূপে চিত্রিত হইতে পারে।

পৃথিবীভূতে	রূপ,	রস,	গন্ধ,	স্পর্শ,	শব্দ।
জল-ভূতে	ঐ...	ঐ...	০	ঐ...	ঐ
তেজোভূতে	ঐ...	....	•	ঐ	ঐ
বায়ু-ভূতে	•	০	০	ঐ	ঐ
আকাশভূতে	•	০	•	•	ঐ

* বৌদ্ধ মতে শব্দ গুণ বায়ুর। তন্মতে আকাশ অপদার্থ।

পৃথিবীতে	সংযোগ	বিভাগ,	গুরুত্ব
জলে	ঐ	ঐ	ঐ
তেজে ,,	ঐ...	...ঐ	০
বায়ুতে ,,	ঐ...	...ঐ	০
আকাশে	ঐ	০	০

পৃথিবীতে	দ্রবত্ব		স্নেহ	সংস্কার
জলে ,,	ঐ...		ঐ	ঐ
তেজে ,,	ঐ...	০	০	ঐ
বায়ুতে	...০	০	০	ঐ
আকাশে	০	০	০	০

রূপ।—দর্শনশাস্ত্রে রূপবিষয়ে এইরূপ বিচার আছে। চক্ষু যাহা গ্রহণ করে এবং যাহা শ্বেত, পীত, লোহিত, ইত্যাদি শব্দে উল্লিখিত হয়, তাহা রূপশব্দের অভিধেয়। এই রূপ আবার কোথাও বর্ণ ও চলিত ভাষায় রঙ্ নামে কথিত হয়। শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, শাদা রঙ্, কাল রঙ্, ইত্যাদি। বর্ণ অনেকবিধ হইলেও মূল বর্ণ তিনটীর অতিরিক্ত নহে। শ্বেত * (১) লোহিত (২) ও কৃষ্ণ (৩)। এই তিন মূল বর্ণের নামান্তর অমিশ্র বর্ণ। এতদ্ভিন্ন যাহা মিশ্রবর্ণ জন্মে তাহা মিশ্র বর্ণ বলিয়া খ্যাত আছে। মিশ্রবর্ণই অনেক।

মূল বর্ণ যে তিনটীর ন্যূন নহে, অতিরিক্তও নহে, তাহার কারণ এই যে, বর্ণ-গুণটি ভৌতিক। আকাশ ভূতের ও বায়ু-ভূতের বর্ণ (রঙ্) নাই, কেবল পৃথিব্যাদি তিন ভূতেরই আছে, সেই কারণে মূল বর্ণ তিন।

* কোন রং না থাকাই শ্বেত বা শাদা, আধুনিক দিগের এ নির্ণয় অভ্রান্ত নহে। প্রতিপক্ষে অনেক যুক্তি ও তর্ক আছে।

কোন্ ভূত হইতে কোন্ (রঙ) জন্মে, তাহার সিদ্ধান্ত— পৃথিবী হইতে কৃষ্ণ, জল হইতে শ্বেত ও অগ্নি হইতে লোহিত। যথা—"যদগ্নেরোহিতং রূপং তত্তেজসঃ, যচ্ছুক্লং, তদপাং, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য—" [ছান্দোগ্য।

ঐ তিন বর্ণের বিশেষ বিশেষ যোগে, বিশেষ বিশেষ বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। *

---

* নেপথ্যবিদ্যা ও চিত্রবিদ্যা বলেন, মূল বর্ণ ৪। তৎপরে মিশ্রবর্ণ। মিশ্রবর্ণ দুই বিভাগে বিভক্ত। সংযোগজ এবং উপবর্ণ। দুয়ের সংযোগে সংযোগজ ও বহুর সংযোগে উপবর্ণ। এই সকল বর্ণের ভাগ ও পরিমাণাদি এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। "রক্তঃ পীতঃ সিতো নীলো বর্ণাশ্চৈতে স্বভাবতঃ। সংযোগজাস্তথা চাহন্যে উপবর্ণাস্তথাহপরে॥ সিত নীল-সমাযোগাৎ পাণ্ডুবর্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। সিতরক্তসমাযোগাৎ পদ্মবর্ণ ইতি স্মৃতঃ॥ পীত-নীল-সমাযোগাৎ কাপিশো নাম জায়তে। রক্ত-পীত-সমাযোগাৎ গৌর ইত্যভিধীয়তে॥ এতে সংযোগজা বর্ণা উপবর্ণাস্তথাপরে। ত্রিচতুর্বর্ণসংযুক্তা বহবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ বলাবলাদ্ভবেদ্বর্ণস্তস্য ভাগোভবেত্তথা। দুর্ব্বলস্য ভাগোদ্বৌ নীলং মুক্ত্বা প্রদাপয়েৎ॥ নীলস্যৈকোভবেদ্ভাগঃ————। বলবান্ সর্ব্ববর্ণানাং নীল এব প্রকীর্ত্তিতঃ।" ইত্যাদি।

এস্থলে বলা বাহুল্য যে, ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, জগতের বস্তু নিচয় সূর্য্যের নিকট হইতে আপন আপন বর্ণ পায়। সূর্য্য কিরণে সকল রঙই আছে, তাহাই উদ্ভিজ্জাদিতে সংক্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে বর্ণবান্ করে। তাঁহাদের অন্য এক সম্প্রদায় বলেন যে, ইথার নামক পদার্থই রঙের কারণ। যিনি যাহাই বলুন, আমাদের তেজোভূত রূপ তন্মাত্রা অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ নহেন। সূর্য্যও আমাদের মতে তেজোভূত অথবা মণ্ডল। ছান্দোগ্য উপনিষদে ও মহাভারতীয় সূর্য্যস্তোত্রে সূর্য্যে সর্ব্বপ্রকার রঙ্ থাকা ও সূর্য্যরশ্মির অনুরঞ্জনায় উদ্ভিজ্জাদির বর্ণ প্রাপ্তি হওয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিস্তৃতি ভয়ে সে সকল উদ্ধৃত করিলাম না।

(২) গুরুত্ব।—গুরুত্ব গুণটি ক্ষিতি ও জল উভয়বর্ত্তী। অন্য কোন ভূতে ইহার সত্তা নাই। সেই জন্যই পৃথিবীর অভিমুখে পার্থিব এবং জলময় বস্তুর গতি হইয়া থাকে। সে গতির নাম পতন ও স্যন্দন। তেজে ও বায়ুভূতে আদৌ গুরুত্ব নাই। অধিকন্তু তদ্দ্বয়ে গুরুত্বের বিপরীত লঘুত্বই আছে। সেই জন্যই তাহাদের ও তজ্জাত পদার্থের পৃথিবীর বিপরীত দিকে (ঊর্দ্ধে) গতি হইয়া থাকে। এ গতির নাম উৎপতন। কখন কখন উল্কা, বজ্র এবং অন্যান্য তেজোময় বস্তুকে যে পৃথিবীর অভিমুখে আসিতে দেখি, তাহা গুরুত্ব প্রেরিত নহে। তাহা বেগ প্রেরিত। অধঃসংযোগ অর্থাৎ পৃথিবীতে সংলগ্ন হইবার জন্য উপরিস্থ বস্তুর যে গতি হয় তাহা 'পতন' নামে প্রসিদ্ধ। পতনের প্রতি দ্বিবিধ কারণ আছে। গুরুত্ব ও বেগ। উল্কা ও বজ্রাগ্নি প্রভৃতি যে পৃথিবীতে আইসে, তাহার কারণ বেগ; গুরুত্ব নহে। গুরুত্ব গুণটি অতীন্দ্রিয় কিন্তু বল্লভাচার্য্য বলেন, স্পর্শের অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারাও গুরুত্বানুভব হইতে পারে। *

দ্রবত্ব।—দ্রবত্ব ভূতত্রয়ে অবস্থিত। ভূতত্রয়— ক্ষিতি, জল ও তেজঃ। দ্রবত্ব দ্বিবিধ। সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক। জলে সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব। অন্য দুইটিতে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব। নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিমিত্ত বশতঃ উৎপন্ন। 'স্যন্দন' অর্থাৎ চুঁইয়ে পড়া দ্রবত্ব

---

* পৃথিবী আপনার তুল্যগুণাক্রান্ত বস্তুর সহিত মিলিতে চায় ও বিজাতীয় গুণাক্রান্ত বস্তুকে বিপরীত দিকে প্রেরণ করিতে চায়। এই জন্য যাহা কেবল তেজ, কি কেবল বাষ্প, তাহার গতি ঊর্দ্ধদিকে। যাহাতে পৃথিবীর কি জলের সম্পর্ক আছে তাহা পৃথিবীর দিকেই আইসে এবং কখন কখন তাহাদের তির্য্যক্ গতিও হয়।

গুণেরই কার্য্যান্তর। সক্তু (ছাতু) প্রভৃতি দ্রব্য যে জল-সংযোগে পিণ্ডাকৃতি হয় তাহা স্নেহসংযুক্ত দ্রবত্বের প্রভাব।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা সুবর্ণকে অগ্নিমূলক জানিয়া সুবর্ণের নাম 'অগ্নিভূ" ও অগ্নির অন্য নাম "হিরণ্যরেতা" রাখিয়া ছিলেন। সুবর্ণের আর একটী নাম "অষ্টাপদ।" সুবর্ণ আট স্থানে থাকে বলিয়া অষ্টাপদ। কালায়স অর্থাৎ বিশুদ্ধ লৌহ যদি কোন সুযোগ্য রসায়ণজ্ঞ পণ্ডিতের হস্তে নিপতিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চিত তিনি তাহা হইতে সুবর্ণ বাহির করিতে পারিবেন। তাঁহারা মৃত্তিকা-বিশেষ লইয়া সুবর্ণের ও বায়ু-বিশেষ লইয়া বহ্নির উৎপাদন করিতে সক্ষম। তাঁহারা জানেন যে, তৈজস-পরমাণুই সাঙ্কর্য্যদশা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকানিহিত আছে; বায়ু-মিশ্রিত হইয়াও আছে। বায়ুতে যাহা আছে, সাঙ্কর্য্য ভঙ্গ করিতে পারিলে তাহা বহ্নিরূপে পরিণত হইবে। যাহা মৃত্তিকায় আছে, প্রক্রিয়াবিশেষ প্রয়োগ করিতে পারিলে তাহা ধাতুরূপে পরিণত হইবে।* অতএব, আর্য্যজাতির সিদ্ধান্তে জলাদি পদার্থ মিশ্রজ হইলেও তাহা "ভূত।"

মিশ্রণের পরিমাণ।

যে মতে সকল বস্তুই পঞ্চাত্মক সে মতে সৃষ্টিকালে যে যে ভূতে যে যে ভূত যে যে ভাগে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল বেদান্ত শাস্ত্রে তাহা লিখিত আছে। যথা—

---

* অনুমান হয়, বিবরিত তথ্যই পূর্ব্বকালের "কিমিয়া" বিদ্যার বীজ। কিমিয়া শব্দ ও সংস্কৃত ভাষার "আর কলা" শব্দ এক মূলে উৎপন্ন। আর শব্দ এখন পিত্তল অর্থে রূঢ়; পরন্তু পূর্ব্বে ধাতু অর্থে পরিচিত ছিল। চতুঃষষ্টি কলা বিদ্যার মধ্যে যে ধাতুবাদ নামক কলা আছে তাহাই "আর কলা"নামে ব্যবহৃত হইত। অগ্রে আর কলা, আল্ কেমি বা আল্ চেমি; তৎপরে তাহার কিমিয়া নাম হইয়াছিল। সমুদায় শব্দের প্রথম অর্থ ধাতুকরণ।

আকাশে বায়ুর ১=৮; অগ্নির ১=৮; জলের ১=৮ ও পৃথিবীর ১=৮। বায়ুতে আকাশের ১=৮; তেজের ১=৮; জলের ১=৮ ও পৃথিবীর ১=৮। অগ্নিতে আকাশের ১=৮; বায়ুর ১=৮; জলের ১=৮ ও পৃথিবীর ১=৮। জলে— আকাশের ১=৮; বায়ুর ১=৮; তেজের ও পৃথিবীর ১=৮। পৃথিবীতে আকাশের ১=৮; বায়ুর ১=৮; তেজের ১=৮; জলের ১=৮। এক মতে অগ্নি, জল ও পৃথিবী, এবং অন্য এক মতে জল, বায়ু ও পৃথিবী; এই তিন ভূতই সাঙ্কর্য্যবিশিষ্ট। এতন্মতে ভাগেরও তারতম্য আছে।

যথা—জলে বায়ুর এক চতুর্থাংশ ও পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ। বায়ুতে জলের এক চতুর্থাংশ ও পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ। পৃথিবীতেও জলের এক চতুর্থাংশ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কোন কোন শাস্ত্রে আকাশ ব্যতীত অন্য চারি ভূতের সম্মিশ্রণ পক্ষে প্রত্যেক ভূতের এক এক ষষ্ঠাংশ এক এক ভূতে প্রবিষ্ট থাকার কথা লিখিত আছে। *

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, প্রথমোৎপন্ন অমিশ্র ভূত কীদৃশ? ইহার প্রত্যুত্তর—যখন কোনও ভূত অমিশ্র নাই তখন অবশ্যই অমিশ্র-ভূতের স্বরূপ এক্ষণে অজিজ্ঞাস্য। বলিলেও তাহা অনুভবগম্য হইবে না। যদি প্রত্যেক ভূতের সাঙ্কর্য্যাভঙ্গ অর্থাৎ মিশ্রাংশ দূর করিয়া দিতে পারিতাম তাহা হইলে কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিতাম। অতএব, প্রথমোৎপন্ন অসংহতাবস্থ ভূতের স্বরূপ বিষয়ক প্রশ্ন এখন বৃথা। সাংখ্য-

* "দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈ র্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে॥" ইত্যাদি।

স্থায় এই অসংহতাবস্থ সূক্ষ্মভূতের বিষয়ে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। "শব্দস্পর্শবিহীনং তৎ রূপাদিভিরসংযুতম্।" তন্মাত্রাবস্থায় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, কিছুই থাকে না। পরে তাহা আবির্ভূত হয়। যেমন হরিদ্রা ও চূর্ণ, এই দুয়ের মধ্যে কাহার রক্তভাব না থাকিলেও সংযোগবলে রক্তগুণ অবির্ভূত হয়, সেইরূপ; তন্মাত্রাবস্থায় রূপরসাদি অব্যক্ত থাকিলেও সে সকল ব্যক্ত অবস্থায় অর্থাৎ স্থূল অবস্থায় আবির্ভূত হয়। স্থায় মতও প্রায় ঐরূপ। কোন কোন মতের আচার্য্যেরা বলেন, শব্দস্পর্শাদি গুণ পরমাণুতে থাকে বটে; কিন্তু তাহা অনুদ্ভূত ভাবে থাকে। পরমাণু যেমন ইন্দ্রিয়ের অতীত; তেমনি, তদাশ্রিত গুণও ইন্দ্রিয়ের অগোচর।

পরমাণুর স্বভাব।

"চতুষ্টয়ে চ পরমাণবঃ পৃথিব্যাদয়ঃ খরস্নেহোষ্ণেরণস্বভাবাঃ।" বস্তুর অনাগমাপায়ী ধর্ম্ম 'স্বভাব' নামে উক্ত হয়। অনাগমাপায়ী ধর্ম্ম কি তাহা বলি। যাহা আইসে না, যায়ও না, যাহা চিরকালই থাকে, তাহাই "অনাগমাপায়ী"। ইহারই অন্য নাম স্বভাব, অযুতসিদ্ধ ও সাংসিদ্ধিক। পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু, এই চার ভূত যথাক্রমে খর, স্নেহ, উষ্ণ ও ঈরণস্বভাবান্বিত। পৃথিবী খরস্বভাব অর্থাৎ কঠিন। জল স্নিগ্ধস্বভাব। তেজ উষ্ণস্বভাব। বায়ু ঈরণস্বভাব অর্থাৎ চলৎশক্তিবিশিষ্ট। যাবৎ কাঠিন্যের প্রতি পৃথিবী, যাবৎ আর্দ্রীভাবের বা ক্লিন্ন ভাবের প্রতি জল, যাবৎ শুষ্কভাবের ও পাক-ভাবের প্রতি তেজঃ, এবং যাবৎ ক্রিয়াভাবের প্রতি বায়ুই প্রধান কারণ। এতদ্ভিন্ন, 'বিকরণ-যোগ্যতা' নামক আর একটি ধর্ম্ম আছে, যদ্দ্বারা সমুদায়

বস্তু বিকৃত হয়, সে ধর্মটী ভূত-চতুষ্টয়ের সাধারণ ধর্ম। এই ধর্ম থাকাতেই ভূত সকল নিজে নিজে বিকৃত ও পরিণত হয়, অন্যকেও বিকৃত ও পরিণামিত করে। এই ধর্মের প্রভাবেই পৃথিবী নিজের কাঠিন্য তেজে সংক্রামিত করিতে পারে। কাষ্ঠাদি পদার্থে বিজাতীয় তেজ অর্থাৎ অগ্নি-সংযোগ করিলে তন্নিষ্ঠ সমুদায় পরমাণু যে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় তাহা উক্ত ধর্মের মহিমা ব্যতীত অন্য কিছুতে নহে। প্রকৃতি অবধি পরমাণু পর্য্যন্ত পদার্থ বিচারিত হইল; এক্ষণে আত্মবিচারের কাল উপস্থিত। সুতরাং এক্ষণে তাহাই করা যাউক।

আত্মা।

কপিল পদার্থনির্ণয়ের মূলপত্তনকালে "কোন পদার্থ প্রকৃতি (কারণ); কোন পদার্থ বিকৃতি (কার্য্য); কোন পদার্থ অনুভয়রূপ (প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে); এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করতঃ কিয়দ্দূরে গিয়া প্রকৃতিকে অব্যক্ত, বিকৃতিকে ব্যক্ত, উভয়াত্মক পদার্থকে ব্যক্তাব্যক্ত এবং অনুভয়রূপ পদার্থকে 'জ্ঞ' সংজ্ঞা প্রদান করিয়া, পশ্চাৎ তাহাদের সংখ্যা, লক্ষণ ও পরীক্ষা উপদেশ করিয়াছেন। প্রকৃতি, বিকৃতি ও উভয়াত্মক পদার্থ বলা হইয়াছে, কেবল অনুভয়রূপ জ্ঞ-পদার্থ বলিতে অবশিষ্ট আছে। এই অনুভয়রূপ জ্ঞ-পদার্থ পুরুষ ও আত্মা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে বিখ্যাত। এই আত্মা চর্ম্ম-চক্ষুর অগোচর, হস্ত পদের অগ্রাহ্য ও মনের অগম্য বলিয়া প্রবাদ আছে। এই জ্ঞ-পদার্থ চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিবিধ সম্প্রদায়ের নিকট বিবিধ-রূপে প্রকাশ পাইতেছে। তন্মধ্যে সাংখ্যসম্প্রদায়ের সম্মত জ্ঞ (আত্মা) যে ভাবে ও যেরূপে প্রকাশ পায় তাহা প্রথম বক্তব্য।

কপিল বলেন "অস্তি হ্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ" নাস্তিত্ব-সাধক প্রমাণ না থাকায় মনুষ্য আত্মনাস্তিক হইতে পারে না। "আমি" "আমি আছি" "আমার" এই আত্মানুভাবক প্রত্যয় (জ্ঞান) প্রাণিমাত্রেরই আছে। যাহার আত্মা আছে তাহারই ঐ জ্ঞান আছে, যাহার ঐ জ্ঞান আছে তাহারই আত্মা আছে। কোনও জীবন্ত বা আত্মশালী 'আত্মা নাই' বলিয়া মস্তকোত্তলন করিতে পারেন না। সেজন্য "আত্মা আছে" এ কথা বলা বাহুল্য।

"বিশেষানবধারণাত্তদ্বিশেষাববোধনমেব শাস্ত্রকৃত্যম্।" আত্মা আছে তদ্বিষয়ক সামান্য জ্ঞানও আছে। পরন্তু তাহার বিশেষ জ্ঞান নাই। "আমি আছি" এইমাত্র জ্ঞান আছে কিন্তু "আমি কি? কিংস্বরূপ?" তাহা কাহারও বিদিত নাই। ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যাসক্তস্বভাব হওয়াতেই অযোগী ব্যক্তি আত্মযাথার্থ্যজ্ঞানে বঞ্চিত আছে। অত্যন্ত সংযোগ বলে লৌহ ও অগ্নি যেমন একীভূত হইয়া যায়, মনুষ্যও সেইরূপ ভ্রমবশতঃ ও অতিসান্নিধ্য প্রযুক্ত অনাত্ম-পদার্থে একীভূত হইয়া আমি আমি করিতেছে। কখন বহিঃস্থ মাংসপিণ্ডে আত্মসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া 'আমার পুত্র' 'আমার কলত্র' বলিয়া ব্যাকুল হইতেছে, কখন বা ইন্দ্রিয়ে প্রলিপ্ত হইয়া 'আমি অন্ধ' 'আমি বধির' ভাবিয়া দুঃখী হইতেছে, কখন এই স্থূল দেহে আত্মভাব স্থাপন করিয়া 'আমি কৃশ' 'আমি স্থূল' 'আমি গেলাম' 'আমি মরিলাম' বলিয়া চীৎকার করিতেছে। কখন বা নিঃসম্পর্ক ধনরত্নাদির উপর আত্মসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সে সকলের জন্য কাতর হই-তেছে। বলিতে কি, যখন 'আমি'-ব্যবহারের স্থিরতা নাই

তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মানুষ আপনাকে চিনে না। চিনিলে ঐরূপ হইত না। বিবেচনা কর, ইন্দ্রিয়ই যদি আমি হই, তাহা হইলে শরীরচ্ছেদে কাতর হই কেন? অধিক কি কলিব, আমরা এই দণ্ডে যাহাকে 'আমি' বলিতেছি, হয় ত তিলার্দ্ধ পরে আবার তাহাকেই 'আমার' বলিব। অতএব, মনুষ্যের আমি-জ্ঞান থাকিলেও তাহা প্রমাণ নহে। সেই কারণে করুণাধার আত্মজ্ঞ মহর্ষিরা লোক-হিতার্থ বিবিধ অধ্যাত্মশাস্ত্র প্রণয়ন করতঃ তদ্দ্বারা প্রকৃত আত্মতত্ত্ব উপদেশ (বিতরণ) করিয়া গিয়াছেন।

আত্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব কালের লোকেরা আপনা আপনি সিদ্ধান্ত করিতেন না। যাঁহারা আত্মবিৎ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, ধ্যান-নিমীলিত-নেত্রে দীর্ঘকাল আত্ম-ধ্যান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত যোগী ঋষি অন্বেষণ করিয়া তাঁহাদের নিকট উপনীত হইতেন। পরে ব্রহ্ম-চর্য্যের ও প্রবল আত্মবিবিদিষার বলে গুরুর উপদেশ-কৌশলে তাঁহারা আপনার অনারোপিত জ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হই-তেন। এক সময়ে এক আত্মজিজ্ঞাসু রাজা এক ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঋষি নানা কৌশলে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া পরিশেষে এইকথা বলিয়াছিলেন।

"ত্বং কিমেতচ্ছিরঃ কিন্তু শিরস্তব তথোদরম্।
কিমু পাদাদিকং ত্বং বৈ তবৈতদ্ধি মহীপতে!॥"

এই মস্তক কি তুমি? না তোমার মস্তক? এই উদর কি তুমি? না তোমার উদর? এই হস্ত ও পদ প্রভৃতি প্রত্যেক অবয়ব কি তুমি? না এ সকল তোমার?

ঋষি এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া পরে বলিলেন—

"সমস্তাবয়বেভ্যস্ত্বং পৃথক্ ভূয় ব্যবস্থিতঃ।
কোঽহমিত্যত্র নিপুণো ভূত্বা চিন্তয় পার্থিব!॥"

মহারাজ! এই দৃশ্য অবয়বের কোনটী তুমি নহ। তুমি ঐ সমুদায়ে আত্ম-সম্বন্ধ আরোপ করিয়া বৃথা ক্লেশ পাইতেছ। উহার কিছুই তুমি নহ, তুমি ঐ সকল হইতে ভিন্ন। কে তুমি তাহা নিপুণ হইয়া চিন্তা কর। যোগ আশ্রয় কর, ইন্দ্রিয়ের বহির্গমন রুদ্ধ কর, বুদ্ধিকে অভ্যন্তরে নিবিষ্ট কর, দেখিতে পাইবে, 'তুমি কে'। "গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।" আত্মা * স্বীয় পার্শ্বচর অজ্ঞানে সর্ব্বদাই আবৃত আছেন। সেই কারণে অযোগী অব্রহ্মচারী ও অবিবেকী পুরুষের নিকট তিনি প্রকাশ পান না। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" তাঁহাকে বাক্‌পাণ্ডিত্যে পাওয়া যায় না। "শরীরপরিকর্ত্তনৈঃ" শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া তন্মধ্যে অন্বেষণ করিলেও দেখিতে পাইবে না। আত্মা হস্তপদাদি অবয়ব, তদ্‌ঘটিত দেহ, তত্রস্থ পঞ্চধা প্রাণ, একাদশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এ সকলের অতিরিক্ত। এই অতিরিক্ত পদার্থের স্ফূর্ত্তি, ভান বা সাক্ষাৎকার লাভের একমাত্র উপায় ধ্যান। ধ্যানের আলম্বন আপ্তবাক্য। অনুকূল তর্ক বা বিচার তাহার বিঘ্ননিবারক। "ইদং তদিতি নির্দ্দেষ্টুং গুরুণাপি ন শক্যতে।" মনে করিও না যে গুরু কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদির ন্যায় 'এই আত্মা দেখ' বলিয়া অঙ্গুলি দিয়া আত্মা দেখান। শিষ্য আত্ম-

* "অন্যোঽন্তরাত্মা মনোময়ঃ" "মনসি সুপ্তে প্রাণাদেরভাবাৎ" "অহং সঙ্কল্পবানিত্যাদ্যনুভবাত্মন এবাত্মা" "ইন্দ্রিয়াভাবেঽপি স্বপ্নস্মৃত্যোর্দর্শনাৎ" ইত্যাদি।

বিৎ গুরুর উপদেশ অবলম্বন করিয়া অনুকূল তর্কে বিঘ্ন দূর করিয়া অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনাদি বিচ্যুত করিয়া ইন্দ্রিয় দিগকে বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া ধ্যাননিষ্ঠ হওয়ার পরে পূর্ব্বোক্ত প্রাতিভ জ্ঞান প্রাপ্তে তদ্দ্বারা আপনার স্বরূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হন। কপিল এ কথার কিয়দংশ "দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ" এই সূত্রে উপদেশ করিয়াছেন। সূত্রটীর অক্ষরার্থ এই যে, এই স্থূল দেহ, পঞ্চ প্রাণ, এতন্নিষ্ঠ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহং, এ সকলের কিছুই আত্মা নহে। আত্মা এ সকল হইতে অত্যন্ত পৃথক।

স্থূল শরীর, প্রাণবায়ু, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, এ সকল আত্মা নহে সত্য; কিন্তু মন যে আত্মা নহে তাহার প্রমাণ কি! জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতি যে কিছু চেতন-গুণ, সঙ্কল্প, বিকল্প অবধারণ প্রভৃতি যে কিছু চেতন-কার্য্য, সমস্তই সমনস্ক পদার্থে দৃষ্ট হয়, অন্যত্র নহে। ইন্দ্রিয় নির্ব্ব্যাপার হইলেও, প্রাণ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেও, মন নিবৃত্ত থাকে না। স্বপ্ন, স্মৃতি ও অনুধ্যানাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। মন যদি প্রসুপ্ত হয় বিলীন হয়, বা ধ্বস্ত হয়, তাহা হইলে সমুদায় ব্যবহার লুপ্ত হইয়া যায়। এই অন্বয় ব্যতিরেক প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীত হইবে, মনই আত্মা। আত্মা তদতিরিক্ত নহে। মন বস্তুতঃ মস্তিষ্কের বা মস্তকযন্ত্রের গুণ—শক্তিবিশেষ। আলোক যেমন আপনার সত্তাস্ফূর্ত্তি বজায় রাখিয়া অন্যের সত্তাস্ফূর্ত্তি উপলব্ধি করায়, তেমনি, মনও আপনার সত্তাস্ফূর্ত্তি স্থির রাখিয়া ইন্দ্রিয়দৃষ্ট বাহ্য পদার্থের সত্তাস্ফূর্ত্তি অবধারণ করে। অসংখ্যশক্তিসম্পন্ন মন বিশেষ বিশেষ শক্তি বা গুণ অনুসারে বিশেষ বিশেষ আখ্যা প্রাপ্ত হন।

মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, আত্মা ও অন্তঃকরণ। সঙ্কল্পবিকল্প শক্তি লইয়া মন, কর্ত্তৃ ভোক্তৃ শক্তি লইয়া বুদ্ধি, স্বীয় সত্তা-স্ফূর্ত্তি শক্তি লইয়া আত্মা। দেখা যায়, যাহারই মস্তক আছে, মস্তিষ্ক আছে, তাহারই মন বা আত্মা আছে। যাহার মস্তক নাই, মস্তিষ্ক নাই, তাহার মন ও আত্মা নাই। বৃক্ষাদির মস্তক নাই সেজন্য তাহাদের মন বা আত্মা নাই। মনোগোলকের তারতম্য থাকাতে সকলের মন বা আত্মা সমান ক্ষমতাধারী নহে। পশুপক্ষ্যাদির মানস-গোলক অপূর্ণ, সে জন্য তাহাদের মন বা আত্মা অপূর্ণ অর্থাৎ নিকৃষ্ট। কীটপতঙ্গাদির তদপেক্ষা অপূর্ণ। সেজন্য তাহাদের মন বা আত্মা তাহাদেরই অনুরূপ। এমন সকল প্রাণী আছে যে যাহাদের জীবনীশক্তি মাত্র আছে অন্য কিছুই নাই। সেরূপ প্রাণীর মন বা আত্মা নাই বলিলেও বলা যায়। অতএব, আত্মা ও মন নামে ভিন্ন; বস্তুতে এক। এই স্থলে কেবল ঋষিরা নহে, বৌদ্ধেরাও বলেন, মন আত্মা নহে। মন জড়বস্তু। জড় স্বয়ং প্রেরিত হইতে পারে না। এই বিষয়ে বৌদ্ধগণ বলেন, বিজ্ঞান নামে এক জগদ্ব্যাপী পদার্থ আছে, তাহাই আত্মা। সেই পদার্থই মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের পরিচালক। তাহারই দ্বারা সমস্ত চেতন-কার্য্য চলিতেছে। সে পদার্থ ভৌতিক অর্থাৎ সংহত ভূতের শক্তিবিশেষ। *

পুরাতন পণ্ডিতেরা আত্মসম্বন্ধে ঐরূপ বিবিধ মত উত্থাপন

---

* এই সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়—সমুদায় বিশ্বের মূলতত্ত্ব চার শ্রেণীর পরমাণু ও তদুত্থ বা তজ্জনিত শক্তি। শক্তি পদার্থই পরিচালক, উৎপাদক ও পরিবর্ত্তক। ৪ শ্রেণীর পরমাণু ও তদাশ্রিত শক্তি এই পাঁচ পদার্থে জগৎ চলিতেছে। সেই শক্তি ভূত সকলের সংযোগবিশেষে ও বিকারবিশেষে

ফরতঃ তাহা অবৈদিক বলিয়া পরিত্যাগ ও খণ্ডন করিয়
গিয়াছেন। পরমতের ভ্রমত্ব প্রদর্শন ব্যতীত স্বমত সুদৃ

বিশেষ বিশেষ আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সে পদার্থ কখন মেঘে
জ্যোতিঃ অর্থাৎ বিদ্যুৎ, কখন বজ্র, কখন তাপ, কখন উষ্মা, কখ
বেগ ও কখন বলরূপে প্রকাশ পাইতেছে। সেই পদার্থের বলেই বৃ
লতা, পর্ব্বতাদি স্থাবর জীবের স্থিতি ও সেই পদার্থই জঙ্গম জীবের জীবন
সেই পদার্থই এই শরীরে চৈতন্য নামে বিকশিত হয়। জঙ্গম শরীর
চিৎশক্তি যখন লুপ্ত হয় তখন আর জঙ্গমের জঙ্গমত্ব থাকে না। জ্ঞান থা
না, বুদ্ধি থাকে না, ইন্দ্রিয় থাকে না, উষ্মা থাকে না, তাপ থাকে না, বল থা
না, বীর্য্য থাকে না, কিছুই থাকে না। দেহ পচিয়া যায়। মরণকালে জীব
শরীরের তাপ, উষ্মা, বল, কার্য্যশক্তি, সমস্ত একত্রিত হইয়া, একটী অপূ
আকার ধারণ করে ও ইরম্মদের ন্যায় ঝটিতি নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিবিয়া যায়
তাহারই নাম মরণ। এক সম্প্রদায় বলেন, নিবিয়া যায় না, তাহার উর্দ্ধগা
হয়। পূর্ব্বোক্ত মত সংসারমোচক দিগের এবং পরোক্ত মত মাধ্যমিক বৌ
দিগের। মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা বলেন, আমি-আমি-আমি-ইত্যাকার ধারাবা
আলয় বিজ্ঞানের অর্থাৎ মূল চেতনের বিনাশ নাই। জলপ্রবাহস্থ জললহরী
প্রত্যেক লহরীর বিনাশ বা পরিণাম থাকিলেও যেমন একটির পর অ
একটি তৎপরে আর একটি পর পর অনুস্যূত বা সংলগ্ন হইয়া থা
বিজ্ঞানাত্মা ঠিক্ সেইরূপ। সংসারমোচকেরা বলে, যে সংযোগে চে
নাগ্নি জ্বলিয়াছিল, সে সংযোগ নষ্ট হইলে চেতনাও নিবিয়া যায়। যে সম
এই সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল, সে সময়ে তাহাদের মধ্যে এক কঠোর ব্যবহ
প্রচলিত ছিল। কোন ব্যক্তি দুশ্চিকিৎস্য রোগে কষ্ট পাইতেছে বা কাহ
রও পিতা মাতা অনিবার্য্য জরায় আক্রান্ত হইয়াছে, কোন উপায়ে তাহ
দের ক্লেশ দূর হইবার নহে, এমত দেখিলে, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক মারি
ফেলা হইত। তাহাদের মনোভাব এই যে, সেই কার্য্যে তাহাদিগকে দুঃ
হইতে মুক্ত করা হইল। এই সংবাদটী বাচস্পতি মিশ্র "যথা ঘটে ভগ্নে জল

হয় না। কপিল মহর্ষিও চিদাত্মবাদ রক্ষার নিমিত্ত উল্লিখিত মত সমূহের প্রতি দোষারোপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এক্ষণে কপিলসম্মত আত্মা যৎস্বরূপ তাহা বলিতেছি।

কপিল বলেন, মনকে আত্মা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মুমুক্ষু জীবের উচিত নহে। ঋষিরা ধারণা, ধ্যান, সমাধি ও প্রজ্ঞা উৎপাদন দ্বারা জানিয়াছিলেন,—আত্মা নিত্য, শুদ্ধস্বভাব ও চিৎস্বরূপ। আত্মা যে, মন ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র তাহা মননশীল জ্ঞানী মনুষ্যের অনুভবসিদ্ধ। সে অনুভবের পদবী এই—

মন যখন স্থিরভাবে আপনাকে দর্শন করে, তখন সে উপলব্ধি করে, "আমি আত্মা নহি, আমি আত্মার অধীন। আমি আত্মার ভোগোপকরণ মাত্র। আমি সক্রিয় ও সবিকার, কিন্তু আত্মা নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার। কোনও কালে বা কোনও অবস্থায় আত্মার বিকার দেখিলাম না। সংশয়, নিশ্চয়, বিপর্য্যয়, সন্ধান, নির্ব্বাচন, এ সমস্ত আমাতেই হইতেছে ও যাইতেছে। আত্মা ঐ সকলের দর্শক বা সাক্ষী মাত্র।"

মন যখন আপনার নির্ণয়ে বা নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হয় তখন সে উক্ত প্রকারে আত্মা হইতে পৃথক হইয়া দাঁড়ায়। আত্মা হইতে পৃথক্ না হইয়া আপনাকে নির্ব্বাচন করিতে পারে না। উপর উপর বা ভাসা ভাসা না দেখিয়া একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি অবলম্বন কর,

---

মোক্ষস্তথা দেহে ভগ্নে আত্মনঃ সংসারনাশঃ" এইরূপ কথার প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রুতিও ক্ষণিকাত্মবাদী দিগের মত "বিজ্ঞানঘন এবাত্মা স এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়" এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং প্রাচীন আচার্য্যেরাও এ সম্বন্ধে "যথা মদ্যবীজানাং প্রত্যেকমবর্ত্তমানাপি সমুদায়শক্ত্যা মদশক্তির্দৃশ্যতে" "তচ্চ সংহতভূতধর্ম্মঃ" ইত্যাদি প্রকার কথা বলিয়াছেন।

দেখিতে পাইবে, জ্ঞানব্যবহার কিরূপে চলিতেছে। 'আমার মন ব্যতীত 'আমি মন' এ কথা কেহ কখন বলেন নাই। তদাকার জ্ঞানও হয় না। 'আমার মন' এই স্বত উৎপন্ন জ্ঞানের ব্যবহার পরম্পরা লক্ষ্য করিলে আত্মার সহিত মনের দ্রষ্টৃ দৃশ্যভাব ব্যতীত ঐক্য সম্বন্ধ প্রকাশ পাইবে না। আত্মা দ্রষ্টা, মন দৃশ্য। আত্মার সহিত মনের যদি ঐরূপ স্থিরতর সম্বন্ধ না থাকিত তাহা হইলে মানুষ অবশ্য কখন না কখন 'আমার মন' ইহার পরিবর্ত্তে 'আমি মন' এইরূপ বলিয়া ফেলিত। কিন্তু মানুষ তাহা ভ্রমেও বলে না। সেরূপ নহে বলিয়াই সেরূপ জানে না এবং জানে না বলিয়াই বলে না। এ জন্যও বিশ্বাস করা উচিত যে, মন আত্মা নহে। আরও এক বিবেচনা আছে। আরও এক অনুসন্ধান আছে। "আমার" ইত্যাকার সাকাঙ্খ প্রত্যয় মানব মনে চিরনিরূঢ় আছে এবং তাহার সম্পূরণ নিমিত্ত অনেকগুলি বিশেষণ বা সম্বন্ধপূরক বস্তু তন্নিকটে থাকিতে দেখা যায়। সেই কারণে সেই সাকাঙ্ক্ষ বিজ্ঞান এক সময়ে এক রূপ থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন আকার ধারণ করে। কখন আমার মন, কখন আমার জ্ঞান, আমার বুদ্ধি, আমার হস্ত, আমার পদ, ইত্যাকার একটী সমন্বিতজ্ঞান বা বিশিষ্ট জ্ঞান প্রসব করে। পরন্তু যখন 'আমি জ্ঞান' উত্থিত হয় তখন তাহাতে কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। সেই জন্য 'আমি' এই আত্মসত্তা-বোধক জ্ঞান নিরাকাঙ্ক্ষ এবং তাহাতে কোন বিশেষণ বা সম্বন্ধ-পূরক বস্তুর অন্বয় থাকে না। এ অনুসারে, 'আমি' স্বয়ং, স্বতন্ত্র ও স্বতঃসিদ্ধ। অপিচ "আমি" এই বোধটী মনের চিরনিরূঢ় ও স্বতঃসিদ্ধ ভাব বিশেষ। সেজন্য তাহা বৃত্তি। যেহেতু মনোবৃত্তি,

সেই হেতু সে আমি প্রকৃত আমি হইতে ভিন্ন। যাহা প্রকৃত আমি, তাহা আমি-ইত্যাকার মনোবৃত্তিসমারূঢ় কেবল চৈতন্য। বৃত্তিরূপ আমিত্বের প্রকাশক কেবল চৈতন্যই প্রকৃত আমি এবং তদনুসারে আমার নাম আত্মা। আত্মা চেতন ও অসঙ্গ।

আত্মা চৈতন্যরূপী, মন জড়রূপী। চৈতন্যের স্বভাব প্রকাশ, জড়ের স্বভাব অপ্রকাশ। মন যে জড় বা অপ্রকাশ-স্বভাব, তাহা অনুভব ও যুক্তি উভয়সিদ্ধ। মন যদি আত্মার ন্যায় প্রকাশস্বভাব হইত, তাহা হইলে মনুষ্য সুপ্তি, মূর্চ্ছা ও মুগ্ধাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইত না। কেন না, যাহা যাহার স্বভাব, কদাচ তাহার তাহা উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না। ঔষ্ণ্য নাই অথচ অগ্নি আছে, এরূপ হয় না। অতএব, সুপ্তি মূর্চ্ছাদি মানস অপ্রকাশ অবস্থা দেখিয়া মনের জড়ত্ব অবাধে নির্ণীত হইতে পারে।

আপত্তি করিতে পার যে, আত্মাকে প্রকাশরূপী বলিলে যে ফল, মনকে প্রকাশরূপী বলিলেও সেই ফল। সুপ্তি মূর্চ্ছা প্রভৃতি অপ্রকাশ অবস্থা দেখিয়া যেমন মনের অপ্রকাশত্ব অবধারণ কর, তেমনি, আত্মারও জড়ত্ব অবধারণ করিতে পার।

কপিল বলেন, না। আত্মার প্রকাশ স্বভাব কোনও সময়ে তিরোহিত হয় না। একটু অধিক ঘটনা এই যে; মনঃসংযুক্ত আত্মার প্রকাশ দ্বিগুণিত। দিবসে গৃহভিত্তিতে যে আলোক থাকে, স্বচ্ছ-কাচ দ্বারা যখন বাহিরের আলোক তাহাতে প্রতিক্ষেপ করা যায়, তখন সেই ভিত্তিস্থ সাধারণ আলোক দ্বিগুণিত হইয়া উঠে। এই দ্বিগুণিত আলোক অতিতীব্র ও অত্যধিক উজ্জ্বল। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, মনঃসংযোগ-কালের প্রকাশ দ্বিগুণিত। দ্বিগুণিত বলিয়া জাগ্রৎকালের চৈতন্য

অধিক বিস্পষ্ট অর্থাৎ জাজ্জল্যমান। কাচস্থানীয় মন যখন তমো-গুণোদ্রেক বশতঃ মলিন থাকে, আত্ম-প্রকাশের প্রতিবিম্ব গ্রহণে অক্ষম থাকে, তখন, আত্মার প্রকাশ বিলুপ্তপ্রায় বা অল্পতা ঘটনা হয়। তাহাই সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদি কালের একগুণ প্রকাশ। জাগ্রৎকালের দ্বিগুণিত প্রকাশ তখন কমিয়া গিয়া একগুণিত হয়, কাযেই আমরা বলি, মূর্চ্ছায় জ্ঞান থাকে না। কিন্তু তখনও আত্মা স্বীয় একগুণিত প্রকাশে বিরাজিত থাকেন। যদি বল, সে অবস্থাতেও আত্মার প্রকাশ বা সত্তাস্ফূর্ত্তি থাকে এ সিদ্ধান্তে প্রমাণ কি? প্রমাণ—সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ও মূর্চ্ছিত ব্যক্তির সুপ্তিভঙ্গের ও মূর্চ্ছাভঙ্গের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অনু-ভব। "আমি অজ্ঞান ছিলাম—কিছুই জানিতে পারি নাই।" এই অনুভবের একদেশে যে "আমি" ও "ছিলাম" অংশ আছে, তাহাই তাৎকালিক আত্ম-সত্তার বা আত্মপ্রকাশ থাকার অনু-মাপক। তৎকালে যদি কোন প্রকার সত্তাস্ফূর্ত্তি না থাকিত তাহা হইলে কদাচ জীবের ঐরূপ স্মরণাত্মক জ্ঞান উপস্থিত হইত না। পূর্ব্বানুভবজন্য সংস্কারের বলেই স্মরণাত্মক জ্ঞান উদিত হয়, এ নিয়ম স্বীকার করিলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তখন আমি নিজ স্বাভাবিক প্রকাশে অবস্থিত ছিলাম। বিষয়ের অস্ফুরণ মনের, অপ্রকাশ, অজ্ঞান, এ সকল তুল্য কথা। মন যে তৎকালে আত্মপ্রতিবিম্ব গ্রহণে অক্ষম ছিল, বিষয় গ্রহণে বিরত ছিল, তাহা আর কেহ দেখে নাই, কেবল আত্মা তাহা দেখিয়া ছিলেন। আত্মা তখন দেখিতে ছিলেন—মন এখন তমসাচ্ছন্ন। আত্মা তমসাচ্ছন্ন মনকে দেখিয়া ছিলেন বলিয়াই সুপ্তিভঙ্গের পর তাহা স্মরণ বা অনুমান করিতে

পারক হন। এ নিদর্শনেও আত্মার পার্থক্য বুদ্ধারোহ হইতে পারে। অতএব, নাস্তিক তার্কিক গণের "মন আপনার সত্তা-স্ফূর্ত্তি বজায় রাখিয়া অন্যকেও প্রকাশ করে, একমাত্র মনের বলেই জীব সব্যাপার, মনের অভাবে নির্ব্যাপার, সুতরাং "মন আত্মা" এ সকল কথা নিতান্ত হেয়। নাস্তিকগণ মনে করেন, "চৈতন্যং সংহতভূতধর্ম্মঃ" আত্মা দেহাকারে পরিণত ভূতরাশির সংযোগোৎপন্ন চৈতন্য নামক গুণ বা শক্তি। কিন্তু কপিল বলেন, "ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ।" দেহ ভৌতিক হইলেও আত্মা নামের নামী চৈতন্য তাহার ধর্ম্ম বা গুণ নহে। চৈতন্য অপরিণামী, অতিরিক্ত ও নিত্য বস্তু। যেহেতু প্রত্যেক ভূতই অচেতন; পরীক্ষা করিলে যখন কোনও ভূতে চৈতন্যের অবস্থান দৃষ্ট হয় না, সেই হেতু চৈতন্যপদার্থ ভূতের অথবা ভৌতিকের সাংযোগিক অথবা নৈমিত্তিক গুণ নহে। চৈতন্য এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ নিত্য পদার্থ।

চৈতন্য স্বাভাবিক বা সাংসিদ্ধিক ধর্ম্ম না হয় না হউক, নৈমিত্তিক বা আগন্তুক ধর্ম্ম হইবার বাধা কি? গুড়, তণ্ডুল ও মধু প্রভৃতি মদ্যোপকরণ সমূহের প্রত্যেক উপকরণে মাদকতা না থাকিলেও প্রক্রিয়া বিশেষে সংহত হইলে তাহা হইতে যেমন এক অপূর্ব্ব শক্তি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, ভূতনিচয়ের প্রত্যেকে চৈতন্যাবস্থান না থাকিলেও সংযোগ বিশেষের বলে তাহা হইতে অপূর্ব্ব চিচ্ছক্তি জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। সাংখ্যাদি শাস্ত্র বলেন, যাহা প্রত্যেকে না থাকে তাহা সমুদায়েও থাকে না। সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্ত তোমার পক্ষসমর্থক নহে। মদবীজের প্রত্যেক দ্রব্য পরীক্ষা করিলে জানা যায়, সেই সকল দ্রব্যের

প্রত্যেক দ্রব্যে সূক্ষ্ম মাদকতা শক্তি আছে। প্রয়োগবিশেষে তাহা সংহত হইয়া পরিপুষ্ট হয় মাত্র। মাদক গুণ প্রত্যেক দ্রব্যে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ভাগে ছিল, তাই বোধগম্য হইত না। এখন তাহা সংহত ও স্থূল হইয়াছে, কাজেই তাহা উপলব্ধিপথে আসিয়াছে। যাহা ভূতের ও ভৌতিকের উপলব্ধ তাহা ভূতাতিরিক্ত। ভূতাতিরিক্তের ভূতধর্ম্ম হওয়ার সম্ভাবনা কি? অপিচ, সহস্র প্রকার পরীক্ষা প্রয়োগ করিলেও কোনও ভূতে চৈতন্য লুক্কায়িত থাকা নিশ্চিত হইবে না। তাহাতেও চৈতন্য পদার্থের ভূত-ভৌতিক ধর্ম্মতা নিবারিত ও তদনুগুণে মনোধর্ম্মতা স্থিরীকৃত হয়। চেতনা এক জড়বিপরীত, জড়ের প্রকাশক, স্বতন্ত্র, অবিনাশী, অনুৎপন্ন সুতরাং নির্ব্বিকার পদার্থ এই জড়বিপরীত ও জড়ের সত্তাস্ফূর্ত্তিদায়ক স্বতঃসিদ্ধ চৈতন্য আত্মা নামে প্রসিদ্ধ এবং মন প্রভৃতি তাহারই অনুবল প্রাপ্ত হইয়া চেতনাবৎ কার্য্যকারী হয়।

আত্মা বহু।

সাংখ্যমতে পূর্ব্বোক্তবিধ চিদাত্মা অসংখ্য। অপিচ, প্রত্যেক চিদাত্মা বিভু অর্থাৎ পরিপূর্ণ বা মহান্ ব্যাপী অথচ পরস্পর পরস্পরের অবিরোধী। যেমন গৃহে অনেক শত দীপ জ্বলিলে তাহারা পরস্পর পরস্পরের অবিরোধে অবস্থান করে, কেহ কাহাকে বাধা দেয় না, সকলেরই সর্ব্বত্রই ব্যাপ্তি থাকে, তেমনি জীবভাবাপন্ন অসংখ্য আত্মাও পরস্পর পরস্পরের অবিরোধে অবস্থিত আছে অথচ কাহার ব্যাপ্তির ব্যাঘাত নাই। একটী দীপ জ্বালিত কি নির্ব্বাপিত করিলে যেমন অন্য দীপ জ্বালিত ও নির্ব্বাপিত হয় না, সেইরূপ, এক আত্মার বন্ধনে ও মোক্ষে

আত্মান্তরের বন্ধ বা মোক্ষ হয় না। আত্মা প্রতিশরীরে বিভিন্ন সুতরাং সুখ, দুঃখ, শোক, সন্তাপ, জন্ম, মরণ, সমুদায় ব্যবহার সুব্যবস্থায় চলে এবং কোন প্রকার আপত্তি স্থান পায় না। এ বিষয়ে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্ব মীমাংসা, সকলেই একমত; কেবল বৈদান্তিক প্রতিকূল। বৈদান্তিক বলেন—আত্মা এক, বহু নহে। একই আত্মা মনের নানাত্বে নানারূপে প্রকাশিত। সুতরাং জীব অসংখ্য; আত্মা অসংখ্য নহে। একই আত্মা দেহপরিচ্ছেদে নানা দেহে ভেদ প্রাপ্তের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। এ বিষয়ে যে সকল যুক্তি ও তর্ক আছে সে সকল বেদান্ত দর্শনে দ্রষ্টব্য। বেদান্তের অভিপ্রায় এই যে, আকাশের ন্যায় ব্যাপক এক আত্মা অসংখ্য অন্তঃকরণে অসংখ্য প্রতিবিম্ব অর্পণ করিয়াছেন, সেই অসংখ্য প্রতিবিম্বযুক্ত অন্তঃকরণ গুলিই জীব নামে পরিচিত।

ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ।

কেহ কেহ মনে করেন (রামানুজ প্রভৃতি), "তদংশা জীব-সঙ্ঘকাঃ।" জীব সকল ঈশ্বরাংশ। অন্যে বলেন, জীব ঈশ্বরোৎ-পন্ন অথচ ঈশ্বরের অংশ। প্রথমোক্ত মতে সূর্য্যকিরণের সহিত সূর্য্যের যেরূপ অংশাংশিভাব, জীবের সহিত ঈশ্বরের সেইরূপ অংশাংশিভাব। সুতরাং জীবও ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য। ঈশ্বর সূর্য্যস্থানীয়; জীব তন্নিঃসৃত অংশুস্থানীয়। দ্বিতীয় মতে জীব অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়। অন্যে বলেন, জীব মহাপ্রলয়ে ও মোক্ষে ঈশ্বরে বিলীন হয়। এই মতে নির্ব্বাণ মুক্তির বিরোধ নাই। প্রথমোক্ত মতে জীবের

সহিত সেবাসেবক, প্রভুভৃত্য, অথবা পতিপত্নীর ন্যায় ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভাব ব্যবস্থাপিত আছে। এই মতে ঈশ্বরে জীবের লয় না। কিরণ যেমন সূর্য্যে পুনর্গমন করে না, সেইরূপ, জীবও ঈশ্বরে প্রলীন হয় না। সুতরাং এতন্মতে জীব মোক্ষদশায় ঈশ্বরপার্ষদ ব্যতীত অন্য কিছু হয় না। নির্ব্বাণ এতন্মতের বিরোধী। এই মতদ্বয় সাংখ্যসম্মত নহে। সাংখ্যে যখন ঈশ্বরের উল্লেখ নাই তখন স্পষ্টই বুঝা যায়, সাংখ্য মতে জীব ঈশ্বরের অংশও নহে, ঈশ্বর হইতে উৎপন্নও নহে। সাংখ্যাধ্যায়ীরা বলেন আত্মা যদি ঈশ্বরাংশ হয়, তবে, তৎসদৃশ শক্তি জীবের নাই কেন? অগ্নির অংশ স্ফুলিঙ্গ; স্ফুলিঙ্গে যেমন কিছু না কিছু অগ্নিশক্তি আছে, আত্মা ঈশ্বরাংশ হইলে অবশ্যই আত্মায় অল্প কিছু ঐশীশক্তি থাকিত। যখন তাহা নাই; ঈশ্বরশক্তি ও জীবশক্তি যখন সুমেরুস[illegible]পের ন্যায় প্রভেদযুক্ত; তখন আর আত্মাকে ঈশ্বরাংশ বলিয়া মত রক্ষা করিতে পার না। "আত্মা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন" এ মতেও অনেক বাধা আছে। উৎপন্ন বস্তু মাত্রই ধ্বস্ত হইয়া যায়, ইহা যুক্তিদৃঢ় [illegible]দ্ধান্ত। আত্মা ঈশ্বরজাত, ইহা সত্য হইলে আত্মা ধ্বস্ত হয়, [illegible]ও সত্য হইবে। ধ্বস্ত হয় একথা নাস্তিক ভিন্ন অন্য কেহ বলেন না। আস্তিকগণ কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম প্রভৃ[illegible] দোষ দেখাইয়া আত্মার উৎপত্তি বিনাশ মতের মূল শিথিল করিয়া দেন।

পরকাল ও আত্মার অমরত্ব।

যাহা দেখা যায় না, তাহাতেই লোকের সংশয়, মতভেদ, ও বিবাদ। পর[illegible] দেখা [illegible] না; তাই তাহাতে সংশয় ও মতবিবাদ। পরকালঘটিত প্রশ্ন আদিম জীবের হৃদয়েও উদিত

হইত, ভবিষ্যৎ জীবেরও হইবে। ঐ প্রশ্ন চিরকালই থাকিবেক, কস্মিন্ কালেও পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবেক না। কিন্তু সরল বিশ্বাসীর নিকট চিরকালই ঐ প্রশ্ন বিদূরিত থাকিবে।

বাজশ্রবা নামক জনৈক ঋষি, সর্ব্বস্বদক্ষিণ বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সমাপন করিয়া দক্ষিণা দান আরম্ভ করিলে "অমুককে অমুক দাও—অমুককে অমুক দাও" এইরূপ একটা কোলাহল উত্থিত হইল। তদবসরে তদীয় শিশুসন্তান নচিকেতা পিতৃসন্নিধানে গমন করিয়া বলিল, "আমায় কাহাকে দিবেন।" নচিকেতা একবার, দুইবার ও ততোধিক বার ঐরূপ কহিলে বাজশ্রবা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমায় যমকে দিব।" যম সেই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। নচিকেতা পিতৃবাক্য সত্য বিবেচনায় যমের নিকট উপস্থিত হইলে যম নচিকেতাকে বিবিধ প্রলোভন বাক্যে সন্তুষ্ট করতঃ কহিলেন "নচিকেত! আমি তুষ্ট হইয়াছি, তুমি অভিলষিত বর গ্রহণ করিয়া বিদায় হও।"

নচিকেতা গো হিরণ্যাদি পার্থিব বস্তু পরিত্যাগ করিয়া গুহ্যতম অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞান ঘটিত পাঁচটী বর প্রার্থনা করিলেন। তন্মধ্যে পরলোক-বিজ্ঞান তাহার তৃতীয় বর।

> "যেয়ং প্রেতে বিচিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
> এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ।"

হে যম! মৃত মনুষ্যের সম্বন্ধে অনেকেই অনেক প্রকার সংশয় করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, মরণের পর আত্মা থাকে; কেহ বলেন, না—কিছুই থাকে না। মরণই শেষ। অতএব আমায় তাহাই বিজ্ঞাপিত করুন—যাহাতে আমি আপনার প্রসাদে উহার যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইতে পারি।

যম কহিলেন,—

"দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি স বিজ্ঞেয়োহণুরেষ ধর্ম্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্‌"॥

নচিকেত! তুমি এই বর পরিত্যাগ কর। তুমি ঐ বিষয়ের নিমিত্ত অনুরোধ করিও না। দেবতারাও ঐ বিষয়ে সন্দেহ করিয়া থাকেন। অন্য বর প্রার্থনা কর।

যম নচিকেতাকে প্রলোভিত করতঃ তাঁহার চিত্ত পরীক্ষার্থ হস্তী, অশ্ব, বৃষ, স্ত্রী, পুত্র, পশু ও হিরণ্যাদি প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু নচিকেতা তাহাতে বিমোহিত বা লুব্ধ না হইয়া, পুনঃ পুনঃ পরলোকবিষয়ক রহস্য জানিতে ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। অবশেষে যম তাঁহাকে এই বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন।

"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্‌।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতিমানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে॥"

অর্থাৎ পরলোকসত্তা সাংসারিক সুখে নিমগ্ন মূঢ় জীবের নিকট স্ফূর্ত্তি পায় না। তাদৃশ ব্যক্তিরা পুনঃ পুনঃ আমার বশতাপন্ন হয়।

যম এইরূপে কথাবতরণ করিয়া নচিতাকে যে সকল কথায় পরলোকসত্তা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, সে সকল কথা প্রায়ই আত্মা নামক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে। অবশিষ্ট প্রেত্যভাব প্রস্তাবে অভিহিত হইবে। ভাবিয়া দেখুন, এখানেও পরলোকের কথা অল্প কিছু বলা হইয়াছে। যম বলিলেন, লোক অজ্ঞানবিমূঢ় থাকায় পরলোকতত্ত্ব বুঝিতে পারে না এবং সেই কারণে সে পুনঃ পুনঃ আমার বশতাপন্ন হয়। ঐ কথায় আত্মার মরণাভাব

অর্থাৎ জন্ম ও মরণ দেহাশ্রিত, এই রহস্যই উপদিষ্ট হইয়াছে। আত্মার অমরত্ব, দেহব্যতিরিক্তত্ব ও স্বতন্ত্রত্ব ঐ সকল কথায় কথিত হইয়াছে। ঐ কথাই পরলোকের অস্তিত্ব-নির্ণয়ক। আত্মা জীর্ণ হয় না, মরে না, দেহে অধিষ্ঠিত থাকে, দেহেরই পরিবর্ত্তন হয়, পরন্তু তিনি অপরিবর্ত্তনস্বভাব ইহা যুক্তিতে স্থির হইলে অবশ্যই তৎসঙ্গে পরলোকসত্তা স্থিরীকৃত হইবে। পরলোক কি? পরলোক দেহান্তরপ্রাপ্তি। এ দেহ পরিত্যাগ বা বিনাশের পর, অন্য প্রকার দেহ হওয়াই পরলোক। লোক শব্দে ভোগায়তন অর্থাৎ দেহ। লোক শব্দের স্থানবিশেষ অর্থও আছে সত্য; পরন্তু তাহা গৌণ, মুখ্য নহে।

যুক্তি।—জরা ও মরণ দেহের আশ্রিত। দেহই জীর্ণ হয়, দেহই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আমি কৃশ, আমি সুন্দর, আমি স্থূল, আমি বৃদ্ধ, আমি জীর্ণ, ইত্যাদিবিধ অনুভব অধ্যাসমূলক। আত্মা শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের সহিত একীভূত হইয়াই ঐরূপ অনুভব করেন। তাদৃশ অনুভব চিরাভ্যস্ত হওয়ায় স্বভাবস্থ হইয়া যায়। সেই চিরাভ্যস্ত বা স্বভাববদ্ধ অভ্যাস সাধনার দ্বারা বিনষ্ট করিতে পারিলে তখন 'আমি কৃশ' 'আমি বৃদ্ধ' 'আমি জীর্ণ' ভাবিয়া হৃষ্ট বা বিষণ্ণ হইতে হয় না। মনুষ্য যখন 'আমি বৃদ্ধ' ভাবিয়া বিষণ্ণ হয়, তখন তাহার শরীরের সহিত অধ্যাস থাকে থাকিলেও তদভ্যন্তরে একটু একটু আত্মার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়। যে বৃদ্ধ হইয়াছে, সে কখনই সহজ জ্ঞানে মনে করে না যে, 'আমি বৃদ্ধ হইয়াছি'। যখন শরীরের প্রতি লক্ষ্য করে, ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতা ও বলহীনতা অনুভব করে, তখনই সে 'আমি বৃদ্ধ হইয়াছি' ভাবিয়া বিষণ্ণ হয়।

যখন দৈহিক বিকৃতির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন সে ভাবে না যে "আমি বৃদ্ধ"। ইহাই অজর অমর আত্মার দেহাতিরিক্ততার ও স্বতন্ত্রতার চিহ্ন। সেই জন্যই বৃদ্ধকালে মনুষ্যের মন বালকের ন্যায় হামগুড়ি দেয়। বৃদ্ধদিগের এই অবৃদ্ধভাবই আত্মার অমরত্বের এবং পরলোকাস্তিত্বের অন্যতম সাক্ষী। যদিও অপ্রত্যক্ষ রহস্য প্রত্যক্ষের ন্যায় তৃপ্তিকর ও বিশ্বাসজনক নহে, তথাপি, তাহা মন হইতে এককালে যাইবার নহে। সেই জন্যই মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য নাস্তিক দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"পরলোকেঽপি সন্দেহে কুর্য্যুঃ কর্ম্মাদি মানবাঃ।
নাস্তি চেৎ ন হি নো হানিরস্তি চেন্নাস্তিকোহতঃ॥"

পরলোক আছে কি নাই! এরূপ সন্দেহ হইলে ইহলোকে থাকিতে থাকিতে পারলৌকিক কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। না থাকিলে ক্ষতি নাই, থাকিলে ফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু যাহারা পরলোক নাই ভাবিয়া যথেচ্ছাচরণে রত হন পরলোক থাকিলে তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতির ও কষ্টের কথা।

প্রেত্যভাব বা জন্মান্তর

মরণের পর জন্ম, জন্মের পর মরণ, এতদ্রূপ জন্মমরণ প্রবাহের নাম প্রেত্যভাব *। প্রেত্যভাব ও জন্মান্তর তুল্য

* অদূরদর্শী লোক মনে করে, আদিকালে মনুষ্য সংখ্যা খুব কম ছিল, পরে দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া প্রচুর হইয়াছে, ক্রমে আরও বৃদ্ধি পাইবে। নূতন নূতন আত্মা না জন্মিলে এরূপ মনুষ্যবৃদ্ধি কিরূপে হইতে পারে? পরন্তু তাহাদিগকে ইহাও বুঝা উচিত যে, আদিম কালে যেমন মনুষ্যজীব অল্প ছিল তেমনি পশ্বাদি বন্য জীব ও কীটপতঙ্গাদি ক্ষুদ্র জীব অধিক ছিল। জীব

কথা। পূর্ব্ব প্রস্তাবে আত্মাকে অজর অমর বলা হইয়াছে, পরলোক আছে বলাও হইয়াছে। কিন্তু পরলোক কি তাহা বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। ইহলোকচ্যুত অজর অমর আত্মা সুখদুঃখবর্জ্জিত থাকেন না, অবশ্যই কোন না কোন রূপ ভোগ অনুভব করেন, ইহা মানিতে হইবে। না মানিলে ইহলোকে বসতি কালে নানাপ্রকার অনাশ্বাস ও অত্যাচার ঘটিবে, কেহই নিবারণ করিতে পারিবেন না। অপিচ "আত্মা অজর অমর" এ সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তবে, জন্মান্তর বা পুনর্দেহ প্রাপ্তি, এ সিদ্ধান্তও সত্য হইবে। কেন? তাহা বিবেচনা করুন।

মনুষ্য মরিল। শরীর পড়িয়া রহিল। অশরীর আত্মা থাকিল বা চলিয়া গেল। কোথায় গেল? কোথায় থাকিল? তাহা লইয়া বিবাদ করিবার আবশ্যক নাই। এই মাত্র অন্বেষণ করিতে হইবে যে, শরীর পরিচ্যুত আত্মা আকাশের ন্যায়

নরক ভোগ অন্তে তীর্য্যক্ শরীর পায়, পরে আবার মনুষ্য জীব হয়। এই নিয়মের অনুবর্ত্তনেই মনুষ্য জীব বাড়িয়াছে এবং পশ্বাদি ও কীট পতঙ্গাদি জীব কমিয়াছে। এরূপ বা এরূপ ঘটনা হওয়ার বাধা কি? পৃথিবীতে সময়ে সময়ে এতদধিক মনুষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, আবার সময়ে সময়ে কমিয়া গিয়াও থাকে। মধ্যে মধ্যে মনুষ্য জীবের বাহুল্যে ও তাহাদের দৌরাত্ম্যে পৃথিবী ভারাক্রান্তা হন, তাই ভগবান্‌ও মধ্যে মধ্যে ভূভার হরণ জন্য এক এক বার অবতীর্ণ হন। যাঁহারা ভাবেন, আত্মা অমর, মরণের পরেও থাকে, কিন্তু পুনর্জ্জন্ম হয় না, শ্রুতি যুক্তি উভয় প্রমাণ তাঁহাদের প্রতিপক্ষ। জন্মে অথচ অমর, এরূপ উদাহরণ নাই। অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাঁহারা যুক্তি উদ্ভাবন পূর্ব্বক পুনর্জ্জন্ম নিষেধ করিতে অসমর্থ। সুতরাং তাঁহাদের প্রোক্ত অভিপ্রায় মোহমূলক ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

সুখদুঃখবর্জ্জিত হইলেন? কি ইহলোকের ন্যায় অথবা ইহ-লোক অপেক্ষা অধিকতর ভোগভাগী হইলেন? ভোগভাগী হইলেন, এ কথা বলিতে পারিবে না। মত রক্ষার নিমিত্ত অথবা অন্ধ বিশ্বাসের দাস হইয়া বলিলেও তাহা সত্য হইবে না। কারণ, শরীর ব্যতীত যে সুখদুঃখ ভোগ হইতে পারে, কস্মিন্ কালেও তাহার উদাহরণ দেখাইতে পারিবে না। শরীরোৎপত্তি হয় না অথচ আত্মার অনন্ত সুখ ও অনন্ত উন্নতি হয়, এ কথা নিষ্প্রমাণ। আত্মা অজর অমর, ইহা বিশ্বাস করিলে অমরতার অনুরূপ সুখদুঃখ ভোগভাগিতাও বিশ্বাস করিতে হইবে। রূপ দেখিতে চাহি চক্ষু চাহি না, এ প্রার্থনা সিদ্ধ হইবার নহে। এমন কি, "সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্।" ভোগস্থান স্থূল শরীর না থাকিলে সূক্ষ্মশরীরেও পরিস্ফুট ভোগ সম্ভবে না। অতএব, আত্মা লিঙ্গশরীরবিশিষ্ট থাকিয়া পুনঃ পুনঃ স্থূল শরীর পরিগ্রহ করে ও পুনঃ পুনঃ তাহা পরিত্যাগ করে। অমুক্ত আত্মার সুখদুঃখবিহীন হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই কারণে অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, আত্মার কখন তির্য্যক্ শরীর, কখন মনুষ্য শরীর, কখন বা দেব শরীর, কখন বা পশুশরীর হয়।

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥"

মনুষ্য ইহ শরীরে যেরূপ কর্ম্মে ও জ্ঞানে নিমগ্ন থাকে, দেহান্ত হইলে পুনর্ব্বার সেই সকলের অনুরূপ দেহ ধারণ ঘটনা হয়। কর্ম্মবিশেষে স্থাবর শরীর, কর্ম্মবিশেষে পশ্বাদি-শরীর এবং কর্ম্মবিশেষে দেবশরীর হইয়া থাকে। এ বিষয়ে জন্মান্তর

এ বিষয়ে জন্মান্তর অস্বীকারকারী নাস্তিক ও জন্মান্তরবাদী আস্তিক, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল আপত্তি ও প্রত্যাপত্তি আছে—তাহার কিয়দংশ সন্নিবিষ্ট করা গেল।

আপত্তি। আত্মা অজর, অমর। সুতরাং এই আঁত্মা পূর্ব্বে এইরূপ একটা দেহ পাইয়াছিল। ইহা যদি সত্য হয় তবে সে কথা স্মরণ হয় না কেন? যখন জন্মান্তরীয় কোন বিষয়ই স্মরণ হয় না তখন কিসে বিশ্বাস হইবে যে আমি ছিলাম ও আমার পূর্ব্বজন্ম ছিল?

প্রত্যাপত্তি। তোমার বয়স যখন এক বৎসর, তখন তুমি কিরূপ ছিলে বলিতে পার? শৈশব কালের কথা দূরে থাক্—কালকার সমগ্র কথা স্মরণ করিয়া বলিতে পার? যখন তাহা পার না তখন জন্মান্তরের কথা মনে পড়ে না কেন? এ আপত্তি করিতে পার না। *

* জীব ইহ দেহে যদি মরণকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মজ্ঞানাদি সমানরূপে অটল ও অব্যাহত রাখিতে পারে তাহা হইলে তৎসমুদায় কর্ম্ম ও জ্ঞান জন্মান্তরেও অনুবৃত্ত হয়, লোপ হয় না। তাদৃশ জীব জাতিস্মর নামে প্রসিদ্ধ।

অনেক দিন অমনোযোগী থাকিলে ভুলিতে হয়। ভয়, ত্রাস ও যন্ত্রণাদির দ্বারা অভিভূত হইলেও পূর্ব্বানুভূত বিষয় ভুলিতে হয়। রোগ বিশেষের আক্রমে মনুষ্যের পূর্ব্বাভ্যস্ত জ্ঞানের বিলোপ হইতে দেখা যায়। মনুষ্য যখন ইহ শরীরেই সামান্য সামান্য কারণে পূর্ব্বানুভূত বিস্মৃত হয়, অত্যন্ত যাতনায় অভিভূত হইয়া উপার্জ্জিত জ্ঞান রাশি বিস্মৃতি সাগরে বিসর্জ্জন দেয়, তখন যে, সে জন্মান্তরানুভূত বিষয় জন্মান্তরে ভুলিবে তাহা বলাও বাহুল্য। প্রথমে উৎকটতর মরণযন্ত্রণা, তৎপরে সে-দেহের পরিত্যাগ, তৎপরে অন্য এক নূতন শরীর গ্রহণ, ইত্যাদি ইত্যাদি গুরুতর কারণ পূর্ব্বজন্ম ভুলাইবার জন্য বিদ্যমান আছে।

আপত্তি। জন্মান্তরবাদীরা বলেন, মানুষ মরিয়া অশ্ব হইতে পারে। সে কথা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? অশ্ব হইতে অশ্বই হয়, মানুষ হয় না। মানব হইতেও অশ্ব হয় না। এ সকল দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, মানবাত্মা অশ্ব হয় না।

প্রত্যাপত্তি। শরীরোৎপত্তির বীজ আত্মা নহে, দেহও নহে। শরীরোৎপত্তির বীজ কর্ম্মাশয় অর্থাৎ অনুষ্ঠিত জ্ঞানের ও কর্ম্মের পুঞ্জীভূত সংস্কার। সেই কারণে, মানবদেহ পাইয়া জীব যদি নিরন্তর অশ্ব ধ্যান করে, কি অশ্বশরীর জন্মিবার অন্যবিধ কারণ কূট সংগ্রহ করে, তাহা হইলে ভাবী জন্মে তাহার অশ্বশরীর না হইবে কেন?

আপত্তি। মানিলাম, পূর্ব্বজন্মে মানুষ ছিল, কর্ম্মবলে ইহজন্মে সে অশ্ব হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বাভ্যস্ত মনুষ্যোচিত জ্ঞান কোথায় গেল? অশ্বশরীরোচিত জ্ঞানই বা তাহার কোথা হইতে আসিল?

প্রত্যাপত্তি। কারণানুবিধায়িত্বাৎ কার্য্যাণাং তৎস্বভাবতা। নানাযোন্যাকৃতীঃ সত্ত্বো ধত্তেঽতোদ্রুতলোহবৎ।" যাহা যাহা হইতে জন্মে তাহা তাহার স্বভাব প্রাপ্ত হয় নিয়মের অনুগুণে নানা যোনি হইতে নানা আকারের জীব জন্মিতেছে। দ্রবীকৃত লৌহ ছাঁচের আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অন্যাকার হয় না। জীব যখন যে যোনিতে উৎপন্ন হয় তখন সেই যোনির অনুরূপ আকার ও স্বভাব প্রাপ্ত হয়। প্রাক্তন সংস্কার অধিক পরিমাণে অভিভূত হইয়া থাকে, সেই কারণে অশ্বের মানবীয় জ্ঞান লুপ্ত থাকে ও অশ্বের আকার ও স্বভাব ব্যতীত মানবের আকার ও স্বভাব হয় না।

আপত্তি। অনুমান হয়, মানব আত্মা ক্রমোন্নতিস্বভাবাপন্ন। ক্রমে উন্নত ভিন্ন অবনত হয় না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। তাহা শৈশব, কৌমার, পোগণ্ড, যৌবন, এই সকল অবস্থা। এই সকল অবস্থা ক্রমোন্নতির অবস্থা। যখন দেখা যাইতেছে আত্মা ক্রমেই উন্নত হয়, অবনত হয় না, তখন যে মরিয়া আবার জন্মিবে, আবার শিশু হইবে,—আবার অজ্ঞানের দশায় ও অনুন্নতির দশায় পড়িবে, ইহা নিতান্ত অবিশ্বাস্য।

প্রত্যাপত্তি। তোমাদের বিশ্বাসকে ধন্য! যুক্তিকেও ধন্য! বালক হইতে যুবা পর্য্যন্ত দেখাইয়া বলিলে, আত্মা ক্রমোন্নতি-স্বভাব। কিন্তু বৃদ্ধের উল্লেখ করিলে না। বৃদ্ধ হইলে, অতি বৃদ্ধ হইলে, মনুষ্য যে ভীমরথী হয় তাহা কি দেখ নাই? সে অবস্থা বাল্য অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ও অবনতির অবস্থা। তদ্দৃষ্টান্তে বুঝা উচিত যে, সংসারী আত্মা ক্রমোন্নতিস্বভাব নহে, কিন্তু উন্নত্য-বনতি উভয়বিধস্বভাবাপন্ন। সেই জন্যই সংসারী আত্মা (জীব) স্বোপার্জ্জিত জ্ঞান কর্ম্ম অনুসারে কখন উন্নত হয়, কখন বা অবনত হয়, কখন উৎকৃষ্ট দেহ পায়, কখন বা নিকৃষ্ট দেহ পায়। অতএব, "জন্মান্তর নাই" এ পক্ষে কোন সত্যপূর্ণ সদ্‌যুক্তি নাই। বরং জন্মান্তরের অস্তিত্বপক্ষে অনেক সদ্‌যুক্তি আছে। যথা—

"সর্ব্বস্য প্রাণিনামিয়মাত্মাশীর্নিত্যা ভবতি মা ন ভূবম্ ভূয়াসমেবেতি। ন চাহননুভূতমরণধর্ম্মকস্যৈষা ভবত্যাশিঃ। এতয়া চ পূর্ব্বজন্মানুভবঃ প্রতীয়তে।"

[ব্যাস।

১। প্রাণি-মাত্রেরই একটী নিত্য ও নিয়মিত অভিনিবেশ অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রার্থনা আছে। তাহার আকার—আমি

যেন মরি না ও থাকি। জীবমাত্রেই মরিতে চায় না। মরণের প্রতি তাহাদের বিশেষ বিদ্বেষ দেখা যায়। যত প্রকার ভয় বা ত্রাস আছে, সর্ব্বাপেক্ষা মরণ-ত্রাস অধিক বলবান্ ও অনিবার্য্য। মরণ-ত্রাস সদ্যোজাত শিশুতেও দৃষ্ট হয়। যে কখন মরণযাতনা অনুভব করে নাই, অন্যের মরণ দেখে নাই, শুনেও নাই, কোনও প্রকারে মরণ-ত্রাস অনুভব করে নাই, তাদৃশ ব্যক্তির অন্তরেও মারকবস্তু দর্শনে ত্রাস জন্মে। কেন তাহা বলিতেছি। মরণে যদি ক্লেশ থাকে, এবং যা[illegible]হা আর কখন অনুভূত হইয়া থাকে, তবেই মারক বস্তু দ[illegible] ত্রাস কম্পাদি উপস্থিত হইতে পারে ; নচেৎ পারে না। সুত[illegible] বিশ্বাস করা উচিত যে, জন্মান্তরীয় মরণদুঃখ ভোগের বা অনু[illegible]র সংস্কার তাহার অন্তরেন্দ্রিয়ে লুক্কায়িত ছিল, অদ্য তাহা [illegible]তসারে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভীত ও কম্পিত করিয়া তুলিয়[illegible]। বিশেষতঃ সদ্যোজাত বালকের মরণত্রাসের সঙ্গে ইহজ[illegible] সম্বন্ধ দেখা যায় না। তাহাতেও জন্মান্তর অনুমিত হইতে প[illegible]। এ সম্বন্ধে ত্রিকালদর্শী ঋষিমাত্রেই অনুভব করেন ও বলেন, জীবের জীবস্বভাবের অন্তর্গত মরণ-ত্রাসই পূর্ব্বজন্ম থাকার চিহ্ন। *

---

* সদ্যোজাত শিশু পূর্ব্বদেহে মরণ ক্লেশ অনুভব করিয়াছিল, তজ্জনিত সংস্কার তাহার চিত্তে আহিত ছিল, এক্ষণে মারক পদার্থ দর্শনে তাহার সেই সংস্কার অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতসারে ও অপরিস্ফুটরূপে উদ্বুদ্ধ হইল, অমনি ত্রাস জন্মিল, চিত্ত কাঁপিয়া উঠিল। সে ত্রাস কোন সাক্ষাৎ কারণে উপস্থিত হয় নাই, মাত্র সংস্কার প্রভাবে উদিত হইয়াছে। সেই কারণে তাহা পূর্ব্ব মরণক্লেশের প্রতিছায়াস্বরূপ। সেই জন্যই "আমি আর একবার মরিয়াছিলাম, মরণের ক্লেশ বড় ক্লেশ।" ইত্যাদি প্রকার বৃত্তান্ত বা ক্লেশের

২ ইচ্ছা। ইচ্ছা একটী আত্মগুণ বা আত্মালগ্ন শক্তি-বিশেষ। ভাবিয়া দেখ, কিরূপ কারণে তাহা উদিত হইয়া থাকে। ইচ্ছার জনক সৌন্দর্য্য জ্ঞান। ভাল বলিয়া অনুভব না হইলে, এবং ইহা আমার অনুকূল বা উপকারক, এ বোধ না হইলে, কোন ক্রমে তদ্বিষয়ে ইচ্ছোদ্রেক হইবে না। ইচ্ছার ন্যায় ভয়, ত্রাস, প্রবৃত্তি, সমুদায় অন্তর্বৃত্তির প্রতি ঐ নিয়ম চিরপ্রতিষ্ঠিত। অতএব, সদ্যঃপ্রসূত শিশুর ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও ত্রাস প্রভৃতির সহিত যখন ইহ জন্মের সেরূপ কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না তখন অবাধে বলিতে ও মানিতে পারা যায় যে, সে সকলের সহিত পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধ আছে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সেই সেই সংস্কার তাহাকে সেই সেই বিষয়ে রুচি, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি প্রভৃতি জন্মাইয়া চরিতার্থ হয়। অতএব, সদ্যোজাত শিশুর প্রথম স্তন্যপানপ্রবৃত্তিও জন্মান্তর থাকার দ্বিতীয় চিহ্ন।

৩। শতবর্ষ বয়সের বৃদ্ধও শরীরনিরপেক্ষ জ্ঞানে আপনার বৃদ্ধত্ব অনুভব করে না। সে যখন নিজ শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের প্রতি লক্ষ্য করে, তখনই সে বুঝে, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। এ নিয়ম বালকেও বিদ্যমান আছে। আত্মা অজর অমর বলিয়াই ঐরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। আত্মা বৃদ্ধ হয় না, মরেও না, তদাশ্রিত দেহই বৃদ্ধ হয় ও মরে। সুতরাং আত্মার অমরত্ব ও দেহের

সমুদয় আকার স্মরণ হয় না। তাহা না হইবার হেতু এই যে, সে উদ্বো[ধ]
কোন সাক্ষাৎকারণে উপস্থিত নাই। যে সকল অভ্যস্ত বিষয় ইন্দ্রিয়ে[র]
সাহায্য ব্যতীত কেবল মাত্র অন্তর্হিত সংস্কারের স্বতঃ উদ্বোধ প্রভাবে উদি[ত]
হয়, সে সকল যার পর নাই অস্পষ্ট। তাহা প্রতিচ্ছায়া বা আভাসমাত্র।
অত্যন্ত বিস্মৃত বিষয়ের ঐরূপ উদ্বোধই হইয়া থাকে, পরিপুষ্ট উদ্বোধ হয় না।

পরিবর্ত্তন, এই দুয়ের দ্বারাও জন্মান্তর থাকা অনুমিত হয়।

৪। বিদ্যা বুদ্ধি সকলের সমান না হওয়াও জন্মান্তর থাকায় অন্যতম চিহ্ন। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা দশবৎসরেও সামান্য রঘুবংশ কাব্য বুঝিতে অক্ষম; কিন্তু তাহারা যার পর নাই কঠিন ভাগবৎ শাস্ত্র সহজে বুঝিতে পারে।

৫। আগ্রহ অর্থাৎ ঝোঁক। ইহার অন্য নাম প্রবৃত্তিনির্বন্ধ। এই আগ্রহও জন্মান্তর থাকার অনুমাপক। এক এক বিষয়ে এক এক জনের এমন এক এক অনিবার্য্য ঝোঁক থাকে যে যষ্টির আঘাত করিলেও সে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না। তাদৃশ আগ্রহ বা ঝোঁক পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বা অভ্যাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

৬। জীববিশেষের স্বভাব ও কর্ম্মবিশেষ পূর্ব্বজন্ম থাকা সপ্রমাণ করিতে সমর্থ। সদ্যঃপ্রসূত শাখামৃগের শাখা আক্রমণ ও সদ্যঃপ্রসূত গণ্ডার শিশুর পলায়ন বৃত্তান্ত ভাবিয়া দেখিলে অবশ্যই পূর্ব্বজন্মের প্রতি অবিশ্বাস দূরে পলায়ন করিবে। বিশেষতঃ খড়্গী পশুর স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে, জন্মান্তর আছে।

কেবল আমরা বলিনা, অনেক পশুতত্ত্ববিৎ ইংরাজ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, গাণ্ডারী শাবক প্রসব করিয়া কিছু ক্ষণের জন্য অভিভূত হইয়া থাকে। যখন সে সন্তানের গাত্র লেহন করিতে যায়, তখন আর তাহাকে দেখিতে পায় না। কারণ এই যে, গণ্ডার শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পলায়ন করে। ৫।৭ দিন পরে আবার উভয়ে উভয়ের অন্বেষণ করিয়া একত্রিত হয়। এই বৃত্তান্ত দেখিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, স্বভাবের সামর্থ্যেই হউক

আর ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশলেই হউক আর জন্মান্তরীয় সংস্কারের বলেই হউক, গণ্ডার শিশু বুঝিতে পারে, আমার মা আমাকে লেহন করিবেন, করিলে আমার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইবে। পাছে মা গা চাটে, সেই ভয়ে গণ্ডারশাবক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পলায়ন করে, পরে গাত্রচর্ম্ম ৫।৭ দিনে কাঠিন্য প্রাপ্ত হইলে তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরকে খুঁজিয়া লয়। বস্তুতঃই গণ্ডারীর জিহ্বায় এত ধার যে, বৃক্ষ লেহন করিলে বৃক্ষের ত্বক্ উঠিয়া যায়। গণ্ডার পশুর এই অদ্ভুত স্বভাব পূর্ব্বজন্ম থাকার অনুমাপক। পূর্ব্বজন্ম না থাকিলে গণ্ডার পশু কদাচ ঐ স্বভাব পাইত না। এইরূপ এইরূপ এত উদাহরণ বিদ্যমান আছে যে সে সকলের রহস্য চিন্তা করিলে স্থিরবুদ্ধি মনুষ্যমাত্রেই জন্মান্তরে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে না।

জন্ম, মরণ, জীবন।

আত্মা যদি অজর অমর হইল তবে মরে কে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিলে এক সঙ্গে জন্ম মরণ ও জীবন তিনেরই বর্ণন বা মীমাংসা হইয়া আইসে। ঋষি মাত্রেই বলেন, "নায়ং হন্তি ন হন্যতে।" আত্মা কাহাকে মারেন না, নিজেও মরেন না। কারণ, 'মরণ' নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। যে ঘটনাকে মরণ বলিয়া জান তৎপ্রতি লক্ষ্য কর, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিবেক বুদ্ধি পরিচালন কর, বুঝিতে পারিবে, মরে কে। মরণ কি তাহা বিবেচনা কর। কতকগুলি তৃণ, কাষ্ঠ ও রজ্জু প্রভৃতি অবয়ব একত্রিত করিয়া একটী অবয়বী (গৃহাদি) নির্ম্মাণ করিলে। জল, বায়ু ও মৃত্তিকা আহরণ করিয়া অন্য একটী অবয়বী (ঘটাদি) প্রস্তুত করিলে। ক্ষিতি, জল ও বীজ একত্রিত হইল, তাহাতে

অঙ্কুর জন্মিল, তাহা হইতে শাখা পল্লবাদি উৎপন্ন হইল। বলিলে, বৃক্ষ জন্মিয়াছে। কিছু দিন পরে সে সকলের সে সকল অবয়ব বিশ্লিষ্ট হইল অথবা সে সকল অবয়বের সংযোগ বিধ্বস্ত হইল। বলিলে কি-না, গৃহ ভগ্ন হইয়াছে, ঘট ধ্বস্ত হইয়াছে, এবং বৃক্ষ মরিয়া গিয়াছে। ভাবিয়া দেখ, কিরূপ ঘটনার উপর তোমরা ভগ্ন, ধ্বংস ও মরণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছ। বলিতে কি, অবয়বের শৈথিল্য, বিকার, অথবা সংযোগধ্বংস, এই অন্যতমের উপরেই তোমরা মরণাদি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলে। যদি তাহাই করিয়া থাক, তবে তাহা নির্জীব পদার্থ হইতে উঠাইয়া সজীব পদার্থে আনয়ন কর। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে জীবন্ত পদার্থের মরণ কি? জন্ম মরণ আর কিছু নহে, অবয়বের অপূর্ব্বসংযোগভাব জন্ম এবং তাহার বিয়োগ ভাব মরণ। "মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ।" মরণ ও আত্যন্তিক বিস্মরণ সমান কথা। যে কারণকূট জীবকে দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছিল সেই কারণকূট বা সংযোগবিশেষ বিনষ্ট হইলে অত্যন্ত বিস্মরণ বা মহাবিস্মরণ নামক মরণ হয়। মর[illegible] হইলে দেহাদির অন্য প্রকার বিকার উপস্থিত হয়। অত[illegible], অবয়ব সকলের অপূর্ব্বসংযোগের নাম জন্ম এবং বিয়োগবিশেষের নাম মরণ। এই তথ্য সাংখ্যাচার্য্যেরা "অপূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতবিশেষেণ সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ" এইরূপ এইরূপ কথায় বুঝিয়া দিয়াছেন। তাহাতে অবধারণ হইতেছে যে, মরণ সাবয়ব বস্তুরই হয়, নিরবয়ব বস্তুর নহে। নিরবয়বের অবয়ব নাই, সুতরাং মরণও নাই। আত্মা নিরবয়ব; সে জন্য আত্মার মরণ নাই। নিতান্ত সূক্ষ্ম ও নিরবয়ব ইন্দ্রিয়গণেরও মরণ নাই।

আত্মা মরে না, ইন্দ্রিয় মরে না, এই সিদ্ধান্তই যদি সত্য হয়; তাহা হইলে অমুক মরিয়াছে, আমি মরিব, আমি মরিলাম, এরূপ না বলিয়া "দেহ মরিয়াছে", "দেহ মরিবে", এইরূপ বলাই ত উচিত? কিন্তু কৈ! কেহই ত সেরূপ বলে না? না বলিবার কারণ কি? কারণ আছে। লোকে এই দৃশ্যমান সংঘাতের অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, এই সকলের সম্মিলন ভাবের বিনাশ লক্ষ্য করিয়াই 'মরণ' শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। পরন্তু প্রাণসংযোগের ধ্বংসই উক্ত শব্দের প্রধান লক্ষ্য। প্রাণ-ব্যাপার নিবৃত্ত না হইলে অন্য গুলির সম্বন্ধ নিবৃত্তি হয় না। 'জীবন' 'মরণ' এই শব্দদ্বয়ের ধাতব অর্থ অন্বেষণ করিলেও কথিত অর্থ প্রতীত হয়। 'জীব' ধাতু হইতে 'জীবন' ও 'মৃ' ধাতু হইতে 'মরণ'। 'জীব' ধাতুর অর্থ প্রাণ-ধারণ ও 'মৃ' ধাতুর অর্থ প্রাণপরিত্যাগ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, প্রাণ যত ক্ষণ দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতে মিলিত থাকে, তত ক্ষণই তাহার জীবন এবং তাহার বিচ্ছেদ হইলেই মরণ। কাযেই বলিবে ও বলিব, মরণে আত্মার বিনাশ হয় না—দেহের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হয় মাত্র। জন্মেও নূতন আত্মা হয় না, নূতন শরীর উৎপন্ন হয় মাত্র। আমি মরিলাম ও অমুক মরিল, এ সকল শব্দের অর্থ ঔপচারিক। আত্মার অধ্যাস থাকাতেই দেহাদি-সংঘাত অহংপ্রত্যয়গম্য হয় এবং সেই কারণে সেই সেই প্রকারের ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে; কিন্তু প্রাণসংযোগের ধ্বংসই যথার্থ মরণ।*

---

* তৃণকাষ্ঠাদি সংহত করিয়া তাহার যে দৃঢ়তা ও ব্যবহারোপযোগিতা সম্পাদন করা যায় তাহার নাম গৃহের জীবন। সেই দৃঢ়তার এবং সেই ব্যব-

৫

সূক্ষ্মশরীর ও পরলোকগতি।

যাহা সর্ব্বব্যাপী বা পূর্ণ তাহার আবার গতি কি? পূর্ণে
গতি অর্থাৎ যাতায়াত করিবার স্থান কৈ? যাহার যাতায়া

হারোপযোগিতার যে অবস্থানকাল তাহা তাহার আয়ু। জীবদেহের জীব
বা আয়ু তাহারই অনুরূপ।

শ্বাস প্রশ্বাস যাহার কার্য্য তাহা 'প্রাণ' শব্দের বাচ্য। পরন্তু প্রাণ যে কি
পদার্থ তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে মতভেদ জন্মিয়াছে
কেহ বলেন, উহা বাহ্য বায়ু। কেহ বলেন, উহা ইন্দ্রিয় সমষ্টির ব্যাপা
বিশেষ। কেহ বলেন, উহা এক প্রকার স্বতন্ত্র পদার্থ। প্রথম মতের সিদ্ধা
এইরূপ—"শরীরে যে তেজ উষ্মা জল ও আকাশ বা অবকাশ আছে, নিশ্বা
প্রশ্বাস তত্রিতয়ের সাংযোগিক কার্য্য। দৈহিক উষ্মা বা তাপ রসরক্তাদিরূ
জলকে উত্তেজিত করে। তদুভয়ের সংঘর্ষজনিত ক্রিয়াবিশেষ (বেগ) উদর
কন্দরস্থ আকাশে গিয়া পরিপুষ্ট হয়। ঐ পরিপুষ্ট সাংযোগিক ক্রিয়া, ফুসফু
নামক সঙ্কোচবিকাশশীল যন্ত্রকে সঙ্কুচিত ও বিকাশিত করে। বিকাশ ক্রিয়া
বাহ্য বায়ুর পরিগ্রহ বা পূরণ হয়, পরে সঙ্কোচক্রিয়ায় তাহার ত্যাগ বা বহি
র্গতি জন্মে। প্রাণযন্ত্রের ঐরূপ ক্রিয়ায় ভক্ষদ্রব্য সকল প[illegible]পাক প্রাপ্ত
তৎপ্রভব রসরক্তাদি দেহের সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়। দে[illegible] হ্রাস, বৃদ্ধি, জন্ম
মরণাদি যে কিছু ঘটনা সমস্তই ঐ প্রাণযন্ত্রের অধীন। প্রাণোৎপত্তির মূ
কারণ জল ও তেজ। তদ্দ্বয়ের অন্যথা হইলে প্রাণকার্য্য রুদ্ধ হয়। তৎসঙ্গে
অন্যান্য সংযোগও বিধ্বস্ত হয় সুতরাং প্রাণীর প্রাণধ্বংসরূপ মরণ জন্মে।
প্রাণ নাভিকন্দর হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ফুসফুস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া
ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করে, সেজন্য তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যথা—হৃদয়ে
প্রাণ, গুহ্যে, অপান, ইত্যাদি।

যাঁহারা বলেন, প্রাণ ইন্দ্রিয় সমষ্টির অনুব্যাপার, তাঁহাদের মতের মর্ম্ম-
কথা এই।—যেমন পিঞ্জরস্থ অনেকগুলি পক্ষীর প্রাতিস্বিক ব্যাপার পুঞ্জীভূত

করিবার স্থান থাকে তাহা পূর্ণ নহে। যে বস্তু পূর্ণস্বভাব, তাহার গমনাগমন অসম্ভব। পরিচ্ছিন্ন বা খণ্ড পদার্থেরই যাতায়াত, পরিপূর্ণ পদার্থের নহে। আত্মা পূর্ণস্বভাব ; সেজন্য তাঁহার গত্যাগতি নাই।

তবে যাতায়াত করে কে ? কেই বা জন্ম-মরণ-প্রবাহ ভোগ করে ? স্থূল শরীর পড়িয়া থাকে, আত্মারও যাওয়া আসা নাই ; তবে যায় কে ? আসেই বা কে ? এই প্রশ্নের উত্তর দানার্থ সাংখ্য বলেন, (কেবল সাংখ্য নহে, সকল শাস্ত্র) দৃশ্যমান স্থূল দেহের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম শরীর আছে, সেই সূক্ষ্ম শরীর বার বার যাতায়াত করে। যাবৎ না মুক্তি হয়, যাবৎ না প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হয়, তাবৎ তাহা থাকে ও

হইয়া একটি অনুব্যাপার বা বেগরূপ ব্যাপার উপস্থিত করে ও তদ্বলে পিঞ্জর পরিচালিত হয়, সেইরূপ, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দর্শন, শ্রবণ ও মননাদির প্রত্যেক প্রত্যেক ব্যাপারের অনুব্যাপাররূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক একটী ব্যাপার উপস্থিত হইয়া প্রাণযন্ত্র উত্তেজিত বা পরিচালিত করিয়া থাকে। এই মতের ফলব্যাখ্যা এই যে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সতেজ থাকিতে প্রাণব্যাপার বন্ধ হয় না। মরণকালে অগ্রে ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধ, পরে প্রাণপরিত্যাগ হইয়া থাকে।

তৃতীয় পক্ষ বলেন, প্রাণ বাহ্যবায়ু নহে, ইন্দ্রিয় ব্যাপারও নহে। ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় ইহাও একটী স্বতন্ত্র পদার্থ, জীবের সহিত একযোগে বাস করে। ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-শক্তি প্রাণের দ্বারা উৎপন্ন ও সংরক্ষিত হয়। প্রাণ যত ক্ষণ সতেজ থাকিবে তত ক্ষণ ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য করিতে পারিবে। প্রাণ যত ক্ষণ থাকিবে তত ক্ষণ রসরক্তাদি সমুৎপন্ন ও সঞ্চালিত হইয়া দেহ রক্ষা করিবে। প্রাণ যে অঙ্গ পরিত্যাগ করিবে সে অঙ্গ তৎক্ষণাৎ শুষ্ক (পক্ষাঘাতাদি প্রাপ্ত) হইবে। প্রাণই উৎক্রান্তির কারণ। অর্থাৎ মনুষ্য যখন মরে তখন প্রাণ ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া উৎক্রান্ত অর্থাৎ শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

ইহলোক পরলোক গমনাগমন করে। "উপাত্তমুপাত্তং ষাট্‌-কৌশিকং শরীরং গৃহ্ণাতি, হায়ং হায়ঞ্চোপাদত্তে।"

জীব যে বার বার ষাট্‌কৌশিক শরীর গ্রহণ করে, বার বার তাহা পরিত্যাগ করে, তাহাই জীবের যাতায়াত ও ইহ-পর-লোক-সঞ্চরণ। দৃশ্যমান স্থূল শরীর শাস্ত্রীয় ভাষায় ষাট্‌-কৌশিক শরীর নামে বিখ্যাত।* ষাট্‌কৌশিক শরীর শুক্র-শোণিতের পরিণামে উৎপন্ন। সূক্ষ্ম শরীর সেরূপ নহে। সূক্ষ্ম শরীর অন্তঃকরণের অর্থাৎ বুদ্ধীন্দ্রিয় নিচয়ের সমষ্টি বা তদ্দ্বারা রচিত। সুতরাং তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। যে হেতু যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম সেই হেতু তাহা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অদৃশ্য। যাহার মূর্ত্তি নাই, অবয়ব নাই, কেবল জ্ঞানময় পদার্থ, কে তাহাকে দেখিতে পায়? কেই বা তাহাকে ছেদ ভেদ দাহ করিতে পারে? বায়ু যেমন অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অদৃশ্য; তেমনি, সূক্ষ্ম শরীরও অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অদৃশ্য। আদি সৃষ্টিকালে প্রকৃতি হইতে প্রত্যেক আত্মার নিমিত্ত এক একটী সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল, প্রকৃতির পুনঃসাম্যাবস্থা বা জীবের মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সে সকল সূক্ষ্ম শরীর থাকিবেক ও পুনঃ পুনঃ তদ্‌গাত্রে ষাট্‌-কৌষিক শরীর জন্মিবে। †

* ত্বক্‌, রক্ত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা, এই ছয়টী কোষ অর্থাৎ আত্মার আবরণ। সেই জন্য ষট্‌কোষাত্মক স্থূল দেহ ষাট্‌কৌষিক নামে খ্যাত।

† সূক্ষ্ম শরীরের নামান্তর লিঙ্গ শরীর। কোন মতে ইহার অবয়ব সপ্তদশ, মত বিশেষে ইহা ষোড়শাবয়ব; মতান্তরে পঞ্চদশাবয়ব। সকল মতেই ইহা প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রচিত। বেদান্ত চৈতন্যাধিষ্ঠিত সূক্ষ্ম শরীরকেই জীব বলেন।

দৃশ্যমান দেহের অভ্যন্তরে যে একটী সূক্ষ্ম দেহ আছে তাহার প্রমাণ কি? সাংখ্য বলেন, যোগীদিগের অনুভব ও যোগিগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ তাহার প্রমাণ। কিরূপ কার্য্যকলাপ সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্বসাধক তাহা যোগী না হইলে বুঝিতে পারা যায় না। যোগীরা যোগ-সাধন করিয়া সূক্ষ্ম শরীরটীকে এত আয়ত্ত করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা মাংসপিণ্ড অস্থিপিঞ্জর দৃশ্যশরীর হইতে বহির্গত হইয়া স্বেচ্ছামত বিচরণ ও পরশরীরে প্রবেশ করিতে পারেন। "পরকায়প্রবেশন" নামক সে যোগ এক্ষণে লুপ্ত। এক্ষণে কেবল যুক্তির দ্বারা সূক্ষ্মশরীরসদ্ভাব বোধগম্য করিতে হয়। কিরূপ যুক্তিতে সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্ব অনুভূত হইতে পারে তাহা বলিতেছি, প্রণিহিত হও। ধর্ম্মাধর্ম্ম, জ্ঞানাজ্ঞান, বৈরাগ্যাবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্য, (ধন রত্ন নহে, ক্ষমতারূপ ঐশ্বর্য্য ও অক্ষমতারূপ অনৈশ্বর্য্য) ও লজ্জা ভয় প্রভৃতি যে সকল গুণ মানবীয় আত্মাকে বস্ত্রকুসুমন্যায়ে * নিরন্তর অধিবাসিত করিতেছে, সে সমস্তই বুদ্ধিপদার্থমধ্যে গণনীয়। কারণ এই যে, বুদ্ধিরই বিশেষ বিশেষ অবস্থা ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বিবিধ নামের নামী। বুদ্ধি নিরাশ্রয়ে থাকিবার নহে; অবশ্য তাহার আশ্রয় আছে। অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে, বুদ্ধি মাংসলিপ্ত অস্থিপঞ্জরে অবস্থিত নহে, নিরুপাধিক আত্মাতেও অবস্থিত নহে। নিরুপাধিক আত্মা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্ধর্ম্মক; সুতরাং বুদ্ধির পৃথক্ আশ্রয় কল্পনীয় বা অনুমেয়। যাহা বুদ্ধির আশ্রয় তাহাই সূক্ষ্ম শরীর। সূক্ষ্ম শরীরেই বুদ্ধির স্থিতি ও উৎপত্তি।

---

* বস্ত্রে পুষ্প স্পর্শ হইতে থাকিলে যেমন বস্ত্রখানি পুষ্পসৌরভে সুবাসিত হয়, তাহার ন্যায়।

সাংখ্যকার বলেন, চিত্র যেমন আশ্রয় ব্যতীত স্থিতি লাভ করে না, ছায়া যেমন মূর্ত্ত পদার্থ ব্যতীত থাকিতে পারে না, সেই রূপ, লিঙ্গ অর্থাৎ নানাপ্রভেদবতী বুদ্ধিও কোন এক উপযুক্ত আশ্রয় বা আধার ব্যতীত থাকিতে পারে না। সেই হেতু মাংসলিপ্ত অস্থিরচিত দৃশ্য দেহের অন্তরালে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীত শরীর থাকা অনুমিত হয়। স্থূলশরীর দশায় কর্ম্ম জ্ঞান সমস্তই সেই শরীর সহায়ে উৎপন্ন হয় এবং তদুভয়ের সংস্কার (ছাপ, বা দাগ) তাহাতেই স্থিতি লাভ করে। জন্ম মরণের অন্তরাল অবস্থায় অর্থাৎ স্থূল শরীর বিযুক্ত হইয়াছে অথচ অভিনব স্থূল শরীর উৎপন্ন হয় নাই, সে অবস্থাতেও ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সংস্কার তাহাতে আবদ্ধ থাকে। ইহ জন্মে যে সকল বুদ্ধিবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তত্তাবতের সংস্কার লিঙ্গ শরীরে আবদ্ধ হইতেছে

ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি জ্ঞান পদার্থের উৎপত্তি ও স্থিতি সম্বন্ধে ন্যায়শাস্ত্রের মত অন্যবিধ। আত্মা এক প্রকার দ্রব্য, পরন্তু তাহা জড় ও নিষ্ক্রিয়। মনও এক প্রকার দ্রব্য, অধিকন্তু তাহা জড় ও সক্রিয়। ঐ দুই পদার্থ যখন সংযুক্ত হয় তখনই আত্মাতে জ্ঞান গুণ উৎপন্ন হয়। ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরও ঐ নিয়মে উৎপত্তি ও স্থিতি হইয়া থাকে, এবং তাহা আকাশের ন্যায় জড় আত্মায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নাস্তিক চূড়ামণি চার্ব্বাকের মত এই যে, জ্ঞান, বুদ্ধি, চৈতন্য, এ সকল একই বস্তু, উহা মস্তিষ্ক বা মস্তকযৃতের গুণ। মস্তিষ্কই জ্ঞানের উৎপত্তির ও স্থিতির স্থান। এ বিষয়ে সাংখ্যাধ্যায়ী দিগের অভিপ্রায় এই যে, চৈতন্য নামক জ্ঞান যদি দেহের অবয়ব বিশেষের গুণ হইত, তাহা হইলে অবয়ব সত্ত্বে চৈতন্যের বিলোপ হইত না। বস্তু থাকিতে গুণের অত্যন্ত অভাব হওয়া অসম্ভব। মৃত-মস্তকে মস্তিষ্ক থাকিতেও যখন জ্ঞানের অভাব হয়, তখন তাহা মস্তিষ্কগুণ নহে। "ন হি স্বভাবোভাবানাং ব্যাবর্ত্তেতৌষ্ণবত্রবেঃ"।

ও থাকিয়া যাইতেছে। বুদ্ধির আবির্ভাবপ্রভাবে দৃশ্য দেহটী স্পন্দিত হয় মাত্র। এবং তাহার সংস্কার ব্যতীত অন্য সংস্কার (ধর্ম্মাধর্ম্ম) ইহাতে আবদ্ধ হয় না। সেই কারণে স্থূলদেহের ধ্বংসে ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সংস্কার বিলুপ্ত হয় না এবং ইহজন্মের কার্য্য-রুচি পূর্ব্বজন্মের সংস্কারানুরূপই হইয়া থাকে। "মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে" মাতৃপিতৃজাত অর্থাৎ শুক্রশোণিতের দ্বারা উৎপন্ন এই ষাট্‌কৌষিক স্থূল দেহ "বিড়ন্তা ভস্মান্তা রসান্তা বা" অর্থাৎ পড়িয়া থাকে, পচিয়া যায়, মৃত্তিকা হয়, ভস্ম হয়, শৃগাল কুকুরা-দির ভক্ষ্য হয়, বিষ্ঠাও হয়; কিন্তু "সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তাঃ" তন্মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর নিয়তকালবর্ত্তী। তাহা মোক্ষ অথবা প্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত থাকে। "উপাত্তমুপাত্তং ষাট্‌কৌষিকং শরীরং জহাতি হায়ং হায়ঞ্চোপাদত্তে।" বার বার ষাট্‌কৌষিক শরীর গ্রহণ করে ও বারবার তাহা হইতে বিযুক্ত হয়। ষাট্‌কৌষিক শরীর উৎপন্ন হওয়া জন্ম এবং তাহা হইতে বিযুক্ত হওয়া মরণ।

মরণ-প্রণালী।

জীব জন্মগ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার কর্ম্মে ব্যাসক্ত হইয়াছে। অসংখ্যপ্রকার জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে। সে সকলের সংস্কার সূক্ষ্মশরীরে পর পর উপলিপ্ত হইয়াছে। জরা উপস্থিত। জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায়, সর্পের নির্ম্মোকত্যাগের ন্যায় পুনরপি জরাজীর্ণ দেহের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। আর আয়ুঃ নাই, এখন মুমূর্ষু। যে বাহ্য বায়ু এত দিন শারীর বায়ুকে অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছে, যে বাহ্য তেজ দৈহিক তাপ সমান রাখিয়া আসি-য়াছে, সে বায়ু ও সে তেজ এখন শারীর বায়ুর ও শারীর তেজের

প্রতিকূল। সেই কারণে এখন ভুক্ত দ্রব্যের যথাযথ পাক ও রস রক্তাদির উৎপত্তি ও সঞ্চরণ অবরুদ্ধ হইয়াছে। দেখিয়া লোকে বলিতে লাগিল, অমুক মুমূর্ষু। অবিলম্বে শারীর তেজ ও বাহ্য-তেজ উভয়ের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইল। অমনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল শীতল হইয়া পড়িল। লোকে বলিতে লাগিল, অমুক হিমাঙ্গ হইয়াছে, আর বাঁচিল না। এই সময় মুখ্য প্রাণ আপনার বৃত্তি (কার্য্য) গুটাইয়া লইলেন ও বলবৎ বেগ ধারণ করিলেন। শ্বাসোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাইল দেখিয়া লোকে বলিতে লাগিল, শ্বাস বা টান হইয়াছে। শ্বাস বা টান চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গুলিকে টানিতে লাগিল। তাহারাও আপন আপন স্থান ত্যাগ করিয়া প্রাণে আসিয়া মিশিল। লোকে দেখিল, মুমূর্ষুর চক্ষে জাল পড়িয়াছে, মুমূর্ষু দেখিতে পায় না। মুখ্য প্রাণ এই অবসরে ইন্দ্রিয়ময় সূক্ষ্ম শরীর সঙ্কোচ করিয়া লইয়া স্বস্থান নাভি পরিত্যাগ করিয়া কণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকে বলিতে লাগিল, কণ্ঠ-শ্বাস হইয়াছে—আর বিলম্ব নাই। মুখ্য প্রাণ এই স্থানে থাকিয়া চিত্তকে আকর্ষণ করিল, চিত্তও স্থানচ্যুত হইল ও প্রাণে আসিয়া মিশিল। লোকে বলিল, আর জ্ঞান নাই—নামাও। এই অবকাশে মুখ্য প্রাণ স্বীয় উৎক্রমন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চৈতন্যাধিষ্ঠিত সূক্ষ্ম শরীর লইয়া বহির্গত হইল ও ষাট্‌কৌশিক বা স্থূল শরীর পড়িয়া রহিল। *

---

* শাস্ত্রে লিখিত আছে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, নাভি, মল-দ্বার, প্রস্রাব-দ্বার, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি, ব্রহ্মরন্ধ্র;—এই কয়েকটী স্থান প্রাণনির্গমনের দ্বার। যে স্থান দিয়া মনুষ্যের প্রাণ নির্গত হয়, সে স্থান কোন এক বিশেষ লক্ষণা-ক্রান্ত হয়। চক্ষু দিয়া নির্গত হইলে চক্ষু শিথিল হইয়া থাকে। মুখ দিয়া

জন্মমরণের অন্তরাল।

অন্তরাল শব্দে মধ্যকাল। মরণ হইয়াছে অথচ শরীরোৎপত্তি হয় নাই, এই মধ্যবর্ত্তী অবস্থা বিষয়ে বেদান্তাদি শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় এস্থলে তাহারও অল্প কিছু বক্তব্য।

অভিনিবেশ, ধ্যান ও অভ্যাস, এ সকলের ফলাফল অনুসন্ধান করিলে অন্তরাল অবস্থার সুস্পষ্ট চিত্র অনুভূত হইতে পারে। ভাবিয়া দেখ, কোন এক ব্যক্তির ছয় দণ্ড বেলা হইলে নিদ্রাভঙ্গ হয়। সে সেইরূপ অভ্যাস করিয়াছে। অভ্যাসের বলে তাহার প্রতিনিয়তই ছয় দণ্ড বেলার সময় নিদ্রাত্যাগ হয়। অথচ সে ব্যক্তি যদি এমন মনে করে যে "আমি কল্য ছয় দণ্ড রাত্রি থাকিতে উঠিব" তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঠিক্ ছয় দণ্ড রাত্রি থাকিতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইবেক। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ধ্যান বা অভিনিবেশ অভ্যাসকে অতিক্রম করিয়া প্রভুত্ব করিতে

নির্গত হইলে মুখ ফাঁক হইয়া থাকে। লিঙ্গ দিয়া নির্গত হইলে লিঙ্গচ্ছিদ্র বিস্ফারিত হয়। উত্তম জন্ম হইবার হইলে উর্দ্ধ ছিদ্র এবং অধম জন্ম হইবার হইলে অধশ্ছিদ্র দিয়া প্রাণত্যাগ হয়। উর্দ্ধ ছিদ্রের মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্রই শ্রেষ্ঠ এবং অধশ্ছিদ্রের মধ্যে পাদাঙ্গুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধম। ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া প্রাণত্যাগ হওয়া ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির লক্ষণ এবং পদাঙ্গুলি দিয়া প্রাণ বহির্গত হওয়া নরকগমনের লক্ষণ। সেই জন্যই মুমূর্ষুর উত্তরাধিকারীরা মুমূর্ষুর পদাঙ্গুলি চাপিয়া রাখে। কিন্তু তাহারা জানে না যে, সূক্ষ্মতম প্রাণ চাপিয়া রাখিবার বস্তু নহে। হঠাৎ মরণে উক্ত ব্যবস্থার অন্যথা হয় না। শিরশ্ছেদ ও বজ্রপতনাদির দ্বারা হঠাৎ মরণ হইলেও কথিত প্রকার নিয়ম প্রতিপালিত হয়, পরন্তু তাহা অতিশীঘ্র নির্ব্বাহ হইয়া যায়। এরূপ শীঘ্র যে, যেন সমস্ত ক্রিয়াগুলি একযোগেই হইয়াছে।

সমর্থ। আহার, বিহার, বিসর্গ (মলমূত্র ত্যাগ) ও অন্যান্য দৈহিক ক্রিয়া সমস্তই অভ্যাস, ধ্যান ও অভিনিবেশের প্রভাবে নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহিত হয়। শরীর-সত্ত্বে যে সকল ধ্যান, অভিনিবেশ ও অভ্যাস উপার্জ্জন করা যায়, শরীর পাত হইলে সে সকল ধ্যান, অভিনিবেশ ও অভ্যাস সংস্কারীভাব প্রাপ্ত হইয়া জীবকে অনুরূপ নিয়মের অধীনে রাখে ও পরিবর্ত্তিত করে। ইহ-শরীরে কোন এক বিষয়ের নিরন্তর ধ্যান করিয়া শরীর পরিত্যাগ করিলেও তাহা এক সময়ে না এক সময়ে পুনরুদিত হয়। সে উদয়ের বীজ অনুষ্ঠিত জ্ঞান-কর্ম্মের সংস্কার। সে সংস্কার সূক্ষ্ম শরীরে থাকে এবং পরে তাহারই বলে তাহা উদ্বুদ্ধ হয় স্মৃতি-সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞা নামক জ্ঞান জন্মে। তৎসঙ্গে মনোভাব ও অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হয়। ইহজন্মে যে জন্মান্তরীয় সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় সে উদ্বোধ হইলোকে স্বভাব ও প্রকৃতি ইত্যাদি নামে পরিচিত। মরণকালে স্থূল দেহ পতিত থাকে, কিন্তু তদ্দেহের অর্জিত সংস্কার সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বনে বিদ্যমান থাকে, বৃথা বিনষ্ট হয় না। সেই জন্যই মরণের পর তদ্দেহের অর্জিত জ্ঞান কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহার অভিনব অবস্থা উপস্থাপিত করিয়া থাকে। মৃত্যু যন্ত্রণা তদ্দেহের পরিচিত সমুদায় বস্তু ভুলাইয়া দেয় এবং ভবিষ্যৎ দেহ ও ভবিষ্যৎ দেহের ভোগ্য ও ভোগসম্বন্ধীয় ভাবনাবিজ্ঞানে পর্য্যবসিত করে। যত প্রকার যাতনা থাকুক, মরণ-যাতনা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট। কোন প্রকার উৎকট রোগ হইলে কি মূর্চ্ছাদি দুরন্ত অবস্থা ভোগ হইলে তদ্দ্বারা যেমন পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানের অন্যথা হয়, পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয় ভুলিয়া যায়, সেইরূপ, মৃত্যুযন্ত্রণাও মুমূর্ষুর বিদ্যমান

সমুদায় ভাব বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন ও অভিনব ভাবনার উত্থাপন করিয়া থাকে। জীব সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া যে সকল কর্ম্ম করিয়াছে, যেরূপ ধ্যান করিয়াছে, যেরূপ অভিনিবেশে নিমগ্ন থাকিয়া কালযাপন করিয়াছে, মৃত্যুকালে তাহারই অনুরূপ, নূতন এক পরিবর্ত্তন—নূতন এক ভাবনা—উপস্থিত হয়। শাস্ত্রীয় ভাষায় তাহাকে ভাবনাময় শরীর বলে। মৃত্যুকালে ভাবনাময় শরীর হয়, এ কথার অর্থ এই যে, ভবিষ্যতে যাহার ব্যাঘ্রদেহ উৎপন্ন হইবে, মরণ কালে তাহার ব্যাঘ্রোঽহং ভাবনা উপস্থিত হয়। উৎকট মরণযন্ত্রণা তাহার তদ্দেহের সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত করিয়া ভাবনাময় বিজ্ঞান উৎপাদন করে। এই ভাবনাবিজ্ঞান বা ভাবশরীর স্বাপ্ন শরীরের অনুরূপ। আমরা যেমন স্বপ্ন দেখি, তেমনি, স্থূলদেহচ্যুত ভাবদেহীরা প্রথমতঃ অস্পষ্ট পরজন্মের স্ফুরণ সন্দর্শন করে। অনন্তর যথাকালে তাহাদের ষাট্‌কৌষিক শরীর উৎপন্ন হয়। *

---

* এরূপ দেখা গিয়াছে যে, উৎকট রোগে পড়িয়া শিক্ষিত বিদ্যা এমন কি চিরাভ্যস্ত ভাষা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে এবং যাহা কস্মিন্ কালেও শুনে নাই তাহাও তাহারা উচ্চারণ করিয়াছে। এ ঘটনা দেখিলে কে না বলিবে যে, পূর্ব্ব জন্মের আয়ত্ত ভাষাই তাহার মুখ দিয়া নির্গত হইয়াছে? মরণ-যন্ত্রণা চির পরিচিত জগৎ ভুলাইয়া দেয়, উপরোক্ত ঘটনা সে বিষয়ের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। শাস্ত্রে যে জন্ম ও মরণ তৃণজলোকার ন্যায় হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহা ভাবনাময় শরীর বিষয়ক। অর্থাৎ জলৌকা যেমন এক তৃণ ছাড়িয়া অন্য তৃণ ধারণ করে, অথবা অন্য তৃণ না ধরিয়া গৃহীত তৃণ ত্যাগ করে না, তেমনি, জীবও অন্য শরীর গ্রহণ না করিয়া এ শরীর ত্যাগ করে না। সে অন্য শরীর যাটকৌষিক শরীর নহে; পরন্তু তাহা ভাবনাময় শরীর। ষাট্‌কৌশিক শরীর লাভ সকলের ভাগ্যে শীঘ্র ঘটে না।

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥" [স্মৃতিঃ।

ভাবনাময় দেহের অন্য নাম আতিবাহিক দেহ। আতিবাহিক দেহ অল্প কাল থাকে। তৎপরে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা অনুসারে যাট্‌কৌশিক ভোগদেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কেহ বা মানব দেহ, কেহ বা তীর্য্যক্ দেহ, কেহ বা দেবদেহ পায়। পুণ্যাধিক্য থাকিলে পুণ্যশরীর অর্থাৎ দেবাদি শরীর, পাপাধিক্য থাকিলে তির্য্যক্ শরীর, পাপপুণ্যের বল সমান থাকিলে মানব শরীর উৎপন্ন হয়। যত কাল না স্থূল শরীর উৎপন্ন হইবে তত কাল ভাবনাময় শরীরে অর্থাৎ আতিবাহিক ভাবদেহে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকিবে। সে ভোগ স্বপ্নভোগের ন্যায় অস্পষ্ট। স্বপ্নও ভাবনাময়। "প্রায়ণকালে যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণ আয়াতি।" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে পাওয়া যায় যে, মৃত্যুকালে যে ভাবের স্ফূর্ত্তি হইবে সেই ভাব প্রবল হইয়া তাহাকে তদনুরূপ গতি প্রদান করিবে। মুমূর্ষুর উত্তরাধিকারীরাও সেই অভিপ্রায়ে ঈশ্বরের নাম মুমূর্ষুর কর্ণগোচর করিতে চেষ্টা পায়। ঈশ্বরের নাম শুনাইলে যদি মুমূর্ষুর চিত্তে ঈশ্বর ভাবের উদয় হয় তাহা হইলে সে নিশ্চিত কৃতার্থ হইবে। তাহার ভাবনা শরীর হয় ত ঈশ্বরভাবে রচিত হইবে। এ দেশে যে অন্তর্জলী করিবার ও নাম শুনাইবার রীতি আছে তাহার মূল অন্য কিছু নহে। যাহা বর্ণন করিলাম, তাহাই তাহার মূল। যদিও আশায় আশায় মুমূর্ষুর জ্ঞাতিরা মুমূর্ষুকে ঈশ্বর-নাম শুনায় ও অন্তর্জলী করিয়া তাহার পদাঙ্গুলি চাপিয়া রাখে, কিন্তু রাখিলে কি হইবে? পূর্ব্বের ধ্যান, পূর্ব্বের অভিনিবেশ, পূর্ব্বের অভ্যাস না

থাকিলে তৎকালে ঈশ্বরবিষয়ক ভাবশরীর ও আশানুরূপ প্রাণ বিনির্গম হওয়ার সম্ভাবনা নাই। চৈতন্যবিম্বিত সূক্ষ্মদেহ অর্থাৎ জীবাত্মা কথিতপ্রকারে ষাট্‌কৌশিক শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রথমে আতিবাহিক শরীরে "আকাশস্থোনিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ'' হইয়া থাকে, পরে যথাকালে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাহারা অত্যন্ত পাপাচারী তাহারা মরণের পর এই পৃথিবীতে আতিবাহিক শরীরে কিছু দিন থাকিয়া পরে তমঃপ্রধান বৃক্ষলতাদি জড় শরীর গ্রহণ করে। যাহারা ঋষি তপস্বী ও জ্ঞানী তাহারা দেবযান পথে উর্দ্ধলোকগামী হইয়া ক্রমে ব্রহ্মলোকে গিয়া উৎপন্ন হয়। যাহারা সৎকর্ম্মনিষ্ঠ—তাহারা পিতৃযান পথে উর্দ্ধগামী হইয়া পিতৃলোকে গিয়া জন্ম গ্রহণ করে। অনন্তর সুখভোগান্তে তাহারা পুনর্ব্বার পিতৃযান পথের ব্যুৎক্রমে ইহলোকে অবতরণ করিয়া ক্রমানুসারে মানব শরীর প্রাপ্ত হয়। যাহারা মানব কি পশু শরীর পায়, তাহারা আকাশে, পৃথিবীতে, পরে পার্থিব রসের সঙ্গে শস্যাদি মধ্যে, তৎপরে খাদ্যরূপে মনুষ্যের কি অন্য কোন জীবের শরীরে কিছু দিন অবস্থান করে। পুং শরীরে প্রবেশ করিলে রস রক্তাদি ক্রমে শুক্র ধাতুতে এবং স্ত্রীশরীরে প্রবেশ করিলে আর্ত্তব রক্তে অবস্থান করে। পরে স্ত্রীপুরুষ সংযোগ উপলক্ষ্যে গর্ভযন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া ষাট্‌কৌশিক দেহ প্রাপ্ত হয়। *

---

* জীব, খাদ্যের সঙ্গে যে শরীরে প্রবেশ করে সেই শরীরের অনুরূপ সংস্কার তখন হইতে হইতে থাকে। যে পূর্ব্বে মানব দেহে ছিল, কর্ম্মের প্রেরণায় সে যদি বানর শরীরে গিয়া নিপতিত হয়, তবে বানর-শরীর প্রবেশ মাত্রেই তাহার মানবোচিত সংস্কারের অভিভব এবং বানরোচিত সংস্কারের

জন্মপ্রণালী।

রেত ও রক্ত এই দুই পদার্থ স্থূল শরীরের উপাদান অথবা বীজ। *

সঞ্চার আরব্ধ হইয়া থাকে। সেই জন্যই সদ্যঃপ্রসূত বানর-শিশু অর্দ্ধ প্রসূত অবস্থায় শাখা আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়।

* রেত—শুক্রধাতু। রক্ত—স্ত্রীদিগের আর্ত্তব-রক্ত। আর্ত্তব-রক্তের আর একটী নাম "জীবরক্ত"। জীব আর্ত্তব-রক্তে প্রবিষ্ট হইয়া রেতঃসযোগের সাহায্যে শরীর ধারণ করে বলিয়াই আর্ত্তব-শোণিতের নাম "জীবরক্ত"। রেত ও রক্ত উভয়ই বীজ বটে; কিন্তু সকল রেতের ও সকল রক্তের বীজত্ব নাই। কুণপ, গ্রন্থিল, পূয-নিভ ও মূত্রপুরীষসন্ধি প্রভৃতি দুষ্ট রেতে ও দুষ্ট শোণিতে সন্তান হয় না। সুতরাং তাদৃক রেত ও রক্ত শরীরোৎপত্তির বীজ নহে।

শল্যতন্ত্রে একটী আশ্চর্য্য কথা লিখিত আছে। "দুই ঋতুমতী স্ত্রী যদি কোন কৌশল উদ্ভাবন করিয়া মিথুন-ধর্ম্মে সংযুক্ত হয় তাহা হইলে যাহার গর্ভাশয়ে শোণিত প্রবেশ করিবে তাহার গর্ভ হইবে। এই পদ্ধতির সন্তান অনস্থি হয়।" পুরাণ-শাস্ত্র এ বিষয়ের পোষকতা করিয়া বলেন, ভগীরথের জন্ম ঐরূপে হইয়াছিল। আরও এক আশ্চর্য্য কথা লিখিত আছে। "ঋতু-কালে নারীদিগের যদি স্বপ্ন-মৈথুন ঘটে তাহা হইলে গর্ভস্থ আর্ত্তব-রক্ত জমাট বাঁধিয়া গর্ভাকার ধারণ করে। এই স্বাপ্নদোষিক গর্ভ এক প্রকার রোগ বটে; পরন্ত কখন কখন তাদৃক্ গর্ভ হইতে বিকৃতাকার জীব প্রসূত হয়।

শাস্ত্রকারেরা বলেন, শুক্রের ভাগ অধিক হইলে পুরুষ, শোণিতের ভাগ অধিক হইলে নারী, শুক্র-শোণিতের সমানতা ঘটিলে নপুংসক দেহ উৎপন্ন হয়। গর্ভাশয়গত মিশ্রিত শুক্র ও শোণিত অন্তর্বায়ুকর্ত্তৃক দ্বি-ভাগে বিভক্ত হইলে এককালে দুই জীব অর্থাৎ যমজ সন্তান জন্মিয়া থাকে। পুংসন্তান পিতার আকৃতি ও স্ত্রী-সন্তান মাতার আকৃতি পাওয়া সুসম্ভব। অধিকন্তু তাহারা পিতা মাতার আয়ু, আহার, বিহার, চেষ্টা ও মনোবৃত্তি প্রভৃতির সাদৃশ্য পাইয়া থাকে। সন্তান যে অন্ধ, পঙ্গু, বধির, বিকৃতাঙ্গ ও বিকৃতা-

স্ত্রী ও পুরুষ মিথুনধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে পুরুষের রেত অন্তর্ব্বায়ু কর্ত্তৃক উপস্থ পথে প্রেরিত ও গর্ভযন্ত্রে নিষিক্ত হয়। সেই বায়ুসম্মূর্চ্ছিত রেত গর্ভাশয়স্থ জীবরক্তের সহিত ক্ষীরনীরবৎ মিশ্রিত হইয়া বুদ্বুদাকার ধারণ করে। এই বুদ্বুদ্ "গর্ভাঙ্কুর" ও "কলল" নামে প্রখ্যাত। কলল দেখিতে ক্লেদের মত ও পিচ্ছিল। ক্লেদাত্মক কলল ক্রমে ঔদর্য্য বায়ু ও জাঠরতাপ দ্বারা পরিপাক হইতে থাকে। তাহাতে তাহার ঘনতা জন্মে। ঘনতা জন্মিতে প্রায় এক মাস লাগে, সেজন্য প্রথম মাসিক গর্ভের নাম "কলল"। *

কার হয়, তাহাতে স্ত্রীর অপরাধই অধিক। স্ত্রী-পুরুষের বিহারদোষেও সন্তানে কতকগুলি ভাবদোষ বর্ত্তে। পুরুষ অথচ স্ত্রীর আকৃতি, ইঙ্গিতে ও চেষ্টায় স্ত্রীর মত। স্ত্রী অথচ পুরুষাকার, ইঙ্গিতে ও চেষ্টায় পুরুষের মত। এ সকল বিহারদোষে ঘটিয়া থাকে। নারী হয়-ত পুরুষের ন্যায় প্রবৃত্তা হইলেন, পুরুষ হয়-ত নারীর ন্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ষণ্ডতা দোষ অর্থাৎ নিঃশুক্র অথবা শুক্রবহা শিরার দোষ ও বিহার দোষ উভয় কারণে জন্মে। এ সকল রহস্য বিশেষ করিয়া জানিতে হইলে আয়ুর্ব্বেদ দেখা আবশ্যক।

* জীবের গর্ভপ্রবেশ সম্বন্ধে দুই প্রকার মত আছে। এক মত এই যে চৈতন্যনামক ষষ্ঠ ধাতু অর্থাৎ জীব শরীর বায়ু আশ্রয় করিয়া স্ত্রী পুরুষ সংযোগ কালে গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হয়। বেদবাদীরা বলেন, স্বর্গচ্যুত জীবেরাই আকাশ, বায়ু ও মেঘ প্রভৃতি আশ্রয় অবলম্বন করিয়া অবশেষে জলের সঙ্গে শস্যাদি মধ্যে প্রবেশ করে; পরে তদবলম্বনে প্রাণিদেহে প্রবিষ্ট হয়। ক্রমে রস, রক্ত, মাংসাদি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে শুক্র ধাতুতে গিয়া (মতান্তরে স্ত্রী-শোণিতে গিয়া) অবস্থিতি করে। তাদৃশ চেতনাধিষ্ঠিত রেত স্ত্রীশরীরস্থ জীবরক্তের সহিত একত্রিত হইলে তখন তাহা হইতে তাহার শরীর রচনা আরব্ধ হয়। নাস্তিকদিগের মত এই যে, চেতনা নামক ষষ্ঠ ধাতু কি জীব কোথা হইতে আইসে না এবং কোথাও যায়ও না। সংসৃষ্ট শুক্র-শোণিত ঔদর্য্য-তাপাদির দ্বারা

"দ্বিতীয়ে ত্বর্ব্বুদম্।" দ্বিতীয় মাসে তাহা অর্ব্বুদাকার প্রাপ্ত হয়। "ঈষৎকঠিনমাংসপিণ্ডরূপমর্ব্বুদম্।" অর্ব্বুদ অল্প কঠিন ও পিণ্ডাকৃতি মাংসের ন্যায় *

পাকপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে দেহাঙ্কুর জন্মে; তদাধারে চৈতন্যনামক এক অভিনব পদার্থ আবির্ভূত হয়। সুতরাং সেই চৈতন্য গর্ভপক শুক্র-শোণিতের গুণবিশেষ। যেমন পচামান গুড় ও তণ্ডুলাদির অভিনব গুণ মদশক্তি তেমনি পচামান শুক্র-শোণিতের গুণ চিতিশক্তি। বেদবাদীরা এই মতকে অসত্য বলিয়া উপেক্ষা করেন ও বলেন, সংযুক্ত শুক্র শোণিতে যদি তদ্দণ্ডে জীবসঞ্চার বা চৈতন্য ধাতুর অধিষ্ঠান না হইত তাহা হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ পচিয়া যাইত ও মূত্রাদির ন্যায় গর্ভচ্যুত হইয়াও যাইত। জীবসঞ্চার থাকে বলিয়াই তাহা পচিয়া যায় না ও অন্য কোন প্রকার বিকারগ্রস্তও হয় না। সকল ঋতুতে সন্তান না হওয়ার কারণ জীবসংযোগ না থাকা। যে বার পুংশুক্রে অথবা স্ত্রীরক্তে জীবের অধিষ্ঠান থাকে—সেই বার গর্ভ হয়, অন্যান্য বার বিফল হয়।

* শল্যবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, "যদি পিণ্ডঃ, পুমান্, স্ত্রী চেৎ, পেশী, নপুংসকঞ্চেদর্ব্বুদম।" পুরুষ হইবার হইলে পিণ্ড, স্ত্রী হইবার হইলে পেশী, নপুংসক হইবার হইলে অর্ব্বুদ হয়। পিণ্ড, পেশী ও অর্ব্বুদ দেখিতে কিরূপ তাহা দ্বিতীয় মাসের গর্ভ-চিত্র না দেখিলে বুঝিতে পারিবে না। স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক, সকলকারই দ্বিতীয় মাসিক অবস্থা কিছু কিছু প্রভিন্ন। শস্ত্র-বৈদ্যকে আরও লিখিত আছে যে, "তস্য খল্বেবম্প্রবৃত্তস্য শুক্রশোণিতস্যাভিপচ্যমানস্য ক্ষীরস্যেব সন্তানিকাঃ সপ্ত ত্বচো ভবন্তি।" দুগ্ধের পাক আরম্ভ হইলে তাহাতে যেমন স্তরে স্তরে সন্তানিকা অর্থাৎ পরলে পরলে সর পড়ে, সেইরূপ, শুক্র-শোনিতের পাক আরম্ভ হইলেও তাহাতে সাতটী সন্তানিকা জন্মে। সেই সাত সন্তানিকা ভবিষ্যতে সাত কোষ অর্থাৎ রস রক্ত মাংস প্রভৃতির স্থান হইয়া দাঁড়াইবে। রসের সন্তানিকা বা ত্বক্ একটী, রক্তের সন্তানিকা একটী ও মেদ অস্থির এক একটী। যোগীশ্বর বলেন, কদলী বৃক্ষ যেমন বহু ত্বক বিশিষ্ট,

"তৃতীয়ে হস্তাঙ্কুরাঃ পঞ্চ।" তৃতীয় মাসে তাহাতে হস্ত, পদ ও স্তকের অঙ্কুর অর্থাৎ সূক্ষ্ম প্রবিভাগ সকল নিষ্পন্ন হয়। এই তীয় মাসে ইন্দ্রিয় দিগের গোলক অর্থাৎ স্থান সকল রচিত ইতে থাকে এবং সূক্ষ্মরূপে বহিরিন্দ্রিয়সংযোগও হইয়া থাকে।

"চতুর্থে ব্যক্ততা তেষাম্।" চতুর্থ মাসে সেই অঙ্কুরীভূত রচরণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল প্রব্যক্ত হইতে থাকে। এই চতুর্থ াসেই অভিপ্রায়জনক অন্তরেন্দ্রিয়ের আবির্ভাব হয় এবং সেই ারণেই চতুর্থ মাসের ভ্রূণে চলনক্রিয়া হইতে থাকে।

"প্রবুদ্ধং পঞ্চমে চিত্তম্।" পঞ্চম মাসে মনের অর্থাৎ বোধ-াক্তির উদ্রেক হয় ও জ্ঞানবহা শিরার রচনা সমাপ্ত হয়।

"ষষ্ঠেঽস্থিস্নায়ুনখরকেশরোমবিবিক্ততা।" ষষ্ঠ মাসে অস্থি ও াস্থিবন্ধনের স্নায়ু উৎপন্ন হইতে থাকে। বল ও বর্ণাদির সঞ্চার য় ও নখ রোমাদিও বিস্পষ্ট হয়।

"সপ্তমে স্বঙ্গপূর্ণতা।" সপ্তম মাসে মনের প্রাদুর্ভাব হয়। ার্থাৎ সঙ্কল্প শক্তি অথবা সচেতনতা জন্মে। বায়ুবাহী নাড়ী, াস্থিবন্ধনের স্নায়ু ও বাত-পিত্ত-শ্লেষ্ম-বাহিনী শিরার রচনাও মাপ্ত হয়। অপিচ, সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

"অষ্টমে ত্বক্‌শ্রুতী স্যাতাম্।" অষ্টম মাসে স্পর্শ গুণের গ্রাহক ক্‌ ও শ্রবণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। প্রকৃতরূপের মাংস জন্মে। স্মরণ ক্তি প্রবল হয়। জীবনী শক্তির উপাদান স্বরূপ "ওজ" ধাতুও ই অষ্টম মাসে উৎপন্ন হয়। "ওজ" ধাতু ঈষৎ পীত বর্ণ, স্বচ্ছ লালবৎ তরল। ইহা শিশুদিগের হৃদয়ে থাকে।

মনি, শরীরও সপ্তত্বক্‌ বিশিষ্ট। ত্বগাবৃত কদলীকাণ্ডের অভ্যন্তরে যেমন টী মাইজ থাকে, সেইরূপ, সপ্তত্বগাবৃত দেহের অভ্যন্তরে জীবাত্মা থাকেন।

"হৃদি তিষ্ঠতি যৎ শুদ্ধমীষদুষ্ণং সুপীতকম্ ।
ওজঃ শরীরে সংখ্যাতং তন্নাশান্নাশমৃচ্ছতি ।"

স্বচ্ছ, তরল, অল্প উষ্ণ ও পীতবর্ণ "ওজ" হৃদয় দেশে থাকে। এই "ওজ" নষ্ট হইলেই মরণ হয়। তাদৃশ ওজ অষ্টম মাসে নিতান্ত তরল ও চঞ্চল অবস্থায় অর্থাৎ অতি টল্‌টলে অবস্থায় থাকে। সেই জন্য আটাশে ছেলে প্রায় বাঁচে না। সূতি-বায়ুর প্রবল বেগে নিতান্ত তরল "ওজ" প্রায়ই অপসৃত হইয়া যায়, সেই কারণে বাঁচে না। ফল, ওজ-চ্যুত না হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে বাঁচে, নচেৎ মরিয়া যায়।

"নবমে দশমে মাসি প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ।
নিঃসার্য্যতে বাণ ইব যন্ত্রচ্ছিদ্রেণ বালকঃ।"

অনন্তর গর্ভস্থ দেহী নবম মাসে কিংবা দশম মাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পুষ্টিভাব লাভ করিয়া প্রবল প্রসব-বায়ুর দ্বারা ধনুর্মুক্ত বাণের ন্যায় যোনি-চ্ছিদ্র দিয়া নির্গত হয়। দ্বাদশ মাস প্রসব কালের উর্দ্ধ সীমা। *

---

* যোগশাস্ত্রে এতৎসম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য কথা লিখিত আছে। কথা এই যে, অষ্টম মাসে মনঃ-প্রাদুর্ভাব হওয়ার পর অবধি যত দিন না ভূমিষ্ঠ হয় তত দিন জীব পূর্ব্ব-জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ ও গর্ভবাসের কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করতঃ ক্লেশ পাইতে থাকে। কি করে, মুখ জরায়ুর দ্বারা আচ্ছন্ন, কণ্ঠ কফপূর্ণ, বায়ুর পথ নিরুদ্ধ, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কারণে রোদনাদি করিতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বানুভূত নানাজন্মের নানাপ্রকার যন্ত্রণা মনে করতঃ অতি উদ্বেগের সহিত বাস করিতে থাকে। "জাতঃ স বায়ুনা স্পৃষ্টো ন স্মরতি পূর্ব্বং জন্ম মরণং কর্ম্ম চ শুভাশুভম্"। যেই মাত্র ভূমিষ্ঠ হয়, অমনি সে সমস্ত ভুলিয়া যায়। বাহ্য বায়ুই তাহার পুরাতন স্মৃতি বিনাশ করিয়া

গর্ভে দেহ-রচনা।

জাঠর তাপ ও জাঠর বায়ুর প্রভাবে গর্ভাশয়গত সম্মিশ্রিত শুক্রশোণিতের পাক আরম্ভ হয়। পাকপ্রারম্ভে প্রথমতঃ তাহাতে সাতটি সন্তানিকা জন্মে। অগ্নির উত্তাপ লাগিলে দুগ্ধে যে পরলে পরলে বা স্তরে স্তরে সর পড়ে, উল্লিখিত সন্তানিকা প্রায়

ফলে। বোধ হয়, বাহ্য বায়ুর এই অদ্ভুত প্রভাবকেই পৌরাণিকেরা মায়া বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শুকদেব নাকি এই মায়ার ভয়ে ভূমিষ্ঠ হইতে চাহেন নাই, ষোড়ষ বর্ষ পর্য্যন্ত গর্ভবাস করিয়াছিলেন।

জীব গর্ভবাস কালে আহার করে না ও তাহাদের মলমূত্রাদি ত্যাগ করাও ঘটে না। বালকের নাভিনাড়ী ধাত্রীর রসবহা নাড়ীর সহিত আবদ্ধ থাকে, তদ্দ্বারা ধাত্রীর আহার-রস বালকশরীরে সঞ্চারিত হয়। তাহাতেই তাহারা জীবিত থাকে এবং দিন দিন বাড়িতে থাকে। শিশুশরীরে প্রবিষ্ট ধাত্রীর আহার-রস হইতে যে মল সঞ্চয় হয়, তাহা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নিঃসৃত হয়।

যোগশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, গর্ভস্থ বালক ঈষৎ ভুগ্নভাবে উপবিষ্টের ন্যায় অবস্থান করে। তাহরা হস্ত দুই খানি অনন্তরিত অর্থাৎ পরস্পর সংলগ্নভাবে, চক্ষু কর্ণ আবৃত করিয়া ললাটে স্থাপন পূর্ব্বক মাতার পৃষ্ঠাভিমুখে অধোবদনে 'উপু' হইয়া উপবিষ্ট থাকে। প্রসবকাল উপস্থিত হইলে বায়ু তাহাকে প্রত্যাবৃত্ত করে ও তাহার মস্তক অধঃ ও পদ উর্দ্ধে উৎসারণ করে। ব্যতিক্রম হইলে ধাত্রী ও শিশু উভয়েই কষ্ট পায়। এবিষয়ে—

ভুগ্নোঽনন্তরিতপাণিভ্যাং শ্রোত্ররন্ধ্রে পিধায় সঃ।
উদ্বিগ্নোগর্ভসংবাসাদাস্তে গর্ভাশয়ে স্থিতঃ॥
স্মরন্ পূর্ব্বানুভূতাংস্তু নানাজাতীশ্চ যাতনাঃ।
মোক্ষোপায়মভিধ্যায়ন্ বর্ত্ততেঽভ্যাসতৎপরঃ॥
মাতুরসবহা নাড়ীমনুবদ্ধাপরাভিধা।
নাভেশ্চ নাড়ী গর্ভস্য মাত্রাহাররসাবহা॥

তাহারই অনুরূপ। সম্মিশ্রিত শুক্রশোণিত টুকু তরল ও পিচ্ছি
ছিল, এক্ষণে জঠর বায়ু ও জঠর তাপ উভয়সংযোগে তাহা
স্তরীভূত দুগ্ধসন্তানিকার ন্যায় পর পর সাতটি সন্তানিকা উৎ
হইল। ভবিষ্যতে এই সাত সন্তানিকা রস রক্তাদির আধার স
কোষ হইবে। আত্মা শুক্রে অথবা শোণিতে আবিষ্ট ছিলেন এক্ষ
গর্ভাশয়প্রবেশে শুক্রশোণিতস্থ সূক্ষ্ম ভূত সহ সম্মূর্চ্ছিত অর্থ
ক্ষীর-নীর-বৎ একীভূত হইয়া গেলেন। সুতরাং গর্ভপ্রবিষ্ট শু
শোণিতে চৈতন্যসংযোগ রহিল। চৈতন্যসংযোগ থাকায় তা
পচিয়া গেল না, মলমূত্রাদির ন্যায় বহিশ্চ্যুত হইয়াও গেল
ক্রমেই পরিবর্তন বা পরিণাম হইতে চলিল। সজীব পদার্
ন্যায় বৃদ্ধি ও রূপান্তর হইতে লাগিল। বায়ু-ধাতু তাহার শোষ
ক্রিয়া ও ভবিষ্যৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুরূপ বিভাগ সকল নিষ্প
করিতে লাগিল, তাপ বা তেজোধাতু সে সকলের পরিপা
করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং জলধাতু তাহা ক্লিন্ন রাখিতে লাগিল
পৃথিবী-ধাতু কাঠিন্য উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইল এবং আকাশ ধা
তাহাকে বৃদ্ধির অর্থাৎ বাড়িবার স্থান দিতে লাগিল।

কৃতাঞ্জলির্ললাটেঽসৌ মাতৃপৃষ্ঠমভিস্থিতঃ।
অধ্যাস্তে সঙ্কুচদ্গাত্রো গর্ভোদক্ষিণপার্শ্বগঃ॥
বামপার্শ্বে স্থিতা নারী ক্লীবং মধ্যস্থিতং মতম্।
ক্রিয়তেঽধঃ শিরঃ সূতিমারুতৈঃ প্রবলৈস্ততঃ॥
নিঃসার্য্যতে রুজদ্গাত্রোযন্ত্রচ্ছিদ্রেণ বালকঃ।
জাতমাত্রস্য তস্যাঽথ প্রবৃত্তিস্তস্যগোচরা॥
প্রাগ্জন্মবোধসংস্কারাদিতি জীবস্য নিত্যতা।

ইত্যাদিবিধ অনেক প্রমাণ বাক্য আছে।

পূর্ব্বোক্ত সপ্ত ত্বকের বা সন্তানিকার পাক নিষ্পন্ন হইলে কার কলা উৎপন্ন হইল। কাষ্ঠচ্ছেদ করিলে যেমন তাহার ও অসার দৃষ্ট হয়, সার অসারের মর্য্যাদা অর্থাৎ সীমাভাগও হয়, দেহস্থ কলা প্রায় তাহারই অনুরূপ। অর্থাৎ কলা সকল রস্থ মাংসাদির ও আশয় সকলের সীমাস্বরূপ এবং দেখিতে সারের সদৃশ। মাংসচ্ছেদ করিলেই তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সকল এখন স্নায়বিক পদার্থে বিজড়িত, জরায়ুব্যাপ্ত ও শ্লেষ্মায় াচ্ছন্ন। এই কলা সাত প্রকার। বৈদ্যকে তাহা মাংসধরা ১), রক্তধরা (২), মেদোধরা (৩), শ্লেষ্মধরা (৪), মলধরা ৫), পিত্তধরা (৬), ও শুক্রধরা (৭), নামে প্রখ্যাত।

জলক্লিন্ন কর্দ্দমে যেমন মৃণাল উৎপন্ন হয়, হইয়া কর্দ্দমের পরে ও মধ্যে প্রতানিত (লতাইয়া যাওয়াকে প্রতানিত বলে) ইতে থাকে, সেইরূপ, প্রথমোক্ত মাংসধরা কলা হইতে শিরা, ায়ু, ধমনী ও স্রোতোবহা নাড়ী উৎপন্ন হইয়া ইতস্ততঃ প্রতানিত ইতে থাকে। রক্তধরা কলায়, উৎপন্ন রক্ত অবস্থান করে ও র্দ্ধাধঃ প্রেরিত হয়। ক্ষীরি-বৃক্ষ ছেদন করিলে যেমন ছিন্ন স্থান য়া ক্ষীর নির্গত হয়, সেইরূপ, মাংসস্থ রক্তধরা কলা ছিন্ন ইলেও ক্ষত স্থান দিয়া রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে। মেদোধরা লায় মেদের উৎপত্তি ও স্থিতি, শ্লেষ্মধরা কলায় তৈলতুল্য িচ্ছিল শ্লৈষ্মিক পদার্থ বিধৃত ও মলধরা কলায় মলবিভাগ ও লবিধারণ হইয়া থাকে। পিত্তধরা কলা পক্বাশয়গত ভুক্ত- দ্রব্যের ও তৎপরিপাকপ্রভব রসের গ্রহণ ও ধারণ করে এবং শুক্রধরা কলা চরম ধাতু উৎপাদন ও বিধারণ করে। *

* মেদ, মজ্জা ও বসা, তিনটিই তৈলবৎ পদার্থ। স্থুলাস্থিগত স্নেহের অর্থাৎ

সকলেই জানেন যে, প্লীহা, যকৃৎ, ক্লোম ও ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি যন্ত্র থাকাতেই ভুক্তান্নের পরিপাক, তাহা হইতে রস-রক্তাদির উৎপত্তি, এবং তাহার বিশেষ বিশেষ পরিণাম হইয়া থাকে। কিন্তু এ দেহ যখন জননী জঠরে রচিত হইয়াছিল তখন ইহার রস রক্ত মাংসাদি ভিন্ন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হইয়াছিল। তখন উল্লিখিত যন্ত্র সকল ছিল না; সুতরাং সে সকলের সাহায্যে রসরক্তাদি জন্মিত না, অধিকন্তু তখন উল্লিখিত যন্ত্রগুলি মাতার আহারীয় রসের পরিণামজাত রসরক্তাদির দ্বারা গঠিত হইয়াছিল।

তৈলবৎ পদার্থের নাম মজ্জা; মাংসান্তর্গত তৈলবৎ পদার্থের নাম বস গুপ্তাস্থিস্থিত ঈষৎ রক্তবর্ণ স্নেহ পদার্থের নাম মেদ।

দেহ বড় হইলে ভিন্ন ভিন্ন কলা ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পর্য্যবসি হয়। মাংস, রক্ত, মেদ ও শুক্র; এই চারিপ্রকার কলা দেহব্যাপক বলিলে বলা যায়; কিন্তু অপর তিনটি কলা সেরূপ নহে। শ্লেষ্মধরা কলা দেহে যাবতীয় সন্ধি স্থানে, মলধরা এবং পিত্তধরা কোষ্ঠমধ্যে অবস্থিত। রথচক্রে ঘূর্ণন স্থান তৈলাক্ত থাকিলে যেমন চক্রগুলি উত্তম রূপ ঘুরে, তদ্রূপ, পিচ্ছি শ্লেষ্মধরা কলা থাকাতেই দেহের সন্ধিস্থান গুলি সুখে পরিচালিত করা যা ভুক্ত দ্রব্য কোষ্ঠমধ্যে উপস্থিত হইলে তাহা পিত্ত কলার দ্বারা বিধৃত হ এবং তত্রস্থ পিত্ত তেজ বা পাচক রস তাহা (ভুক্ত দ্রব্য) জীর্ণ করে। ঘৃত যেম সমুদায় দুগ্ধ ব্যাপক, ইক্ষুরস যেমন সমস্ত ইক্ষু ব্যাপক, শুক্রধরা কলা তদ্র সর্ব্বদেহব্যাপক। সর্ব্বদেহব্যাপক হইলেও তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। স্থানটী দ্ব্যঙ্গুল পরিমিত ও বস্তিকোটরের দক্ষিণে ও নিম্নে। স্ত্রীসংযোগকা প্রসন্নচিত্ত পুরুষের কৃৎস্ন-দেহ-ব্যাপক শুক্রধাতু সেই দ্ব্যঙ্গুল পরিমিত স্থা আসিয়া সংহত হয়, হইয়া মূত্রপথ দ্বারা নির্গত হয়। পুরুষের শুক্র-স্রাবের দ্বা মূত্রপ্রণালী কিন্তু স্ত্রীদিগের রজোনির্গমের দ্বার স্বতন্ত্র। পুরুষের দেহ নবদ্বা বিশিষ্ট পরন্তু স্ত্রীদেহ দ্বাদশদ্বারবিশিষ্ট।

মাতার আহারীয় রসের পরিণামজাত বিশুদ্ধ রক্তে পাক-বিশেষের দ্বারা যকৃৎ ও প্লীহা যন্ত্র নির্ম্মিত হয় ও তাদৃশ রক্তের ফেন ভাগ ফুস্‌ফুস্ যন্ত্র উৎপাদন করে। রক্তের কিট্টে অর্থাৎ মলিনাংশে উণ্ডুক (মলাধার) নির্ম্মিত হয়। শোণিত ও শ্লেষ্মা এতদুভয়ের স্বচ্ছাংশ পিত্ততেজে পাকপ্রাপ্ত ও বায়ুর দ্বারা বিভক্ত হইয়া অন্ত্র, বস্তি ও গুদপ্রদেশ উৎপাদন করে। উদর প্রদেশে যখন শ্লেষ্মার, রক্তের, ও মাংসের পাক আরম্ভ হইয়াছিল, তখন তত্রিতয় হইতে সুবর্ণসার সদৃশ তদীয় অংশ বিশেষ উত্থিত হইয়া তদ্দ্বারা জিহ্বার গঠন সমাপ্ত করিয়াছিল। তাপসংযুক্ত বায়ুর প্রচলনে স্রোতঃস্থান (মূত্রপ্রণালী প্রভৃতি) জন্মিয়াছিল এবং তাদৃশ বায়ুই মাংসমধ্যে প্রবেশ করিয়া পেশী সকল উৎপাদন করিয়াছিল। মেদের স্নেহভাগ পাকপ্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা স্নায়ুর সৃষ্টি করিয়াছিল। এক উপাদানে জন্ম হইলেও পাক ও কার্য্য অনুসারে শিরা ও স্নায়ু প্রভিন্ন। শিরার পাক মৃদু, স্নায়ুর পাক খর। রক্ত ও মেদ, এতদুভয়ের প্রসন্নাংশে বুক্ক ও মাংস,—কফ, রক্ত, মেদ, এই চতুষ্টয়ের প্রসন্নাংশ একত্রিত হইয়া বৃষণ,—রক্ত ও কফের প্রসন্নাংশে হৃদয়। হৃদয়ের নিম্নে বামভাগে প্লীহা ও ফুস্‌ফুস্, দক্ষিণভাগে যকৃৎ ও ক্লোম অবস্থিত আছে। হৃদয়ের গঠন পুণ্ডরীকতুল্য। তন্মধ্যে অঙ্গুলিপ্রমাণ ফাঁক। এই ফাঁক হৃদয়াকাশ নামে প্রখ্যাত। ইহাই ঋষিদিগের মতে চেতনা-স্থান অর্থাৎ জীবের বাসস্থান। "জাগ্রতস্তদ্বিকসতি স্বপতশ্চ নিমীলতি।" হৃদয়পুণ্ডরীক যত ক্ষণ বিকশিত থাকে তত ক্ষণ জাগ্রৎ, নিমীলিত হইলে নিদ্রা। *

---

* প্রত্যেক ইন্দ্রিয়স্থান হইতে জ্ঞানবাহিনী শিরা উৎপন্ন হইয়া মনঃস্থানে

গর্ভাশয়প্রবিষ্ট এক বিন্দু রেত এবম্প্রকারে প্রবৃদ্ধ ও হস্তাদি-মান্ অপূর্ব্ব দেহী হইয়া পড়ে। পরে সে ভূমিষ্ঠ হইয়া দিন দিন বাড়িতে থাকে। কালে তাহা প্রকাণ্ড শূর বীর হয়, আবার অল্পকাল পরেই জীর্ণ শীর্ণ হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়।

"এতস্মাৎ কিমিবেন্দ্রজালমপরং যদ্গর্ভবাসস্থিতম্,
রেতশ্চেততি হস্তমস্তকপদং প্রোদ্ভূতনানাঙ্কুরম্।
পর্য্যায়েণ শিশুত্বযৌবনজরারোগৈরনেকৈর্বৃতম্,
পশ্যত্যত্তি শৃণোতি জিঘ্রতি তথা গচ্ছত্যথাগচ্ছতি।"

শারীর-সংখ্যা।

দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, ত্বক্, কলা, ধাতু, মল, দোষ, যকৃৎ, প্লীহা, ফুস্ফুস্, উণ্ডুক, হৃদয়, আশয়, অন্ত্র, বুক্ক, স্রোত, কণ্ডরা, জাল, কূর্চ্চ, রজ্জু, সেবনী, সংঘাত, সীমন্ত, অস্থি, সন্ধি, স্নায়ু, পেশী, মর্ম্ম, শিরা ও ধমনী প্রভৃতি।

অঙ্গ—২ হস্ত, ২ পদ, ১ মধ্য (ধড়), ১ মস্তক। এই ছয়টী অঙ্গ ও এতৎসংশ্লিষ্ট অবয়ব গুলি প্রত্যঙ্গ। যথা, হস্ত-সংশ্লিষ্ট অঙ্গুলি। অঙ্গুলিগুলি প্রত্যঙ্গ মধ্যে গণনীয়।

গিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়স্থানে ক্রিয়া উপস্থিত হইবামাত্র তাহা সেই সকল শিরার দ্বারা মনের নিকট অর্পিত হয়। তাহাকেই আমরা জ্ঞান হওয়া বলি। জ্ঞানবহা শিরা শ্লেষ্মার দ্বারা রুদ্ধ হইলে নিদ্রা উপস্থিত হয়। শাস্ত্রে তাদৃশী নিদ্রা শ্রান্তির ফল ও স্বাভাবিক বলিয়া অভিহিত আছে। কেহ কেহ বলেন, মন মেধ্যানাড়ীসংযুক্ত, অন্যে বলেন, পুরীতৎ নাড়ী প্রবিষ্ট হইলে ইন্দ্রিয়বিশ্রামাত্মিকা নিদ্রা আবিষ্ট হইয়া থাকে। মেধ্যা ও পুরীতৎ এই দুই নাড়ী নিস্তব্ধ।

ধাতু—রস, রক্ত-মাংস, মেদ, মজ্জা, শুক্র। এই ছয় প্রকার আগমাপায়ী পদার্থ ধাতু সংজ্ঞায় সন্নিবিষ্ট। *

মল—ভুক্তদ্রব্যের কিট্ট অর্থাৎ অসার ভাগ। বিষ্ঠা মূত্র প্রভৃতি মল নামে বিখ্যাত। দোষ—বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। এই ত্রিবিধ পদার্থ দোষ নামে পরিচিত।

যকৃৎ—যকৃৎ, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্, উণ্ডুক ও হৃদয়ের বৃত্তান্ত বলা হইয়াছে।

আশয়—আশ্রয় স্থান আশয় নামে খ্যাত। ইহা ৭ প্রকার। বাতাশয়, পিত্তাশয়, শ্লেষ্মাশয়, রক্তাশয়, আমাশয়, পক্বাশয় ও মূত্রাশয়। অষ্টম—স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়।

অন্ত্র—পুরুষের অন্ত্র (নাড়ীবিশেষ, আঁত) সার্দ্ধত্রিব্যাম এবং স্ত্রীলোকের অন্ত্র ত্রিব্যাম। প্রসারিত দুই বাহু বক্ষ সহ মাপিলে

---

* লিখিত আছে, ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলীতে গিয়া পিত্ততেজে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। সেই পিত্ততেজ জাঠরাগ্নি ও পাচকাগ্নি নামে বিখ্যাত। ভুক্ত-দ্রব্য জাঠরাগ্নি ও জাঠর বায়ু কর্ত্তৃক মথিত হইয়া যে বিকারভাব বা জীর্ণ-ভাব ধারণ করে, বৈদ্যক শাস্ত্রে তাহা পরিপাক অভিধায় বর্ণিত হইয়াছে। পরিপাক প্রভব ভুক্তসার রস শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ পিচ্ছিল ও তরল। এই রস যকৃৎ-যন্ত্রে গিয়া রঞ্জকাগ্নির দ্বারা লোহিত বর্ণ হয়। ভুক্তসার রস, রসের সার রক্ত। ঘর্ম্মাদি তাহার মল। রক্ত স্বস্থানস্থ তাপ দ্বারা পাক প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় সারাংশে মাংস উৎপাদন করে, সেজন্য রক্তের সার মাংস। মাংসও আবার স্বকোষস্থ উষ্মায় পাক প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় সার দ্বারা মজ্জা উৎপাদন করে। মজ্জাও স্বকোষস্থ তাপে পাক প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় সারে শুক্র জন্মায়। সেজন্য মজ্জার সারাংশ শুক্র। ইহা চরম ধাতু। এবিষয়ে বৈদ্যক বলেন, আহার-রসের শুক্র পরিণাম হইতে অন্ততঃ ৩ দিন লাগে। বেদবাদীরা বলেন, সপ্তাহ লাগে। ১২ অঙ্গুলি রক্তে অর্দ্ধাঙ্গুলি মাত্র শুক্র জন্মিতে পারে।

যে পরিমাণ পাওয়া যায় তাহা চলিত ভাষায় বেঁও, সংস্কৃত ভাষায় ব্যাম নামে প্রসিদ্ধ।

বুক্ক—বৃক্ক বা বুক্ক, অগ্রমাংস নামে খ্যাত।

স্রোত—নির্গম পথের নাম স্রোত। ইহা নালী ও প্রণালী উভয় নামে প্রখ্যাত। নালী ৯ প্রকার। কর্ণ ২, নেত্র ২, বদন ১, নাসা ২, মলদ্বার ১, লিঙ্গ বা মূত্রনালী ১, স্ত্রীলোকের স্তনে ২ ও অধোদেশে ১, অর্থাৎ স্তন্যবহা প্রণালী ২, রজোবহা প্রণালী ১।

কণ্ডরা—ইহা সংখ্যায় ১৬ ও হস্ত পদ গ্রীবা ও পৃষ্ঠস্থানবর্ত্তী।

জাল—মাংসজাল, শিরাজাল, স্নায়ুজাল ও অস্থিজাল। জালসকল মণিবন্ধে ও গুল্‌ফে আশ্লিষ্ট ও বাঁধা বাঁধি আছে।

কূর্চ্চ—দুই হস্তে ২, দুই পদে ২, গ্রীবায় ১, লিঙ্গপ্রদেশে অর্থাৎ মেঢ্রে ১।

রজ্জু—যদ্দ্বারা দেহের বৃহৎ মাংস সকল আবদ্ধ আছে তাহা রজ্জু। চারিটী রজ্জু প্রধান। তদ্ভিন্ন বাহ্যে ২৬; অভ্যন্তরে ২। অথবা যদ্দ্বারা পৃষ্ঠবংশ ও পেশী বাঁধা আছে তাহাই দেহের রজ্জু।

সেবনী—অপভাষা শেলাই। ইহা সংখ্যায় ৭। মস্তকে ৫, জিহ্বায় ১ ও শেফে ১।

সংঘাত—ঢিপির মত স্থান সংঘাত। যথা—অস্থিসংঘাত তাহার সংখ্যা ১৪। সে সকল গুল্‌ফ, জানু, বংক্ষণ, সক্‌থি, বাহু, শির ও ত্রিকপ্রদেশে অবস্থিত।

সীমন্ত—ইহা অস্থিসংঘাতের সহিত সমান। অস্থিসংঘাত ও সীমন্ত একত্র অবস্থিত আছে।

অস্থি—অস্থি কি তাহা সকলেই জানেন। বেদবাদী দিগের মতে অস্থির সংখ্যা ৩৬০। পরন্তু শল্যশাস্ত্রমতে ৩০০। বেদবাদীরা দন্ত ও নখকে অস্থি মধ্যে গণনা করেন। শল্যশাস্ত্র বলেন, দন্ত ও নখ অস্থি নহে। কোন কোন অস্থি প্রথমে পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন হয়, পরন্তু দেহের বৃদ্ধি সহকারে তাহা আবার যুড়িয়া এক হয়। শল্যশাস্ত্র তাহা এক বলিয়া গণ্য করেন। সেই কারণে প্রথমোক্ত মতে অস্থি-সংখ্যা ৩৬০ ও শেষোক্ত মতে ৩০০।

স্থালাস্থি ৩২, ইহা দন্তমূলে অবস্থিত—দন্তাধার অস্থি।

দন্ত ৩২,

নখ ৩২,

শলাকাস্থি ২০, ইহা হস্ত, পদ, অঙ্গুলিমূল, এই সকল স্থানে অবস্থিত শলাকার ন্যায় লম্বা বলিয়া শলাকাস্থি।

অঙ্গুলাস্থি ৬০, প্রত্যেক অঙ্গুলিতে ৩ খানি হিসাবে ৬০ খানি।

পার্ষ্ণি ২, পায়ের পিছু দিক পার্ষ্ণি। দুই পায়ে ২।

গুল্ফাস্থি ৪, পায়ের গোড় গুল্ফ। দুই গুল্ফে ৪।

অরত্নিকাস্থি ৪, হাতের কণুই থেকে কব্জা পর্য্যন্ত অরত্নি। অরত্নিকাস্থি দুই হস্তে ৪ খানি।

জঙ্ঘাস্থি ৪, হাঁটু থেকে পায়ের গাঁইট পর্য্যন্ত জঙ্ঘা। জঙ্ঘাস্থি দুই পায়ে ৪।

জানুপ্রদেশে ২, উরু ও জঙ্ঘার সংযোগ স্থান জানু। দুই জানুতে ২।

গল্লপ্রদেশে ২,

উরু-ফলক ২, ইহা উরুস্থলের ফলকাকার অস্থি। ২ উরুতে ২।

অংসাস্থি	২,	বাহুমূলের ঊর্দ্ধভাগ অর্থাৎ কাঁদ অংস নামে প্রসিদ্ধ। দুই অংসে ২।
অক্ষাস্থি	২,	ইহা শঙ্খাস্থির নীচে অবস্থিত।
তালুকাস্থি	২,	
শ্রোণিফলক	২,	শ্রোণি=নিতম্ব। দুই খানি চ্যাপ্টা অস্থিতে নিতম্ব নির্ম্মিত।
ভগাস্থি	১,	ইহাকে ত্রিকাস্থিও বলে।
পৃষ্ঠবংশাস্থি	৩৫,	ধড়ের পশ্চাদ্ভাগ পৃষ্ঠ। অর্থাৎ পিঠের দাঁড়া।
গ্রীবায়	১৫,	ইহার উপরে মাথাটী বসান আছে।
জক্রদেশ	২,	বক্ষঃ ও অংশ দুএর সংযোগস্থান জক্র।
চিবুকাস্থি	১,	ভাষা কথায় এই স্থানটীকে দাড়ি বলে।
তন্মূলে	২,	তন্মূল অর্থাৎ হনুমূল বা চিবুক মূল।
ললাটাস্থি	২,	
অক্ষিকোষ	২,	ইহাকে অক্ষিকোটরও বলে।
গণ্ডাস্থি	২,	কপোল ও চক্ষুর মধ্য ভাগ গণ্ড।
ঘনাস্থি	২,	নাসিকার অস্থির নাম ঘনাস্থি।
পার্শ্বকাস্থি	১,	কক্ষের অধোভাগ পাঁজড়ের অস্থি।
স্থালকাস্থি ও		পার্শ্বকাস্থির আধারাস্থি সকল স্থালকাকার বলিয়া স্থালকাস্থি।
অর্ব্বুদাস্থি	৭২,	নানাস্থানীয় ও বক্রানুবক্র প্রভৃতি নানা আকারের অস্থি। এ সকল অস্থি সূক্ষ্ম উপাস্থি মধ্যে গণ্য।
শঙ্খাস্থি	২,	ইহা ভ্রূ ও কর্ণের মধ্যবর্ত্তী।
কপালাস্থি	৪,	ইহা মস্তকের অস্থি।
বক্ষস্থলে	১৭,	

বৈদ্যক মতে অস্থি সকল পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত।—কপালাস্থি (১), রুচকাস্থি (২), তরুণাস্থি (৩), বলয়াস্থি (৪) ও নলকাস্থি (৫)। জানু, নিতম্ব, আস্ত, গণ্ড, তালু, শঙ্খ ও মস্তকাস্থি সকল কপালশ্রেণীর অস্থি। দন্তাধার অস্থি রুচকশ্রেণীমধ্যে গণনীয়। নাসা কর্ণ ও অক্ষিকোষের অস্থি তরুণশ্রেণীর অস্থি। হস্ত, পদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষাস্থির কিয়দংশ বলয় এবং অবশিষ্ট নলক। কোন্ স্থানের অস্থি কি আকারের তাহা নাম দ্বারা অনুভূত হইতে পারে।

বৈদ্যকে উক্ত হইয়াছে, দন্তাধার অস্থির নাম রুচক; কিন্তু বৈদিক মতে তাহা স্থালক। বৈদ্যক মতে যাহা শঙ্খাস্থি, বৈদিক মতে তাহার কতকগুলি ফলকাস্থি। "শলাকাস্থি" ও "অরত্নিকাস্থি" এই দুই নাম কোন কোন বৈদ্যকে একেবারেই নাই।

উল্লিখিত ৩৬০ খানি অস্থির দ্বারা মানব দেহ রচিত হইয়াছে। অস্থিপঞ্জরের চারিদিক্ মাংসলিপ্ত ও সিরাদির দ্বারা আবদ্ধ। এই দেহ মাংসসিরাদি শূন্য হইলে কঙ্কাল ও পঞ্জর আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

ছোট বড় নানা আকারের ৩৬০ খানি অস্থি নানা স্থানে নানাভাবে সংযুক্ত হইয়া এই সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত দেহ বিরচিত হইয়াছে; পরন্তু যে যে স্থানে অস্থিতে অস্থিতে সংযোগ অর্থাৎ যোড় আছে সে সকল স্থান অস্থিসন্ধি নামের নামী। সকল স্থানের অস্থিসন্ধি সমান আকারের নহে, ভিন্ন ভিন্ন আকারের। অস্থিসন্ধি প্রথমতঃ দ্বিবিধ। সচল ও অচল। পুনশ্চ তাহা নববিধ। যথা,—কোর (১); উদূখল (২); সামুদ্গ (৩); প্রতর

(৪); তুন্ন বা সুন্ন (৫) সেবনী (৬); বায়সতুণ্ড বা কাকতুণ্ড (৭); মণ্ডল (৮); এবং শঙ্খাবর্ত্ত (শঙ্খ=শাঁক) (৯)। কোন্ স্থানের অস্থিসন্ধি কিরূপ গঠনের তাহা "নামভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ" প্রদত্ত নাম দ্বারাই প্রায় বুঝা যায়। অস্থি-সন্ধি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের হওয়াতে মনুষ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন দেহচেষ্টা নির্ব্বাহ করিতে পারে। পরন্তু ষষ্ট্যধিক ত্রিশত (৩৬০) অস্থিনির্ম্মিত মানবদেহে ২১০ দুই শত দশটী যোড় আছে। কোথায় কত ও কিরূপ ভাবের যোড়, তাহা বর্ণনা করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, অস্থি-সন্ধির সংখ্যা ২১০, কিন্তু স্নায়ু ও সিরাদির সন্ধি অসংখ্য। স্নায়ুর সংখ্যা ৯০০ নয় শত; পরন্তু তাহা চারি প্রকারের। প্রতানবতী স্নায়ু (১); বৃত্তা স্নায়ু (২); পৃথুস্নায়ু (৩) শুষির স্নায়ু। শরীরের কোন্ স্থানে কিরূপ আকারের স্নায়ু আছে তাহা বলিতে গেলে পুস্তক বাড়িয়া যায়; কাযেই তাহা ত্যাগ করা গেল।

পেশীর সংখ্যা ৫০০, স্ত্রীলোকের ৫২০।

মর্ম্ম।—মর্ম্ম চারি প্রকার এবং তাহার সংখ্যা ১০৭। মাংস মর্ম্ম (১), সিরামর্ম্ম (২), স্নায়ুমর্ম্ম (৩) ও অস্থিমর্ম্ম (৪)

সিরা।—সিরার সংখ্যা এত যে তাহা নির্ণয় হইবার নহে "দ্রুমপত্রসেবনীনামিব।" বৃক্ষের পাতার বুনান যেরূপ, মানব দেহে সিরাজাল সেইরূপ। বৃক্ষের পাতা পচিয়া তাহার অসার ভাগ নির্গলিত হইয়া গেলে দেখিতে যেরূপ হয়, এই মানব দেহ মাংসনির্গলিত হইলেও সেইরূপ দেখাইতে পারে। অসংখ্য সিরার মধ্যে প্রধান সিরা ৭০০।

উদ্যানে যেমন জলপ্রণালী থাকে, জলসেচকেরা কোন এক মূল স্থানে জল দেয়, আর সেই জল প্রণালীর দ্বারা উদ্যানের সমস্ত ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হয়, মানব দেহের সিরা তাহারই অনুরূপকার্য্যকারী। * সিরা সকল সোজা চলিয়া যায় নাই, বৃক্ষ-পত্রের বুনানের ন্যায় প্রতানীভূত অর্থাৎ উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্, সকল দিকেই চলিয়া গিয়াছে। প্রধান ৭০০ সিরা নাভি কন্দ হইতে অধঃ উর্দ্ধ ও তির্য্যক্ভাবে প্রতানিত হইয়া সমস্ত দেহ ব্যাপ্ত হইয়াছে। শিরার বিষয় বিস্তার করিয়া বলিতে হইলে একটী স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া উঠে, সেজন্য এই স্থানেই বিরত হওয়া গেল।

ধমনী।—ধমনী ও সিরা এই দু-য়ের যে প্রভেদ আছে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বেদবাদীরা বলেন, সিরা ও ধমনী একই পদার্থ, কেবল নাম মাত্রে বিভিন্ন। বৈদ্যক বলেন, ধমনী পৃথক পদার্থ। ধমনীর সংখ্যা চতুর্ব্বিংশতি। ধমনীও সিরার ন্যায় নাভিকন্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল পদার্থ মৃতদেহ শোধন দ্বারা অর্থাৎ শবচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। শবচ্ছেদ প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত ও স্থূল পদ্ধতি এইরূপ।—

"অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ব্যতিক্রম বা হানি হয় নাই, বিষের দ্বারা মরণ হয় নাই, দীর্ঘকালব্যাপী রোগে মরে নাই, বয়ঃক্রম শত

* উদর কন্দরে যে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকে রস রক্ত উৎপন্ন হয় তাহা এই সিরা দ্বারাই সমস্ত শরীরে পরিচালিত হইয়া শরীর রক্ষা করে। এই বৈদ্যকোক্ত বাক্যে জানা গেল যে, পূর্ব্বে এ দেশে রক্তসঞ্চলন তথ্যও (রক্তের চলাচল) পরিজ্ঞাত ছিল।

বর্ষ হয় নাই, অর্থাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধ নহে,—এরূপ একটী মৃতদেহ আহরণ করিবে। উদর হইতে অন্ত্র ও পুরিষ বাহির করিবে। পরে সমুদায় শবশরীর "মুজ্" নামক তৃণ, "কুশ" "শণ-বল্কল" দ্বারা জড়িত করিবে। স্রোত না থাকে এরূপ স্থিরজল নদীতে ফেলিয়া রাখিবে। এই কার্য্য গোপনভাবে করিতে হইবে। ৭ দিন অতীত না হয়, এরূপ সময়ের মধ্যে দেখিবে, শব সম্যক্ কুথিত হইয়াছে কি না। অর্থাৎ পচিয়াছে কি না। পচিয়াছে দেখিলে তাহা উঠাইয়া উশীর তৃণের অথবা কাঁচা বাঁশের ছালের কুচী (ব্রস) প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা অল্পে অল্পে কুথিত শবশরীর ঘর্ষণ করিবে ও গুরুশাস্ত্রোপদিষ্ট নিয়মে অল্পে অল্পে দেখিতে থাকিবে। বৎস সুশ্রুত! এইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে, যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সমস্তই প্রত্যক্ষ গোচরে আসিবে। সমস্তই দেখিতে পাইবে, কেবল আত্মা দেখিতে পাইবে না। সূক্ষ্মতম আত্মা চক্ষুর গোচর নহেন এবং তৎকালে তিনি তদ্দেহে থাকেন না। "ন শক্যশ্চক্ষুষা দ্রষ্টাং দেহে সূক্ষ্মতমোবিভুঃ।"

* শব স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, এই ব্যা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন, আদিম কালে শবচ্ছেদ বিদ্যা জ্ঞাত ছিল না। যাঁহাদের মনে এরূপ জ্ঞান আবদ্ধ আছে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি ভ্রান্ত। প্রদর্শিত অস্থি, তৎসংখ্যা, তত্তাবতের আকার প্রকার, শরীরস্থ শিরা, স্নায়ু ও ধমনীপ্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থের যেরূপ অব্যভিচারী নির্ণয় দৃষ্ট হয়, তাহাতে পূর্ব্ব কালের বৈদ্যেরা শবচ্ছেদ করিতেন না বা জানিতেন না, এরূপ মনে করা যায় না। অন্যূন ৪০০ বৎসরের বৃদ্ধ সুশ্রুত মুনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, বৈদ্য শবচ্ছেদ করিয়া শারীর-পদার্থ প্রত্যক্ষ করিবেন, অনন্তর তাহাতে নৈপুণ্যলাভ করিয়া চিকিৎসাপ্রবৃত্ত হইবেন।

শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও পেশী প্রভৃতির সূক্ষ্ম প্রসূক্ষ্ম শাখা অসংখ্য ও সে সকল পদার্থও চর্ম্মচক্ষুর অগোচর। শারীর পদার্থের বিভাগ অসংখ্য ও নিতান্ত দুর্বিজ্ঞেয়। শাস্ত্রে অবধারিত আছে, শরীরে উনত্রিংশ লক্ষ নব শত ষট্‌পঞ্চাশৎ শ্মশ্রু ও কেশ তিন লক্ষ বিদ্যমান আছে।

শরীরে রস রক্তাদি কি পরিমাণে থাকে তাহাও নির্ণীত আছে। ভুক্তদ্রব্যের পরিণামে সমুৎপন্ন রসের ভাগ ৯ অঞ্জলি; পার্থিব পরমাণুর সংশ্লেষ বশতঃ জলীয় ভাগ ১০ অঞ্জলি; পুরীষ ৭ অঞ্জলি, রক্ত ৮ অঞ্জলি, শ্লেষ্মা ৬ অঞ্জলি, পিত্ত ৫ অঞ্জলি, মূত্র ৪ অঞ্জলি, বসা ৩ অঞ্জলি; মেদ ২ অঞ্জলি, মজ্জা ১ অঞ্জলি, মস্তক-ঘৃত বা মস্তিষ্ক অর্দ্ধাঞ্জলি এবং রেত অর্দ্ধাঞ্জলি। সমধাতু দেহীর দেহে ঐ সকল পদার্থ প্রায় উক্ত পরিমাণে ও বিষম-ধাতু দেহীর দেহে ন্যূনাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। অঞ্জলি শব্দের অর্থ এস্থলে অর্দ্ধ সের।

এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, সাঙ্খ্যশাস্ত্র বলিতে গিয়া শারীর শাস্ত্র বলিলে কেন? উত্তর এই যে—

"ইত্যেতদস্থিরং বর্ষ্ম যস্ত মোক্ষায় কৃত্যসৌ।"

এই শরীর কেবল বিষ্ঠা, মূত্র, রেত, অস্থি, মাংস ও স্নায়ু প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত, নিতান্ত অশুচি, ক্ষণভঙ্গুর, এ রহস্য শুনিলে ও জ্ঞাত হইলে যদি ভাগ্যবশতঃ কাহারও বিবেক বৈরাগ্যাদি জন্মে তাহা হইলে সে কৃতার্থ হইবে।

"সর্ব্বাশুচিনিধানস্য কৃতকস্য বিনাশিনঃ।
শরীরকস্যাপি কৃতে মূঢ়াঃ পাপানি কুর্ব্বতে॥"

সর্ব্বপ্রকার অশৌচের আধার, কৃতঘ্ন, ক্ষণধ্বংসী ও কুৎসিৎ

শরীরের উপর বৃথা আত্মাভিমান স্থাপন করিয়া মূঢ় জীব কি না পাপ করিতেছে! অতএব, 'শরীর কি' তাহা বুঝাইয়া দিলে জীব যদি ভাগ্য বশতঃ ইহার অসারতা বুঝিতে পারে তাহা হইলে সে ধন্য হইবে, দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইবে। এই অভিপ্রায়েই যোগশাস্ত্রে শরীরতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। যাহা যোগশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে অবশ্যই তাহা সাঙ্খ্যশাস্ত্রের অনুমোদিত।

ঈশ্বর।

সাঙ্খ্য দুই প্রকার। সেশ্বর ও নিরীশ্বর। এক্ষণে যাহা যোগশাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা সেশ্বর এবং যাহা কপিলের ও কপিলের শিষ্য প্রশিষ্যের অভিহিত তাহা নিরীশ্বর। কপিল নিরীশ্বরবাদী বলিয়া বিখ্যাত সত্য; কিন্তু তিনি বাস্তবিক নিরীশ্বর ছিলেন কি না তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। মহাভারত, ভাগবত ও পুরাণ, এই সকল গ্রন্থে কপিলসম্বন্ধে যেরূপ ইতিহাস প্রকটিত আছে তাহা দেখিলে, কপিল ঈশ্বরনাস্তিক ছিলেন বলা দূরে থাকুক, তিনি সম্পূর্ণ আস্তিক, ঈশ্বরের প্রধান ভক্ত বা অবতার না বলিয়া থাকা যায় না। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ দেখি[illegible] অনুভব হয়, তিনি এক জন ঈশ্বরনাস্তিকের অগ্রগণ্য। কপিলের গ্রন্থে যে যে স্থানে যে যে ভাবের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় কথা আছে তাহা একত্রিত করিয়া দেখাইতেছি।

প্রথমাধ্যায়ের ৯২ সূত্র "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" এই সূত্রটী প্রত্যক্ষলক্ষণের একটী আপত্তি নিরাসের জন্য উত্থাপিত। পূর্ব্ব সূত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অবধারণের নিমিত্ত "ইন্দ্রিয় ও বহির্বস্তু, দুয়ের সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ," এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ

করা হইয়াছে। অস্মদাদির ন্যায় ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় নাই অথচ তিনি সর্ব্বদর্শী, সমুদায় বস্তু তদীয় প্রত্যক্ষে ভাসমান, সুতরাং কথিত প্রত্যক্ষ লক্ষণ ঈশ্বরীয় জ্ঞানে অব্যাপ্ত। কপিল বাদিগণের ঐ আপত্তির প্রত্যাপত্তি করণার্থ ৯২ সূত্রটি বলিয়াছেন। অভিসন্ধি এই যে, ঈশ্বর প্রমাণগম্য নহেন, সেজন্য তাহা লক্ষ্যবহির্ভূত। ঈশ্বর যখন প্রামাণিক পদার্থ নহেন তখন তাহার আবার বিচার কি? ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু আভাস দিয়াছেন যে, এ স্থলে ঈশ্বরাপলাপ করা কপিলের উদ্দেশ্য নহে; বাদীর মুখস্তম্ভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ঈশ্বর নাই বলার অভিপ্রায় থাকিলে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" এরূপ না বলিয়া "ঈশ্বরাভাবাৎ" এইরূপ বিস্পষ্ট উক্তি করিতেন। ভাষ্যকার যাহাই বলুন, আমরা বুঝি, "ঈশ্বরসিদ্ধেঃ" "ঈশ্বরাভাবাৎ" ফলকল্পে তুল্য। পরে আর তিনটী সূত্র আছে তাহা এই—

"মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্নতৎসিদ্ধিঃ।" ৯৩॥

"উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্।" ৯৪॥

"মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা।" ৯৫॥

৯৩। কপিল ঈশ্বরাস্তিককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমার ঈশ্বর মুক্তস্বভাব? না বদ্ধস্বভাব? তিনি সংসারী না অসংসারী? মুক্তস্বভাব বলিলেও অভিমতসিদ্ধি হইবে না, বদ্ধস্বভাব বলিলে ত হইবেই না।

৯৪। মুক্তস্বভাব বলিলে তাঁহাতে ইচ্ছা, যত্ন, প্রবৃত্তি ও অভিমানাদি নাই বলিতে হইবে। বলিলে তাঁহাতে কর্তৃত্ব বা সৃষ্টিক্ষমতার অভাব প্রবর্ত্তিত হইবে। ঐ সকল আছে বলিলে তাঁহাকে অস্মদাদির ন্যায় বদ্ধ বলিতে হইবে এবং বদ্ধ বলিলে

অস্মদাদির ন্যায় মুক্ততা হেতু তাঁহাকে সৃষ্টিকার্য্যে অক্ষম ও অসর্ব্বজ্ঞ বলিতেও হইবে।

১৫। তবে যে লোক ও শাস্ত্র ঈশ্বর ঈশ্বর করে? করে সত্য, পরন্তু সে ঈশ্বর অন্য কোন ঈশ্বর নহে, সে ঈশ্বর উপাসনাসিদ্ধ মুক্ত আত্মা। মুক্ত আত্মার প্রশংসার্থ ও তদ্বিষয়ে লোকের রুচি উৎপাদনার্থ শাস্ত্রের নানা স্থানে নানা কথা লিখিত আছে। সেরূপ ঈশ্বর প্রমাণে প্রমিত। সাঙ্খ্যকার বলেন, পুরাণোক্ত হরি হর ব্রহ্মা প্রভৃতি ঐ প্রকারের ঈশ্বর। ইঁহাদিগকে আমরা "জন্য ঈশ্বর" বলি। তাহাদের ঈশ্বরত্ব জন্য অর্থাৎ উপাসনাপ্রভাবে উৎপন্ন। তদ্ভিন্ন অন্য কোন স্বতন্ত্র ঈশ্বর নাই। স্বতন্ত্র ঈশ্বর থাকা প্রমাণসিদ্ধ নহে।

নিত্য ঈশ্বর নাই কিন্তু জন্য ঈশ্বর আছে, ইহাই যে কপিলের অভিমত, সে বিষয়ে সংশয় নাই। তৃতীয়াধ্যায়ে একটী সূত্র আছে, তাহাতে ঠিক ঐরূপ মত প্রকাশ পাওয়া যায়। "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা।" (৩,৫৭) এরূপ ঈশ্বর অর্থাৎ জন্য ঈশ্বর সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধ।

পঞ্চমাধ্যায়ে অপর কতিপয় সূত্র আছে । গুলিও নিত্য ঈশ্বরের নিষেধক। যথা—

"নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ।" (২)

"স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ।" (৩)

"লৌকিকেশ্বরবদিতরথা।" (৪)

"পারিভাষিকো বা।" (৫)

"ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ।" (৬)

"তদ্যোগেঽপি ন নিত্যমুক্তঃ।" (৭)

"প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ।" (৮)

"নিমিত্তমাত্রাচ্চেৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যম্।" (৯)

"প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ।" (১০)

"সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্।" (১১)

"শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য।" (১২)

এই পুস্তকের শেষে সমুদায় কপিল-সূত্র অনুবাদ সহ মুদ্রিত করা হইয়াছে। তাহাতে এই সকল সূত্রের অর্থ পাইবেন।

ঈশ্বর সম্বন্ধে কপিল ঐ পর্য্যন্তই বলিয়াছেন, অধিক বলেন নাই। ঐ সকল সূত্র দেখিয়া যিনি যেরূপ ভাবেন, ভাবুন, কিন্তু আমরা ভাবি, তিনি যখন বার বার "প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ" বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার অন্তরে ঈশ্বরভাব ছিল না। কিন্তু সাঙ্খ্যসপ্ততির ভাষ্যলেখক গৌড়পাদ ভাষ্যশেষে ঈশ্বরবিষয়ে অনেক কথা লিখিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে সাঙ্খ্যের ঈশ্বরনাস্তিকখ্যাতি তিরোহিত হইতে পারে।

পতঞ্জলি প্রভৃতি সেশ্বর সাঙ্খ্য ঈশ্বরের সদ্ভাবপক্ষে কোন প্রকার আশঙ্কা করেন নাই এবং সদ্ভাবসমর্থনার্থ তর্কপ্রণালীও অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার অস্তিত্ব যেন স্বতঃসিদ্ধ, তিনি যেন সকলকার জ্ঞানে নিশ্চিত ও বিরাজিত আছেন, পরন্তু জীবেরা যেন তাঁহার স্বরূপ জানিয়াও জানে না অথচ তাহা তাহাদের জানা আবশ্যক মাত্র এই টুকু বুঝাইবার নিমিত্ত পতঞ্জলি একটী সূত্রে ঈশ্বরলক্ষণ বলিয়াছেন। সূত্রটী এই— "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" সূত্রের অর্থ এই যে, ক্লেশ, কর্ম্ম, জাতি ও আয়ুর্ভোগ প্রভৃতি জীবধর্ম্ম যাঁহাতে নাই, ঐ সকল যাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না,

মানবাত্মার নেতা সেই অমানবাত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা নামক পুরুষ ঈশ্বরপদের অভিধেয়। যে সকল দোষ মানবাত্মায় আছে সে সকল যদি বর্জ্জিত হয় তাহা হইলে সেই মানবাত্মা ঈশ্বরাত্মা বুঝিবার দৃষ্টান্ত স্থল হইতে পারে।

যুক্তি ও তর্কের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত করা স্বল্পায়াস সাধ্য নহে, স্বল্পকথার কার্য্যও নহে। নাস্তিক দমনের সময় কুমারিল ভট্ট, উদয়ন আচার্য্য ও শঙ্কর স্বামী যে সকল তর্ক উদ্ভাবন করিয়াছিলেন সে সকল তর্ক এখনও অনেক নাস্তিক দমন করিতে পারে। কিন্তু এরূপ ক্ষুদ্র গ্রন্থে সে সকল সমাবিষ্ট করা অসম্ভব।

সাঙ্খ্যের মুক্তি।

মুক্তি সম্বন্ধে সাঙ্খ্যের অভিপ্রায় এই যে, আত্মাতে যে সুখদুঃখমোহাদি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তাহা তিরোহিত হইলেই আত্মার মুক্তি হয়। মহর্ষি কপিল গ্রন্থশেষে সেই কথাই বলিয়াছেন। যথা—"তত্তুচ্ছিত্তিঃ পুরষার্থস্তত্তুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ।" যে কোন প্রকারে হউক, প্রাকৃতিক সম্বন্ধের উচ্ছেদ হওয়াই পরম পুরুষার্থ। ফল কথা এই যে, জড়সম্বন্ধ রহিত অর্থাৎ কেবল হওয়াই সাঙ্খ্যমতের মুক্তি।

মুক্তি হইলে আত্মা কিরূপ অবস্থায় থাকে তাহা বচনাতীত। বদ্ধ অবস্থায় জীব তাহা সহজে বুঝিতে পারে না। ইহলোকে তাহার কোন সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত নাই। একটী দৃষ্টান্ত আছে, তদ্দ্বারা মুক্ত অবস্থাটী সামান্যাকারে অনুভবগম্য করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তটী সুষুপ্তি অর্থাৎ নিঃস্বপ্ন নিদ্রা। জীব যেমন সুষুপ্তি কালে প্রাকৃতিক সুখদুঃখে মুক্ত হয়, কেবলীভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি

মুক্তিকালেও হয়। প্রভেদ এই যে, সুষুপ্তিকালে আত্মা তমসাচ্ছন্ন থাকেন, মুক্তি হইলে সে আবরণ থাকে না। সুষুপ্তির বিরাম আছে, ভঙ্গি আছে, মুক্তির বিরাম ও ভঙ্গি কিছুই নাই। সুষুপ্তির পর উত্থান হয়, উত্থান হইলে আবার সুখদুঃখ জন্মে, পরন্তু মুক্তি হইলে আর তাহা হয় না। অর্থাৎ সে পূর্ব্বাবস্থা আর আইসে না। মুক্তির সহিত সুষুপ্তির এইমাত্র প্রভেদ। এ প্রভেদ না থাকিলে সুষুপ্তি মুক্তির সম্যক্ দৃষ্টান্ত হইতে পারিত। কপিল স্বীয় গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায়ে সেই কথাই বলিয়াছেন। যথা—"সুপ্তিসমাধ্যোর্ব্রহ্মরূপতা।" অর্থ এই যে, জীব সুপ্তিকালে ও সমাধিকালে ব্রহ্মরূপে অবস্থিত থাকে। সুতরাং বুঝা গেল, সুখদুঃখবর্জ্জিত হওয়াই সাঙ্খ্যের মুক্তি। তাহা দেহ থাকিতে হয় না, দেহপাতের পর নিষ্পন্ন হয়। দেহ থাকা অবস্থায় বন্ধনের মূলোচ্ছেদ হয় বটে; পরন্তু তাহার আভাস বা বা সূক্ষ্ম সংস্কার থাকে। সে সংস্কার দেহ পাতের পর বিলুপ্ত হইয়া যায়। অসঙ্গ চিৎস্বরূপ আত্মা তখন স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হন অর্থাৎ তখন আর তাঁহাতে কোনও প্রাকৃতিক ভাব প্রতিবিম্বিত হয় না। সেই কারণে সে অববস্থা কেবল অর্থাৎ একরূপ একরূপ বলিয়া গুণাতীত। সর্ব্বদুঃখবিমোচনাত্মক কৈবল্য মোক্ষের পর্য্যায়ান্তর অর্থাৎ অন্য নাম। এই কৈবল্য বেদান্তের মুক্তি ও বুদ্ধের নির্ব্বাণ। অন্যান্য মতের মুক্তিও এইরূপ; পরন্তু বেদান্ত মতের মুক্তিতে কিছু আনন্দসংযোগ থাকার উল্লেখ আছে। আত্মার স্বরূপ স্বভাবতঃই আনন্দঘন সুতরাং মুক্ত হইলে নির্ব্বিকার ও আনন্দঘন হন। সাঙ্খ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ মুক্তাত্মার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত বৈদান্তিক

মতের মুক্তির প্রায় মিল আছে। তিনি বলিয়াছেন "তেন নিবৃত্তপ্রসবমর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্। প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বচ্ছঃ।" অর্থ এই যে, বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহার প্রভাবে প্রকৃতির প্রসব-শক্তি নিবৃত্তা হয় অর্থাৎ যে আত্মার প্রকৃতিদর্শন হয় প্রকৃতি আর সে আত্মার নিকট ধর্ম্মাধর্ম্ম ঐশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্য জ্ঞানাজ্ঞান প্রসব করেন না। সুতরাং আত্মা তখন রজঃ কি তমঃ কি অন্য কোন গুণে কলুষিত হন না। কেবল বা একক হন। দর্শক পুরুষের ন্যায় উদাসীন থাকেন। অর্থাৎ এই মুক্ত আত্মা তখন বন্ধ্যা প্রকৃতিকে দেখিতে থাকেন, তাহাতে লিপ্ত হন না।

মানুষ ঐ ভাবের মুক্তি পাইতে পারে কি না সে বিচার স্বতন্ত্র। ফল, সমস্ত আস্তিক ঋষি বলেন, "পারে।" পরন্তু তাহা সাধনসাধ্য। সমুদায় যোগী ঋষি ও দর্শনজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন, মনুষ্য সাধনা বলে আপনাকে সুখদুঃখবর্জ্জিত করিতে পারে।

পদার্থসঙ্কলন।

প্রমাণকাণ্ডের প্রারম্ভাবধি এ যাবৎ সাংখ্যের অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু এখনও এমন সকল বিষয় বলিতে অবশিষ্ট আছে যাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করা আবশ্যক। পরন্তু সে সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতে গেলে পুস্তক বাড়িয়া যায় এবং বর্জ্জিত করিয়া গেলে পাঠকবর্গের মনঃক্ষোভ বা অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। সেই কারণে সে গুলির একটী সংক্ষিপ্ত পরিচয় বা তালিকা মাত্র প্রদান করিয়া পুস্তক শেষ করিতে বাধ্য হই-

লাম। যে তালিকা প্রদত্ত হইল, ভরসা করি, পাঠক বর্গ তদ্দ্বারা সাঙ্খ্যশাস্ত্রের অবশিষ্টাংশের স্থূল স্থূল সিদ্ধান্ত অবগত করিতে পারিবেন।

১। ভৌতিক সৃষ্টি ও সৃষ্ট শরীর। সৃষ্টি দুই প্রকার। প্রত্যয়সৃষ্টি ও তান্মাত্রিক সৃষ্টি। প্রকৃতি হইতে অহঙ্কার-তত্ত্বের উৎপত্তি পর্য্যন্ত প্রত্যয়-সৃষ্টি। তন্মাত্রা বা পরমাণু হইতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক দৃশ্য সৃষ্টির নাম তান্মাত্রিক সৃষ্টি। ইহাকে ভৌতিক সৃষ্টিও বলে। এই ভৌতিক সৃষ্টির অধিকাংশই শরীর অর্থাৎ আত্মার ভোগায়তন।

২। প্রধানকল্পে তিন শ্রেণীর শরীর আছে। দৈব, তৈর্য্যক্ ও মানুষ। এই তিনের অবান্তর প্রভেদ অসংখ্য।

৩। দৈব শরীর অর্থাৎ দেবতা-শ্রেণীর শরীর ৮ আট প্রকার। ব্রাহ্ম, প্রজাপত্য, ঐন্দ্র, বারুণ, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ। এই আট শ্রেণীর দেহ পরস্পর বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত ও বিভিন্নশক্তিসম্পন্ন। *

৪। তৈর্য্যক্ শরীর অর্থাৎ নারকী শরীর। ইহাও প্রধান-কল্পে পাঁচ প্রকার। পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর।

---

* ব্রহ্মলোকস্থ জীবের শরীর ব্রাহ্ম, ইন্দ্রলোকস্থের ঐন্দ্র, ইত্যাদি। তন্মতে রাক্ষস নামক প্রাণী স্বতন্ত্র; মনুষ্যজাতীয় নহে। মনুষ্য জাতির এক শাখা—যাহারা অসভ্য ও আমমাংসভক্ষক—তাহার এক প্রকার রাক্ষস বটে; কিন্তু তাহারা জাতিরাক্ষস নহে। জাতিরাক্ষস স্বতন্ত্র। ইহারা মনুষ্য অপেক্ষা সমধিকশক্তিশালী ও প্রভাবসম্পন্ন। বোধ হয় এক্ষণে তাহাদের বংশ লুপ্ত হইয়াছে। যে সকল প্রাচীন জীববংশ একেবারে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে, এই রাক্ষস নামক জাতি তাহার অন্যতম।

চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে যাহারা হিংস্র তাহারা পশু, আর যাহারা অহিংস্র, তাহারা মৃগ। বৃক্ষ লতা ও পর্ব্বতাদি স্থাবর এবং স্থাবর ভিন্ন সমস্তই জঙ্গম বলিয়া গণ্য।

৫। মানুষ দেহ একই প্রকার। বাস্তব পক্ষে ইহাদের অবান্তর জাতি বা প্রভেদ নাই। *

৬। শরীর অনুসারে উল্লিখিত প্রাণিবর্গের জ্ঞানের ও চৈতন্যের তারতম্য আছে। জীব সকল ইহলোকের জ্ঞান, কার্য্য ও উপাসনাদির অনুরূপ সংস্কারের বশীভূত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকে গিয়া বার বার উৎপন্ন হয়। এক লোকের জীব অন্য লোকস্থ জীব অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে সমধিক উৎকর্ষাপকর্ষযুক্ত। যেমন মর্ত্ত্যলোকস্থ জীব অপেক্ষা ইন্দ্রলোকস্থ জীব অনেকাংশে উৎকৃষ্ট এবং তাঁহাদের নিকট ইহারা অত্যন্ত অপকৃষ্ট।

৭। মানব লোকের উর্দ্ধবর্ত্তী লোক সত্ত্বপ্রধান। ইন্দ্রলোকে চন্দ্রলোকে কি ব্রহ্মলোকে যে সকল জীবের জন্ম হয়

---

* এতদ্দারা দুইটী নূতন সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে। তাহার একটী এই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আবন্তর জাতি সকল প্রাকৃতিক জাতি নহে ; প্রত্যুত কাল্পনিক জাতি। আদৌ এক জাতি ছিল, পশ্চাৎ কর্ম্মানুসারে সম্প্রদায়ভুক্ত অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দল হইয়াছে। প্রাকৃতিক জাতি হইলে তদ্বোধক কোন কোন প্রাকৃতিক চিহ্ন থাকিত। সাঙ্খ্যদর্শনের টীকাকর বাস্পতিমিশ্র এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "ব্রাহ্মণত্বাদ্যবান্তরজাতিভেদাবিবক্ষয়া সংস্থানস্য চ চতুর্ষ্বপি জাতিষবিশেষাৎ।" দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, রাক্ষস জাতি স্বতন্ত্র ; মনুষ্যের শাখা নহে। বোধ হয়, সে জাতি লুপ্ত হইয়াছে অথবা আমাদের অজ্ঞাত প্রদেশে আছে।

তাহাদের চৈতন্য এবং তাঁহাদের প্রভাব মর্ত্ত্য জীব অপেক্ষা অনেক অধিক। পশু, মৃগ, তির্য্যক্ ও স্থাবর জীব তমঃপ্রধান অর্থাৎ জড়ভাবাপন্ন। ইহাদের চৈতন্যস্ফূর্ত্তি নিতান্ত অল্প। কোন কোন দেহে এত তমঃপ্রাবল্য আছে যে তত্তদ্দেহের চৈতন্য আদৌ ব্যক্ত হইতে পায় না। এত অব্যক্ত যে সে দেহে যেন চেতনা নাই বলিয়া অনুভূত হয়। বৃক্ষ ও পর্ব্বত প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। মানবদেহে রজস্তমঃসত্ত্ব সমবল। ধর্ম্মাধর্ম্ম, ক্ষমতা অক্ষমতা ও সুখ দুঃখ, সমস্তই আছে সত্য, পরন্তু দুঃখের ভাগ, অধর্ম্মের ভাগ ও অক্ষমতার ভাগ অধিক।

৮। মধ্যবর্ত্তী লোকে অর্থাৎ মানব লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে সকল জীব ধর্ম্মতৎপর হয় তাহারা ক্রমে উর্দ্ধতন লোকে যাইতে পারে। যাহারা অধর্ম্মের বশ হয় তাহারা ক্রমে অধোগামী হয় অর্থাৎ তির্য্যক অথবা স্থাবর শ্রেণীতে গিয়া জন্ম লাভ করে। ধর্ম্মাধর্ম্ম সমান থাকিলে পুনর্ব্বার মনুষ্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। যাহাদের বিবেক জন্মে, তাহাদের লোকান্তর ভোগ করিতে হয় না। তাহাদের মোক্ষ নামক সদ্গতি হয়। আত্মতত্ত্ব যত কাল অজ্ঞাত থাকে তত কাল চক্রবৎ পরিবর্ত্তন ও বন্ধন। স্বর্গলোকে গেলেও তাহা বন্ধন।

৯। যত দিন না বিবেক-জ্ঞান আবির্ভূত হয় তত দিন কর্ম্ম ও উপাসনাদি করা আবশ্যক। দীর্ঘকাল ক্রিয়ানিষ্ঠ অথবা ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া থাকিতে পারিলে এক সময়ে না এক সময়ে বিবেক জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা আছে।

১০। এই মতের উপাসক শ্রেণী এই—অব্যক্তচিন্তক (প্রকৃতি উপাসক), মহাভূতচিন্তক বা ভূতবশী (সূক্ষ্ম ভূত বা পরমাণু

বিষয়ে সিদ্ধ), ইন্দ্রিয়চিন্তক (অর্থাৎ মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিষয়ে সিদ্ধ), বুদ্ধিচিন্তক (সমষ্টি বুদ্ধির বা হিরণ্যগর্ভের উপাসক *) এবং দক্ষিণক (দক্ষিণাদান সাধ্য কর্ম্ম করিয়া সিদ্ধ)। দক্ষিণক যোগীরা বলেন, বিবেক জ্ঞান উপার্জ্জনে অক্ষম হইলে উপাসনা-তৎপর হইবেক, তাহাতে অক্ষম হইলে দক্ষিণাযুক্ত যাগ, হোম, পূজা, জপ ও অন্যান্য কর্ম্মে রত থাকিবেক।

১১। অধিক কাল যোগে মগ্ন থাকিলে ঐশ্বর্য্য উপস্থিত হয়। † তাহাতে লোভ করিলে মুক্তির পথ অবরুদ্ধ হয়। ঐশ্বর্য্য-অবস্থায় সকল ইচ্ছাই সফল হয়; কিন্তু অনৈশ্বর্য্য অবস্থায় তাহা হয় না।

---

* সমষ্টি বুদ্ধি অর্থাৎ সকল প্রাণীর বুদ্ধি। সকল প্রাণীর সহিত সকল প্রাণীর বুদ্ধির যোগ আছে। এই বিষয়ে পুরাতন যোগী দিগের আংশিক সাদৃশ্য নব্য ভূতযোগীতে দেখা যায়।

† ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ ঈশ্বরভাব। অসাধারণ নিয়মন-শক্তি ও কর্তৃত্ব শক্তি ঐশ্বর্য্য নামে খ্যাত। ঐশ্বর্য্য বুদ্ধিতত্ত্বের সার। সে জন্য তাহা বুদ্ধিধর্ম্ম। বুদ্ধিধর্ম্ম ঐশ্বর্য্য নানাবিধ। অণিমা, লঘিমা প্রাপ্তি, গরিমা, মহিমা, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও যত্রকামাবসায়িত্ব। অণিমা—ইচ্ছামাত্রে পরমাণু তুল্য হইয়া প্রস্তরাদিমধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি। লঘিমা—ইচ্ছামাত্রে ভার-শূন্য হইয়া ঊর্দ্ধগমনের শক্তি। লঘিমাপ্রাপ্ত যোগী সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া সূর্য্যলোকে গমন করিতে পারে। প্রাপ্তি—যদ্দ্বারা ইচ্ছামাত্রে দূরস্থ বস্তু পাওয়া যায়। প্রাপ্তিসিদ্ধযোগী অঙ্গুলির দ্বারা চন্দ্র স্পর্শ করিতে সমর্থ। গরিমা—ইচ্ছামাত্রে সুমেরুতুল্য ভার হইবার সামর্থ্য। মহিমা—ইচ্ছামাত্রে মহান্ হওয়ার সামর্থ্য। প্রাকাম্য—ইচ্ছার উদ্রেক হইলে তাহার ব্যাঘাত না হওয়া। প্রাকাম্যসিদ্ধ পুরুষের ইচ্ছায় অলাবু জলমগ্ন ও প্রস্তর ভাসমান হয়। বশিত্ব—সমস্ত ভূত ও ভৌতিক বশীভূত রাখিবার শক্তি। ঈশিত্ব—ভূত ভৌতিক নিয়মনের

১২। ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, শক্তি, অশক্তি, সন্তোষ, অসন্তোষ,—সমস্তই বুদ্ধির প্রভেদ। সমুদায়ে ৫০ পঞ্চাশৎ প্রকার বুদ্ধি প্রভেদ আছে। ৫০ প্রকার বুদ্ধি-ধর্ম্মের বিশেষ বিবরণও আছে। এমন কি, এক এক প্রকার বুদ্ধি প্রভেদের উপর মহর্ষি পঞ্চশিখাচার্য্যের এক এক পৃথক্ গ্রন্থ ছিল।

১৩। যে অজ্ঞান বা অবিবেক জীবকে গ্রাস করিয়া আছে তাহার স্বরূপ অনেক প্রকার; পরন্তু প্রধানরূপে ৫ প্রকার। তাহাদের নাম—অবিদ্যা, অস্মিতা, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, ও অন্ধতামিস্র। অবিদ্যা প্রভৃতির লক্ষণ কপিলসূত্রের অনুবাদে বলা হইয়াছে, দৃষ্ট করুন।

১৪। সন্তোষ ৯ নয় প্রকার। আধ্যাত্মিক সন্তোষ ৪ ও বাহ্য-সন্তোষ ৫। প্রকৃতি-সন্তোষ, উপাদান সন্তোষ, কাল-সন্তোষ, ভাগ্য-সন্তোষ, এই চারি প্রকার সন্তোষ আধ্যাত্মিক। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচ প্রকার বিষয়াভিমান-জনিত পাঁচ প্রকার সন্তোষ বাহ্য-সন্তোষ।

১৫। সন্তোষের বিপরীত অসন্তোষ। তন্মধ্যে পাঁচ প্রকার অসন্তোষ বৈরাগ্যের কারণ।

১৬। বৈরাগ্য পাঁচ প্রকার। পাঁচ প্রকার বৈরাগ্যের নাম ও লক্ষণ পশ্চাৎ বলা হইবে। অর্থাৎ কপিলসূত্রের অনুবাদে বলা হইবে।

১৭। সিদ্ধি আট প্রকার। তন্মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী

ামর্থ্য। যত্রকামাবসায়িত্ব—বস্তু সকল ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তন করিবার ামর্থ্য।

প্রধান সিদ্ধি ৩। অবশিষ্ট অপ্রধান সিদ্ধি ৫। পাতঞ্জলদর্শনে এ গুলির বিশেষ বিবরণ আছে, তাহাই দ্রষ্টব্য।

১৮। কপিল অষ্টাঙ্গ যোগ ও তাহাদের ফল অতিসংক্ষেপে বলিয়াছেন ; সুতরাং সে সকল উত্তম রূপে বলিতে হইলে, সঙ্গে সঙ্গে পাতঞ্জল দর্শন বলিতে হয়। পরন্তু তাহা সঙ্গত নহে এবং সে জন্য পাতঞ্জল পুস্তক পৃথক্ অনুভাষিত ও প্রকাশিত করিয়াছি। কপিল কি কি পদার্থ বলিয়াছেন এবং সে সকল কি প্রণালী অবলম্বনে কথিত হইয়াছে, তাহা বোধগম্য করাইবার নিমিত্ত ষড়ধ্যায়ী সাঙ্খ্যপ্রবচন-সূত্র এতৎ মধ্যে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ সহ মুদ্রিত করিলাম—তাহাও পাঠ করুন।

সাঙ্খ্যপ্রবচন-সূত্র।

মহর্ষি কপিল কৃত।

প্রথম অধ্যায়।

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ। ১

'অথ' শব্দের উচ্চারণ মঙ্গলজনক, তাহার অর্থ আরম্ভ। ব্যাখ্যা—মোক্ষ শাস্ত্র আরম্ভ করা গেল। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তিন প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অর্থাৎ উপশম হওয়ার নাম অত্যন্ত (পরম) পুরুষার্থ। কখন কোন প্রকার দুঃখ হইবে না, অনন্ত কাল দুঃখাস্পৃষ্ট থাকিব, এইরূপ আশাই দুঃখনাশ আশার শেষ সীমা। সেই সীমা লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—তিন প্রকার দুঃখ সমূলে উন্মূলিত করিতে হইবে, তাহা হইলে পরম পুরুষার্থ লভ হইবে। এই পরম পুরুষার্থ মুক্তি নামে প্রসিদ্ধ।

ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধির্নিবৃত্তেরপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ। ২

শাস্ত্রীয় উপায় ব্যতীত দৃষ্ট উপায়ে অর্থাৎ লোকবিদিত উপায়ে (ধনাদির দ্বারা), পরমপুরুষার্থ লাভ করা যায় না। লোকবিদিত উপায়ে যে দুঃখ নিবৃত্তি হয় তাহা আত্যন্তিক নহে। কারণ, আবার সেই বা তৎসদৃশ অন্য দুঃখ আইসে। (দুঃখের মূলোচ্ছেদ হয় না।)

প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতিকারবৎ তৎপ্রতিকারচেষ্টনাৎ
পুরুষার্থত্বম্।।

যেমন ভোজন দ্বারা প্রতিদিন ক্ষুধা নিবারণ করা যা তেমনি, ধনাদির দ্বারা সম্ভবতঃ স্থূল দুঃখ নিবারণ করা যায়। সে কারণে পুরুষের ধনাদি অর্জ্জনে ও ধনাদির দ্বারা দুঃখপ্রতি কারে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সে বিধায় তাহা পুরুষার্থ। (তাহাতে সাময়িক দুঃখ নিবৃত্তি হয় বটে; পরন্তু সে নিবৃত্তি পরম নহে)

সর্ব্বাসম্ভবাৎ সম্ভবেঽপ্যত্যন্তাসম্ভবাৎ হেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ।।

লৌকিক উপায়ে সকল দুঃখের প্রতিকার হয় না। হইলেও তাহা আত্যন্তিক নহে। (কেননা, সেই সেই দুঃখ আবার হয়) সেই কারণে প্রমাণজ্ঞ অর্থাৎ বিবেকী লোকেরা (বিচারবিৎ পুরুষেরা) লৌকিক উপায় ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রীয় উপায় অবলম্বন করেন।

উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ। ৫

মোক্ষ যে দৃষ্ট উপায় লভ্য রাজ্যধনাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহা শ্রুতির দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রুতি মুক্তিকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়াছেন।

অবিশেষশ্চোভয়োঃ। ৬

লৌকিক ধনাদি ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড উভয়েই সমান আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ধনাদির দ্বারাও হয় না, যাগ যজ্ঞাদি দ্বারাও হয় না। এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত এই যে, বেদবিচারজনিত বিবেক জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুতে মোক্ষরূপ পরমপুরুষার্থ লাভ করা যায় না। সম্প্রতি বন্ধন কি তাহা বলা যাউক। মুক্তি বন্ধ সাপেক্ষ; সুতরাং মুক্তি বলাতেই বন্ধন বলা হইয়াছে। দুঃ

নিবৃত্তিই মুক্তি, এই কথা বলাতে বলা হইয়াছে যে, দুঃখসংযো-
ই বন্ধন। বন্ধন কি স্বাভাবিক? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর—

ন স্বভাবতোবদ্ধস্য মোক্ষসাধনোপদেশবিধিঃ। ৭

বন্ধন স্বাভাবিক নহে। স্বাভাবিক হইলে, শাস্ত্রে যে মুক্তির
পায় নির্দ্দেশ আছে এবং তাহার যে বিধান অর্থাৎ অনুষ্ঠান
প্রণালী কথিত আছে, তাহা বৃথা হইয়া যায়। অর্থাৎ বন্ধন
স্বাভাবিক হইলে শাস্ত্রে মোক্ষের উপায় অভিহিত হইত না।
কারণ, স্বাভাবিক ধর্ম্মের অপগম হয় না, ইহা অবধারিত। অগ্নির
উষ্ণতা স্বাভাবিক, তাহা কিছুতে নিবারিত হয় না। হইলে
তৎসঙ্গে অগ্নিও অভাব প্রাপ্ত হয়।

স্বভাবস্যানপায়িত্বাদননুষ্ঠান লক্ষণমপ্রামাণ্যম্। ৮

স্বভাব অপবাহিত হয় না। যত কাল দ্রব্য তত কালই
থাকে। দুঃখসংযোগরূপ বন্ধন স্বাভাবিক হইলে তাহা যাবৎ
পুরুষ (আত্মা) তাবৎ থাকিবে, কিছুতেই তাহা যাইবে না।
না গেলে কাযেই শ্রৌত উপদেশ প্রতিপালিত হইবেক না; এবং
তন্নিবন্ধন শ্রুতি অপ্রমাণিতা হইবে।

নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেপ্যনুপদেশঃ। ৯

অশক্য বিষয়ে অর্থাৎ পারা যায় না এমন বিষয়ে উপদেশ
বিধান হয় না। উপদেশ (উপায় নির্দ্দেশ) করিলেও তাহা
প্রকৃত বা সফল উপদেশ নহে। তাহা উপদেশাভাস। (সেরূপ
উপদেশ করা না করা সমান।)

শুক্লপটবদ্বীজবচ্চেৎ? ১০

যদি বল, শুক্লবস্ত্রের ও বীজের দৃষ্টান্তে স্বভাবের অপগম
সাধিত হইতে পারে? বস্ত্রের শৌক্ল্য শক্তি ও বীজের অঙ্কুর-শক্তি

রঙের ও যোগিসংকল্পের দ্বারা অপনীত হইতে দেখা যায়; তদ্দৃষ্টান্তে বন্ধন স্বাভাবিক হইলেও তাহা সাধনের দ্বারা অপনীত হইতে পারে, বলিলে ক্ষতি কি ?

শক্ত্যুদ্ভবানুদ্ভবাভ্যাং নাশক্যোপদেশঃ। ১১

প্রত্যুত্তর—তাহা নহে। কারণ, শক্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব ব্যতীত অন্য কিছু হয় না। অর্থাৎ নিরন্বয় বিনাশ হয় না। বস্ত্রের শৌক্ল্য শক্তি ও বীজের অঙ্কুর শক্তি তিরোহিত হয়, সমূলে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না। কারণ, রজকের ব্যাপারে ও যোগিসংকল্পে তাহার পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব শুক্লপটের ও বীজের দৃষ্টান্তে অশক্য বিষয়ক উপদেশের বিধান সাধিত হইতে পারে না।

বন্ধনের স্বাভাবিকত্ব শঙ্কা নিবারিত হইল। এক্ষণে কালাদিকৃত আশঙ্কা নিবারিত হইবে।

ন কালযোগতোব্যাপিনোনিত্যস্য সর্ব্বসম্বন্ধাৎ। ১২

কালসম্বন্ধ থাকায় বন্ধন, এমন হইতেও পারে না। কারণ, সর্ব্বব্যাপী কালের সহিত মুক্ত অমুক্ত সমুদায় পুরুষের সম্বন্ধ আছে। (অভিপ্রায়—বন্ধন কালকৃত হইলে মুক্তি কথা অর্থশূন্য হয়। কারণ, কাল সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য।)

ন দেহযোগতোপ্যস্মাৎ। ১৩

বন্ধন পূর্ব্বোক্ত হেতুতে দেহসম্বন্ধকৃতও নহে। (তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষ পরিপূর্ণ, সর্ব্বব্যাপী, সে বিষয়ে তাহার দেহের সহিত সামান্যতঃ সম্বন্ধ আছেই। কাযেই একৎপক্ষে মুক্তির অপ্রসিদ্ধতা দোষের আপত্তি আছে।)

নাবস্থাতোদেহধর্ম্মত্বাত্তস্যাঃ। ১৪

অবস্থা বিশেষে বন্ধন ঘটনা হইয়াছে, সে কথাও বলিবার উপায় নাই। কারণ, তাহা দেহের; পুরুষের নহে। পুরুষ অসঙ্গ-স্বভাব ও অপরিণামী। (অবস্থা এ স্থলে দেহরূপ পরিণাম)।

অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ। ১৫

"এই পুরুষ অসঙ্গ" এই শ্রুতি পুরুষের অসঙ্গত্বে প্রমাণ। তিনি পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় নির্লিপ্ত ও কূটের ন্যায় নির্বিকার)।

ন কর্ম্মণা, অন্যধর্ম্মত্বাদতিপ্রসক্তেশ্চ। ১৬

পুরুষ বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্মের দ্বারাও বদ্ধ নহে। কারণ, কর্ম্মও দেহের (চিত্তের) ধর্ম্ম। একের ধর্ম্মে অপরের বন্ধন স্বীকার করা পক্ষে অতিব্যাপ্তি দোষ আছে। অর্থাৎ তবে মুক্ত পুরুষ বদ্ধ না হয় কেন? এইরূপ আপত্তি হয়। সে আপত্তি অনিবার্য্য।

বিচিত্রভোগানুপপত্তিরন্যধর্ম্মত্বে। ১৭

বন্ধন (দুঃখ) কেবল মাত্র মনের ধর্ম্ম হইলে ভোগবৈচিত্র্য উপপন্ন হয় না। [সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকারের নাম ভোগ, সুতরাং পুরুষের সহিত সে সকলের কোন না কোন রূপ সম্পর্ক ঘটিয়া থাকে; ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অন্যথা সকল পুরুষ সকল দুঃখ ভোগ না করে কেন? এইরূপ আপত্তি উঠিবে।]

প্রকৃতিনিবন্ধনা চেৎ, ন, তস্যা অপি পারতন্ত্র্যাৎ। ১৮

প্রকৃতি আছে, এইমাত্র কারণে পুরুষ বদ্ধ নহে। কারণ, প্রকৃতিও কোন কিছুর (সংযোগের) অধীন না হইয়া বন্ধন (পুরুষে দুঃখার্পণ) করিতে পারে না।

ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্‌যোগস্তদ্‌যোগাদৃতে। ১৯

নিত্যশুদ্ধাদিস্বভাব পুরুষের বন্ধন (দুঃখযোগ) প্রকৃতি-যোগ ব্যতীত সম্ভব হয় না।

[কেহ কেহ বলেন, অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান কারণে আত্মার বন্ধন ঘটিয়াছে। সে কথা সঙ্গত নহে। কেন? তাহা বলিতেছেন।]

নাবিদ্যাতোপ্যবস্তুনা বন্ধাযোগাৎ। ২০

মিথ্যা জ্ঞান বাসনার নাম অবিদ্যা, তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বন্ধকারণ হইতে পারে না। অবিদ্যা বস্তু নহে, মিথ্যা বা তুচ্ছ, সে কারণ, তাহার দ্বারা বন্ধন, এ কথা অযুক্ত।

বস্তুত্বে সিদ্ধান্তহানিঃ। ২১

বস্তু বলিলে সিদ্ধান্ত ক্ষতি হইবে। [অবিদ্যা বস্তু নহে; এই যে তন্মতীয় সিদ্ধান্ত, এ সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইবে।]

বিজাতীয়দ্বৈতাপত্তিশ্চ। ২২

তাহাতে বিজাতীয় দ্বৈত থাকার আপত্তিও হয়। [অবিদ্যা-বাদীরা বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু মানেন না। তাঁহাদের মতে বিজ্ঞানাদ্বৈতই তত্ত্ব। অবিদ্যা বিজ্ঞানজাতীয় নহে অথচ তাহা তত্ত্ব অর্থাৎ বস্তুভূত, এরূপ হইলে কাযেই বিজ্ঞানের বিজাতীয় অন্য পদার্থ থাকা স্বীকার করা হয়।]

বিরুদ্ধোভয়রূপা চেৎ? ২৩

যদি বল আমরা তাহাকে বিরুদ্ধ উভয়রূপিণী অর্থাৎ সত্য মিথ্যা দ্বিরূপিণী বলি?

ন তাদৃক্‌পদার্থাপ্রতীতেঃ। ২৪

আমরা দেখিতেছি, তোমরা তাহাও বলিতে পার না। কারণ, সেরূপ পদার্থ প্রতীত হয় না। সুতরাং দৃষ্টান্ত নাই। দৃষ্টান্ত না থাকায় সেরূপ পদার্থ অসিদ্ধ।

ষট্‌ন বয়ং পদার্থবাদিনোবৈশেষিকাদিবৎ। ২৫

তোমরা হয় ত বলিবে, আমরা বৈশেষিকাদির ন্যায় ষট্‌-পদার্থবাদী অথবা ষোড়শপদার্থবাদী নহি। [অভিপ্রায় এই যে, যাহারা নিয়ম বাঁধিয়া পদার্থের সংখ্যা নির্দ্দেশ করে তাহাদের মতে অতিরিক্ত স্বীকার দোষাবহ। অনিয়ত পদার্থ বাদী আমা-দের মতে অতিরিক্ত স্বীকার দুষ্য নহে।] ইহার প্রত্যুত্তর—

অনিয়তত্বেপি নাযৌক্তিকস্য সংগ্রহোঽন্যথা
বালোন্মত্তাদিসমত্বম্। ২৬

নিয়মিত পদার্থ স্বীকৃত নাই বলিয়া অযৌক্তিক (যুক্তিবিরুদ্ধ) পদার্থ সংগ্রহ করিতে পার না। করিলে বালকের ও উন্মত্তের সমান হইবে।

[কেহ কেহ বলেন, বাহিরে যে ক্ষণভঙ্গুর দৃশ্য দেখা যায় তাহারই বাসনাত্মক সংস্কার বন্ধনের হেতু। সম্প্রতি সেই মত নিরাকৃত হইতেছে।]

নাঽনাদিবিষয়োপরাগনিমিত্তকোপ্যস্য। ২৭

প্রবাহরূপে অনাদি, এরূপ বিষয় বাসনা হইতেও পুরুষের ন্ধন নহে। (বাসনা ও উপরাগ সমান কথা। দৃশ্য দর্শনের ংস্কার বিশেষ উপরাগ ও বাসনা নামে খ্যাত।)

ন বাহ্যাভ্যন্তরয়োরূপরজ্যোপরঞ্জকভাবোপি
দেশব্যবধানাৎ শ্রুঘ্নস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব। ২৮

দেশ ব্যবধান থাকায় শ্রুঘ্নদেশস্থ ও পাটলিপুত্রস্থ ব্যক্তি দ্বয়ের য় বহিঃস্থের ও অন্তঃস্থের উপরজ্য-উপরঞ্জক-ভাব অসম্ভব। ভপ্রায় এই যে, সংযোগ ব্যতীত কেহ কাহার বাস্য ও বাসক না। বস্ত্র ও কুসুম সংযুক্ত হইলেই কুসুম বস্ত্রের বাসক ও কুসুমের বাস্য হয়; অসংযুক্ত থাকিলে হয় না। অতএব,

আত্মা অন্তরে, বিষয় বাহিরে, মধ্যে শরীর; সুতরাং ব্যবধান থাকায় সংযোগ হয় না; সংযোগ না হওয়ায় বাস্য বাসক বা উপরজ্য উপরঞ্জক হয় না।

দ্বয়োরেকদেশলব্ধোপরাগাৎ ন ব্যবস্থা। ২৯

আত্মাও ইন্দ্রিয়ের ন্যায় বিষয় দেশে যায় বলিলে বদ্ধ মুক্ত উভয়েরই বিষয়োপরাগ হইতে পারে, তাহাতে বদ্ধ মুক্তি ব্যবস্থা রহিত হয়। অর্থাৎ মুক্তাত্মাও বদ্ধ হইতে পারে।

অদৃষ্টবশাৎ চেৎ? ৩০

বাসনা বা উপরাগ অদৃষ্টাধীন জন্মে বলিবে, তাহাও পারিবে না। (মুক্তাত্মার অদৃষ্ট থাকে না, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে তাহার বিষয়োপরাগ হয় না, এ কথা তোমরা বলিতে পার না।)

ন দ্বয়োরেককালাযোগাদুপকার্য্যোপকারকভাবঃ॥ ৩১

তোমাদের মতে কর্ত্তা ও ভোক্তা এই দুএর সহাবস্থিতি না হওয়ায় উপকার্য্য-উপকারক-ভাব ঘটে না। অর্থাৎ তোমাদের মতে সব ক্ষণিক, দ্বিতীয় ক্ষণে থাকে না, সুতরাং যে কালে কর্ত্তা থাকে সে কালে ভোক্তার অভাব হয়। কাজেই তোমাদের মতে কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট হওয়া ও থাকা ঘটে না।

পুত্রকর্ম্মবদিতি চেৎ? ৩২

তোমরা হয় ত বলিবে, পিতা পুত্রের সংস্কারার্থ জাতকর্ম্মাদি কার্য্য করে, তজ্জনিত শুভাদৃষ্ট পুত্রের উপকার সাধন করে। তদ্দৃষ্টান্তে কর্ত্তৃনিষ্ঠ অদৃষ্ট ভোক্তার অদৃষ্ট জন্মাইবে।

নাস্তি হি তত্র স্থির একাত্মা যোগর্ত্তা-
ধানাদিনা সংস্ক্রিয়তে॥ ৩৩

[কিন্তু আমরা বলিব, তোমরা তাহা বলিতে পার না।]

গর্ভাধানাদির দ্বারা সংস্কৃত হইতে পারে, তোমাদের মতে সেরূপ স্থায়ী আত্মা স্বীকার নাই।

স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বম্ ॥ ৩৪

তোমাদের মতে সমুদায় কার্য্যই (জন্যবস্তু) অস্থির, অর্থাৎ ক্ষণিক; এক ক্ষণের অধিক থাকে না। সুতরাং বন্ধনও ক্ষণিক। (পরকীয় মতে যে জন্য বস্তুর ক্ষণিকত্ব অবধারণ আছে, এই অবসরে তাহা নিরাকৃত হউক)।

ন প্রত্যভিজ্ঞাবাধাৎ ॥ ৩৫

বন্ধন কেন, কোন বস্তু ক্ষণিক নহে। ক্ষণিকত্ব পক্ষ প্রত্য-ভিজ্ঞাবাধিত। জ্ঞাত জ্ঞানের নাম প্রত্যভিজ্ঞা, তাহা প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রমাণ। যে আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি সেই আমিই তাহা দেখিতেছি, এই একটী প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান, এইরূপ জ্ঞান দ্রষ্টার ও দৃশ্যের স্থায়িত্ব সাধক প্রমাণ।]

শ্রুতিন্যায়বিরোধাচ্চ ॥ ৩৬

ক্ষণিক বাদ শ্রুতি যুক্তি উভয়-প্রমাণ-বিরুদ্ধ।

দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ ॥ ৩৭

[দীপের দৃষ্টান্তে সমুদয় পদার্থের ক্ষণিকত্ব অনুমান সিদ্ধ হয় না। কারণ] মূল দৃষ্টান্তটী অসিদ্ধ। [দীপ ক্ষণিক কি স্থায়ী তাহা স্থির না থাকায় সংশয়ভুক্ত; সুতরাং তাহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত উভয়বাদিসম্মত হওয়া আবশ্যক।]

যুগপজ্জায়মানয়োর্ন কার্য্যকারণভাবঃ ॥ ৩৮

[অগ্রপশ্চাদ্ভাব ব্যতীত কার্য্যকারণ ব্যবস্থা হয় না বা থাকে না। ক্ষণিকবাদী মৃত্তিকার ও ঘটের অগ্রপশ্চাদ্ভাব আছে বলিতে পারেন না। নাই বলিতেও পারেন না। তন্মতে আছে বলা

যুক্তিবিরুদ্ধ এবং নাই বলিলেও] এক সময়োৎপন্ন বস্তু দ্বয়ের কোন্‌টী কার্য্য ও কোন্‌টী কারণ তাহা স্থির হয় না।

পূর্ব্বাপায়ে উত্তরাযোগাৎ॥ ৩৯

ক্ষণধ্বংস বাদের সিদ্ধান্তে, কারণ পদার্থ দ্বিতীয় ক্ষণে থাকে না। সুতরাং কারণের অভাব ক্ষণে উত্তরের অর্থাৎ কার্য্যের উৎ-পত্তি হওয়া অযুক্ত বা অসম্ভব হয়।

তদ্ভাবে তদযোগাদুভয়ব্যভিচারাদপি ন॥ ৪০

যে ক্ষণে কারণের অবস্থিতি, সে ক্ষণে অনুৎপন্নতা বিধায় কার্য্যের সহিত তাহার অসম্বন্ধ। সুতরাং ক্ষণিক বাদে অন্বয় ও ব্যতিরেক এই দুই যুক্তির ব্যাভিচার থাকায় কে কাহার কারণ তাহা অবধারিত হয় না। কার্য্যকারণভাবের বোধক অন্বয় ও ব্যতিরেক যুক্তি এইরূপ—যাহার বিদ্যমানে যাহার উৎপত্তি ও অবিদ্যমানে অনুৎপত্তি সে তাহার কারণ।

পূর্ব্বভাবমাত্রে ন নিয়মঃ॥ ৪১

পূর্ব্বক্ষণে থাকে, তাই বলিয়াই কারণ, সে কথা বলিলে অমুক উপাদান-কারণ ও অমুক নিমিত্ত-কারণ, বিভাগ থাকে না। [ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা এবং নিমিত্ত কারণ দণ্ডাদি। এ ব্যবস্থা থাকে না, নষ্ট হইয়া যায়।]

এক্ষণে বিজ্ঞানবাদীর মতে দোষার্পণ করা যাইতেছে। বিজ্ঞানবাদীরা বলে, বাস্তব পক্ষে বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নাই। সুতরাং বন্ধনও স্বাপ্ন পদার্থের ন্যায় মিথ্যা অর্থাৎ নাই। তাই কপিল বলিতেছেন—

ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্যপ্রতীতেঃ॥ ৪২

বিজ্ঞানই তত্ত্ব, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নাই, তাহা নহে। কারণ, বিজ্ঞানের ন্যায় বাহ্যবস্তুও প্রতীত হয়।

তদভাবে তদভাবাৎ শূন্যং তর্হি॥ ৪৩

বাহ্যবস্তু না থাকে ত বিজ্ঞানও নাই। বাহ্যবস্তু নাই, বিজ্ঞানও নাই, তবে কি শূন্যই তত্ত্ব? যেমন প্রতীত হয় বলিয়া বিজ্ঞান থাকা স্বীকার কর, তেমনি, প্রতীত হয় বলিয়া বাহ্যবস্তু থাকাও স্বীকার কর। না করিবে কেন?

শূন্যং তত্ত্বং ভাবোবিনশ্যতি বস্তুধর্ম্মত্বাদ্বিনাশস্য॥ ৪৪

[শূন্যই তত্ত্ব, এ কথাও শুনা যায়। অর্থাৎ শূন্যবাদী দলও আছে। শূন্যবাদীরা বলে], শূন্যই তত্ত্ব অর্থাৎ সার বা স্থায়ী। দেখ, ভাবমাত্রই বিনাশী। বিনাশ ভাব বস্তুর ধর্ম্ম। যাহা যাহা আছে বা হয়, সমস্তই ভাব নামের নামী। বিনাশ ও শূন্য তুল্যার্থ। আগে শূন্য, শেষেও শূন্য, সুতরাং মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎকাল আছে বলিয়া বোধ হয়, গতিকে তাহাও শূন্য। ফলিতার্থ—শূন্যই পরমার্থ।]

অপবাদমাত্রমবুদ্ধানাম্॥ ৪৫

ভাবমাত্রেই বিনাশশীল, মূঢ়াদগের এ কথা মিথ্যা।

[নাশকারণ না থাকায় নিরবয়ব দ্রব্যের নাশ হয় না।]

উভয়পক্ষসমানক্ষেমত্বাদয়মপি॥ ৪৬

এই শূন্যবাদ পূর্ব্বোক্ত পক্ষদ্বয়ের ন্যায় নিরসনীয়। অর্থাৎ যে যুক্তিতে পূর্ব্বোক্ত মত দ্বয় নিরস্ত হইয়াছে সেই যুক্তিতেই শূন্যবাদ নিরস্ত করিবে।

অপুরুষার্থত্বমুভয়থা॥ ৪৭

শূন্যবাদ স্বতঃ পরতঃ উভয় প্রকারেই অপুরুষার্থ অর্থাৎ

কোনও পুরুষের ইষ্ট নহে। (বন্ধন সম্বন্ধে যে অন্যান্য মত আছে, এক্ষণে সে গুলিও নিরস্ত হইতে চলিল।)

ন গতিবিশেষাৎ॥ ৪৮

গতিবিশেষের অর্থাৎ শরীর প্রবেশের দ্বারা বন্ধন, তাহাও নহে।

নিষ্ক্রিয়স্য তদসম্ভবাৎ॥ ৪৯

আত্মা বিভু ও নিষ্ক্রিয়, সে জন্য তাঁহার গতি অসম্ভব।

মূর্ত্তত্বাদ্‌ঘটাদিবৎ সমানধর্ম্মাপত্তাবপসিদ্ধান্তঃ॥ ৫০

যদি আত্মাকে ঘটাদির ন্যায় মূর্ত্ত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন বল, তাহা হইলে ঘটাদিসমধর্ম্মী বলিতে হইবে। তাহা অপসিদ্ধান্ত অর্থাৎ অস্বীকার্য্য। স্বীকার্য্য হইলে আত্মা সাবয়ব ও অনিত্য হইবেন।

গতিশ্রুতিরপ্যুপাধিযোগাদাকাশবৎ॥ ৫১

শ্রুতিতে যে আত্মার ইহ-পর-লোক সঞ্চরণের কথা আছে তাহা আকাশের দৃষ্টান্তে ঔপাধিক বলিলে সঙ্গত হইতে পারে। আকাশ সর্ব্বব্যাপী—পূর্ণ, তাহারও গতি নাই। অথচ তাহাতে ঘটাদি উপাধির গতি উপচরিত হয়। সেইরূপ, আত্মাতেও শরীরের গতি উপচরিত হইতে পারে।

ন কর্ম্মণাপ্যতদ্ধর্ম্মত্বাৎ॥ ৫২

এ স্থলে কর্ম্মশব্দে কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভব অদৃষ্ট। তাহাও সাক্ষাৎ বন্ধকারণ নহে। যে হেতু তাহা চিত্তধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম নহে। [যাহা যাহাতে থাকে তাহা তাহার ধর্ম্ম।]

অতিপ্রসক্তিরন্যধর্ম্মত্বে॥ ৫৩

একের ধর্ম্মে অন্যের বন্ধন, এ পক্ষে অতিপ্রসক্তি দোষ আছে। অতিপ্রসক্তি—বাধক তর্ক। অন্য নাম অতিব্যাপ্তি। ইহারই বলে

"মুক্তাত্মা পুনর্বদ্ধ হন্, না হইবেন কেন?" এইরূপ আপত্তি উত্থিত হইবে।]

নির্গুণাদিশ্রুতিবিরোধশ্চেতি॥ ৫৪

বন্ধন ঔপাধিক নহে; কিন্তু সত্য অথবা স্বাভাবিক, এ পক্ষ ও শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতি বলিয়াছেন, আত্মা কেবল ও নিগুর্ণ। সুতরাং তাঁহাতে বন্ধনাদি বাস্তব নহে। সূত্রস্থ ইতিশব্দ সমাপ্তি-দ্যোতক। ইতিশব্দ দিয়া বলা হইয়াছে, এই স্থানে বন্ধনের কারণ পরীক্ষা সমাপ্ত হইল।

বন্ধনের সত্যত্ব, স্বাভাবিকত্ব, নৈমিত্তিকত্ব, কালকৃতত্ব ও কর্ম্মজন্যত্ব প্রভৃতি নিষেধ করায় অবশেষ ন্যায়ে পাওয়া গেল, বা নির্ণীত হইল প্রকৃতিসংযোগই বন্ধনের মুখ্য বা সাক্ষাৎ কারণ। প্রকৃতিসংযোগ স্বাভাবিক কি না, নৈমিত্তিক কি না, ইত্যাদি আপত্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ প্রকৃতিসংযোগ পক্ষে পূর্ব্বোক্ত দোষ সঙ্কুল অর্পিত হইতে পারে না। কেন? তাহা বলিতেছি।

তদ্‌যোগোপ্যবিবেকাৎ ন সমানত্বম্॥ ৫৫

পুং-প্রকৃতি-সংযোগ অবিবেকমূলক ও অনাদি। পুরুষ যে প্রকৃতির সহিত অবিবিক্ত আছেন, সেই থাকাই তাঁহার বন্ধনের (সংসারের) হেতু। মুক্ত পুরুষে অবিবেক থাকে না, কাযেই তাহাতে পুনঃ প্রকৃতি-সংযোগ হয় না। অতএব, এতৎপক্ষ ও পূর্ব্বোক্ত পক্ষ সমান নহে।

নিয়তকারণাত্তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ॥ ৫৬

সেই অবিবেক নির্দ্দিষ্ট কারণে, একটী মাত্র উপায়ে, উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। সে উপায় বিবেক। যেমন ধ্বান্ত অর্থাৎ অন্ধকার

কেবল মাত্র আলোকের উদয়ে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, তেমনি, অবিবেকও বিবেকের উদয়ে নষ্ট হয়, * অন্য কোন উপায় নহে।

প্রধানাবিবেকাদন্যাবিবেকস্য তদ্ধানে হানম্ ॥ ৫৭

পুরুষ যে প্রধানের (প্রকৃতির) সহিত অবিবিক্ত (একীভাব প্রাপ্ত হইয়া আছেন, *সেই অবিবিক্ততাই অন্যান্য অবিবেকের* মূল। মূল অবিবেক নষ্ট হইলে শাখাভূত অন্যান্য অবিবেক তিরোহিত হয়। অন্যান্য অবিবেক অর্থাৎ বুদ্ধীন্দ্রিয়াদির সহিত একীভাব। ভাবিয়া দেখুন, আত্মাকে শরীর হইতে বিবিক্ত করিতে পারিলে শরীরস্থ রূপাদিতে অবিবেক থাকে কি না। তেমনি, আত্মাকে কূটস্থাদি ধর্ম্মে প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত করিতে পারিলে, প্রকৃতির আলিঙ্গন ছাড়াইতে পারিলে, তখন, আপনি আপনাকে প্রকৃতিপ্রভব পদার্থে অভিমানশূন্য দেখিতে পায়। অভিমানশূন্য হওয়া ও বিবিক্ত হওয়া সমান কথা।

বাঙ্মাত্রং ন তু তত্ত্বং চিত্তস্থিতেঃ ॥ ৫৮

অবিবেক বল, আর বন্ধন বল, সমস্তই চিত্তে অবস্থিত। যেহেতু চিত্তে অবস্থিত, সেই হেতু সে সকল পুরুষে তত্ত্ব অর্থাৎ সত্য নহে। সে সকল কথামাত্র অর্থাৎ উপচার কথা। ঐ সকল

---

* যদিও অবিবেক ও বিবেক এই দুই পদার্থের লক্ষণ পরে ও মধ্যে মধ্যে বলা হইবে। তথাপি এস্থলে সংক্ষেপে বলিয়া রাখি। অগৃহীতাসংসর্গক অবিদ্যাস্থলাভিষিক্ত একপ্রকার অসত্য জ্ঞান। আমি অসঙ্গস্বভাব ও কেবল চৈতন্য, এ জ্ঞান তিরোহিত ও বুদ্ধিপ্রভৃতিতে পর্য্যবসিত বা অন্বিত হইয়া প্রকাশ পাইলে তাহা অবিবেক আখ্যায় পরিভাষিত হয়। অবিবেক কথার স্পষ্ট কথা—মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রান্তি। বিবেক তাহার নাশক। বিবেক শব্দের স্পষ্টার্থে আত্মজ্ঞান ও আত্মপ্রমিতি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পুরুষে অর্থাৎ আত্মায় লক্ষণা বা উপচার ক্রমে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, বন্ধনাদি স্বচ্ছস্বভাব পুরুষে স্ফটিকে লৌহিত্য-প্রতিবিম্বের স্থায় অবাস্তব বা মিথ্যা।

যুক্তিতোপি ন বাধ্যতে দিঙ্মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে ॥ ৫৯

অবিবেক কেবলমাত্র শাস্ত্রশ্রবণে ও যুক্তি অবলম্বনে (মননে) বিদূরিত হয় না। তাহার উচ্ছেদ সাক্ষাৎকারসাপেক্ষ। যেমন দিগ্‌যাথার্থ্য সাক্ষাৎকার ব্যতীত দিগভ্রান্তের দিগভ্রম্ তিরোহিত হয় না, তেমনি, বিবেকসাক্ষাৎকার ব্যতীত অবিবেকের উচ্ছেদ হয় না। এক্ষণে প্রকৃতির অস্তিত্বে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন।

অচাক্ষুষানামনুমানেন বোধো ধূমাদিরিব বহ্নেঃ ॥ ৬০

যেমন ধূমাদি দর্শনে অদৃষ্টচর বহ্নির বোধ হয়, সেইরূপ, অনুমান প্রমাণে অপ্রত্যক্ষ পদার্থের (প্রকৃতি প্রভৃতির) বোধ (অস্তিত্বসিদ্ধি) হইয়া থাকে।

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতে-
মর্হান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাণ্যুভয়
মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি
পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ ॥ ৬১

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণের সমানাবস্থা প্রকৃতি নামে পরিচিত। *

---

* এ গুণ স্থায় বৈশেষিকাদি সম্মত গুণ নহে। তৎসম্মত গুণ দ্রব্যাশ্রিত। কিন্তু এ গুণ দ্রব্যস্থানীয়। পশুবন্ধন রজ্জুকে গুণ বলে, এ গুণও পুরুষ পশু বন্ধনের রজ্জুর স্বরূপ। তাই সত্ত্বাদি তিন পদার্থের গুণ সংজ্ঞা। সত্ত্বাদি গুণ যখন ঠিক সমান থাকে, বৃদ্ধিহ্রাস প্রাপ্ত হয় না, তখন কোনও প্রকার বিকার থাকে না। অর্থাৎ সৃষ্টি থাকে না। পরে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটনা-

জগদ্বীজ প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহান্ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্বের কার্য্য বা পরিণাম অহঙ্কারতত্ত্ব। অহঙ্কারতত্ত্বের পরিণাম দ্বিবিধ। তন্মাত্রা পাঁচ ও দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়। তন্মাত্রা পঞ্চক হইতে পঞ্চ স্থূলভূত। এইরূপে প্রকৃতি সহ প্রাকৃতিক পদার্থ ২৪ ও পুরুষ পদার্থ এক। সমুদায়ে পঁচিশ তত্ত্ব আছে।

স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য ॥ ৬২

কার্য্য দেখিলে কারণের অনুমান হয়। এই নিয়মে, স্থূল ভূতের অর্থাৎ এই সকল দৃশ্য পৃথিব্যাদি দর্শনে এ সকলের কারণীভূত পঞ্চ তন্মাত্রার (সূক্ষ্ম ভূতের) বোধ (অস্তিত্বনির্ণয়) হয়।

বাহ্যাভ্যন্তরাভ্যাং তৈশ্চাহঙ্কারস্য ॥ ৬৩

তন্মাত্রা ও ইন্দ্রিয় (বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়) এই দুএর দ্বারা তদ্দ্বয়ের কারণ অহঙ্কার তত্ত্বের অস্তিত্বানুমান হইয়।

তেনান্তঃকরণস্য ॥ ৬৪

অহঙ্কারের দ্বারা তদীয় কারণ অন্তঃকরণের অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব নামক বুদ্ধিদ্রব্যের অস্তিত্ব নির্ণীত হয়।

ততঃ প্রকৃতেঃ ॥ ৬৫

মহত্তত্ত্বের দ্বারা মূলকারণ প্রকৃতির অনুমান কর। অর্থাৎ অনুমান প্রমাণে প্রকৃতি কি তাহা বুঝিয়া লও।

সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্য ॥ ৬৬

সংযুক্ত দুই বা ততোধিক পদার্থই সংহত নামের নামী। সাবয়ব পদার্থই সংহত। যাহা যাহা সংহত তাহা তাহা পরার্থ। অর্থাৎ পরের প্রয়োজনীয় (পরের ভোগ্য)। প্রকৃতি ও প্রত্যেক

অনুসারে সৃষ্টি হয়। সেই যে অকার্য্যাবস্থা বা অসৃষ্টি অবস্থা, অথবা তদুপলক্ষিত সত্ত্বাদি, তাহাই এতৎশাস্ত্রের প্রধান, প্রকৃতি ও জগদ্বীজ।

প্রাকৃতিক সংহত সুতরাং পরার্থ। সে পর কে না পুরুষ। এইরূপে পুরুষের (আত্মার) অনুমান কর। সর্ব্বত্রই মিলিত সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ বিদ্যমান আছে। সেজন্য সমস্তই সংহত। পুরুষ বা আত্মা তদতিরিক্ত। প্রকৃতি তাঁহারই ভোগ্যা এবং পুরুষ তাহার ভোক্তা। প্রকৃতি পুরুষের ভোগের ও মোক্ষের জন্যই ব্যবস্থিত আছে।]

মূলাভাবাদমূলং মূলম্ ॥ ৬৭।

যাহা প্রকৃতি পুরুষ ছাড়া অন্যান্য তত্ত্বের মূল অর্থাৎ উপাদান কারণ, তাহা অমূল। তাহার আর মূল নাই। অর্থাৎ প্রকৃতির আর মূল নাই। প্রকৃতি অনাদি ও নিত্যা।

পারম্পর্য্যপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রম্ ॥ ৬৮

ইহার কারণ অমুক, তাহার কারণ অমুক, এইরূপে কারণ-পরম্পরা অনুসন্ধান আরম্ভ করিলে যেখানে গিয়া অর্থাৎ যে নিত্য পদার্থে গিয়া তাহার পরিসমাপ্তি হইবে সেই নিত্য পদার্থই এতৎ শাস্ত্রের প্রকৃতি। প্রকৃতি মূল কারণের একটী সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম।

সমানঃ প্রকৃতের্দ্বয়োঃ ॥ ৬৯

প্রকৃতির অর্থাৎ মূল কারণের অনাদি নিত্যতার বিচার আরব্ধ হইলে বাদী প্রতিবাদী উভয়েরই সমান পথ লইতে হয়। অর্থাৎ কেহ কাহাকে দোষ দিয়া নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না।

অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ ॥ ৭০

প্রকৃতি পুরুষের অনুমান প্রক্রিয়া থাকিলেও এবং তাহা উপদেশ করিলেও নিয়মিতরূপে সকলের জ্ঞানে সমান প্রতিভাত হয় না। কারণ এই যে, অনুমন্তার অনুমানে বুঝাইবার ও

বুঝিবার অধিকারী এক প্রকার নহে। তিন প্রকার। উত্তম, অধম, মধ্যম। (উত্তমাধিকারীরাই বুঝে, অধম ও মধ্যম অধিকারীরা কুতর্কে অভিভূত হয়।]

মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ॥ ৭১

প্রকৃতির যাহা আদ্য কার্য্য, প্রথম বিকাশ বা প্রথম পরিণাম, তাহারই মহত্তত্ত্ব আখ্যা (নাম) দেওয়া হইয়াছে। তাহাই মন অর্থাৎ মনন-বৃত্তিক অন্তঃকরণ। (এ স্থলে মনন শব্দের অর্থ নিশ্চয়। অন্তঃকরণের বা বুদ্ধির যে অংশে নিশ্চয়রূপা বৃত্তি জন্মে সেই অংশের নাম মহান্ ও মহত্তত্ত্ব। বৃত্তিশব্দের অর্থ পরিণাম বিশেষ। নিশ্চয়াকারে পরিণাম হয় বলিয়াই তাহা বৃত্তি।)

চরমোঽহঙ্কারঃ॥ ৭২

মননের অব্যবহিত পরেই অহঙ্কার জন্মে। অহং-অভিমান-বৃত্তিক বুদ্ধ্যংশই অহঙ্কারতত্ত্ব।

তৎকার্য্যত্বমুত্তরেষাম্॥ ৭৩

উত্তর অর্থাৎ অবশিষ্ট অহঙ্কারের কার্য্য। অর্থাৎ তন্মাত্রা ও দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় অহংমূলক—অহংতত্ত্ব হইতে জন্মিয়াছে।

আদ্যহেতুতা তদ্দ্বারা পারম্পার্য্যেপ্যণুবৎ॥ ৭৪

প্রকৃতি, তৎপরে মহৎ, তৎপরে অহংকার, এইরূপ ক্রম পরম্পরা থাকিলেও প্রকৃতিকে সেই সেই বিকারের দ্বারা বিশ্ব-সৃষ্টির মূল বা আদি কারণ বলা যায়। বৈশেষিক যেমন পরমাণু পুঞ্জকে আদ্য কারণ বলেন, সাংখ্যও তেমনি প্রকৃতিকে আদ্য-কারণ বলেন।

পূর্ব্বভাবিত্বে দ্বয়োরেকতরস্য হানেঽন্যতরযোগঃ॥ ৭৫

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, উভয়েই সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্য-

মান, তথাপি, সৃষ্টিকার্য্যের প্রতি অক্রিয়ত্ব বিধায় পুরুষে কারণ-ভাবের অভাব আছে। সুতরাং কারণভাব প্রকৃতিতেই পর্য্যবসন্ন। [কারণ মাত্রেই কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে, কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্ব ক্ষণে ও কার্য্যমূলে সংলগ্ন থাকে। এতন্নিয়মানুসারে পুরুষও উপাদান কারণ হইতে পারিত যদি পুরুষ পরিণামী হইত। নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয় পদার্থ কিছু জন্মায় না।]

পরিচ্ছিন্নং ন সর্ব্বোপাদানম্॥ ৭৬

যেহেতু প্রকৃতি সমুদায় বিশ্বের উপাদান, সেই হেতু তাহা পরিচ্ছিন্ন বা পরিমিত নহে। তাহা ব্যাপী, পূর্ণ বা অসীম।

তদুৎপত্তিশ্রুতেশ্চ॥ ৭৭

যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা উৎপত্তিমৎ, ইহা শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ। শ্রুতি বলিয়াছেন, অল্প বা পরিচ্ছিন্ন মাত্রেই মরণশীল।

এমন অনেক লোক আছে, যাহারা অভাব ও অবিদ্যা প্রভৃতিকে জগৎকারণ বলে। স্বমত রক্ষার্থ সে সকল মত খণ্ডন করা কর্ত্তব্য বিধায় বলিতেছেন—

নাবস্তুনোবস্তুসিদ্ধিঃ॥ ৬৮

অবস্তু অর্থাৎ আকাশ-কুসুমাদির ন্যায় নিতান্ত তুচ্ছ অভাব প্রভৃতি হইতে ভাব-জগতের সিদ্ধি (উৎপত্তি) হইতে পারে না।

অবাধাদদুষ্টকারণজন্যত্বাচ্চ নাবস্তুত্বম্॥ ৭৯

বলিবে যে, জগৎ স্বাপ্নপদার্থের ন্যায় অবস্তু, অর্থাৎ মিথ্যা, অবস্তু হইতে অবস্তু জন্মিবার বাধা কি? রজ্জুতে ত অবস্তু (মিথ্যা) সর্প জন্মে? তাহাও বলিতে পার না। কারণ, জগতের বাধ দেখা যায় না ও ইহা সর্পভ্রান্তির ন্যায় দুষ্টকারণজন্যও নহে। (সর্পভ্রম দেখিবার, সময়ের ও সাদৃশ্যের দোষেই হয়) সুতরাং ইহা

অবস্তু নহে, কিন্তু বস্তু। স্বপ্নদৃষ্ট ও ভ্রান্তিদৃষ্ট থাকে না, ক্ষণকাল *পরেই বাধ প্রাপ্ত হয়। বাধ ও লয় সমান কথা। জগৎ স্বপ্নসদৃশ* বা ভ্রান্তিমূলক হইলে অবশ্যই বাধপ্রাপ্ত হইত। সুপ্তি মূর্চ্ছাদি কালেও ইহার প্রকৃত বাধ হয় না। হইলে "সেই গৃহই এই" এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা (জ্ঞান) হইত না।

ভাবে তদ্‌যোগেন তৎসিদ্ধিরভাবে তদভাবাৎ কুতস্তরাং তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৮০

যাহাকে কারণ বলিবে তাহা থাকা উচিত। কারণ যদি ভাব পদার্থ হয়, অর্থাৎ যদি তাহা থাকে, তবেই তৎসম্বদ্ধ ভাবকার্য্য (পদার্থ) জন্মিতে পারে। কারণ যদি অভাবই হয় অর্থাৎ যদি তাহা না-ই হয় বা না থাকে, তবে কি করিয়া সে কার্য্য জন্মাইবে? সিদ্ধান্ত—অবিদ্যমানের সম্বন্ধ নাই, সম্বন্ধাভাবে কার্য্যোৎপত্তিরও অভাব হয়। ইহা অখণ্ডনীয় নিয়ম।

ন কর্ম্মণ উপাদানত্বাযোগাৎ ॥ ৮১

কর্ম্মই (শুভাশুভ অদৃষ্টই) জগৎকারণ, এই এক মত আছে। কিন্তু কর্ম্ম নিমিত্ত কারণ ব্যতীত উপাদান কারণ হইবার যোগ্য নহে। কর্ম্মশব্দ উপলক্ষণ, ফলতঃ মায়া ও অবিদ্যা প্রভৃতিও উপাদান হইবার যোগ্য নহে।

নানুশ্রবিকাদপি তৎসিদ্ধিঃ সাধ্যত্বেনাবৃত্তিযোগাদ-পুরুষার্থত্বম্ ॥ ৮২

জগৎকারণ বিচারিত হইল। এক্ষণে যাহা পুরুষার্থ লাভের কারণ তাহা বিচারিত হইতে চলিল। লৌকিক ও আনুশ্রবিক (বৈদিক ক্রিয়াকলাপ) হইতে পুরুষার্থ লাভ হয় না। আনু

শ্রবিকের ফল সাধ্য অর্থাৎ নিষ্পাদ্য বা উৎপাদ্য। সে জন্য তাহা আবৃত্তিযোগী অর্থাৎ নশ্বর। কর্ম্মকর্ত্তা কিছু কাল কর্ম্মফল স্বর্গাদি ভোগ করে; পরে তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হয়। সেই জন্য তাহা অপুরুষার্থ অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ নহে। ফলিতার্থ—কর্ম্মপ্রভব শুভাদৃষ্ট স্বর্গের কারণ হইলেও তাহা মোক্ষের কারণ নহে।

তত্র প্রাপ্তবিবেকস্যানাবৃত্তিশ্রুতিঃ॥ ৮৩

শ্রুতিতে যে ব্রহ্মলোকগামীর অপুনরাগমন (পুনর্জন্ম না হওয়া) শুনা যায়, বুঝিতে হইবে যে, তাহা বিবেক-জ্ঞানের প্রভাব। যাহাদের সে স্থানে গিয়া বিবেক জ্ঞান জন্মে তাহাদেরই অপুনরাবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি হয়। অতএব, বিবেক-জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে।

দুঃখাদ্দুঃখং জলাভিষেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ॥ ৮৪

যেমন জলসেকে শীতার্ত্তের শীত নিবারিত হয় না, তেমনি, কর্ম্মের দ্বারা জাড্যবিমোচন অর্থাৎ অবিবেক নিবৃত্তি হয় না। জীব অনেক দুঃখে কর্ম্ম ও তৎফল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে। তাহাতে কেবল দুঃখ উপার্জ্জনই হয়, অন্য কিছু হয় না। [কর্ম্ম করা দুঃখ, তাহার ফল ভোগও দুঃখসমন্বিত।]

কাম্যেঽকাম্যেঽপি সাধ্যত্বাবিশেষাৎ॥ ৮৮

নিষ্কাম কর্ম্মই কর, আর সকাম কর্ম্মই কর, উভয়ের ফল কর্ম্মনিষ্পাদ্যতা অংশে সমান। কর্ম্মের দ্বারা জন্মে বা উৎপন্ন হয় বলিয়া স্বর্গাদি শস্যাদির ন্যায় ক্ষয়িষ্ণু।

নিজমুক্তস্য বন্ধধ্বংসমাত্রং পরং ন সমানম্॥ ৮৬

আত্মা স্বভাবতোমুক্ত। সে জন্য বুঝা উচিত যে, বিবেকজ্ঞান বন্ধন মাত্র নিবৃত্তি করে, কিছু জন্মায় না। বন্ধন নিবৃত্তি বা অবি-

বেক নিবৃত্তি হইলে মুক্তি প্রকাশিত ও ব্যবস্থাপিত হয় মাত্র; উৎপন্ন হয় না। ছিল না হইল এমন হইলে উৎপত্তি বলা যায়।

দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা তৎসাধকং যৎ তত্ত্রিবিধং প্রমাণম্ ॥ ৮৭

এক্ষণে বিবেক জ্ঞানের উপকারক প্রমাণ নির্ব্বাচিত হইবেক। বস্তু যাবৎ না বুদ্ধ্যারূঢ় হয় তাবৎ তাহা অসন্নিকৃষ্ট বা অসম্বদ্ধ থাকে। অসন্নিকৃষ্ট বস্তু ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ বুদ্ধ্যারূঢ় হইলে যে তদ্বস্তুর পরিচ্ছেদ (ইয়ত্তাবধারণ বা স্বরূপনিশ্চয়) হয়, সেই পরিচ্ছেদ বা অবধারণ প্রমা নামে খ্যাত। প্রমা প্রমাতৃ-পুরুষের অথবা বুদ্ধির ধর্ম্ম। যাহা সেই বস্তুনিশ্চয়কারিণী প্রমার সাধক অর্থাৎ সাক্ষাৎ জনক, তাহাই প্রমাণ নামে বিখ্যাত। প্রমাণ তিন প্রকার। অধিক নহে, ন্যূনও নহে। ইহা বহু বিস্তারে বলা হইয়াছে।

তৎসিদ্ধৌ সর্ব্বসিদ্ধের্নাধিক্যসিদ্ধিঃ ॥৮৮

প্রমাণ তিন প্রকার, ইহা স্থির হওয়ায় এবং তদ্দ্বারা সমস্ত বস্তু সিদ্ধ হওয়ায় (জানা যায় বলিয়া) অধিক প্রমাণ থাকা অসিদ্ধ।

যৎসম্বদ্ধং সৎ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্ ॥ ৮৯

বিজ্ঞান অর্থাৎ অন্তঃস্থ বুদ্ধি যে চক্ষুরাদি ষড়িন্দ্রিয়ের সম্পর্কে সম্পর্কিত বস্তুর আকার ধারণ করে, তাহাই এতৎ শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এ কথাও প্রথম ভাগে সবিস্তরে বলা হইয়াছে।

যোগিনামবাহ্যপ্রত্যক্ষত্বান্ন দোষঃ ॥ ৯০

উপরোক্ত লক্ষণে জানা গেল যে, চক্ষুরাদির সহিত বস্তুর সম্বন্ধঘটনা না হইলে প্রত্যক্ষ হয় না। বলিতে পার, যোগীরা

অতীত অনাগত ও ব্যবহিত বস্তু প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহাদের তাদৃশ প্রত্যক্ষে লক্ষণ যায় কৈ? প্রত্যুত্তর এই যে, যোগীরা বাহ্যদর্শী নহেন। সে জন্য উপরোক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণ নির্দোষ। [বাহ্যদর্শী দিগের প্রত্যক্ষেই প্রোক্ত নিয়ম প্রচারিত হইয়াছে।]

লীনবস্তুলব্ধাতিশয়সম্বন্ধাদ্বাঽদোষঃ ॥ ৯১

অথবা এমন বলিলেও বলা যায় যে, লীন বস্তুতে অর্থাৎ অসন্নিকৃষ্ট পদার্থে যোগিচিত্তের সম্বন্ধ ঘটনা হয়। যোগবলে ও ধর্ম্মবলে তাঁহাদের চিত্তে এমন এক প্রকার আতিশয্য। (উৎকর্ষ বিশেষ বা এক প্রকার সামর্থ্য) জন্মে যে তদ্বলে তাঁহাদের চিত্ত লুক্কায়িত বস্তুতেও সম্বন্ধ লাভ করিতে পারে।

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥ ৯২

যদি কেহ বলেন, আপত্তি করেন, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিত্য, তাহা ইন্দ্রিয়সম্বন্ধপ্রভব নহে; সুতরাং ইন্দ্রিয়সম্বন্ধপ্রভবত্বঘটিত প্রত্যক্ষ লক্ষণ ঈশ্বরপ্রত্যক্ষে অব্যাপ্ত। প্রৌঢ় বাদে বা বাদিবিজয়ের জন্য ঐ কথার প্রথম প্রত্যুত্তর এই যে, ঈশ্বর অসিদ্ধ। [ঈশ্বর না থাকিলে ঈশ্বরপ্রত্যক্ষও থাকিবেক না, সুতরাং লক্ষ্যবহির্ভূত বলিয়া উক্ত লক্ষণ তাহাতে অব্যাপ্ত নহে।]

মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৯৩

তোমার অভিমত ঈশ্বর মুক্ত কি বদ্ধ? উভয় প্রকারই অসম্ভব। সুতরাং তাদৃশ ঈশ্বর অসিদ্ধ (প্রমাণপ্রাপ্য নহে।)

উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্ ॥ ৯৪

যদি তিনি মুক্ত, তবে, সৃষ্টিপ্রযোজক রাগাদি না থাকায় স্রষ্টা নহেন। যদি তিনি বদ্ধ, তবে, অস্মদাদির ন্যায় অসর্ব্বজ্ঞ। সুতরাং সৃষ্টিকার্য্যে অক্ষম।

*মুক্তাত্মনাঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা ॥ ৯৫

শ্রুতিতে যে ঈশ্বরের কথা আছে তাহা মুক্তাত্মার ও সিদ্ধাত্মার প্রশংসা মাত্র। [মুক্তাত্মা ঋষিমণ্ডল। সিদ্ধাত্মা হরি হর ব্রহ্মাদি।]

তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ ॥ ৯৬

অধিষ্ঠাতৃত্ব—প্রকৃতিকে সৃষ্ট্যুন্মুখ বা পরিণামিত করা। তাহা অয়স্কান্ত মণির দৃষ্টান্তে আদি পুরুষের সন্নিধান প্রভাবেই নিষ্পন্ন হয়। তাহাতে ঈশ্বরের সঙ্কল্পের বা চেষ্টার আবশ্যক হয় না। [অয়স্কান্ত শল্য নিষ্কাশ করে, অথচ তাহা সঙ্কল্পপূর্ব্বক নহে।]

বিশেষকার্য্যেষ্বপি জীবানাম্ ॥ ৯৬

বিশেষ বিশেষ কার্য্যে অর্থাৎ ঘট পটাদি ব্যষ্টি কার্য্যে যে জীবের (অন্তঃকরণোপলক্ষিত চৈতন্যের) অধিষ্ঠাতৃত্ব (কর্তৃত্ব) দেখা যায়, তাহাও চেতন আত্মার সন্নিধান বশতঃ। [চেতন আত্মার নিতান্ত সন্নিধানে অন্তঃকরণের অবস্থিতি। সেজন্য তৎপ্রযুক্ত হইয়াই অন্তঃকরণ ইচ্ছাদিরূপে পরিণত হইতেছে।]

সিদ্ধরূপবোদ্ধৃত্বাদ্বাকার্থোপদেশঃ ॥ ৯৮

পৃথক্ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর না থাকিলেও হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি সিদ্ধ আত্মা বোদ্ধা অর্থাৎ যথার্থজ্ঞানী (অভ্রান্ত পুরুষ) আছেন তাঁহাদের উচ্চারিত যথার্থ বাক্য সকল উপদেশ অর্থাৎ প্রমাণ। [সিদ্ধাত্মারা বলিয়াছেন, এবম্প্রণালীতে মুক্তি হয়। বস্তুতঃ তাহাই হয়। সিদ্ধ বাক্য অন্যথা হইবার নহে]

অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাল্লোহবদধিষ্ঠাতৃত্বম্ ॥ ৯৯

অন্তঃকরন বা বুদ্ধি নিজে অচেতন, পরন্তু তাহা অগ্নিসহবাসে লৌহের ন্যায় আত্মচৈতন্যে উজ্জ্বলিত (তদাত্মরূপে প্রতিবিম্বিত)

অর্থাৎ চেতনায়মান হয়। যেহেতু চেতনায়মান হয় সেই হেতু তাহার অধিষ্ঠাতৃত্ব (সঙ্কল্পাদি পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব) ঘটনা হয়।

প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবদ্ধজ্ঞানমনুমানম্ ॥ ১০০

প্রতিবন্ধ শব্দের অর্থ ব্যাপ্তি। দৃশ্ শব্দের অর্থ জ্ঞান। ব্যাপ্তিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের যে ব্যাপ্ত বস্তু দর্শনের পর ব্যাপকের জ্ঞান হয়, তাহাই অনুমান নামক দ্বিতীয় প্রমাণ। [প্রথম ভাগে ইহা বহু বিস্তারে বলা হইয়াছে।]

আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ ॥ ১০১

সূত্রস্থ আপ্তি শব্দের অর্থ যোগ্যতা। তাহা যাহাতে (যে বাক্যে বা যে শব্দে) আছে তাহা আপ্ত। যে উপদেশ (বাক্য বা শব্দ) আপ্ত, সেই উপদেশ শ্রবণের অনন্তর যে বোধরূপা মনোবৃত্তি অর্থাৎ জ্ঞান জন্মে, তাহাই শব্দ-নামক প্রমাণ। এতন্মতে বেদের ও তন্মূলক স্মৃত্যাদির উপদেশ ব্যতীত অন্য উপদেশ অনাপ্ত।

উভয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাত্তদুপদেশঃ ॥ ১০২

আত্মা কি? অনাত্মা কি? প্রমাণ দ্বারা তাহার অবধারণ বা মীমাংসা হয়। সেই জন্য প্রমাণের উপদেশ করা হইল।

সামান্যতোদৃষ্টাদুভয়সিদ্ধিঃ ॥ ১০৩

অনুমান তিন প্রকার। তন্মধ্যে সামান্যতোদৃষ্ট নামক অনুমানে প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের সিদ্ধি (অনুমান) হয়।

চিদবসানো ভোগঃ ॥ ১০৪

প্রোক্ত প্রমাজ্ঞান পুরুষাশ্রিত হইলেও পুরুষের বিকার বা পরিণাম ঘটনা করায় না। চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ। তাঁহাতে বুদ্ধিবৃত্তির অবসান অর্থাৎ প্রতিবিম্বপাত হওয়াই ভোগ। ঈদৃশ ভোগ প্রমাণ সমূহের ফল। [প্রমেয়

বস্তু ও তদাকারা মনোবৃত্তি পুরুষে প্রতিবিম্বরূপে ভাসমান (চৈতন্যে প্রকাশিত) হয়। এতৎ শাস্ত্রে তাহাই ভোগ, জ্ঞান, ও বোধ নামে খ্যাত। [প্রতিবিম্বের দ্বারা বিম্বের অণুমাত্রও বিকৃতি হয় না। তাহার অনেক শত উদাহরণ আছে।]

অকর্ত্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদ্যবৎ॥ ১০৫

যেমন একের কৃত অন্নে অন্যের ভোগ সিদ্ধ হয়, তেমনি, বুদ্ধিকৃত কর্ম্মে অকর্ত্তৃ পুরুষেরও ভোগ হইতে পারে।

অবিবেকাদ্বা তৎসিদ্ধেঃ কর্ত্তুঃ ফলাবগমঃ॥ ১০৭

কিম্বা পুরুষের ভোগ হয় এ কথা (অবিবেক বশতঃ) উপচরিত। যে কর্ত্তা সে-ই ফলভোক্তা। পুরুষ কর্ম্ম করে সুতরাং পুরুষই ফলাফল ভোগ করে। এ অনুভবও অবিবেক বশতঃ। [বস্তুতঃ পুরুষ অকর্ত্তৃস্বভাব। বুদ্ধিই কর্ত্তৃধর্ম্মবতী। তদবিবেকে পুরুষে আরোপিত ভোগ অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। ভোগ শব্দের অর্থ সুখদুঃখানুভব।]

নোভয়ঞ্চ তত্ত্বাখ্যানে॥ ১০৭

প্রমাণের দ্বারা প্রকৃতি পুরুষের স্বরূপসাক্ষাৎকার হইলে তখন উক্ত উভয় অর্থাৎ সুখ দুঃখ ভোগ হয় না। [প্রকৃতি তখন, সে পুরুষের নিকট আপনার স্বরূপ গোপন করেন। কাজেই পুরুষ অসঙ্গ, কেবল ও ভোগাববর্জিত হন।]

বিষয়োবিষয়োপ্যতিদূরাদের্হানোপাদানাভ্যামিন্দ্রিয়স্য॥১০৮

অতিদূরত্ব ও অতিসূক্ষ্মত্ব প্রভৃতি দোষ, ইন্দ্রিয়ের হানি ও অন্য মনস্কাদি বশতঃ ইন্দ্রিয়ের ঔদাসীন্য, এই সকল কারণে বিষয়ও অবিষয় হয়। অর্থাৎ থাকিলেও তাহা জ্ঞানগোচরে আইসে না।

সৌক্ষ্ম্যাত্তদনুপলব্ধিঃ ॥ ১০৯

প্রকৃতি পুরুষ যে সহজে বোধগম্য হন না তৎপ্রতি কারণ সূক্ষ্মতা। [সূক্ষ্ম শব্দের অর্থ এ স্থলে পরিমাণে ক্ষুদ্র নহে। কিন্তু প্রত্যক্ষপ্রতিবন্ধক জাতিবিশেষ অথবা নিরবয়বদ্রব্যত্ব।]

কার্য্যদর্শনাত্তদুপলব্ধেঃ ॥ ১১০

কার্য্য দৃষ্টে তাহার অর্থাৎ প্রকৃত্যাদির উপলব্ধি হয়। [প্রকৃত্যাদি অনুমান প্রমাণে প্রমিত হয়।]

বাদিবিপ্রতিপত্তেস্তদসিদ্ধিরিতি চেৎ ? ১১১

যদি বল, কোন কোন বাদী বলেন, প্রকৃতি আবার কি! নিত্যা প্রকৃতি নাই। তাঁহাদের সেই নিষেধে নিত্যা প্রকৃতি অসিদ্ধ। তদুত্তরার্থ কপিল বলিতেছেন—

তথাপ্যেকতরদৃষ্ট্যা একতরসিদ্ধের্নাপলাপঃ ॥ ১১২

যখন কার্য্যকারণের একতর অর্থাৎ কার্য্য দেখা যায়, তখন আর তাহাতে বিপ্রতিপত্তি কি? বিপ্রতিপত্তি নাই। সেই একতরের অর্থাৎ কার্য্যের দ্বারা কোন এক কারণের অস্তিত্ব সহজেই সিদ্ধ হইবে। কেহই তাহার অপলাপ করিতে পারিবেন না।

ত্রিবিধবিরোধাপত্তেশ্চ ॥ ১১৩

কার্য্য সৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে লুক্কায়িত ছিল। এরূপ হইলেই কার্য্যের ত্রিবিধত্ব ব্যবহার থাকে অর্থাৎ ভঙ্গ হয় না। কার্য্য বা জন্মবান্ বস্তুই অতীত, অনাগত ও বিদ্যমান অর্থাৎ বর্ত্তমান সংজ্ঞার সংজ্ঞী হয়। বস্তু না থাকিলে কি অতীতত্বাদি ধর্ম্মে ব্যবহৃত হইতে পারে? ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই ত্রিবিধ ব্যবহারের অবিরোধ করণার্থ কার্য্যের পূর্ব্বাস্তিত্ব স্বীকার্য্য।

অর্থাৎ ঘট উৎপত্তির পূর্ব্বেও মৃত্তিকায় লুক্কায়িত ছিল, ইহা মানিতে হইবে।

নাসদুৎপাদোনৃশৃঙ্গবৎ ॥ ১১৪

যাহা নৃশৃঙ্গ বা খপুষ্প তুল্য অসৎ অর্থাৎ নিত্যাভাবগ্রস্ত (যাহা একেবারেই নাই, কস্মিন্ কালে বা কোনও রূপে নাই) তাহার উৎপত্তি অসম্ভব।

উপাদাননিয়মাৎ ॥ ১১৬

কার্য্য উপাদান দ্রব্যে লুক্কায়িত থাকে, তাই কার্য্য উৎপাদনার্থ উপাদান (নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য) গ্রহণের নিয়ম আছে। ঘটের জন্য মৃত্তিকা ও পটের জন্য তন্তু গ্রহণ করে, অগ্নি অথবা জল গ্রহণ করে না।

সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাসম্ভবাৎ ॥ ১১৬

সকল বস্তুতে সকল সময়ে সকল কার্য্য সম্ভব হয় না। (জন্মে না)। সুতরাং বুঝা উচিত যে, প্রত্যেক কার্য্যের নির্দ্দিষ্ট উপাদান থাকাই নিয়মিত। উপাদান নিয়ম না থাকিলে, যে সে দ্রব্যে যখন তখন যে সে জিনিষ জন্মান যাইত।

শক্তস্য শক্যকরণাৎ ॥ ১১৭

উপাদান কি? উপাদান কার্য্যশক্তিমৎ বস্তু। যে কার্য্য, কারণে (উপাদানে) শক্ত অর্থাৎ শক্তিরূপে অবস্থিত না থাকে, সে কার্য্য সেই কারণ হইতে হয় না অর্থাৎ শত শত ব্যাপার প্রয়োগেও তাহা হইতে তাহার বহিষ্কার করা যায় না।

কারণভাবাচ্চ ॥ ১১৮

কার্য্যমাত্রেই উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণভাবে থাকে। ইহাতেও বুঝা যাইতেছে যে, যাহা অত্যন্ত অসৎ তাহা জন্মগ্রহণ করে না।

ন ভাবে ভাবযোগশ্চেৎ ॥ ১১৯

বলিতে পার যে, কার্য্য যদি ভাবই হয় অর্থাৎ আছে বলিয়া অবধারণ থাকে, তাহা হইলে তাহার আবার ভাব যোগ কেন? অর্থাৎ উৎপাদন চেষ্টা কেন? যাহা আছে তাহা আবার হইবে কি!

নাঽভিব্যক্তিনিবন্ধনৌ ব্যবহারাব্যবহারৌ ॥ ১২০

সে কথা বলিতে পার না। কার্য্যোৎপত্তির ব্যবহার ও অব্যবহার অভিব্যক্তির অধীন। কার্য্য অভিব্যক্ত হইলে অর্থাৎ বর্ত্তমান অবস্থায় আসিলে তাহা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এবং অনভিব্যক্ত থাকিলে অনুৎপন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

নাশঃ কারণলয়ঃ ॥ ১২১

যেমন অভিব্যক্ত হওয়াকে উৎপত্তি, তেমনি, কারণে লয় হওয়াকে অর্থাৎ অবিভক্ত বা অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হওয়াকে নাশ বলা যায়। [অভিব্যক্তি, উৎপত্তি, বর্ত্তমানাবস্থা ও নাশ, লয়, অবিভাগাবস্থা, সমান অর্থে প্রযোজ্য।]

পারম্পর্য্যতোঽন্বেষণা বীজাঙ্কুরবৎ ॥ ১২২

বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্তে কোথাও ক্রমপরম্পরায় এবং কোথাও বা এককালীন প্রোক্ত অভিব্যক্তির তথ্য অনুসন্ধান করিবে। [ফলিতার্থ—কার্য্য মাত্রেই নিত্য। কিন্তু তাহা অবস্থার দ্বারা নশ্বর। অবস্থান্তর হইলেই তাহাতে নাশ বুদ্ধি জন্মে। বীজাঙ্কুর-প্রবাহের আদ্য সীমা প্রথম সৃষ্টির পর ক্ষণ। প্রথম সৃষ্টিতে বিনা বীজে স্রষ্টার সংকল্পে বৃক্ষ হইয়াছিল।]

উৎপত্তিবদ্বাদোষঃ ॥ ১২৩

বাদীর মতে যেমন ঘটোৎপত্তির উৎপত্তি ঘটোৎপত্তিরই

স্বরূপ, তেমনি, এতন্মতেও অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি অভিব্যক্তিরই স্বরূপ। সুতরাং অস্মদ্‌সিদ্ধান্ত নির্দ্দোষ।

হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্‌॥ ১২৪

লয় হয় অথচ কারণের অনুমাপক। এই দুই হেতুতে কার্য্য পদার্থের অন্য নাম লিঙ্গ। প্রত্যেক জন্য বস্তু লিঙ্গ। তাহার লক্ষণ এই যে, প্রত্যেক লিঙ্গই সকারণ অর্থাৎ সমূল। অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর। অব্যাপি অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী নহে। পরিছিন্ন অর্থাৎ পরিমাণে অল্প। সক্রিয় অর্থাৎ গতিযুক্ত। অনেক অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন। আশ্রিত অর্থাৎ স্বীয় অবয়বে অবস্থান করে।

আঞ্জস্যাদভেদতো বা গুণসামান্যাদেস্তৎসিদ্ধিঃ প্রধান-
ব্যপদেশাদ্বা ॥ ১২৫

লিঙ্গাপরনামা কার্য্য যে কারণ হইতে পৃথক্‌, তাহা স্থল বিশেষে অনায়াসে বোধগম্য করা যায়। অর্থাৎ তাহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। আবার কোন কোন কার্য্য গুণসামান্যের অভেদে ও কোন কোন কার্য্য প্রধান ব্যপদেশ অনুসারে কারণাতিরিক্ত-রূপে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ অনুমানের গোচর হয়।

ত্রিগুণাচেতনত্বাদি দ্বয়োঃ ॥ ১২৬

কার্য্য ও কারণ উভয় নিষ্ঠ ধর্ম্ম—ত্রিগুণত্ব ও অচেতনত্ব প্রভৃতি। কার্য্যও ত্রিগুণ ও অচেতনস্বভাব এবং কারণও ত্রিগুণ ও অচেতনস্বভাব। [আদি শব্দের দ্বারা অবিবেকিত্ব, বিষয়ত্ব ও প্রসবধর্ম্মিত্ব, এই কএকটীর গ্রহণ হইয়াছে।]

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈর্গুণানামন্যোন্যং বৈধর্ম্ম্যম্‌॥ ১২৭

প্রীতি, অপ্রীতি, বিষাদ, এই তিনের দ্বারা সত্বরজস্তমোগুণের পরস্পর বৈধর্ম্ম্য (বিরুদ্ধ ধর্ম্ম) অবধারিত হয়। প্রীতি—সত্বের স্বধর্ম্ম

কিন্তু অপর দুই গুণের বৈধর্ম্ম্য। তিনই গুণ উক্ত প্রকারে পরস্পর বিধর্ম্মী। প্রসন্নতা, লঘুত্ব, অনভিসঙ্গ, প্রীতি, তিতিক্ষা, সন্তোষ, এ সমস্তই সত্ত্বধর্ম্ম পরন্তু সংক্ষেপার্থ প্রীতি ধর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ রজঃও শৌচাদি নানা ভেদ বিশিষ্ট হইলেও সংক্ষেপার্থ অপ্রীতির (দুঃখের) উল্লেখ করা হইয়াছে। তমঃও নিদ্রা ও আলস্যাদি ভেদে অসংখ্য প্রকার।]

লঘ্বাদিধর্ম্মৈঃ সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যঞ্চ গুণানাম্ ॥ ১২৮

প্রত্যেক সত্ত্ব ব্যক্তির, প্রত্যেক রজোব্যক্তির ও প্রত্যেক তমোব্যক্তির সাধর্ম্ম্য যথাক্রমে লঘুত্বাদি, উপষ্টম্ভকত্বাদি ও গুরুত্বাদি। পরন্তু ঐ সকল রজস্তমঃসত্ত্বের ব্যুৎক্রমে বৈধর্ম্ম্য। পদার্থভেদ অনুসারে সত্ত্বাদি গুণের ভেদ বা অনেকত্ব স্বীকার করা হয়। পরন্তু জাতি লক্ষ্য করিলে সত্ত্ব এক বৈ দুই নহে। সমানের ধর্ম্ম ইত্যর্থে সাধর্ম্ম্য। সমুদায় সত্ত্বের স্বধর্ম্ম লঘুত্ব ও প্রকাশকত্ব প্রভৃতি ও তদ্দ্বয় রজঃস্তমের বিধর্ম্ম। সমুদায় রজো-গুণের স্বধর্ম্ম উপষ্টম্ভকত্ব এবং সমুদায় তমোগুণের স্বধর্ম্ম গুরুত্ব ও আবরকত্ব। উপষ্টম্ভক অর্থাৎ বৃদ্ধিহ্রাসকারক।

উভয়ান্যত্বাৎ কার্য্যত্বং মহদাদের্ঘটাদিবৎ ॥ ১২৯

মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত, এ সকল প্রকৃতি নহে, পুরুষও নহে। উভয় হইতে ভিন্ন। ভিন্ন বলিয়া ঘটপটাদির ন্যায় কার্য্য অর্থাৎ জন্মবান্ ও নশ্বর।

পরিমাণাৎ ॥ ১৩০

ঐ সকল তত্ত্ব অপরিমিত নহে, কিন্তু পরিমিত। যেহেতু পরি-মিত সেই হেতু উহারা ঘটাদির ন্যায় কার্য্য অর্থাৎ জন্য পদার্থ।

সমন্বয়াৎ ॥ ১৩১

সমন্বয়বিশিষ্ট অর্থাৎ সজাতীয় সূক্ষ্ম অংশের অনুপ্রবেশে উপচিত (বর্দ্ধিত) হয়। সে হেতুতেও ঐ সকল পদার্থ অনিত্য। অর্থাৎ জন্যবান্। [বুদ্ধিতত্ত্বও উপবাসাদির দ্বারা ক্ষীণ হয়, আবার অন্নাদির দ্বারা উপচিত হয়। নিরবয়ব পদার্থের অবয়বানুপ্রবেশ রূপ বৃদ্ধি নাই, এবং অবয়বক্ষয়রূপ হ্রাসও নাই।]

শক্তিতশ্চেতি ॥ ১৩২

এ স্থলে শক্তি শব্দে কারণ। কারণভাবও দেখা যায়। সেই হেতু মহত্তত্ত্ব হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত সমস্তই কার্য্য অর্থাৎ অনিত্য। যাহা কারণ, ভোগসমর্পক, তাহা কার্য্য অর্থাৎ সাদি, ইহা চক্ষুরাদি পদার্থের কারণভাব ও সাদিত্ব দৃষ্টে অবধারিত হইতে পারে। প্রকৃতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভোগ জন্মান না। সেই জন্য তিনি প্রোক্ত প্রকার কারণ নহেন।

তদ্ধানে প্রকৃতিঃ পুরুষো বা ॥ ১৩৩

যদি তাহা জন্য বস্তু না হয় অথচ পরিণামী হয়, তবে তাহা প্রকৃতি। অপিচ, পরিণামী না হইলে তাহা পুরুষ।

তয়োরন্যত্বে তুচ্ছত্বম্ ॥ ১৩৪

অকার্য্য অর্থাৎ অজন্য পদার্থ অথচ তাহা প্রকৃতিও নহে, পুরুষও নহে, এরূপ বলিতে গেলে তাহাকে তুচ্ছ পদার্থ (তুচ্ছ-মিথ্যা। (যেমন খ-পুষ্প) বলা হয়। অর্থাৎ নাই বলা হয়।

কার্য্যাৎ কারণানুমানং তৎসাহিত্যাৎ ॥ ১৩৫

কার্য্য মহত্তত্ত্বাদি। তাহা অবলম্বন করিয়া যে কারণের অনুমান করিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে, তাহা কার্য্যের সহিত। অভিপ্রায় এই যে, কারণ ও কার্য্য অত্যন্ত

পৃথক্ নহে। কার্য্য কারণদ্রব্যে অব্যক্তভাবে অন্তর্নিহিত থাকে; সুতরাং কার্য্যগর্ত্ত কারণই অনুমেয় হয়। যেমন প্রতিমাগর্ত্ত শিলা ও তৈলগর্ত্ত তিল।

অব্যক্তং ত্রিগুণাল্লিঙ্গাৎ ॥ ১৩৬

ত্রৈগুণ্যবিশিষ্ট মহত্তত্ত্বের দ্বারা পরম অব্যক্ত প্রধানের অনুমান সিদ্ধ হয়। [প্রধাননিষ্ঠ সুখাদি গুণ সাক্ষাৎকৃত হয় না। কিন্তু মহত্তত্ত্বনিষ্ঠ সুখাদি সাক্ষাৎকৃত হইয়া থাকে। সেই জন্য, মহত্তত্ত্বের দ্বারা পরম কারণ প্রধান অনুমিত হয়।]

তৎকার্য্যতস্তৎসিদ্ধের্নাপলাপঃ ॥ ১৩৭

কার্য্যের দ্বারাই প্রধানের (আদিকারণের) অস্তিত্বসিদ্ধি হয় সুতরাং তাহা নাই বলিবার অযোগ্য।

সামান্যেন বিবাদাভাবাৎ ধর্ম্মবৎ ন সাধনম্ ॥ ১৩৮

সামান্যভাবে বিবাদ না থাকিলে সাধনপ্রতীক্ষা থাকে না। যেমন ধর্ম্ম। [সামান্যতঃ ধর্ম্মে কাহার বিবাদ নাই সত্য; কিন্তু তাহার বিশেষ ভাবে বিবাদ আছে। কেহ বলিবেন, ইহা ধর্ম্ম, অন্যে বলিবেন, ইহাই ধর্ম্ম। সে স্থলে ধর্ম্ম সদ্ভাব প্রমাণসাপেক্ষ হইতেছে না, কিন্তু তাহার বিশেষ ভাবই প্রমাণসাপেক্ষ হইতেছে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, জগৎকারণের বিশেষ ভাবই প্রমাণসাপেক্ষ। তাহার সামান্যভাব সর্ব্বসম্মত। সুতরাং তাহা প্রমাণনিরপেক্ষ। অর্থাৎ সে অংশে প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা নাই। এইরূপ আত্মার সামান্য ভাবেও অনুমানাদি সাধনের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু তাঁহার বিশেষ ভাবে অনুমানাদি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে।]

শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্ ॥ ১৩৯

পুরুষ বা আত্মা শরীরাদির অতিরিক্ত। [প্রকৃত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত]

সংহতপরার্থত্বাৎ ॥ ১৪০

সংহত পদার্থের পরার্থতা দৃষ্টে তিনি অনুমেয়। [প্রকৃতি হইতে দেহ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই সংহত। সংহত মাত্রেই পর-ভোগ-জনক। শয্যাদি সংহত ও স্বাতিরিক্ত পদার্থের (চেতনের) ভোগ-জনক। এ শরীরও সংহত ; সে জন্য ইহা পরভোগের উপ-করণ। সে পর পুরুষ অর্থাৎ আত্মা।]

ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ ॥ ১৪১

সুখ-দুঃখ-মোহ, এই তিন গুণ। পুরুষ ইহার বিপরীত। অতীত বা সে সকলের অতিরিক্ত।

অধিষ্ঠানাচ্চেতি ॥ ১৪২

অধিষ্ঠান অর্থাৎ ভোগ্য পদার্থের সহিত ভোক্তার সংযোগ বা সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধও শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষের বোধক। সূত্রস্থ ইতি শব্দ হেতুপ্রদর্শন সমাপ্তির সূচক।

ভোক্তৃভাবাৎ ॥ ১৪৩

ভোক্তৃভাব অর্থাৎ ভোক্তৃত্ব। পৃথক্ পুরুষ থাকার প্রতি ভোক্তৃভাবও অন্যতম হেতু। অভিপ্রায় এই যে, এক ভোক্তা, অন্য সমুদায় তাহার ভোগ্য।

কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ১৪৪

কৈবল্য—কেবল হওয়া। পুরুষই কেবল, [সুখদুঃখাদিরহিত বা সুখাদিবর্জিত (মুক্ত)] হইবার জন্য প্রবৃত্ত। এ হেতুতেও পুরুষ বা আত্মা শরীরাদির অতিরিক্ত।

জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ ॥ ১৪৫

জড়ের প্রকাশ অযুক্ত। পুরুষ জড় নহে। সেজন্য তাহা প্রকাশ অর্থাৎ জড়প্রকাশক চেতন। [বৈশেষিক মতে আত্মা অপ্রকাশস্বভাব অর্থাৎ জড়। মনের সহিত সংযোগ হওয়ায় তাহাতে (আত্মায়) জ্ঞান নামক প্রকাশ উৎপন্ন হয়। কপিল বলিলেন, জড়ের প্রকাশ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। না হওয়ায় আত্মার জড়ত্ব যুক্তিবহির্ভূত।]

নির্গুণত্বাৎ ন চিদ্ধর্ম্মা ॥ ১৪৬

চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য। তাহা পুরুষের ধর্ম্ম নহে। কারণ, পুরুষ নির্গুণ (ধর্ম্ম ও গুণ সমান কথা)। বৈশেষিক মতে জ্ঞান আত্ম-গুণ; কিন্তু কপিল বলিলেন, জ্ঞান তাঁহার স্বরূপ।

শ্রুত্যা সিদ্ধস্য নাপলাপস্তৎপ্রত্যক্ষবাধাৎ ॥ ১৪৭

যে হেতু পুরুষের চিদ্রূপতা শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ হয় সেই হেতু তাহা অপলাপের অযোগ্য। অর্থাৎ তাহা নহে বলিতে পার না। পুরুষের গুণ বা ধর্ম্ম শ্রুতিবাধিত।

সুষুপ্ত্যাদ্যসাক্ষিত্বম্ ॥ ১৪৮

সুষুপ্তি, স্বপ্ন, জাগ্রৎ, পুরুষ এই তিন অবস্থার সাক্ষী। [কাযেই স্বীকার করিতে হইবেক যে, পুরুষ নির্গুণ। ঐ সকল গুণ, ধর্ম্ম বা অবস্থা, অন্তঃকরণের, পুরুষের নহে।]

জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্ ॥ ১৪৯

জন্ম, মরণ, জীবন,—স্বর্গ, নরক, মর্ত্ত্যভোগ, বন্ধ ও মুক্ত, এ সকলের ব্যবস্থা থাকায় পুরুষ বহু, এক নহে। [বেদান্তীরা একাত্মবাদী, তাহাদের মতে জন্ম মরণাদি অব্যবস্থিত হইয়া

পড়ে। আত্মা এক হইলে তন্মতে একের সুখে সকলের সুখ না হয় কেন? ইত্যাদি আপত্তি অনিবার্য্য।]

উপাধিভেদেপ্যেকস্য নানাযোগ আকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ ॥ ১৫০

আকাশ এক পরন্তু ঘটাদি উপাধি নানা অর্থাৎ অনেক। যেমন সেই অনেক উপাধির দ্বারা এক আকাশের ভেদ অর্থাৎ নানাত্ব কল্পিত হইয়া থাকে, (ঘটাকাশ প্রভৃতি), তেমনি, নানা দেহাদির দ্বারা একাদ্বয় আত্মার নানাত্ব কল্পিত বলিতে গেলে কদাচ জন্ম মৃত্যু প্রভৃতির ব্যবস্থা উপপন্ন হইবে না।

উপাধির্ভিদ্যতে ন তু তদ্বান্ ॥ ১৫১

উপাধি অনেক সত্য; কিন্তু উপহিত অনেক নহে। ইহা তথ্যভূত হইলেও বিশেষণের অনুরোধে বিশিষ্টের ভিন্নতা ও তদনুসারী বিশেষ্যের নানাত্ব স্বীকার করা যায়। অস্বীকার করিলে বন্ধ মোক্ষ অব্যবস্থিত হইয়া পড়ে।

এবমেকত্বেন পরিবর্ত্তমানস্য ন বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসঃ ॥ ১৫২

একাদ্বয় আত্মা উক্ত রীতিতে সর্ব্বত্র বিরাজমান। একথা তথ্যভূত হইলে অবশ্যই তাঁহাতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাস, তাহার অসমীচীনতা ও তৎপ্রযুক্ত সুখ দুঃখ, জন্ম মরণ, বন্ধ মোক্ষ, এ সকল এক সময়ে এক বস্তুতে থাকা বা হওয়া অসিদ্ধ হইবে। ফলিতার্থ—একত্মাবাদ অযৌক্তিক ও অগ্রাহ্য।

অন্যধর্ম্মত্বেপি নারোপাত্তৎসিদ্ধিরেকত্বাৎ ॥ ১৫৩

সুখদুঃখাদি অন্যের অর্থাৎ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, পুরুষে তাহা আরোপিত হয়, এ ব্যবস্থাও সিদ্ধ বা সত্য হইবার নহে। কারণ, তন্মতে পুরুষ এক। এক আধারে সেই সেই বহুর আরোপ অসম্ভব।

নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধোজাতিপরত্বাৎ ॥ ১৫৪

"সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল এক আত্মা ছিল" ইত্যাদি শ্রুতি জাতি-তাৎপর্য্যে কথিত হইয়াছে। সেভাবে নানাবাদ শ্রুতির অবিরোধী। [সকল আত্মাই সমান, একরূপ, এই অভিপ্রায়ে উক্ত এক শব্দের প্রয়োগ। অখণ্ড অভিপ্রায়ে নহে।]

বিদিতবন্ধকারণস্য দৃষ্ট্যাঽতদ্রূপম্ ॥ ১৫৫

বন্ধনের কারণ অবিবেক। তাহা যাহাদের বিদিত অর্থাৎ বিজ্ঞাত, তাদৃশ পুরুষের দর্শনে (জ্ঞানে) পুরুষের একরূপতা ভাসমান হয়। ভাবার্থ এই যে, অজ্ঞ লোক ভ্রান্তি বশতঃ আত্মার একরূপতা বোধগম্য করিতে পারে না।

নান্ধাঽদৃষ্ট্যা চক্ষুষ্মতামনুপলম্ভঃ ॥ ১৫৬

অন্ধ দেখে না, তাই বলিয়া চক্ষুষ্মান্‌ও দেখিবে না, এরূপ হয় না। অজ্ঞ বা অবিবেকী, আত্মগণের একরূপতা অনুভব করিতে না পারিলেও জ্ঞানী বা বিবেকী তাহা অনুভব করেন। অতএব, অখণ্ডাদ্বৈত ভ্রান্তদৃষ্ট।

বামদেবাদির্মুক্তো নাদ্বৈতম্ ॥ ১৫৭

বামদেব প্রভৃতি ঋষি মুক্ত হইয়াছেন এবং সেই সেই মুক্তাত্মা অমর। এ সংবাদ সত্য হইলে অবশ্যই অখণ্ডাদ্বৈত অসত্য হইবে। আমরা বদ্ধ, এ অনুভব সমুদায় অমুক্ত জীবে বিরাজিত। ইহাতেও বুঝা যায় যে, আত্মা অখণ্ড এক নহে। আত্মা অসংখ্য; পরন্তু সকল আত্মা তুল্যরূপী ও তুল্যস্বভাব। শ্রুতি তদ্রূপ অদ্বৈতই বলিয়াছেন, খণ্ডাদ্বৈত বলেন নাই।

অনাদাবদ্য যাবদভাবাৎ ভবিষ্যদপ্যেবম্ ॥ ১৫৮

কাল অনাদি। অনাদি কালের আজ পর্য্যন্ত কেহ মুক্ত হয়

নাই, এ কথা বলিলে আমরা বলিব, ভবিষ্যতেও কেহ মুক্ত হইবে না। মোক্ষ শূন্যসম, তল্লাভার্থ যত্ন করা বৃথা।

ইদানীমিব সর্ব্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ॥ ১৫৯

যেমন এই বিদ্যমান সময়ে আত্যন্তিক বন্ধনচ্ছেদ (সমুদয় আত্মার পরম মোক্ষ) দৃষ্ট হয় না, এইরূপ, সকল কালে জানিবে। কোন পুরুষ মুক্ত ও কোন পুরুষ অমুক্ত (সংসারী) দৃষ্ট হয়। সুতরাং অখণ্ডাদ্বৈত অযৌক্তিক।

ব্যাবৃত্তোভয়রূপঃ॥ ১৬০

পুরুষ (আত্মা) মোক্ষকালে একরূপ, সংসারকালে অন্যরূপ, তাহা নহে। ইনি বস্তুতঃই সকল কালে ব্যাবৃত্তোভয়রূপ। অর্থাৎ একরূপ। [যাহাতে রূপ ভেদ নিবৃত্ত আছে তাহা ব্যাবৃত্তোভয়রূপ।]

সাক্ষাৎসম্বন্ধাৎ সাক্ষিত্বম্॥ ১৬১

শ্রুতি যে পুরুষকে "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" সাক্ষী বা সাক্ষাৎ দ্রষ্টা বলিয়াছেন, সে কথা সাক্ষাৎসম্বন্ধমূলক, পরিণাম মূলক নহে। ইনিই বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী বা দ্রষ্টা।]

নিত্যমুক্তত্বম্॥ ১৬২

পুরুষ নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সকল কালেই নির্দুঃখ। দুঃখাদি বুদ্ধির বিকার। সে জন্য সে সকল পুরুষে অনুৎপন্ন। সে সকল পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয় মাত্র। প্রতিবিম্বিত হওয়াই ভোগ এবং তাহারই নিবৃত্তি প্রার্থনীয়।

ঔদাসীন্যঞ্চেতি॥ ১৬৩

ঔদাসীন্য অর্থাৎ অকর্তৃত্ব। পুরুষ কিছু করেন না।

ইহাতে কার্য্যপ্রযোজক কৃতির (প্রযত্নের) ও ইচ্ছাদির অভাব আছে। সে সকল বুদ্ধিনিষ্ঠ, পুরুষনিষ্ঠ নহে।

উপরাগাৎ কর্ত্তৃত্বং চিৎসান্নিধ্যাচ্চিৎসান্নিধ্যাৎ॥ ১৬৪

বুদ্ধির উপরাগে পুরুষের কর্ত্তৃত্ব এবং চৈতন্যের প্রতিচ্ছায়ায় বুদ্ধির চিদ্ভাব প্রতীত হইয়া থাকে। বাস্তব পক্ষে পুরুষ অকর্ত্তৃস্বভাব ও বুদ্ধি অচেতনস্বভাব হইলেও পরস্পর বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাব প্রাপ্তে পরস্পরের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।



দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিমুক্তমোক্ষার্থং স্বার্থং বা প্রধানস্য ॥ ১

মুক্তস্বভাব (নির্দুঃখ স্বভাব) পুরুষে মিথ্যা দুঃখসম্বন্ধ না থাকে অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ দুঃখাদি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইবে না, সেই উদ্দেশে অথবা আপনাতে দুঃখাদি বিকার উৎপন্ন হইবে না, বিনিবৃত্ত থাকিবে, এই উদ্দেশে প্রধানের অর্থাৎ প্রকৃতির জগৎ কর্তৃত্ব সংঘটিত হইয়াছে। পরিষ্কার কথা এই যে, নির্দুঃখ আত্মার প্রকৃতিপ্রতিবিম্বপ্রভব দুঃখসম্বন্ধ নিবৃত্তি করাই সৃষ্টির প্রয়োজন। এতন্মতে প্রকৃতিই জগৎকর্ত্রী, পুরুষ উদাসীন।

বিরক্তস্য তৎসিদ্ধেঃ ॥ ২

এক সৃষ্টিতে অর্থাৎ এক জন্মে পুরুষের মোক্ষ (প্রতিবিম্বরূপ দুঃখের নিবৃত্তি) হয় না। বার বার বহুবার জন্ম, মরণ, আধি, ব্যাধি, ভোগ করিয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখ অনুভব করিয়া, যখন যৎপরোনাস্তি বৈরাগ্য জন্মে, তখন সেই বিরক্ত পুরুষ বিবেক জ্ঞান লাভ করিয়া পরিমুক্ত হন।

ন শ্রবণমাত্রাত্তৎসিদ্ধিরনাদিবাসনায়া বলবত্ত্বাৎ ॥ ৩

শাস্ত্র শ্রবণ করিলেই বৈরাগ্য জন্মে, তাহা নহে। অর্থাৎ জন্মে না। কেননা, অনাদি বাসনা (সংসার ভোগের সংস্কার) বলবতী। [জন্ম জন্ম পুণ্য অর্জ্জন করিতে পারিলে তবে শাস্ত্রবিহিত উপযুক্ত শ্রবণ ঘটনা হয়। শ্রবণের ফল বিবেকসাক্ষাৎকার। তাহা ইচ্ছানুরূপ শীঘ্র হইবার নহে। অনাদি-মিথ্যা-সংস্কার তাহার প্রতিবন্ধক। যোগনিষ্ঠ হইতে পারিলে বাসনা-

ছেদ হইতে পারে বটে ; কিন্তু যোগের প্রতিবন্ধক অনেক। এই সকল কারণে বহু জন্মের পর বৈরাগ্য ও মোক্ষ হয়।]

বহুভৃত্যবদ্বা প্রত্যেকম্ ॥ ৪

যেমন এক ব্যক্তির অনেক ভৃত্য থাকে, তেমনি সত্ত্বাদি গুণেরও প্রত্যেকের বহু মোচনীয় আছে। সেইজন্য কতিপয় পুরুষ মুক্ত হইলেও অবশিষ্টের বিমোচনার্থ সৃষ্টি থাকে এবং সেইজন্য ইহা প্রবাহাকারে অবস্থিত থাকে।

প্রকৃতিবাস্তবে চ পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ ॥ ৫

সৃষ্টিশক্তি প্রকৃতির, ইহা সত্য ও প্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং পুরুষের কর্তৃত্ব অধ্যস্ত বা আরোপিত।

কার্য্যতস্তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৬

যাহা যাহা জন্মে তাহা তাহাই কার্য্য। কার্য্যমাত্রেই অর্থ-ক্রিয়াকারী। (যেমন ঘটের অর্থক্রিয়া জল আহরণ)। অর্থাৎ ব্যবহার নির্ব্বাহক। তাহা যখন বাস্তব বা সত্য তখন তন্মূল প্রধান ও তাহার স্রষ্টৃত্ব উভয়ই বাস্তব বা সত্য।

চেতনোদ্দেশান্নিয়মঃ কণ্টকমোক্ষবৎ ॥ ৭

চেতনের অর্থাৎ অভিজ্ঞের উদ্দেশ থাকায় কণ্টক মোক্ষণের দৃষ্টান্তে বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা নির্ণীত হয়। [একই কণ্টক ; পরন্তু যে অভিজ্ঞ সে তাহা হইতে পরিত্রাণ পায়, মুক্তিলাভ করে। যে অনভিজ্ঞ সে পরিত্রাণ পায় না ; প্রত্যুত তদ্বেধজনিত দুঃখই পায়। এতদ্দৃষ্টান্তে প্রকৃতিও অনভিজ্ঞের নিকট দুঃখ-দায়িনী হন।]

অন্যযোগেপি তৎসিদ্ধির্নাঞ্জস্যেনায়োদাহবৎ ॥ ৮

প্রকৃতিসংযোগ আছে, তাই বলিয়া পুরুষের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব

স্বীকার্য্য হইবে না। পুরুষের কর্তৃত্ব লৌহ-দাহের অনুরূপ আরোপিত। [লৌহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছুমাত্র দগ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই। পরন্তু অগ্নিসংযোগ হইলে তাহাতে দাহিকাশক্তি আগমন করে। পুরুষের প্রকৃতিসংযোগনিবন্ধন কর্তৃত্বও সেই প্রকারে আরোপিত হইয়া থাকে।]

রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ ॥ ৯

রাগকালে সৃষ্টি ও সংহার এবং বিরাগকালে যোগ অর্থাৎ কেবলীভাব। কেবলীভাব, স্বরূপে অবস্থিতি, মোক্ষ, এ সকল সমান কথা।

মহদাদিক্রমেণ পঞ্চভূতানাম্ ॥ ১০

প্রকৃতি হইতে ক্রমে ক্রমে মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্রাপঞ্চক ও ভূতপঞ্চক সৃষ্ট হইয়াছে। সে সকল বদরমুষ্টি প্রক্ষেপ ন্যায়ে এক কালে সৃষ্ট হয় নাই, পরিণামক্রমে পর পর হইয়াছে।

আত্মার্থত্বাৎ সৃষ্টেনৈর্ষামাত্মার্থ আরম্ভঃ ॥ ১১

মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি আত্মার মুক্তির নিমিত্ত। নিজ মুক্তির নিমিত্ত নহে। মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সকলেই নশ্বর সেজন্য তাহাদের মুক্তি অপ্রয়োজনীয়।

দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ ॥ ১২

দিক্ ও কাল আকাশাদি হইতে সমুৎপন্ন। [অনাদিনিধন কাল ও দিক্ প্রকৃতিরই স্বরূপ। সেইজন্য নিত্য দিক্ ও নিত্য কাল বিভু। অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। খণ্ড কাল ও খণ্ড দিক্ আকাশ-মূলক অর্থাৎ সেই সেই উপাধি যোগে আকাশে সমুৎপন্ন।

অধ্যবসায়োবুদ্ধিঃ ॥ ১৩

মহত্তত্ত্বের অপর নাম বুদ্ধি। যাহা বুদ্ধির অধ্যবসায় অর্থাৎ

নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, তাহা বুদ্ধিও প্রকৃতির প্রথম পরিণাম। বুদ্ধি আপনি ছাড়া যে কিছু, সমস্তই ক্রোড়ীকৃত করে। ইহার ক্ষমতাও অত্যধিক, সেই কারণে বুদ্ধির নাম মহান্‌। *

তৎকার্য্যং ধর্ম্মাদিঃ ॥ ১৪

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, (যোগশাস্ত্রোক্ত ক্ষমতা বিশেষ) এই ৪টী বুদ্ধির কার্য্য। অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ। উহা সত্ত্বগুণের উৎকর্ষে অভিব্যক্ত হয়।

মহদুপরাগাদ্বিপরীতম্‌ ॥ ১৫

মহত্তত্ত্ব নামক বুদ্ধি যখন স্বনিষ্ঠ রজোগুণে অথবা তমোগুণে কলুষিত হয় তখন সে উক্তবিপরীত অর্থাৎ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য প্রসব করে।

অভিমানোঽহঙ্কারঃ ॥ ১৬

যে অভিমান সেই অহঙ্কার। ইহা দ্বিতীয় তত্ত্ব। অহঙ্কার শব্দ কুম্ভকার শব্দের স্থায় যৌগিক। কুম্ভ+কৃ+অন্‌। এই দ্বিতীয় তত্ত্বই অহং=আমি ইত্যাকারা বৃত্তি প্রসব করে। এই বৃত্তি অভিমান নামে প্রসিদ্ধ। বুদ্ধি নিশ্চয় করে, পরে তাহাতে অহঙ্কার মমকার জন্মে। সেই জন্য মহত্তত্ত্বের পর অহঙ্কার তত্ত্ব। যদিও অন্তঃকরণ-দ্রব্য এক; তথাপি, তাহাতে পর পর কারণ-কার্য্য-ভাবে দ্বিবিধা বৃত্তি জন্মে বলিয়া অর্থাৎ উক্ত দ্বিপ্রকার পরিণাম হয় বলিয়া তাহা দুই তত্ত্ব বলিয়া গণ্য।

---

* ন্যায় ও বৈশেষিক মতে দিক্‌ ও কাল নিত্য অর্থাৎ অনুৎপন্ন পদার্থ। [illegible]তন্মতেও খণ্ড দিক্‌ ও খণ্ড কাল অনিত্য ও আকাশে কল্পিত। এটী ১২ [illegible]ত্রের টীকা। ভ্রমবশতঃ ১৩ সূত্রে পড়িয়াছে।

যেমন একই বীজ বীজ, অঙ্কুর ও বৃক্ষ, এই তিন ভেদ বিশিষ্ট, তেমনি, অন্তঃকরণও মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব এই দ্বিভেদ বিশিষ্ট।

একাদশ পঞ্চতন্মাত্রং তৎকার্য্যম্ ॥ ১৭

একাদশ ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫, কর্ম্মেন্দ্রিয় ৫, মন ১) ও তন্মাত্রা পাঁচ অহঙ্কারতত্ত্বপ্রসূত। [আমি অমুক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অমুক রূপ উপভোগ করিব এবং অমুক আমার সুখসাধন বা সুখের উপকরণ, এবম্বিধ গাঢ় অভিমানের (ইহা হিরণ্যগর্ভের অভিমান) বলে প্রাথমিক সৃষ্টিতে ইন্দ্রিয় সমূহের বিভাগ ও সে সকলের বিষয় (শব্দতন্মাত্রাদি) জন্মিয়াছিল। সুতরাং অহঙ্কার তত্ত্বই ইন্দ্রিয়াদি উৎপত্তির হেতু। লোকেও দেখা যায়, ভোগাভিমানীরা রাগ বশতঃ ভোগের উপকরণ প্রস্তুত করিয়া লয়।]

সাত্ত্বিকমেকাদশকং প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ ॥ ১৮

যাহার দ্বারা একাদশ পূর্ণ হয় তাহা একাদশক। একাদশক অর্থাৎ মন। মন বৈকৃত অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে (অহঙ্কার দ্রব্যের সাত্ত্বিকাংশ হইতে) জন্মলাভ করিয়াছে। বুঝিতে হইবে যে, রাজস অহঙ্কার হইতে ১০ ইন্দ্রিয় ও তামস অহঙ্কার হইতে পাঁচ প্রকার তন্মাত্রা সৃষ্ট হইয়াছিল।

কর্ম্মেন্দ্রিয়বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈরান্তরমেকাদশকম্ ॥ ১৯

কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ, বুদ্ধীন্দ্রিয় পাঁচ, এবং উভয়াত্মক ইন্দ্রিয় মন এক। এই একাদশ।

আহঙ্কারিকত্বশ্রুতের্ন ভৌতিকানি ॥ ২০

শ্রুতি বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয় সকল অহঙ্কারমূলক। সুতরাং ভূত প্রভব নহে। (এই বিষয়টী বহু বিস্তারে বলা হইয়াছে।)

দেবতালয়শ্রুতি র্নারম্ভকস্য ॥ ২১

"অগ্নিং বাক্ অপ্যেতি।" বাগিন্দ্রিয় অগ্নিতে লয় প্রাপ্ত হয়। ইত্যাদিবিধ শ্রুতি আছে সত্য; পরন্তু সে সকল শ্রুতি উৎপত্তিতাৎপর্য্যে অভিহিত নহে। [একটা নিয়ম আছে যে, যাহা যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয় তাহা তাহার জনক। সে নিয়ম এখানে নহে। মৃত্তিকা জলের অজনক হইলেও জল তাহাতে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।]

তদুৎপত্তিশ্রুতের্বিনাশদর্শনাচ্চ ॥ ২২

শ্রুতিতে সমুদায় ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি শ্রবণ আছে, এবং তাহাদের বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ অনিত্য।

অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে ॥ ২৩

কোন ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। ইন্দ্রিয়মাত্রেই অনুমেয়। যাহারা ভ্রান্ত, তাহারাই ইন্দ্রিয়াধারকে ইন্দ্রিয় বলে।

শক্তিভেদেপি ভেদসিদ্ধৌ নৈকত্বম্ ॥ ২৪

ইন্দ্রিয় এক; কিন্তু তাহার শক্তি নানা, এরূপ বলিলেও ইন্দ্রিয় বহুত্ব স্বীকার করা হয়।

ন কল্পনাবিরোধঃ প্রমাণদৃষ্টস্য ॥ ২৫

অহঙ্কার দ্রব্য এক হইলেও তাহা হইতে দ্বিবিধ কার্য্য উৎপন্ন হওয়া অযৌক্তিক নহে। যাহা শ্রুতি প্রমাণে ও অনুভূতি প্রমাণে পাওয়া যায় তাহার বিরোধাশঙ্কা অলীক।

উভয়াত্মকং মনঃ ॥ ২৬

মন উভয়রূপী। জ্ঞানেন্দ্রিয় বটে; কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বটে। ইহার বিস্তৃত * বিবরণ বলা হইয়াছে।

* ন্যায় ও বৈশেষিক বলেন, মন নিত্য পদার্থ। কিন্তু কপিলের মতে মনও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় অনিত্য।

গুণপরিণামভেদান্নানাত্বমবস্থাবৎ ॥ ২৭

সত্ত্বাদি গুণ ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও সামর্থ্যে পরিণত হয়। সেই কারণে অবস্থার দৃষ্টান্তে অদ্বয় মনের বৈবিধ্য বলা হইল। [একই মনুষ্য সঙ্গগুণে নানা প্রকার নাম ভজনা করে। কামিনী সঙ্গে কামুক, বিরক্তসংসর্গে বিরাগী। সেইরূপ, মনও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যোগে জ্ঞানেন্দ্রিয়।]

রূপাদিরসমলান্ত উভয়োঃ ।। ২৮

রস = অন্নরস। তাহার মল মূত্র পুরীষ। রূপ হইতে মল পর্য্যন্ত যথাক্রমে ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়। যে ইন্দ্রিয়ের যে বিষয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

দ্রষ্টৃত্বাদিরাত্মনঃ করণত্বমিন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ২৯

দ্রষ্টৃত্ব ও বক্তৃত্ব প্রভৃতি আত্মায় উপচরিত ও ইন্দ্রিয়গণ সেই সেই বিষয়ের করণ। অর্থাৎ দ্বারস্বরূপ। আত্মা চক্ষুর্দ্বারা দেখেন, কর্ণের দ্বারা শুনেন, বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা বলেন।

ত্রয়াণাং স্বালক্ষণ্যম্ ॥ ৩০

মহৎ, অহঙ্কার, মন, এই তিনের নিজ নিজ লক্ষণ অর্থাৎ অসাধারণী বৃত্তি (এক একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য) আছে। বুদ্ধির অধ্যবসায়, অহঙ্কারের অভিমান, এবং মনের সঙ্কল্প বিকল্প।

সামান্তকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ ॥ ৩১

দেহসঞ্চারী প্রাণ অপান প্রভৃতি পাঁচ বায়ু ইন্দ্রিয়গণের সাধারণী বৃত্তি। এ বিষয়টীও বহু বিস্তারে বলা হইয়াছে।

ক্রমশোঽক্রমশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ ॥ ৩২

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ক্রমে ও অক্রমে (যুগপৎ ও এক সময়ে

উভয় প্রকারে বৃত্তিমান্) হয়। অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় কার্য্য করে। এ কথাও বিশদ রূপে বলা হইয়াছে।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ ॥ ৩৩

ক্লিষ্ট হউক আর অক্লিষ্ট হউক, মনোবৃত্তি পাঁচ প্রকারের অধিক নহে। [প্রমাণ বৃত্তি, বিপর্য্যয় বৃত্তি, বিকল্প বৃত্তি, নিদ্রা বৃত্তি, ও স্মৃতি। পাতঞ্জল দর্শনে এ সকল উত্তমরূপে প্রদর্শিত ও বিচারিত হইয়াছে।]

তন্নিবৃত্তাবুপশান্তোপরাগঃ স্বস্থঃ ॥ ৩৪

ঐ সকল বৃত্তির নিবৃত্তি বা নিরোধ হইলেই পুরুষ উপরাগ-শূন্য হওয়ায় স্বস্থ হন। [অন্তঃকরণে ও আন্তঃকরণিক ধর্ম্মে অসঙ্গ অনধ্যস্ত বা অপ্রতিবিম্বিত হওয়া ও উপরাগশূন্য হওয়া তুল্যার্থ। স্বস্থ হওয়া, কেবল হওয়া, স্বরূপপ্রাপ্ত ও মুক্ত সমান।

কুসুমবচ্চ মণিঃ ॥ ৩৫

যেমন জপা পুষ্প সরাইয়া লইলে স্ফটিক মণি রাগশূন্য ও স্বরূপ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ। স্ফটিক পক্ষে রাগ = রক্তবর্ণ।

পুরুষার্থং করণোদ্ভবোপ্যদৃষ্টোল্লাসাৎ ॥ ৩৬

যেমন পুরুষবিমোক্ষার্থ প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রবৃত্তি তেমনি শুভাশুভ অদৃষ্টের উল্লাসে (অভিব্যক্তিনিবন্ধন) করণ গ্রামের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের উদ্ভব অর্থাৎ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অদৃষ্ট বুদ্ধিনিষ্ঠ, এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

ধেনুবৎ বৎসায় ॥ ৩৭

নবপ্রসূতা গাভী নিজেই বৎসের নিমিত্ত দুগ্ধ প্রস্রবণ করে, তাহাতে অপরের প্রতীক্ষা থাকে না। সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণও পুরুষের নিমিত্ত নিজ নিজ স্বভাবে বিষয়প্রবৃত্তর হয়। ইহার

দৃষ্টান্ত সুষুপ্তি হইতে বুদ্ধির উত্থান। আপনা আপনি ঘুম ভাঙ্গে, কাহাকে ভাঙ্গাইতে হয় না।

করণং ত্রয়োদশবিধমবান্তরভেদাৎ ॥ ৩৮

অবান্তর ভেদ অনুসারে করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ১৩। অন্তঃকরণ ৩ ও বাহ্যকরণ ১০।

ইন্দ্রিয়েষু সাধকতমত্বগুণযোগাৎ কুঠারবৎ ॥ ৩৯

যেমন কুঠার ছেদন ক্রিয়ার সাধকতম (নিকট উপায়) বলিয়া করণ, তেমনি, ইন্দ্রিয়গণও পুরুষের ভোগ মোক্ষের সাধকতম (নিকট উপায়) বলিয়া করণ।

দ্বয়োঃ প্রধানং মনোভৃত্যবল্লোকবর্গেষু ॥ ৪০

যেমন অনেক ভৃত্য থাকিলেও তন্মধ্যে এক জন প্রধান থাকে, তেমনি, করণ অনেক থাকিলেও তন্মধ্যে মন সর্ব্বপ্রধান। কেননা, মনই পুরুষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থ সমর্পণ করে।

অব্যভিচারাৎ ॥ ৪১

অপিচ, কুত্রাপি মনের ব্যভিচার (না থাকা) দৃষ্ট হয় না।

তথাশেষসংস্কারাধারত্বাৎ ॥ ৪২

মন অর্থাৎ বুদ্ধি নিখিল কার্য্যসংস্কারের আধার।

স্মৃত্যানুমানাচ্চ ॥ ৪৩

অপিচ, তাহা স্মৃতিবৃত্তির অর্থাৎ চিন্তনরূপা বৃত্তির প্রাধান্য দৃষ্টে অনুমান সিদ্ধ। ধ্যাননাম্নী চিন্তাবৃত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং তাহার প্রভাবও অপ্রমেয়।

সম্ভবেন্ন স্বতঃ ॥ ৪৪

চিন্তাবৃত্তিও পুরুষের নহে। অর্থাৎ তাহাও বুদ্ধিরূপ আধারে উত্থিতা হয়। অথবা এরূপ ব্যাখ্যা করিতেও পার। বুদ্ধি

বা মন স্বতঃ অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ছাড়িয়া, রূপনিশ্চয়াদি কার্য্যে সমর্থ নহে।

আপেক্ষিকোগুণপ্রধানভাবঃ ক্রিয়াবিশেষাৎ ॥ ৪৫

ক্রিয়া বা কার্য্য অনুসারে ইন্দ্রিয়গণের গুণ-প্রধান-ভাব অবধারণ করিবে। [যথা—চক্ষুরাদির ব্যাপারে মন প্রধান ও চক্ষু তাহার গুণ (উপকারক)। মনের ব্যাপারে অহঙ্কারের প্রাধান্য এবং অহঙ্কারের ব্যাপারে বুদ্ধির প্রাধান্য।]

তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্বাত্তদর্থমভিচেষ্টা লোকবৎ ॥ ৪৬

যে পুরুষের যে ইন্দ্রিয়, সে ইন্দ্রিয় সেই পুরুষকর্ত্তৃক অর্জিত। অর্থাৎ সে সেই পুরুষের অদৃষ্টের প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সেই কারণে সেই ইন্দ্রিয় সেই পুরুষের ভোগ মোক্ষার্থ সচেষ্টিত হয়, অন্য পুরুষের প্রতি উদাসীন থাকে। লৌকিক করণ অর্থাৎ কুঠারাদি অস্ত্র, তাহাও ঐ নিয়মের অধীন।

সমানকর্ম্মযোগেপি বুদ্ধেঃ প্রাধান্যং লোকবল্লোকবৎ ॥ ৪৭

সমুদায় ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার পুরুষার্থসাধকত্বরূপে সমান হইলেও বুদ্ধির প্রাধান্য অঙ্গীকর্ত্তব্য। সকল ভৃত্যই রাজার কার্য্য করে সত্য; পরন্তু মন্ত্রীর প্রাধান্য অব্যাহত থাকিতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ ॥ ১

অবিশেষ হইতে অর্থাৎ তন্মাত্রা নামক পাঁচ সূক্ষ্ম ভূত হইতে বিশেষের অর্থাৎ স্থূল ভূত পঞ্চকের আরম্ভ (উৎপত্তি) হয়।

তস্মাচ্ছরীরস্য ॥ ২

সেই পাঁচ প্রকার স্থূল ভূত হইতে শরীর জন্মিয়াছে।

তদ্বীজাৎ সংসৃতিঃ ॥ ৩

ফলতঃ, শরীরের বীজ ২৩ তত্ত্ব এবং তন্নিবন্ধন সংসার। [সংসার শব্দের অর্থ জন্ম মরণ, যাওয়া আসা। কূটস্থ নির্ব্বিকার বিভু আত্মার গত্যাগতি অসম্ভব। উপাধির গতি ও আগতি তাঁহাতে উপচরিত হয়। পুরুষ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে অবস্থিত হইয়া কৃত কর্ম্মের ফলভোগার্থ সেই সেই প্রকারে দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করেন।]

আবিবেকাচ্চ প্রবর্ত্তনমবিশেষাণাম্ ॥ ৪

কি ঈশ্বর, কি অনীশ্বর, পুরুষ মাত্রেই বিবেক সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত সংসারী থাকেন। বিবেকের পর মোক্ষ।

উপভোগাদিতরস্য ॥ ৫

ইতর অর্থাৎ অবিবেকী স্বকৃতকর্ম্মফল উপভোগার্থ সংসার-নিমগ্ন থাকে। তাহা তাহার অপরিহার্য্য।

সম্প্রতি পরিমুক্তোদ্বাভ্যাম্ ॥ ৬

সংসরণ কালেও দ্বন্দ্বমুক্ত থাকেন। অর্থাৎ পরমার্থ পক্ষে

পুরুষের শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব জনিত সুখ দুঃখ থাকে না। না থাকিলেও সংসার কালে তাহার আরোপ হইয়া থাকে।

মাতাপিতৃজং স্থূলং প্রায়শ ইতরন্ন তথা ॥ ৭

এই স্থূল শরীর প্রায়ই পিতৃমাতৃজাত। সূক্ষ্ম শরীর সেরূপ নহে। দ্রোণ, দ্রৌপদী ও সীতা প্রভৃতি অযোনিপ্রভব; অথচ তাহারা স্থূলশরীরী। সেই কারণে প্রায়ঃপদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোৎপত্তেস্তৎকার্য্যত্বং ভোগাদেকস্য নেতরস্য ॥ ৮

পূর্ব্বে অর্থাৎ সৃষ্টিকালে লিঙ্গ শরীর উৎপন্ন হয়। তখন স্থূলশরীর সৃষ্ট হয় না। সুতরাং সুখ দুঃখ লিঙ্গ শরীরেরই কার্য্য, স্থূল শরীরের নহে। সুখদুঃখভোগ লিঙ্গ শরীরেই হয়, ইতর শরীরে অর্থাৎ স্থূলশরীরে নহে। [আগে লিঙ্গ শরীর পরে তদুপরি স্থূল শরীর। যখন স্থূল শরীর সৃষ্ট হয় নাই তখন লিঙ্গ শরীরেই ভোগ প্রবর্ত্তমান ছিল; এবং এখনও তাহা বা সেই নিয়ম চলিতেছে। সেই কারণে মৃতদেহ লিঙ্গপরিশূন্য হওয়ায় সুখদুঃখবর্জিত হয়।]

সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্ ॥ ৯

লিঙ্গ শরীর সপ্তদশাবয়ব। [প্রথমে ইহা এক ছিল। প্রথমে ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ জন্মেন। ব্রহ্মা সেই এক অখণ্ড লিঙ্গের এখানকার হিসাবে সমষ্টি শরীরের অহমভিমানধারী আত্মা। *

* ১১ ইন্দ্রিয়, ৫ তন্মাত্রা ও ১ বুদ্ধি। এই ১৭। অহঙ্কার বুদ্ধিরই অন্তর্গত। প্রাণও ইহার অন্তর্গত আছে। লিঙ্গ দেহ বুদ্ধিপ্রধান; সেই জন্য লিঙ্গ দেহে ভোগ হয়। সপ্তদশ এ এক অর্থাৎ অষ্টাদশ, এরূপ অর্থ নহে। জীবসাধারণের কর্ম্মসাধারণের প্রভাবে প্রথমে সমষ্টি সৃষ্টি হইয়াছিল। পরে তাহাদের কর্ম্মবিশেষে ব্যষ্টি সৃষ্ট হইয়াছে।

ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ ॥ ১০

পরে অন্যান্য জীবের কর্ম্মের (অদৃষ্টের) বলে তাহা অংশে অংশে ভিন্ন হইয়া অনেক অর্থাৎ অসংখ্য হইয়াছে। [যেমন এক পিতৃলিঙ্গশরীর হইতে অনেক পুত্র কন্যাদির লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হয় সেইরূপ।] *

তদধিষ্ঠানাশ্রয়ে দেহে তদ্বাদাত্তদ্বাদঃ ॥ ১১

লিঙ্গ শরীরের অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় সূক্ষ্ম ভূত এবং তাহার আশ্রয় এই ষাট্‌কৌষিক স্থূল। প্রকৃত পক্ষ দেখিতে গেলে সূক্ষ্ম দেহই দেহ; পরন্তু তাহা ষাট্‌কৌষিক স্থূলে অবস্থিত থাকে বলিয়া ষাট্‌কৌষিক স্থূলও দেহ আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

ন স্বাতন্ত্র্যাত্তদৃতে চ্ছায়াবচ্চিত্রবচ্চ ॥ ১২

ছায়া অথবা চিত্র যেমন আধারপরিশূন্য হয় না বা থাকে না, তেমনি, লিঙ্গদেহও নিরাধার বা নিরাশ্রয় নহে। তাহারও অধিষ্ঠান বা আশ্রয় আছে। তাহা সূক্ষ্মভূতের অবস্থাবিশেষ।

মূর্ত্তত্বেপি ন সঙ্ঘাতযোগাৎ তরণিবৎ ॥ ১৩

লিঙ্গ শরীর শরীর বলিয়া মূর্ত্ত বটে; পরন্তু তাহা অসঙ্গ ও স্বতন্ত্র অবস্থান করে না। তাহা সূর্য্যকিরণের ন্যায় সঙ্ঘাত অবলম্বনে অবস্থান করে। সূর্য্যকিরণ কেন? তেজঃপদার্থ মাত্রেই পার্থিব দ্রব্যাদিতে সম্বদ্ধ হইয়া অবস্থান করে। [লিঙ্গ শরীর সত্ত্বপ্রকাশময় বলিয়া ভূতসঙ্গী অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতাশ্রয়ী।]

* যেহেতু বিভিন্ন পুরুষের বিভিন্ন দেহ হইয়াছে সেই হেতু ভোগ বিভিন্ন হইতেছে। শরীর শব্দে ভোগায়তন। লিঙ্গশরীরী জীবের অন্য নাম কর্ম্মাত্মা, কর্ম্মপুরুষ কামদেহী ও আতিবাহিকদেহী।

অণুপরিমাণং তৎকৃতিশ্রুতেঃ ॥ ১৪

লিঙ্গদেহ মূৰ্ত্ত ও পরিমিত পরিমাণ বিশিষ্ট। হেতু এই যে, তাহার ক্রিয়া শ্রবণ আছে। ক্রিয়া=কর্ম্মকরণ ও গত্যাগতি প্রভৃতি। মূৰ্ত্ত ব্যতীত পূর্ণ বা বিভু পদার্থে ক্রিয়া হয় না।

তদন্নময়ত্বশ্রুতেশ্চ ॥ ১৫

শ্রুতি বলিয়াছেন যে, লিঙ্গ শরীরের একাবয়ব মন, তাহা অন্নময়। অর্থাৎ ভক্ষ্য দ্রব্যের পরিণামে উৎপন্ন। তাহাতেও বুঝা গেল, লিঙ্গ শরীর অনিত্য ও পরিমিত পরিমাণ বিশিষ্ট। যাহা অপরিমিত বা বিভু তাহা অনিত্য নহে; প্রত্যুত নিত্য।

পুরুষার্থং সংসৃতির্লিঙ্গানাং সূপকারবদ্রাজ্ঞঃ ॥ ১২

যেমন পাচকগণ রাজার নিমিত্ত পাকগৃহে সঞ্চরণ করে, তেমনি, লিঙ্গ শরীর পুরুষের (আত্মার) নিমিত্ত ইহ-পরলোক ভ্রমণ করে। [এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহে যায়।]

পাঞ্চভৌতিকোদেহঃ ॥ ১৭

এই স্থূল দেহ পাঞ্চভৌতিক। পাঁচ ভূতের মেলনে উৎপন্ন।

চাতুর্ভৌতিকমিত্যেকে ॥ ১৮

কেহ কেহ বলেন, স্থূল দেহ চাতুর্ভৌতিক। অর্থাৎ আকাশ ব্যতীত অন্য চার ভূতের বিকার।

একভৌতিকমিত্যপরে ॥ ১৯

অন্যে বলেন, ইহা এক ভৌতিক। অর্থাৎ ইহা কেবল পার্থিব ভূতেরই বিকার। ইহাতে পার্থিব ভূত প্রধান; অন্য ভূত উপষ্টম্ভক।

ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ ॥ ২০

পার্থক্য অবস্থায় কোনও ভূতে চৈতন্য দৃষ্ট হয় না। সুতরাং

এই ভৌতিক দেহে যে চৈতন্যের অবস্থান দৃষ্ট হয় তাহা ইহার স্বাংসিদ্ধিক। স্বাভাবিক) ধর্ম্ম নহে। তাহা ঔপাধিক অর্থাৎ চিদাত্মার অধিষ্ঠানে চেতনায়মান।

প্রপঞ্চমরণাদ্যভাবশ্চ ॥ ২১

চৈতন্য এতদ্দেহের নৈসর্গিক ধর্ম্ম হইলে কাহারও সুপ্তি মূর্চ্ছাদি হইত না। দেহের অচেতনতা মরণাদিতে প্রত্যক্ষ।

মদশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেকপরিদৃষ্টেঃ সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ ॥ ২২

চৈতন্যকে মদশক্তির দৃষ্টান্তে সংহতভূতপ্রভব বলিতেও পার না। পৃথক অবস্থান কালে যাহাতে যাহা দেখা যায়, অর্থাৎ আছে বলিয়া অবধারিত হয়, সঙ্ঘাত কালে তাহা হইতেই তাহার উদ্ভব (অভিব্যক্তি) কল্পনা করিতে পার। [এ কথা পূর্ব্বে অনেক প্রকারে বুঝান হইয়াছে।]

জ্ঞানান্মুক্তিঃ ॥ ২৩

লিঙ্গ দেহের সঞ্চরণের অর্থাৎ জন্মনামক অবস্থা প্রাপ্তির পর, যাহার তদ্বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎকার হয়, আত্মস্বরূপের ও লিঙ্গস্বরূপের অববোধ জন্মে, জ্ঞানের পর সেই পুরুষেরই মোক্ষ নামক পুরুষার্থ লব্ধ হয়।

বন্ধোবিপর্য্যয়াৎ ॥ ২৪

জ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞান (অবিবেক)। তন্নিবন্ধন বন্ধন অর্থাৎ সংসারভোগ হইতেছে। [লিঙ্গ শরীরে পুনঃ পুনঃ স্থূল দেহ উৎপন্ন হইতেছে।]

নিয়তকারণত্বান্ন সমুচ্চয়বিকল্পৌ ॥ ২৫

জ্ঞানই অজ্ঞান নিবৃত্তির নিয়মিত বা নির্দ্দিষ্ট কারণ। সেই জন্য, মোক্ষের প্রতি কর্ম্মসহকৃত জ্ঞানের কারণভাব সম্ভব হয়

হয় না। [সমুচ্চয়=কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয় একত্রিত। বিকল্প=কর্ম্মমিলিত জ্ঞান অথবা কেবল জ্ঞান। কর্ম্মমিলিত জ্ঞানে মোক্ষ হয়, কেবল জ্ঞানেও মোক্ষ হয়, এইরূপ ব্যবস্থা। এই দুই পক্ষের কোন পক্ষ যুক্তিপরিশোধিত নহে। বিশুদ্ধ বিবেক জ্ঞানে মোক্ষ হওয়া পক্ষই যুক্তিসিদ্ধ।]

স্বপ্নজাগরাভ্যামিব মায়িকামায়িকাভ্যাং
নোভয়োর্মুক্তিঃ পুরুষস্য ॥ ২৬

যেমন স্বাপ্ন পদার্থ ও জাগ্রৎ পদার্থ এক হইয়া পুরুষার্থ সাধন করে না, তেমনি, মায়িক অমায়িক সমুচ্চিত (একত্রিত) হইয়া মুক্তিরূপ পুরুষার্থ জন্মায় না। [মায়িক=অসত্য বা মিথ্যা। অর্থাৎ অস্থির। অমায়িক=সত্য বা স্থির। স্বাপ্ন পদার্থ অস্থির বা অসত্য। জাগ্রৎ পদার্থ অপেক্ষাকৃত স্থির ও সত্য। কর্ম্ম সকল প্রকৃতির কার্য্য, সে জন্য তাহা অস্থির। আত্মা জন্মবান্ নহে বলিয়া স্থির। স্থির বলিয়া সত্য। স্থির অস্থির উভয়ের সমুচ্চয় অর্থাৎ মেলন অসম্ভব।]

ইতরস্যাপি নাত্যন্তিকত্বম্ ॥ ২৭

ইতরের অর্থাৎ উপাসনাত্মক জ্ঞানের সঙ্গেও বিশুদ্ধ জ্ঞানের সমুচ্চয় বিকল্প সম্ভবে না। উপাস্যও আত্যন্তিক স্থির নহে।

সংকল্পিতেপ্যেবম্ ॥ ২৮

মানস সঙ্কল্পে বিরাজিত অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তু মাত্রেই মায়িক অর্থাৎ অস্থির।

ভাবনোপচয়াৎ শুদ্ধস্য সর্ব্বং প্রকৃতিবৎ ॥ ২৯

যাহার অন্য নাম ভাবনা, তাহারই অন্য নাম ধ্যান ও চিন্তা-প্রবাহ। ধ্যান বা চিন্তাপ্রবাহ অত্যন্ত নিবিড় হইলে তাহা

সমাধি নামের নামী হয়। সমাধির উপচয় (বৃদ্ধি বা পুষ্টি) হইলে তৎপ্রভাবে নিতান্ত শুদ্ধস্বভাব পুরুষে সমুদায় প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের আবির্ভাব হওয়া উপাসনার বা ধ্যানের ফল। মোক্ষ তাহার ফল নহে।

রাগোপহতির্ধ্যানম্ ॥ ৩০

বিষয়ের উপরাগ বিবেক জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। সে প্রতি-বন্ধক (বাধা) ধ্যান দ্বারা উপহতি অর্থাৎ বিনাশ পায়।

বৃত্তিনিরোধাত্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩১

অন্যান্য বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে অর্থাৎ চিত্তে ধ্যেয়াকারা বৃত্তি ছাড়া অন্য কোন বৃত্তি না থাকিলে ধ্যান সিদ্ধ বা নিষ্পন্ন হয়।

ধারণাসনস্বকর্ম্মণা তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩২

ধারণা ও আসন প্রভৃতি যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানে ধ্যান সিদ্ধ বা নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায়।

নিরোধশ্ছর্দ্দিবিধারণাভ্যাম্ ॥ ৩৩

প্রাণ বায়ুর ছর্দ্দি অর্থাৎ পূরণ। বিধারণ অর্থাৎ ত্যাগ। একশেষ-দ্বন্দ্ব-সমাসের বলে আর একটী বিধারণ শব্দ উহ্য করিবে এবং তার কুম্ভক অর্থ উন্নয়ন করিবে। পূরক কুম্ভক রেচক নামক প্রাণপ্রক্রিয়ায় বৃত্তিনিরোধ হয়।

স্থিরসুখমাসনম্ ॥ ৩৪

যাহা স্থির অর্থাৎ অবিচাল্য হইলে সুখ সাধন হয়, তাদৃশ উপবেশন আসন নামে প্রসিদ্ধ। আসন ৩২ প্রকার। প্রত্যেক প্রকারের স্বস্তিক ও পদ্ম প্রভৃতি পৃথক্ নাম আছে।

স্বকর্ম্ম স্বাশ্রমবিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানম্ ॥ ৩৫

স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই স্বকর্ম্ম। গৃহীর গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য, ইত্যাদি।

বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ ॥ ৩৬

বৈরাগ্যের ও অভ্যাসের (অনবরত ধ্যানের) দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞানসাধন যোগ (সমাধি) আবির্ভূত হয়। পূর্ব্বে যে বিপর্য্যয়ের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহার স্বরূপ বলিতেছেন।

বিপর্য্যয়ভেদাঃ পঞ্চ ॥ ৩৭

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এই পাঁচটী বিপর্য্যয় ও বন্ধনের হেতু।

অশক্তিরষ্টাবিংশতিধা তু ॥ ৩৮

২৮ প্রকার অশক্তি।

তুষ্টির্নবধা ॥ ৩৯

নয় প্রকার তুষ্টি।

সিদ্ধিরষ্টধা ॥ ৪০

সিদ্ধি ৮ প্রকার।

বিপর্য্যয়ের যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রভেদ আছে সে সকল পূর্ব্বাচার্য্যরা বলিয়াছেন, দেখিয়া লইবে। (আমরাও পূর্ব্বে বলিয়াছি)।

এবমিতরস্যাঃ ॥ ৪১

ইতরের অর্থাৎ অশক্তির অবান্তর ভেদ আছে এবং তাহাও শাস্ত্রান্তরে দেখিবে।

আধ্যাত্মিকাদিভেদান্নবধা তুষ্টিঃ ॥ ৪২

৯ প্রকার তুষ্টি বলা হইয়াছে পরন্তু তাহা আধ্যাত্মিকাদি ভেদে ব্যবস্থিত। [এ সকল বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে।]

উহাদিভিঃ সিদ্ধিঃ ॥ ৪৩

ঊহ প্রভৃতি গণনা করিলে সিদ্ধি আট প্রকার হইবে। [এ গুলিও সবিস্তরে বলা হইয়াছে।]

নেতরাদিতরহানেন বিনা ॥ ৪৪

ঊহ আদি পাঁচটীর অতিরিক্ত যে তপস্যাদি ৩টী সিদ্ধি গণিত হয়, সে তিনটী তাত্ত্বিকী নহে। কারণ এই যে, সে তিনটী বিপর্য্যয়ের বিনাশ করে না ও সংসারের নাশক হয় না। সে জন্য তাহা সিদ্ধি নহে; প্রত্যুত সিদ্ধ্যাভাস।

দৈবাদিপ্রভেদা ॥ ৪৫

সৃষ্টি দৈবাদি ভেদে বিভিন্ন অর্থাৎ সৃষ্টির অনেক অবান্তর ভেদ আছে। [সে সকল বলা হইয়াছে।]

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তৎকৃতে সৃষ্টিরাবিবেকাৎ ॥ ৪৬

পুরুষের জন্যই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব অর্থাৎ তৃণ পর্য্যন্ত ব্যষ্টি সৃষ্টি হইয়াছে ও সেই সেই পুরুষের সম্বন্ধে বিবেক জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত থাকিবে।

ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালা ॥ ৪৭

পৃথিবী লোকের ঊর্দ্ধে যে সকল লোক সে সকল সত্ত্বপ্রধান।

তমোবিশালা মূলতঃ ॥ ৪৮

মর্ত্ত্য লোকের মূলে অর্থাৎ অধঃ যে সকল লোক সৃষ্ট হইয়াছে সে সকল তমোবহুল।

মধ্যে রজোবিশালা ॥ ৪৯

মধ্যলোক রজঃপ্রধান।

কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ প্রধানচেষ্টা গর্ভদাসবৎ ॥ ৫০

প্রাণীর কর্ম্ম বিচিত্র। সুতরাং তদনুযায়িনী প্রধানপ্রবৃত্তিও বিচিত্রা। যেমন গর্ভদাস প্রভুর পরিচর্য্যার্থ বিচিত্র (নানা

প্রকার) চেষ্টা করে। সেইরূপ, প্রকৃতিও স্বামী পুরুষের ভোগার্থ বিচিত্রা সৃষ্টি করেন।

আবৃত্তিস্তত্রাপি উত্তরোত্তরযোনিযোগাদ্ধেয়ঃ॥ ৫১

ঊর্দ্ধলোকে গমন করিলেও আবৃত্তি অর্থাৎ পুনরাগমন হয় (নীচ যোনিতে জন্ম হয়)। অপিচ, নীচযোনিজ জীবেরাও কর্ম্ম প্রভাবে উচ্চ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। বিবেকী এরূপ ঊর্দ্ধাধোলোক ভ্রমণ হেয় (পরিত্যাজ্য) বোধ করেন।

সমানং জরামরণাদিজং দুঃখম্॥ ৫২

কি ঊর্দ্ধলোকের জীব, কি অধোলোকগত জীব, জরামরণাদিজনিত দুঃখ (ক্লেশ) সকলেরই সমান।

ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা মগ্নবদুত্থানম্॥ ৫৩

বিবেক-জ্ঞান হয় নাই অথচ প্রকৃতি-উপাসনা করিয়া মহদাদি তত্ত্বে প্রবল বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়াছে, এরূপ জীব চরমে কারণলীন অর্থাৎ প্রকৃতিলীন হয়। সেরূপ প্রকৃতিলয়ে কৃতকৃত্যতা নাই। অর্থাৎ মুক্তি হয় না। তাহা জলমগ্নের ন্যায় প্রকৃতিমগ্ন হওয়া মাত্র। যদ্রূপ জলমগ্ন ব্যক্তি পুনর্ব্বার উত্থিত হয় সেইরূপ প্রকৃতিমগ্ন জীবও পুনঃ উত্থিত (আবির্ভূত) হয়। [এই প্রকৃতিলীন পুরুষেরাই সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বর— হরি হর ব্রহ্মাদি।]

অকার্য্যত্বে তদ্‌যোগঃ পারবশ্যাৎ॥ ৫৪

যদিও পুরুষ প্রকৃতির কার্য্যভূত (অপ্রেরণীয় বা তাহার ইচ্ছার অধীন) নহে, তথাপি, পুরুষার্থের প্রেরণায় প্রকৃতিলীন জীবের প্রাকৃতিক যোগ অর্থাৎ পুনরুত্থান বা পুনর্জন্ম

হইয়া থাকে। প্রকৃতি নিজেই তাহাকে বিবেকখ্যাতিরূপ পুরুষার্থ প্রদানার্থ উত্থাপিত করেন।

স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা ॥ ৫৫

পূর্ব্বকল্পে যিনি কারণে অর্থাৎ প্রকৃতিতে লীন হইয়াছিলেন তিনিই কল্পান্তরে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর।

ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা ॥ ৫৬

এরূপে ঈশ্বরসিদ্ধি করা (প্রমাণিত করা) সিদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বসম্মত। কিন্তু নিত্য ঈশ্বর বিবাদাস্পদ। [পূর্ব্বে স্থষ্টির প্রয়োজন বলা হইলেও বিশদ করিয়া বলিতেছেন।]

প্রধানস্থষ্টিঃ পরার্থং স্বতোপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ ॥ ৫৭

প্রকৃতি স্বতঃ অর্থাৎ আপনা আপনি স্থষ্টি করেন কিন্তু তাহা পুরুষ ভোগার্থ। স্বভোগার্থ নহে। কেন না তিনি নিজে অভোক্তা (জড়)। যেমন উষ্ট্রের কুঙ্কুম্-বহন, সেইরূপ।

অচেতনত্বেপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্ত ॥ ৫৮

যেমন ক্ষীর (দুগ্ধ) আপনা আপনি চেষ্টিত হয়, অর্থাৎ দধিরূপে পরিণত হয়, তেমনি, অচেতনা প্রকৃতিও মহদাদিরূপে পরিণতা হন।

কর্ম্মবদ্দৃষ্টে বা কালাদেঃ ॥ ৫৯

অথবা প্রকৃতির প্রবৃত্তি (স্থষ্টি) কাল কর্ম্মের অনুরূপ। [যেমন আপনা আপনি এক কাল (ঋতু) যায় ও অন্য কাল আইসে, তেমনি।]

স্বভাবাচ্চেষ্টিতমনভিসন্ধানাদ্ভৃত্যবৎ ॥ ৬০

যেমন ভৃত্যেরা স্বীয় স্বভাব বশতঃ (কৃত কর্ম্মের সংস্কারের বশ্য হইয়া) প্রতিনিয়ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে, সেইরূপ, প্রধানও

স্বীয় স্বভাব বশতঃ (পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিণাম সংস্কারের প্রেরণায়) নিয়মিত সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

কর্ম্মাকৃষ্টের্বানাদিতঃ॥ ৬১

অথবা কর্ম্ম প্রবাহ অনাদি। প্রধান তাহারই বশে নিয়মিত সৃষ্টি করেন।

বিবিক্তবোধাৎ সৃষ্টিনিবৃত্তিঃ প্রধানস্য সূদবৎ পাকে॥ ৬২

সূদ পাচক। যেমন পাক সমাপ্ত হইলে পাচকের কার্য্য থাকে না, তেমনি, বিবিক্ত জ্ঞান হইলে সে পুরুষের সম্বন্ধে প্রকৃতির কার্য্য থাকে না। [বিবিক্ত জ্ঞান প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্বসাক্ষাৎকার। তাহা পরবৈরাগ্য হইলে সুসম্পন্ন হয়। পরবৈরাগ্য=প্রকৃতি পর্য্যন্ত পদার্থে বিতৃষ্ণা।]

ইতর ইতরবত্তদ্দোষাৎ॥ ৬৩

তদ্দোষে অর্থাৎ পুরুষার্থ সমাপ্ত না হওয়ায় ইতর অর্থাৎ বিবেকবিধুর পুরুষ ইতরের ন্যায় অর্থাৎ বদ্ধের ন্যায় থাকে।

দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গঃ॥ ৬৪

প্রকৃতি ও পুরুষ, দুএর মধ্যে একের ঔদাসীন্য হওয়াই অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ। হয় প্রকৃতি পুরুষানুবর্ত্তন রহিত, না হয় পুরুষ প্রকৃতির আলিঙ্গন বিরহিত।

অন্যসৃষ্ট্যু পরাগেপি ন বিরজ্যতে প্রবুদ্ধরজ্জুতত্ত্বস্যেবোরগঃ॥ ৬৫

প্রকৃতি প্রবুদ্ধ পুরুষের প্রতি সৃষ্টি দেখাইতে বিরক্তা সত্য; কিন্তু অন্য পুরুষকে সৃষ্টি দেখাইতে বিরক্তা নহেন। যেমন ভ্রান্তদৃষ্ট রজ্জুসর্প রজ্জুতত্ত্বজ্ঞ পুরুষকে ভয় প্রদর্শন করে না, তেমনি, প্রকৃতিও স্বতত্ত্বজ্ঞ পুরুষকে সৃষ্টি দেখান না।

কর্ম্মনিমিত্তযোগাচ্চ॥ ৬৬

সৃষ্টির নিমিত্তীভূত কর্ম্মের সহিত অন্য পুরুষের যোগ (সম্বন্ধ) থাকায় তিনি অন্য পুরুষের প্রার্থ্যমান বস্তু সৃজন করেন। প্রকৃতি যে পুরুষের উপকার করেন, তৎপ্রতি হেতু অবিবেক। অভিপ্রায় এই যে,—

নৈরপেক্ষেপি প্রকৃত্যুপকারেঽবিবেকোনিমিত্তম্ ॥ ৬৭

পুরুষ নিরপেক্ষ। অর্থাৎ তিনি স্বভাব বশতঃ অপ্রার্থী বা উদাসীন। তাহা হইলেও তিনি প্রকৃতির "এই পুরুষ আমার স্বামী" এবম্ভাবে বিমোহিত ও তাহার সহিত একীভূত হন। প্রকৃতির উপকার অর্থাৎ সৃষ্টিপ্রদর্শন তন্মূলক।

নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ ॥ ৬৮

নর্ত্তকী নৃত্য দেখান হইলে নিবৃত্তা হয়। পুরুষের ভোগাপবর্গার্থে প্রবৃত্তা প্রকৃতিও অপবর্গের পর নিবৃত্তা হন।

দোষবোধেপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ ॥৬৯

আপনাতে যে পরিণামিত্ব ও দুঃখিত্ব প্রভৃতি দোষ আছে, সে সকল দোষ পুরুষ কর্ত্তৃক এক বার দৃষ্ট হইলে তিনি আর সে পুরুষে উপসর্পণ করেন না। কুলবধূর ন্যায় লজ্জায় আর তাহার সমীপগামিনী হন না।

নৈকান্ততোবন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে ॥ ৭০

পুরুষের দুঃখযোগাত্মক বন্ধন ও দুঃখবিয়োগরূপ মোক্ষ ঐকান্তিক নহে। তাহা অবিবেকনিমিত্তক।

প্রকৃতেরাঞ্জস্যাৎ সসঙ্গত্বাৎ পশুবৎ ॥ ৭১

যেমন রজ্জুবদ্ধ হয় বলিয়া পশুরই বন্ধন ও পশুরই তদ্বিমোচন; তেমনি, সসঙ্গ অর্থাৎ সুখদুঃখাদি লিপ্ত বলিয়া প্রকৃতিরই তাত্ত্বিক বন্ধন ও তাত্ত্বিক বিমোক্ষ।

রূপৈঃ সপ্তভিরাত্মানং বধ্নাতি প্রধানং কোশকারবৎ বিমো-
চয়ত্যেকেন রূপেণ ॥ ৭২

প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি কোশকার কীটের (গুটী পোকার) ন্যায় আপনিই আপনাকে আপনার ৭টী রূপে বন্ধন ও একটী রূপে মোচন করেন। [ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য, এই সাত রূপে বন্ধন ও "বিবেকজ্ঞান" এই এক রূপে মোচন।]

নিমিত্তত্বমবিবেকস্য ন দৃষ্টহানিঃ ॥ ৭৩

বন্ধন ও বন্ধনমোচন এই দুয়ের নিমিত্ত কারণ বিবেক ও অবিবেক। অবিবেকে বন্ধন একথা দৃষ্টবিরুদ্ধ নহে।

তত্ত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্বিবেকসিদ্ধিঃ ॥ ৭৪

দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অবিচ্ছেদে ও বিশ্বাস সহকারে প্রকৃতি পর্য্যন্ত পদার্থে অহং মম অভিমান পরিত্যাগ করার (সেরূপ প্রযত্ন প্রবাহিত রাখার) নাম তত্ত্বাভ্যাস। তত্ত্বাভ্যাস দ্বারা পরবৈরাগ্য সিদ্ধ বা পূর্ণ হইয়া থাকে।

অধিকারিপ্রভেদান্ন নিয়মঃ ॥ ৭৫

অধিকারী নানা প্রকার। উত্তম, অধম, মধ্যম। সুতরাং বৈরাগ্য লাভের কাল নিয়ম নাই। উত্তমাধিকারীর হয় ত শীঘ্র বৈরাগ্য হয়, এই জন্মেই হয়, অধম অধিকারীর হয় ত জন্মান্তরে হয়।

বাধিতানুবৃত্ত্যা মধ্যবিবেকতোপ্যুপভোগঃ ॥ ৭৬

যাহারা একবার সম্প্রজ্ঞাত যোগে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করে, তাহাদিগকে মধ্যবিবেকী বলা যায়। মধ্যবিবেক উপস্থিত হইলে সে আত্মার প্রাকৃতিক দুঃখাদির সম্বন্ধ দগ্ধ হইয়া

অর্থাৎ নিঃশক্তি হইয়া যায়। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের বলে তাঁহার (দেহ থাকায়) অল্প কাল সেই সেই দুঃখ অনুবর্ত্তিত (দগ্ধসূত্র-ন্যায়ে অবস্থিত) থাকে।

জীবন্মুক্তশ্চ ॥ ৭৭

মধ্যবিবেকাবস্থ পুরুষ জীবন্মুক্ত নামে প্রসিদ্ধ।

উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাত্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৭৮

শাস্ত্রে যে গুরুশিষ্য সংবাদ শুনা যায় তাহা জীবন্মুক্ত অবস্থা থাকার প্রমাণ। জীবন্মুক্তেরাই গুরু ও উপদেষ্টা।

ইতরথান্ধপরম্পরা ॥৭৯

জীবন্মুক্ত পুরুষ না থাকিলে উপদেশপ্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অবিবেকী ও অল্পবিবেকী উপদেষ্টা, এরূপ বলিতে গেলে অন্ধপরম্পরা ন্যায়ের অনুমোদন করা হয়। উত্তমরূপে আত্মতত্ত্ব না জানিয়া যদি উপদেশ করা হয় তাহা হইলে কদাচিৎ ভ্রম হইতে পারে। যদি তত্ত্ববিষয়ে ভ্রম উপস্থিত হয় তাহা হইলে তদীয় শিষ্যও ভ্রান্ত হইবে। সুতরাং তদীয় শিষ্যও ভ্রান্ত এবং তদীয় শিষ্য ও ভ্রান্ত হইবে। এক অন্ধ অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতে গেলে যাহা হয় তাহাই হইবে।]

চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ ॥ ৮০

জ্ঞানাগ্নির দ্বারা কর্ম্মপুঞ্জ দগ্ধ হইলেও তিনি অল্প কালের নিমিত্ত চক্রভ্রমণের দৃষ্টান্তে শরীর ধারণ করেন।

সংস্কারলেশতস্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৮১

শরীর ধারণের হেতু বিষয়সংস্কার। তাহা তাঁহার অল্পাবশেষিত থাকে। সেই কারণে তাহার শরীর বিঘটিত হয় না।

বিবেকান্নিঃশেষদুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা নেতরন্নেতরৎ ॥ ৮৩

জীবন্মুক্তি পাইলেই যে কৃতার্থ হওয়া যায়, তাহা নহে। বিবেক সাক্ষাৎকার হইলে যখন পরবৈরাগ্যের দ্বারা সর্ব্ব-বৃত্তিনিরোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিপাকে বাধিত অবাধিত অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম সমুদায় দুঃখ নিবৃত্ত (নাশ বা অদর্শন প্রাপ্ত) হয়, তখনই প্রকৃত কৃতকৃত্যতা জন্মে। ফল কথা, বিদেহ-কৈবল্যই পরম মোক্ষ। অবশিষ্ট মোক্ষ নহে; কিন্তু স্বর্গ-বিশেষ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।



চতুর্থ অধ্যায়।

রাজপুত্রবত্তত্ত্বোপদেশাৎ ॥ ১

তত্ত্ববিষয়ক উপদেশ শ্রবণে রাজপুত্রের দৃষ্টান্তে বিবেক জ্ঞান জন্মিতে পারে। [এক রাজপুত্র শিশুকালে ব্যাধ কর্ত্তৃক চোরিত হইয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও সে আপনাকে ব্যাধ ভাবিত ও ব্যাধবৃত্তি করিত। তদীয় এক পিতৃ-অমাত্য সে জীবিত আছে জানিয়া ও তদ্‌বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া তাহাকে রাজ্যে আনাইল। অনন্তর "তুমি ব্যাধ নহ; কিন্তু রাজপুত্র" ইত্যাদি উপদেশ দ্বারা তাহার বিবেক জ্ঞান উৎপাদন (ব্যাধভ্রান্তি বিদূরিত) করিয়াছিল।]

পিশাচবদন্যার্থোপদেশেপি ॥ ২

একের প্রতি যে উপদেশ করা হয় তাহাতে অপরের বিবেক হইতে পারে। [কৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া নিকটস্থ এক পিশাচের বিবেক হইয়াছিল।]

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥ ৩

যদি সকৃৎ শ্রবণে বিবেক জ্ঞান না হয় তবে তাহা বার বার শ্রবণ করিবেক। শ্বেতকেতু সাত বার শ্রবণের পর বিবেক জ্ঞান পাইয়াছিলেন।

পিতাপুত্রবদুভয়োর্দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৪

পিতার মরণ ও পুত্রের উৎপত্তি, ইহা দেখিয়া আপনার উৎপত্তি ও মরণ অবধারণ করিবেক। সেই অবধারণে বৈরাগ্য আসিতে পারে।

শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্ ॥ ৫

লোক সকল শ্যেন পক্ষীর ন্যায় ত্যাগের ও অত্যাগের দ্বারা সুখী ও দুঃখী হইতেছে। [শ্যেন এক খণ্ড আমিষ (মাংস) গ্রহণ করিয়াছিল। তাহা কাড়িয়া লওয়ার জন্য অন্য পক্ষী অথবা ব্যাধ তাহাকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অনন্তর সে তাহা পরিত্যাগ করিয়া গতোদ্বেগ ও সুখী হইয়াছিল।]

অহিনির্ব্বয়িনীবৎ ॥ ৬

যেমন সর্প সকল হেয় জ্ঞানে গাত্রস্থ জীর্ণত্বক্ অনায়াসে পরিত্যাগ করে, তেমনি, মুমুক্ষুরাও চিরোপভুক্তা সুতরাং জীর্ণা প্রকৃতিকে হেয় জ্ঞানে ত্যাগ করিয়া থাকেন।]

ছিন্নহস্তবদ্বা ॥ ৭

যেমন কোনও ব্যক্তি ছিন্ন হস্ত গ্রহণ করে না, তাহাতে মমত্বাভিমান রাখে না, তেমনি, মুমুক্ষুরাও এ সকল ত্যাগ করিয়া মমতাশূন্য হন।

অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায় ভরতবৎ ॥ ৮

যাহা বিবেক জ্ঞানের অন্তরায় অর্থাৎ সাধন নহে, ধর্ম্ম হইলেও তাহার অনুষ্ঠান করিবেক না। কেন না, অসাধনের অনুচিন্তন বন্ধনের হেতু। রাজর্ষি ভরত দীন ও অনাথ হরিণ শিশু পালন করিয়া বদ্ধ হইয়াছিলেন।

বহুভির্যোগে বিরোধোরাগাদিভিঃ কুমারীশঙ্খবৎ ॥ ৯

বহুর সঙ্গে থাকিলে রাগাদির উৎপত্তি হয় সুতরাং কুমারী-শঙ্খের দৃষ্টান্তে কলহ জন্মে। [অবিবাহিতা বয়স্থা নারী গৃহ মধ্যে তণ্ডুল কণ্ডন করিতেছিল এবং অলিন্দে এক মান্য কুটুম্ব যুবক উপবিষ্ট ছিল। হস্তের পরিচালনে হস্তস্থিত বহু শঙ্খ

(শঙ্খাভরণ)বাজিয়া উঠিলে কুমারী লজ্জিতা হইয়া এক একটী রাখিয়া অবশিষ্ট ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন আর কলহ হইল না। অতএব, একক থাকা কর্ত্তব্য। বহুর সঙ্গ যোগবিঘ্নকর।]

দ্বাভ্যামপি তথৈব ॥ ১০

দুএর সঙ্গও পরিত্যাজ্য।

নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ ॥ ১১

আশা ত্যাগ করিলে সুখী হওয়া যায়। তাহার দৃষ্টান্ত পিঙ্গলা। [পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা ছিল। সে কান্ত আগমনের প্রত্যাশায় রাত্রি জাগরণাদি ক্লেশ ভোগ করিতেছিল। পরে রাত্রিশেষে তদীয় আগমনের আশা পরিত্যাগ করিয়া পরম সুখে নিদ্রিতা হইয়াছিল।]

অনারম্ভেপি পরগৃহে সুখী সর্পবৎ ॥ ১২

গৃহাদি নির্ম্মাণ না করিলেও সর্পের ন্যায় সুখে থাকা যায়। [মূষিক অনেক কষ্টে গৃহ প্রস্তুত করে; কিন্তু সর্প তন্মধ্যে প্রবেশ করতঃ সুখে বাস করে।]

ইষুকারবন্নৈকচিত্তস্য সমাধিহানিঃ ॥ ১৩

ইষুকারের ন্যায় একাগ্রচিত্ত থাকিলে সমাধি ভঙ্গ হয় না।

কৃতনিয়মলঙ্ঘনাদানর্থক্যং লোকবৎ ॥ ১৪

শাস্ত্রীয় নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সমস্তই অনর্থক অর্থাৎ বৃথা হয়। তত্ত্বজ্ঞান ও যোগ দুএর কিছুই হয় না। যেমন অপথ্যসেবী ঔষধে ফল পায় না, তেমনি, শাস্ত্রীয় নিয়ম পরিত্যাগীও যোগফল পায় না।

তদ্বিস্মরণেপি ভেকীবৎ ॥ ১৫

নিয়ম বিস্মৃত হইলেও ভেকীর দৃষ্টান্তে অনর্থাগম হয়।

[এক রাজা মৃগয়া বিহারে গিয়া অরণ্যে এক সুন্দরী যুবতী দেখিয়া তাহাকে ভার্য্যাভাবে প্রার্থনা করিলে সে "জল দেখাইলে আমি চলিয়া যাইব" এইরূপ নিয়ম স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার ভার্য্যা হইল। কিছুকাল পরে একদিন সে ক্রীড়ায় পরিশ্রান্তা হইয়া রাজাকে জল কোথায়? এইরূপ জিজ্ঞাসা করায় রাজা নিয়ম বিস্মৃত হইয়া স্ফটিকময় সজল জলাধার দেখাইলে কামরূপিণী যুবতী সেই মুহূর্ত্তে ভেকী হইয়া জলে অদৃশ্যা হইল।]

নোপদেশশ্রবণেপি কৃতকৃত্যতা পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ॥ ১৬

কেবল শ্রবণে জ্ঞান লাভ হয় না। গুরুবাক্যের ও শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্যানুসন্ধানাত্মক বিচার ব্যতীত কৃতকৃত্য হওয়া যায় না। বিরোচন তাহার দৃষ্টান্ত।

দৃষ্টস্তয়োরিন্দ্রস্য॥ ১৭

ইন্দ্র ও বিরোচন দুই জনে গুরুসেবা ও তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইন্দ্রেরই পরামর্শ অর্থাৎ তত্ত্ববিচার উৎপন্ন হওয়ায় মুক্তি হইয়াছিল।

প্রণতিব্রহ্মচর্য্যোপসর্পণানি কৃত্বা সিদ্ধির্বহুকালাত্তদ্বৎ॥ ১৮

বহুকাল ব্যাপিয়া গুরুসেবা ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতিতে রত থাকিলে ইন্দ্রিয়ের ন্যায় অন্যেরও সিদ্ধি (তত্ত্বস্ফূর্ত্তি) হইতে পারে।

ন কালনিয়মোবামদেববৎ॥ ১৯

জ্ঞানোৎপত্তির কালনিয়ম নাই। এ জন্মেও হইতে পারে, জন্মান্তরেও হইতে পারে। বামদেব মুনি গর্ভবাস অবস্থায় তত্ত্বদর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

অধ্যস্তরূপোপাসনাৎ পারম্পর্য্যেণ যজ্ঞোপাসকানামিব॥ ২০

যাঁহারা আরোপপ্রণালী অবলম্বনে ব্রহ্মাদি দেবতা উপাসনা

করেন তাঁহাদের তল্লোকলাভপরম্পরায় মোক্ষ হয়। যেমন যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞকার্য্যের দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি লাভ করিয়া জ্ঞানী হয় তেমনি হরিহরব্রহ্মাদি চিন্তকেরাও সেই সেই লোকে উৎপন্ন হইয়া বিবেকসাক্ষাৎকার অন্তে মুক্ত হন।

ইতরলাভেপ্যাবৃত্তিঃ পঞ্চাগ্নিযোগতোজন্মশ্রুতেঃ ॥ ২১

ইতর লাভ অর্থাৎ ব্রহ্মলোকাদি লাভ হইলেও আবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্ব্বার এতল্লোকে জন্ম হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, বৈরাগ্য না হইলে ব্রহ্মলোকবাসীরাও দিব, পর্জ্জন্য, ধরা, নর, যোষিৎ, এতদ্রূপ অগ্নিপঞ্চকযোগে পুনর্মানুষ্য প্রাপ্ত হয়।

বিরক্তস্য হেয়হানমুপাদেয়াদানং হংসক্ষীরবৎ ॥ ২২

হংস যেমন ক্ষীরমিশ্রিত জল হইতে ক্ষীর গ্রহণ করে, জলভাগ পরিত্যাগ করে, তেমনি, বিরক্ত পুরুষ প্রকৃত্যাদিমিশ্রিত আত্মার মধ্য হইতে সারস্বরূপ আত্মা গ্রহণ করেন ও অসার প্রকৃত্যাদি পরিত্যাগ করেন।

লব্ধাতিশয়যোগাদ্বা তদ্বৎ ॥ ২৩

যে ব্যক্তি অতিশয় অর্থাৎ জ্ঞানের পরা কাষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহার অনুগ্রহেও বিবেক লাভ হইতে পারে।

ন কামচারিত্বং রাগোপহতে শুকবৎ ॥ ২৪

যেমন শুক পক্ষী বন্ধন ভয়ে সাবধান থাকে তেমনি বিরক্ত পুরুষ সাবধান থাকিবেন। রাগী পুরুষের সঙ্গ করিবেন না।

গুণযোগাদ্বা বন্ধঃ শুকবৎ ॥ ২৫

রাগী পুরুষের সঙ্গ লইলে তাহাদের রাগাদি দোষে শুক পক্ষীর ন্যায় বাঁধা পড়িতে হয়।

ন ভোগাৎ রাগশান্তির্মুনিবৎ ॥ ২৬

যেমন ভোগে সৌভরি মুনির রাগ (আসক্তি) শান্তি হয় নাই তেমনি অন্যেরও ভোগে রাগ শান্তি হয় না।

দোষদর্শনাদুভয়োঃ ॥ ২৭

প্রকৃত্যাদির দোষ প্রত্যক্ষ হইলে রাগ শান্তি হয়।

ন মলিনচেতস্যুপদেশবীজপ্ররোহোঽজবৎ ॥ ২৮

যেমন উষর ক্ষেত্রে অঙ্কুর জন্মে না, তেমনি, মলিন চিত্তে উপদেশ বীজ অঙ্কুরিত (ফলপ্রদ) হয় না।

নাভাসমাত্রমপি মলিনদর্পণবৎ ॥ ২৯

যেমন মলিন দর্পণে বস্তুপ্রতিবিম্ব পড়ে না, তেমনি, মলিন চিত্তে আভাস অর্থাৎ আপাত জ্ঞানও হয় না।

ন তজ্জস্যাপি তদ্রূপতা পঙ্কজবৎ ॥ ৩০

সত্য বটে, উপদেশ হইতে জ্ঞান জন্মে; পরন্তু তাদৃশ চিত্তে উপদেশের অনুরূপ জ্ঞান জন্মে না। বীজ উত্তম হইলেও পঙ্ক (কর্দ্দম) দোষে পঙ্কজের উত্তমতা নষ্ট হয়।

ন ভূতিযোগে কৃতকৃত্যতা উপাস্যসিদ্ধিবদুপাস্যসিদ্ধিবৎ ॥ ৩১

অণিমাদি ঐশ্বর্য্য পাইলে কৃতকৃত্য হওয়া যায় না। তাহা উপাস্যসিদ্ধির অনুরূপ। [উপাস্য=হরি হর ব্রহ্মাদি। সিদ্ধি=সাক্ষাৎকার। উপাসনার দ্বারা উপাস্য সাক্ষাৎকার হইলে যে ফললাভ হয় তাহা নশ্বর। ঐশ্বর্য্যযোগও ক্ষয়িষ্ণু। সুতরাং মুক্তি ব্যতীত অন্য কিছুতে কৃতার্থ হওয়া যায় না।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাৎ শ্রুতিতশ্চেতি ॥ ১

শিষ্টাচার, ফলদর্শন ও শ্রুতি, এই তিন দ্বারা গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির আছে।

নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ ॥ ২

কারণ কূটে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান থাকিলে তাহা সফল হয় এ কথা অযুক্ত। কর্ম্ম নিজস্বভাবে ফল প্রসব করে।

স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ ॥ ৩

ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব কল্পনা (অনুমান) করিতে গেলে তৎসঙ্গে অস্মদাদির ন্যায় ঈশ্বরের অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হইবে। [যেমন লৌকিক প্রভু নিজ উপকারার্থ কার্য্য করেন তেমনি জগৎকর্ত্তাও নিজ উপকারার্থ জগৎ সৃজন করেন, এইরূপ বলিতে হইবে।]

লৌকিকেশ্বরবদিতরথা ॥ ৪

ঈশ্বরের উপকার, ইহা স্বীকার করিলে তিনিও লৌকিক ঈশ্বরের সহিত সমান হইয়া পড়েন। অর্থাৎ তিনিও রাজাদির ন্যায় স্বার্থপর, সংসারী ও সুখদুঃখভাগী।

পারিভাষিকো বা ॥ ৫

সংসার সত্ত্বেও যদি ঈশ্বর সংজ্ঞা দাও, তবে তাহা নামে ঈশ্বর। যিনি সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন তাঁহার অন্য নাম ঈশ্বর।

ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ ॥ ৬

রাগ ব্যতীত অধিষ্ঠাতৃত্ব (স্রষ্টৃত্ব) অসিদ্ধ। কেন না রাগই প্রবৃত্তির প্রধান কারণ।

তদ্‌যোগেপি ন নিত্যমুক্তঃ ॥ ৭

রাগ থাকা স্বীকার করিলে ইহাও করিতে হইবে যে, তিনি নিত্য মুক্ত নহেন।

প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ ॥ ৮

প্রকৃতির শক্তি ইচ্ছাদি, তৎসম্বন্ধাধীন তাঁহার ঈশ্বরত্ব, এরূপ স্বীকার করিলে ঈশ্বরের অসঙ্গস্বভাবতা ভঙ্গ হইবে।

সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যম্ ॥ ৯

প্রকৃতির সন্নিধান থাকায় ঈশ্বরত্ব, এরূপ বলিতে গেলে সকল আত্মা ঈশ্বর না হয় কেন? এইরূপ আপত্তি হইবে।

প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥ ১০

প্রমাণ না থাকায় নিত্যেশ্বর অসিদ্ধ।

সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্ ॥ ১১

সম্বন্ধের অর্থাৎ ব্যাপ্তির অভাব থাকায় ঈশ্বরবিষয়ে অনুমান প্রমাণ প্রসর প্রাপ্ত হয় না।

শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য ॥ ১২

শ্রুতিপ্রমাণে প্রকৃতিকার্য্যতা (প্রকৃতির কর্তৃত্ব) প্রমিত হয়।

নাবিদ্যাশক্তিযোগোনিঃসঙ্গস্য ॥ ১৩

যাঁহারা বলেন, চেতনে জ্ঞাননাশ্য অনাদি অবিদ্যা নামে এক প্রকার শক্তি থাকে তাহাতেই চেতনের বন্ধন (সংসার) এবং তাহারই অভাবে মোক্ষ, তাহাদের প্রতি কপিল বলিতেছেন, অসঙ্গস্বভাব পুরুষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবিদ্যাশক্তির যোগ (সম্বন্ধ) অসম্ভব।

তদ্‌যোগে তৎসিদ্ধাবন্যোন্যাশ্রয়ত্বম্ ॥ ১৪

ঐ মত পরস্পরাশ্রয়দোষগ্রস্ত।

ন বীজাঙ্কুরবৎ সাদিসংসারশ্রুতেঃ ॥ ১৫

বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্তে অনাদিপ্রবাহ স্থলে অনবস্থা দোষ গ্রাহ্য হয় না সত্য; পরন্তু সংসার অনাদি নহে; কিন্তু সাদি। শ্রুতি এই সংসারের আদি অর্থাৎ উৎপত্তি বলিয়াছেন।

বিদ্যাতোঽন্যত্বে ব্রহ্মবাধপ্রসঙ্গঃ ॥ ১৬

অবিদ্যা কি? যদি বিদ্যাভিন্ন অবিদ্যা এরূপ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মও বিদ্যাভিন্ন বলিয়া অবিদ্যানাশ্য হইবেন। বিদ্যায় বা তত্ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মের নাশ স্বীকার করিতে হইবে।

অবাধে নৈষ্ফল্যম্ ॥ ১৭

বিদ্যা যদি অবিদ্যারূপের বাধ (বিনাশ) না করে তাহা হইলে তন্মতে বিদ্যা উৎপাদনের চেষ্টা বিফল।

বিদ্যাবাধ্যত্বে জগতোঽপ্যেবম্ ॥ ১৮

বিদ্যা চেতনের সম্বন্ধে যাহা বিনাশ করে তাহাই অবিদ্যা এরূপ বলিতে গেলে জগৎকেও অবিদ্যা বলিতে হয়। এক পুরুষের জ্ঞান কালে অন্য পুরুষের জগদ্দর্শন অসম্ভব হয়।

তদ্রূপত্বে সাদিত্বম্ ॥ ১৯

জগতের ও অবিদ্যার ঐরূপ লক্ষণ হইলেও তাহা সাদি।

ন ধর্ম্মাপলাপঃ প্রকৃতিকার্য্যবৈচিত্র্যাৎ ॥ ২০

অপ্রত্যক্ষ বলিয়া ধর্ম্মের অপলাপ করিতে পার না। ধর্ম্ম নাই বলিতে পার না। প্রকৃতির কার্য্য অর্থাৎ সৃষ্টি বিচিত্র। অপ্রত্যক্ষ পদার্থও অনুমানে সিদ্ধ হইতে দেখা যায়।

শ্রুতিলিঙ্গাদিভিস্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ২১

শ্রুতি, লিঙ্গ (অনুমাপক চিহ্ন) ও প্রত্যক্ষ, এই তিনের দ্বারা ধর্ম্মের অস্তিত্ব নির্ণীত হয়।

ন নিয়মঃ প্রমাণান্তরাবকাশাৎ ॥ ২২

প্রত্যক্ষ হয় না, তাই বলিয়া তাহা নাই, ইহা অনিয়ত। কেননা, অপ্রত্যক্ষ পদার্থও অন্যান্য প্রমাণে নির্ণীত হয়।

উভয়ত্রাপ্যেবম্ ॥ ২৩

ধর্ম্মের ন্যায় অধর্ম্মও প্রমাণপ্রমিত।

অর্থাৎ সিদ্ধিশ্চেৎ সমানমুভয়োঃ ॥ ২৪

বলিবে যে ধর্ম্ম "যাগ করিবেক" "দান করিবেক" ইত্যাদি বিধির সার্থক্যসম্পাদক অর্থাপত্তি প্রমাণের গম্য; বস্তুতঃ তাহা নহে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই অনুমেয়।

অন্তঃকরণধর্ম্মত্বং ধর্ম্মাদীনাম্ ॥ ২৫

ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। তদ্দ্বারা পুরুষের অবিকারিত্বস্বভাবের ক্ষতি হয় না।

গুণাদীনাঞ্চ নাত্যন্তবাধঃ ॥ ২৬

মোক্ষকালেও সত্ত্বাদি গুণের, তদ্ধর্ম্ম সুখাদির ও তৎকার্য্য মহদহঙ্কারাদির আত্যন্তিক বাধ (বিলয়) হয় না। লৌহাধ্যস্ত অগ্নির ন্যায় সে সকলের সংসর্গমাত্র বাধিত (বিনষ্ট) হয়। যেমন প্রতপ্ত লৌহ জুড়াইয়া যায়, তাহার উষ্ণতা উপশান্ত হয়, তেমনি, পুরুষে প্রকৃত্যাদির প্রতিবিম্ব উপশান্ত হয় অথচ বিম্বভূত প্রকৃত্যাদির স্বরূপ বিনষ্ট হয় না।

পঞ্চাবয়বযোগাৎ সুখাদিসম্বিত্তিঃ ॥ ২৭

ন্যায়শাস্ত্রোক্ত প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই অবয়ব পঞ্চকের যোগে (প্রয়োগে বা মেলনে) সুখাদি পদার্থের অস্তিত্ব সাধিত হইয়া থাকে।

ন সকৃদ্গ্রহণাৎ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ ॥ ২৮

একবার মাত্র সহচার দর্শন হইলেই যে সম্বন্ধ (ব্যাপ্তি) গ্রহ হয় অর্থাৎ অকাট্য ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মে, তাহা নহে। সে বিষয়ে ভূয়োদর্শনেরও কোন নিয়ম থাকা দৃষ্ট হয় না। [অভিপ্রায় বা আশঙ্কা এই যে, ব্যাপ্তি বা ব্যাপ্যব্যাপকসম্বন্ধ পরিষ্কার রূপে গ্রহ না হওয়ায় তদ্ঘটিত অনুমান পদার্থসাধনের অনুপায়।]

নিয়তধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ ॥ ২৯

উপরোক্ত আশঙ্কার পরিহার এই যে, আমরা সাধ্যসাধনের মধ্যে কেবলমাত্র সাধনের অভ্যভিচরিত সহচারকে ব্যাপ্তি বলি সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞান অসম্ভব নহে। তাহাতে যে অসম্ভাবনাদি দোষ বা আশঙ্কা আইসে তাহা অনুকূল তর্কে নিবারিত হয়।

ন তত্ত্বান্তরং বস্তুকল্পনাপ্রসক্তেঃ ॥ ৩০

নিয়তসহাবস্থানরূপা ব্যাপ্তি তত্ত্বান্তর নহে। অর্থাৎ স্বতন্ত্র বা পৃথক্ পদার্থ নহে। ব্যাপ্তির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে গেলে তাহার আশ্রয় স্বীকার করিতে হয়। তাহা অযৌক্তিক।

নিজশক্ত্যুৎভবমিত্যাচার্য্যাঃ ॥ ৩১

কোন কোন আচার্য্য বলেন, ব্যাপ্তি ব্যাপ্যপদার্থের একপ্রকার শক্তিপ্রভব শক্তি। সুতরাং তাহা তত্ত্বান্তর অর্থাৎ অতিরিক্ত।

আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ ॥ ৩২

পঞ্চশিখ বলেন, বুদ্ধি, প্রকৃতিপ্রভৃতির ব্যাপ্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়। তদ্দৃষ্টে অবধারণ করা যায় যে, আধারতা শক্তিই ব্যাপকতা এবং আধেয়তাশক্তিমত্ত্বই ব্যাপ্যত্ব।

ন স্বরূপশক্তির্নিয়মঃ পুনর্ব্বাদপ্রসক্তেঃ ॥ ৩৩

যাহা স্বরূপ শক্তি তাহাই নিয়ম অর্থাৎ ব্যাপ্তি তাহা নহে। তাহাকে ব্যাপ্তি বলা পুনরুক্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

বিশেষণানর্থক্যপ্রসক্তেঃ ॥ ৩৪

পুনরুক্তি ও বিশেষণের আনর্থক্য সমান কথা।

পল্লবাদিষ্বনুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৫

ব্যাপ্যের স্বরূপ শক্তিই ব্যাপ্তি এ লক্ষণ পল্লবে অব্যাপ্ত। পল্লবে বৃক্ষব্যাপ্যতা থাকে, অথচ তাহা ছিন্ন করিলে বৃক্ষরূপের অপায় হয় না।

আধেয়শক্তিসিদ্ধৌ নিজশক্তিযোগঃ সমানন্যায়াৎ ॥ ৩৬

আধেয় শক্তির ব্যাপ্তিতা সিদ্ধ হইলে নিজশক্ত্যুদ্ভবের ব্যাপ্তিত্ব সিদ্ধ হইবে। সে পক্ষে সমান যুক্তি।

বাচ্যবাচকভাবঃ সম্বন্ধঃ শব্দার্থয়োঃ ॥ ৩৭

অর্থে যে বাচ্যতা শক্তি এবং শব্দে যে বাচকতা শক্তি আছে, সেই শক্তিই "শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ বা সঙ্কেত" এতন্নামে ব্যবহৃত হয়। যে পুরুষ সেই শক্তি অবগত থাকে সেই পুরুষেরই শব্দ শ্রবণের পর অর্থের প্রতীতি হয়।

ত্রিভিঃ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ ॥ ৩৮

আপ্তোপদেশ, বৃদ্ধব্যবহার ও প্রসিদ্ধ পদের সামানাধিকরণ্য, এই তিনের দ্বারা সম্বন্ধসিদ্ধি অর্থাৎ শক্তি জ্ঞান হয়।

ন কার্য্যে নিয়ম উভয়থা দর্শনাৎ ॥ ৩৯

যাহা করা যায় তাহা কার্য্য। তৎসহকারে শব্দের শক্তি গৃহীতা হয়, এবং অকার্য্যে অর্থাৎ সিদ্ধ পদার্থে শক্তি গৃহীতা হয় না, এমন নিয়ম নহে। শক্তি উভয় প্রকারেই গৃহীতা হয়। [ভাবিয়া দেখ "গো আনয়ন কর" ইত্যাদি স্থলে "কর" এই ক্রিয়ান্বিত গো শব্দের লাঙ্গুলাদিযুক্ত পশুবিশেষ অর্থে শক্তিগ্রহ হয় এবং "তোমার পুত্র" ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়ান্বয়বিধুর

পুত্রাদি শব্দের স্বাত্মজ অর্থে সঙ্কেত সংগ্রহ হইতে দেখা যায়।]

লোকে ব্যুৎপন্নস্য বেদার্থপ্রতীতিঃ। ৪০

যে সকল লোক লৌকিক শব্দে ব্যুৎপন্ন, লৌকিক শব্দের শক্তি জ্ঞান আছে, সেই সকল লোকেরই বেদার্থ বা বৈদিক শব্দের অর্থ প্রতীত হয়। বৈদিক শব্দে এক শক্তি, লৌকিক শব্দে অন্য শক্তি, তাহা নহে।

ন ত্রিভিরপৌরষেয়ত্বাদ্বেদস্য তদর্থস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ॥ ৪১

বেদ অপৌরুষেয় এবং তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের মধ্যে দেবতা, স্বর্গ, নরক, পুণ্য ও পাপ ইত্যাদি অধিকাংশই অতীন্দ্রিয়, সেজন্য ঐ সকল অর্থে বৃদ্ধব্যবহার, আপ্তো দেশ ও প্রসিদ্ধ পদের সামাধিকরণ্য, তিনের কিছুই সম্ভব না। [এটী আশঙ্কা সূত্র।]

ন যজ্ঞাদেঃ স্বরূপতোধর্ম্মত্বং বৈশিষ্ট্যাৎ॥

তাহা নহে। দেবতাদির উদ্দেশে দ্র্যাগাত্মক যাগ ও দানাদি বেদবিহিত সুতরাং তাহাই ফলজনক বলিয়া ধর্ম্ম। তজ্জনিত যে অপূর্ব্ব (শক্তিবিশেষ), তাহা ধর্ম্ম নহে। তাহা তাহার অতিরিক্ত। যাহা যাগদানাদির স্বরূপ তাহাই ধর্ম্মের লক্ষণ। তাদৃশ যাগদানাদি ইচ্ছাদিরই পরিণামবিশেষ। সেজন্য তাহা অলৌলিক, অপৌরুষেয় বা অতীন্দ্রিয় নহে।

নিজশক্তির্ব্যুৎপত্ত্যা ব্যবচ্ছিদ্যতে॥ ৪৩

অপৌরুষেয় হইলেও তাহাতে (বেদে) যে স্বতঃসিদ্ধা শক্তি আছে, সেই শক্তি গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় ও উপদেশ-দান-গ্রহণ-প্রণালী অবলম্বনে ব্যুৎপাদিত হয় এবং তাহাতেই ইতর অর্থের ব্যবচ্ছেদ হয়। তদর্থাতিরিক্ত অর্থের প্রতীতি হয় না।

ভাবার্থ এই যে, অনাদি উপদেশ পরম্পরায় বেদ-শব্দের শক্তি-গ্রহ হইয়া থাকে।

যোগ্যাযোগ্যেষু প্রতীতিজনকত্বাত্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৪৪

পদ সকল সামান্যতঃ অর্থ প্রতীতির জনক অর্থাৎ উপায়। তদ্দ্বারা প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ দ্বিবিধ অর্থ প্রতীতি হইয়া থাকে। পদ সকল যে সামান্য ধর্ম্ম পুরস্কারে পদার্থের প্রতীতি জন্মায় তাহাতেই পদশক্তি (পদের সহিত পদার্থের সঙ্কেত) গৃহীত হইয়া থাকে। [যেমন গো শব্দে গোজাতির প্রতীতি।]

ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ ॥ ৪৫

শ্রুতিতে বেদের উৎপত্তি শ্রবণ থাকায় বেদ নিত্য নহে। তাহা সজাতীয়ানুপূর্ব্বী প্রবাহে চলিয়া আসিতেছে। সেই কারণে কোন কোন শ্রুতি বেদকে সেই ভাবের নিত্য বলেন।

ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ ॥ ৪৬

নিত্য না হইলেও তাহা পৌরুষেয় (পুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট) নহে। কেননা, বেদের কর্ত্তৃ-পুরুষ নাই। বেদ অমুক কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে, এরূপ স্থির সংবাদ কেহই দিতে পারেন না।

মুক্তামুক্তয়োরযোগ্যত্বাৎ ॥ ৪৭

মুক্তাত্মা ও অমুক্তাত্মা দুএর কেহই বেদ প্রস্তুত করণের যোগ্য নহেন। বীতরাগিতা বিধায় মুক্তাত্মা ও অসর্ব্বজ্ঞতা বিধায় অমুক্তাত্মা বেদ করণের অযোগ্য।

নাপৌরুষেয়ত্বান্নিত্যত্বমঙ্কুরাদিবৎ ॥ ৪৮

যেমন অঙ্কুরাদি অনিত্য হইলেও পৌরুষেয় নহে, পুরুষ কৃত নহে, তেমনি, অনিত্য বেদও পৌরুষেয় নহে।

তেষামপি তদ্‌যোগে দৃষ্টবাধাদিপ্রসক্তিঃ ॥ ৪৯

দেখা যায়, যাহা যাহা পৌরুষেয় তাহা তাহাই শরীরিজন্য অর্থাৎ কোন এক প্রাণিকর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই দর্শন (ব্যাপ্তি) অঙ্কুর প্রভৃতিতে বাধিত। অঙ্কুর অপৌরুষেয় অথচ অনিত্য।

যস্মিন্নদৃষ্টেপি কৃতবুদ্ধিরুপজায়তে তৎ পৌরুষেয়ম্ ॥ ৫০

কে করিয়াছে তাহা না দেখিলেও, না শুনিলেও, যাহা দেখিলে প্রাণিকৃত বলিয়া অবধারণা জন্মে তাহাই পৌরুষেয়। [শ্বাস প্রশ্বাসকে কেহ পুরুষ-কৃত বলে না। যাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত হয় তাহাই পৌরুষেয় বলিয়া খ্যাত। বেদ শ্বাস প্রশ্বাসের প্রণালীতে ও অর্জ্জিত পূর্ব্বসংস্কারের সাহায্যে ব্রহ্মার মনে উদিত ও কণ্ঠরবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল।]

নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্ ॥ ৫১

বেদের স্বাভাবিকী যথার্থজ্ঞানজননী শক্তি আছে। সে শক্তি মন্ত্রে ও আয়ুর্ব্বেদাদিতে বিস্পষ্ট বা অভিব্যক্ত। তদ্দৃষ্টে স্থির হয় যে, বেদ স্বতঃপ্রমাণ।

নাসতঃ খ্যানং নৃশৃঙ্গবৎ ॥ ৫২

যাহা অসৎ অর্থাৎ নাই বা সর্ব্বৈব মিথ্যা; তাহার জ্ঞান হয় না। নরশৃঙ্গ অসৎ অর্থাৎ নাই। সেই কারণে তাহা কাহার জ্ঞানগোচরে আইসে না। [স্বপ্ন ও মনোরথ মানস পরিণাম বিশেষ। সে জন্য তাহা নরশৃঙ্গের সমান নহে।]

ন সতোবাধদর্শনাৎ ॥ ৫৩

যাহা অত্যন্ত সৎ তাহারও বাধ দেখা যায়। বাধ-অদর্শন। অত্যন্ত সৎ সত্ত্বাদি গুণও তিরোহিত থাকে।

নানির্ব্বচনীয়স্য তদভাবাৎ ॥ ৫৪

অভাব বশতঃ অর্থাৎ নাই বলিয়া পরকল্পিত অনির্ব্বচনীয় পদার্থ জ্ঞানগোচর হয় না।

নান্যথাখ্যাতিঃ স্ববচোব্যাঘাতাৎ ॥ ৫৫

এক বস্তু অন্য বস্তুর আকারে জ্ঞানগোচর হইলে বা প্রতীত হইলে তাহা অন্যথাখ্যাতি নামে গণনীয়। [অন্যথা=অন্য প্রকার। খ্যাতি=জ্ঞান] সাঙ্খ্যমত তাহা নহে। হেতু এই যে, অন্যথাখ্যাতি স্বীকারে সাংখ্যের উক্তি ব্যাহত হয়।

ন সদসৎখ্যাতির্বাধাভাবাৎ ॥ ৫৬

বাধ না থাকায় সদসৎখ্যাতি পক্ষও সিদ্ধান্তবহির্ভূত। নিত্য বলিয়া সত্ত্বাদি গুণ স্বরূপে বাধ প্রাপ্ত (বিনষ্ট) হয় না। সংসর্গের, সম্বন্ধের বা অবস্থার বাধ হয়। বস্ত্র ও রাঙা রং দুএর কিছুই লুপ্ত হয় না, পরন্তু উভয়ের সংযোগ লুপ্ত হয়।

প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ ॥ ৫৭

যাহা বর্ণময়, যাহা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তাহা ধ্বনিমাত্র। যাহা অর্থপ্রত্যায়ক, তাহা তাহার অতিরিক্ত অথচ তদভিব্যঙ্গ্য। তাহা অতীন্দ্রিয় ও নিরবয়ব সুতরাং অদৃশ্য। তাহার অন্য নাম স্ফোট। অর্থ প্রস্ফুট করায় বা জ্ঞানগম্য করায় বলিয়া স্ফোট। স্ফোট-শব্দ নিত্য ও তাহার স্থিতিস্থান ব্যাপক ও অভিব্যক্তি স্থান হৃদয়াকাশ। "ঘট" এই ধ্বনি অর্থাৎ বর্ণদ্বয়ের উচ্চারণ "ঘট" এই স্ফোট-শব্দের আবির্ভাব করায়। অনন্তর সেই স্ফোট-শব্দ কম্বুগ্রীবাদিমৎ মার্ত্তিক্য পদার্থ প্রতীত করায়। এই যে মত, এ মত সাধু নহে। হেতু যে, তাহা প্রতীত হয় কি অপ্রতীত থাকে অনুসন্ধান করিতে গেলে কিছুই স্থির হয় না।

ন শব্দনিত্যত্বং কার্য্যতাপ্রতীতেঃ ॥ ৫৮

শব্দ নিত্য নহে। প্রত্যুত অনিত্য। অর্থাৎ জন্মবান্। শব্দ যে জন্মে, তাহা সর্ব্বপ্রত্যক্ষ।

পূর্ব্বসিদ্ধসত্ত্বস্যাভিব্যক্তির্দীপেনেব ঘটস্য ॥ ৫৯

বলিবে যে, যেমন ঘট পূর্ব্বসিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বেও ছিল, কিন্তু প্রকট ছিল না, সেই জন্য তাহাকে প্রকট করা হয়, যেমন অন্ধকারে মগ্ন ঘটকে দীপ দ্বারা প্রকট করা; তেমনি নিত্য নিরাকার স্ফোটরূপ শব্দকে বর্ণোচ্চারণে প্রকট করা।

সৎকার্য্যসিদ্ধান্তশ্চেৎ সিদ্ধসাধনম্ ॥ ৬০

তাহা বলিতে পার না। বলায় সিদ্ধসাধন দোষ আছে।

নাদ্বৈতমাত্মনোলিঙ্গাত্তদ্ভেদপ্রতীতেঃ ॥ ৬১

আত্মাদ্বৈত মত অযৌক্তিক। প্রকৃতি কোন পুরুষকে ত্যাগ করিয়াছেন ও কোন পুরুষকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন, ইহা প্রতীত হইতেছে। দেখা যাইতেছে।

নানাত্মনাপি প্রত্যক্ষবাধাৎ ॥ ৬২

ঘট পট গৃহ কুড্যাদি অনাত্মপদার্থ থাকায় অখণ্ডাত্মাদ্বৈত প্রত্যক্ষবাধিত।

নোভাভ্যাং তেনৈব ॥ ৬৩

উক্ত হেতুতে সমুচ্চিত উভয়ের (এক সঙ্গে আত্মা ও অনাত্মা উভয়ের অবস্থিতির) দ্বারা অভেদ সাধিত হয় না।

অন্যপরত্বমবিবেকিনাং তত্র ॥ ৬৪

কোন কোন শ্রুতি প্রপঞ্চাভেদ বলিয়াছেন সত্য পরন্তু তাহা উপাসনার্থ। উপাসনাতেই সে সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য; আত্মাদ্বৈতে নহে।

নাত্মাবিদ্যা নোভয়ং জগদুপাদানকারণং নিঃসঙ্গত্বাৎ ॥ ৬৫

আত্মা, আত্মাশ্রিত অবিদ্যা, অথবা আত্মার ও অবিদ্যার মেলন, (যেমন কপাল দ্বয়ের মেলনে ঘট, তেমনি) জগৎ-কারণ (উপাদান) নহে। কেন না আত্মা অনঙ্গ।

নৈকস্থানন্দচিদ্রূপত্বে দ্বয়োর্ভেদাৎ ॥ ৬৬

আনন্দ ও চৈতন্য (জ্ঞান) বিভিন্ন; এক নহে। সুতরাং এক কালে একের আনন্দ ও জ্ঞান এই দুই রূপ সমাবেশ প্রাপ্ত হয় না। [দুঃখজ্ঞান কালে সুখজ্ঞান না থাকায় সুখ ও জ্ঞান ভিন্ন বস্তু।]

দুঃখনিবৃত্তের্গৌণঃ ॥ ৬৭

শ্রুতি যে বলিয়াছেন, আত্মা আনন্দরূপী, তাহা দুঃখনিবৃত্তি গুণে গৌণী। অর্থাৎ তাহা লক্ষণামূলক প্রয়োগ।

বিমুক্তিপ্রশংসা বা মন্দানাম্ ॥ ৬৮

অথবা তাহা মুক্তির স্তুতি। মুক্তি হইলে দুঃখ থাকে না। শ্রুতি তাহার প্রশংসার্থ ও মুক্তির প্রতি লোকের রুচি উৎ-পাদনার্থ আত্মাকে আনন্দরূপ বলিয়াছেন।

ন ব্যাপকত্বং মনসঃ করণত্বাদিন্দ্রিয়ত্বাদ্বা ॥ ৬৯

যেমন ছেদন ক্রিয়ার করণ কুঠারাদি, তেমনি, মন জ্ঞান-ক্রিয়ার করণ। যেহেতু মন করণ ও ইন্দ্রিয়; সেই হেতু তাহা অব্যাপক। সর্ব্বব্যাপী নহে।

সক্রিয়ত্বাদ্গতিশ্রুতেঃ ॥ ৭০

মন বা অন্তঃকরণ আত্মার লোকান্তর গমনের সহায়। সুতরাং তাহা সক্রিয় ও গতিশক্তিসম্পন্ন। যে হেতু সক্রিয়, সেই হেতু তাহা অবিভু। পূর্ণ বা সর্ব্বব্যাপী নহে।

ন নির্ভাগত্বং তদ্‌যোগাৎ ঘটবৎ ॥ ৭১

মন নির্ভাগ অর্থাৎ নিরবয়ব নহে। হেতু এই যে, মন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয়। নিরবয়ব বস্তু কোন কিছুতে সংযুক্ত হয় না।

প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্ ॥ ৭২

প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই ব্যতীত সমস্তই অনিত্য।

ন ভাগলাভোভোগিনোনির্ভাগত্বশ্রুতেঃ ॥ ৭৩

ভোক্তা অর্থাৎ পুরুষ নির্ভাগ অর্থাৎ নিরবয়ব। এইরূপ শ্রুতি থাকায় নির্ণীত হয়, তাহা কাহার ভাগ (অবয়ব) নহে।

নানন্দাভিব্যক্তির্মুক্তির্নির্ধর্ম্মকত্বাৎ ॥ ৭৪

আনন্দের অভিব্যক্তিই মুক্তি, তাহা নহে। কারণ এই যে, আত্মায় কোনরূপ ধর্ম্ম নাই।

ন বিশেষগুণোচ্ছিত্তিস্তদ্বৎ ॥ ৭৫

যাঁহারা বলেন, আত্মার বিশেষ (অসাধারণ) গুণের উচ্ছেদ হওয়াই মুক্তি, তাঁহাদেব সে কথা অভ্রান্ত নহে। কারণ, আত্মা নির্ধর্ম্মক। অন্তঃকরণের ধর্ম্ম আত্মায় আরোপিত থাকায় অবিবেকীর নিকট "আত্মধর্ম্ম" এই কথা প্রচলিত আছে।

ন বিশেষগতির্নিষ্ক্রিয়স্য ॥ ৭৬

গতিবিশেষ (ব্রহ্মলোক ও বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি) নিষ্ক্রিয় আত্মার মোক্ষ নহে। স্বরূপাবস্থিতি ব্যতীত অন্য কিছু মুক্তি নহে।

নাকারোপরাগোচ্ছিত্তিঃ ক্ষণিকত্বাদিদোষাৎ ॥ ৭৭

ক্ষণবিনাশী জ্ঞানের বিষয়াকার প্রাপ্তির নাম বন্ধন। তাহার যে সংস্কার, তাহা উপরাগ নামে খ্যাত। সেই উপরাগ অর্থাৎ বাসনা-নামক বিষয়সংস্কার নষ্ট হইলেই বিজ্ঞানাত্মার মোক্ষ হয়। সে মোক্ষ নির্ব্বাণ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা নাস্তিক বিশে-

ষের মত, এ মত ক্ষণিকত্বাদি (নশ্বরত্বাদি) দোষে দুষ্ট। অভিপ্রায় এই যে, ক্ষণিক পদার্থ পুরুষার্থ নহে।

ন সর্ব্বোচ্ছিত্তিরপুরুষার্থত্বাদিদোষাৎ ॥ ৭৮

জ্ঞানরূপী আত্মার সর্ব্বোচ্ছেদ মোক্ষ নহে। তাহাও অপুরুষার্থদোষাক্রান্ত। [কে আত্মনাশ প্রার্থনা করে?]

এবং শূন্যমপি ॥ ৭৯

শূন্যও অপুরুষার্থ। সে জন্য শূন্যপর্য্যবসিত হওয়া অর্থাৎ জ্ঞান-জ্ঞেয়াত্মক-প্রপঞ্চের বিনাশ অপুরুষার্থ বিধায় মোক্ষ নহে।

সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তা ইতি ন দেশাদিলাভোপি ॥ ৮০

স্বর্গাদি উত্তম দেশ ও তাহার স্বাম্য লাভ মোক্ষ নহে। হেতু এই যে, সংযোগের বিয়োগ আছে। স্বর্গবিয়োগ দুঃখাবহ।

ন ভাগিযোগোভাগস্য ॥ ৮১

ভাগ অর্থাৎ অংশ। জীব ঈশ্বরের অংশ, তাহার ঈশ্বর প্রবেশ মোক্ষ, এ মতও অযৌক্তিক।

নাণিমাদিযোগোপ্যবশ্যম্ভাবিত্বাত্তদুচ্ছিত্তেরিতরযোগবৎ ॥ ৮২

অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ হইলেও মুক্তি হয় না। যেমন ইতর ঐশ্বর্য্য অচিরস্থায়ী, তেমনি, যোগজ অণিমাদি ঐশ্বর্য্যও অচিরস্থায়ী। তাহার উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। সে জন্য তাহা মোক্ষ নহে।

নেন্দ্রাদিপদযোগোপি তদ্বৎ ॥ ৮৩

ইন্দ্রত্বাদি পদ মোক্ষ নহে। তাহাও ঐশ্বর্য্যের ন্যায় নশ্বর।

ন ভূতপ্রকৃতিত্বমিন্দ্রিয়াণামাহঙ্কারিকত্বশ্রুতেঃ ॥ ৮৪

ইন্দ্রিয় সকল ভূতপ্রকৃতিক নহে। অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতের বিকার নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গণ আহঙ্কারিক। অর্থাৎ অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন।

ন ষট্‌পদার্থনিয়মস্তদ্বোধান্মুক্তিঃ ॥ ৮৫

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, এই ছয়টীই পদার্থ বা তত্ত্ব, এবং ঐ ছয় পদার্থের জ্ঞানে মুক্তি হয়, এ (বৈশেষিক দিগের) কথা অপ্রামাণিক।

ষোড়শাদিষপ্যেবম্ ॥ ৮৬

গৌতমোক্ত প্রমাণাদি ১৬ পদার্থ ও তদ্বিজ্ঞানে মুক্তি, এ সিদ্ধান্ত প্রমাণপরিশূন্য।

নাণুনিত্যতা তৎকার্য্যত্বশ্রুতেঃ ॥ ৮৭

পরমাণু নিত্য নহে। শ্রুতিতে পরমাণুর কার্য্যতা অর্থাৎ উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে।

ন নির্ভাগত্বং কার্য্যত্বাৎ ॥ ৮৮

পরমাণু জন্মবান্। সেজন্য তাহা নির্ভাগ (নিরবয়ব) নহে।

ন রূপনিবন্ধনাৎ প্রত্যক্ষনিয়মঃ ॥ ৮৯

রূপ থাকিলেই প্রত্যক্ষ হয়, না থাকিলে হয় না, এমন নিয়ম নাই। কেন না রূপবর্জ্জিত অন্তঃকরণস্থ সুখাদি ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। [বাহ্যবস্তুবিষয়ক লৌকিক প্রত্যক্ষ স্থলে রূপের ব্যঞ্জকতা মাত্র অঙ্গীকৃত হয়।]

ন পরিমাণচাতুর্বিধ্যং দ্বাভ্যাং তদ্‌যোগাৎ ॥ ৯০

কেহ কেহ বলেন—অণু, মহৎ, দীর্ঘ, হ্রস্ব, এই ৪ প্রকার পরিমাণ। বস্তুতঃ তাহা নহে। অণু ও মহৎ এই দুই পরিমাণের মধ্যে অন্য দুই পরিমাণ অন্তর্ভূ্ত হইতে পারে।

অনিত্যত্বেপি স্থিরতাযোগাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং সামান্যস্য ॥ ৯১

ব্যক্তি অস্থির বা অনিত্য হইলেও যে স্থিরভাবের প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ "সেই অমুক এই" ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে। তাহা

সামান্যবিষয়ক অর্থাৎ জাতিবিষয়ক। ঘট-নামক ব্যক্তি অস্থায়ী কিন্তু ঘটত্বজাতি স্থায়ী।

ন তদপলাপস্তস্মাৎ ॥ ৯২

সেই জন্য সামান্যের (জাতির) অপলাপ হয় না। অর্থাৎ জাতি নাই বলা যায় না।

নান্যনিবৃত্তিরূপত্বং ভাবপ্রতীতেঃ ॥ ৯৩

"তাহাই এই" এ জ্ঞান ভাবরূপী, অভাবরূপী নহে। সুতরাং বুঝা গেল, সামান্য বা জাতি কোন কিছুর অভাব নহে।

ন তত্ত্বান্তরং সাদৃশ্যং প্রত্যক্ষোপলব্ধেঃ ॥ ৯৪

সাদৃশ্য পৃথক্ তত্ত্ব (পদার্থ) নহে। তাহা সামান্যভাব ও প্রত্যক্ষ। [বহু অবয়ব সমান দেখিলে তাহা সাদৃশ্য আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সাদৃশ্য সদৃশ পদার্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে।]

নিজশক্ত্যভিব্যক্তি র্বা বৈশিষ্ট্যাত্তদুপলব্ধেঃ ॥ ৯৫

কেহ কেহ বলেন, বস্তুর স্বাভাবিক শক্তি বিশেষ উদ্ভূত হওয়াই সাদৃশ্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। হেতু এই যে, সাদৃশ্যের উপলব্ধি বিশিষ্টাকারেই (শক্তিভিন্নরূপেই) হয়। [যেরূপে শক্তিজ্ঞান হয়, সাদৃশ্যজ্ঞান সেরূপে হয় না। শক্তিজ্ঞান পদার্থান্তরজ্ঞাননিরপেক্ষ। সাদৃশ্যজ্ঞান প্রতিযোগিজ্ঞানসাপেক্ষ।]

ন সংজ্ঞাসঙ্গিসম্বন্ধোপি ॥ ৯৬

ইহা সংজ্ঞা (নাম), ইহা তাহার সংজ্ঞী (নামী), এতদ্রূপ জ্ঞানের নাম সাদৃশ্য, তাহা নহে। কারণ, তাহাও বিভিন্নরূপে প্রতীত হয়। যে সংজ্ঞাসংজ্ঞিভাব না জানে সেও সাদৃশ্য বুঝে।

ন সম্বন্ধনিত্যতোভয়ানিত্যত্বাৎ ॥ ৯৭

সংজ্ঞা ও সংজ্ঞী উভয়ে অনিত্য; সুতরাং তন্নিষ্ঠ সম্বন্ধও

অনিত্য। অনিত্যসম্বন্ধাত্মক অতীত বস্তুর সাদৃশ্য কি প্রকারে বর্ত্তমান বস্তুতে বিদ্যমান হইবে বা থাকিবে?

নাতঃ সম্বন্ধোধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ ॥ ৯৮

সাময়িক বিভাগ থাকিলে সম্বন্ধ হইতে (জন্মিতে) পারে। যাহা কোন সময়ে বিভাগ প্রাপ্ত হয় না তাহা সম্বন্ধ নহে। তাহা স্বরূপ। যাহাকে নিত্য সম্বন্ধ বলিবে তাহাও স্বরূপ। অতএব, সংজ্ঞা সংজ্ঞীর সাদৃশ্য, ইহা সাময়িক বিভাগ অভাবে অসিদ্ধ। তাহা ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণের বিরোধী।

ন সমবায়োস্তি প্রমাণাভাবাৎ ॥ ৯৯

প্রমাণ না থাকায় সমবায় (সম্বন্ধ) পদার্থ অসিদ্ধ।

উভয়ত্রাপ্যন্যথাসিদ্ধে র্ন প্রত্যক্ষমনুমানং বা ॥ ১০০

প্রত্যক্ষ বল, আর অনুমান বল, দুএর কোনটী সমাবায় থাকার প্রমাণ নহে। প্রত্যক্ষ অর্থাৎ বিশিষ্টবুদ্ধি। পুষ্প গন্ধবিশিষ্ট ইত্যাদিপ্রকার জ্ঞান। এ জ্ঞানে স্বরূপ সম্বন্ধই নির্দ্দিষ্ট হয়।]

নানুমেয়ত্বমেব ক্রিয়ায়া নেদিষ্ঠস্য তত্তদ্বতো রেবা-
হপরোক্ষ প্রতীতেঃ ॥ ১০১

ক্রিয়া অনুমেয় নহে। তাহা প্রত্যক্ষ। যাঁহারা বলেন, ক্রিয়া দেশান্তরসংযোগাদি দৃষ্টে অনুমিতা হয়, তাঁহাদের সে কথা প্রত্যক্ষবাধিত। ক্রিয়া ও ক্রিয়ার আশ্রয় নিকটস্থ দ্রষ্টার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

ন পাঞ্চভৌতিকং শরীরং বহূনামুপাদানাযোগাৎ ॥ ১০২

শরীর পাঞ্চভৌতিক নহে। হেতু এই যে, বিজাতীয় বহু পদার্থ এক বস্তুর উপাদান হইতে দেখা যায় না। পৃথিবী ভূতই উপাদান। অন্য ৪ ভূত তাহার উপষ্টম্ভক অর্থাৎ সহায়।

ন স্থূলমিতি নিয়ম আতিবাহিকস্যাপি বিদ্যমানত্বাৎ ॥১০৩

স্থূল দেহই দেহ, অন্য দেহ নাই, এমন কোন নিয়ম নাই। অতিবাহিক দেহও আছে।

নাপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বমিন্দ্রিয়াণামপ্রাপ্তেঃ সর্ব্বদাপ্রাপ্তের্বা ॥১০৪

ইন্দ্রিয়গণ অপ্রাপ্ত প্রকাশক নহে। অর্থাৎ সম্বন্ধ না হইয়া কোন কিছু প্রকাশ করে না। ইন্দ্রিয়গণ অসম্বদ্ধ বা অপ্রাপ্ত প্রকাশক হইলে সর্ব্বদা দূরস্থ ও ব্যবস্থিত বস্তু প্রকাশ করিত।

ন তেজোঽপসর্পণাত্তৈজসং চক্ষুর্বৃত্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ ॥ ১০৫

তেজঃ পদার্থের অপসর্পণ দেখিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়কে তৈজস বলা সঙ্গত নহে। অন্য পদার্থও বৃত্তিরূপে প্রসর্পিত হয়।

প্রাপ্তার্থপ্রকাশালিঙ্গাদ্বৃত্তিসিদ্ধিঃ ॥ ১০৬

যে হেতু চক্ষুঃ প্রাপ্ত বস্তু প্রকাশ করে সেই হেতু তাহার বৃত্তি উদ্ভব হয়। ইহা লিঙ্গের অর্থাৎ হেতুর দ্বারা বিজ্ঞেয়।

ভাগগুণাভ্যাং তত্ত্বান্তরং বৃত্তিঃ সম্বন্ধার্থং সর্পতীতি ॥ ১০৭

বৃত্তি অগ্নিনিঃসৃত স্ফুলিঙ্গের ন্যায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অংশ অথবা রূপাদির ন্যায় গুণ নহে। তাহা একদেশাবস্থায়ী অথচ ভিন্ন। তাহা প্রসর্পণক্রিয়ারূপিণী।

ন দ্রব্যনিয়মস্তদ্‌যোগাৎ ॥ ১০৮

প্রসর্পণক্রিয়াযোগিনী বৃত্তি দ্রব্য কি অন্য বস্তু, সে বিষয়ে কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় না। যোগার্থ দৃষ্টে তাহাই প্রতীত হয়। বস্তুত ইতিবৃত্তিঃ। যাহা স্বীয় অবস্থিতির হেতুভূত ব্যাপার— তাহাই তাহার বৃত্তি। বৈশ্যবৃত্তি, শূদ্রবৃত্তি, ইত্যাদি প্রয়োগ যদ্রূপ, বুদ্ধিবৃত্তি ও চক্ষুর্বৃত্তি, ইত্যাদি প্রয়োগ তদ্রূপ।

ন দেশভেদেপ্যন্যোপাদানতাস্মদাদিবন্নিয়মঃ ॥ ১০৯

ব্রহ্মলোক ও শিবলোক প্রভৃতি লোক ভেদ থাকিলেও ইন্দ্রিয়গণ অন্যোপাদানক নহে। সর্ব্বত্রই আহঙ্কারিক ইন্দ্রিয়।

নিমিত্তব্যপদেশাত্তদ্ব্যপদেশঃ॥ ১১০

কখন কখন নিমিত্ত কারণে প্রাধান্য অর্পণ করিয়া তদুৎপন্ন বলিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন বলা যায়, কাষ্ঠ হইতে অগ্নি। ফলতঃ কাষ্ঠ অগ্নিপ্রাদুর্ভাবের নিমিত্ত কারণ; উপাদান কারণ নহে। যেমন পার্থিব পদার্থের উপষ্টম্ভে তদনুগত তৈজস পদার্থ হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয় তেমনি তেজঃ প্রভৃতি ভূতের উপষ্টম্ভে তদনুগত অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় হইয়াছে।

উষ্মজাণ্ডজজরায়ুজোদ্ভিজ্জসাঙ্কল্পিকসাংসিদ্ধিকঞ্চেতিনিয়মঃ॥ ১১১

স্থূল শরীর ৬ প্রকার। উষ্মজ, অণ্ডজঃ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, সাঙ্কল্পিক ও সাংসিদ্ধিক। ইহাই নিয়মিত। কিন্তু সাংকল্পিক ও সাংসিদ্ধিক অতি অল্প। উষ্মজ ও স্বেদজ তুল্য কথা। সনকাদি ঋষি সাংকল্পিক অর্থাৎ ব্রহ্মার মানস পুত্র। রক্ত বীজ প্রভৃতির শরীর হইতে শরীরান্তর জন্মিয়াছিল, তাহা সাংসিদ্ধিক। যে শরীর মন্ত্র বলে, তপোবলে ও ঔষধ বলে জন্মে তাহাও সাংসিদ্ধিক।

সর্ব্বেষু পৃথিব্যুপাদানমসাধারণ্যাদ্ব্যপদেশঃ পূর্ব্ববৎ॥ ১১২

সমুদায় স্থূল শরীরের উপাদান পৃথিবী। পৃথিবী স্থূল শরীরে অসাধরণ অর্থাৎ অধিক। সেজন্য স্থূল শরীর পার্থিব শব্দে ব্যপদিষ্ট হয়।

ন দেহারম্ভকস্য প্রাণত্বমিন্দ্রিয়শক্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ॥ ১১৩

দেহে যে প্রাণ আছে তাহা দেহের আরম্ভক (উৎপাদক) নহে। প্রাণ নিজে ইন্দ্রিয়শক্তি হইতে সমুৎপন্ন।

ভোক্তুরধিষ্ঠানাদ্ভোগায়তননির্ম্মাণমন্যথা পূতিভাবপ্রসঙ্গাৎ॥ ১১৪

ভোক্তার অর্থাৎ জীবের অধিষ্ঠানে (ব্যাপার বিশেষে) ভোগায়তনের অর্থাৎ শরীরের নির্ম্মাণ (গঠন) নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অন্যথা অর্থাৎ জীবের অধিষ্ঠান না থাকিলে গর্ভগত শুক্রশোণিত মৃত দেহের ন্যায় পচিয়া যায়।

ভৃত্যদ্বারা স্বাম্যধিষ্ঠিতির্নৈকান্তাৎ ॥ ১১৫

দেহনির্ম্মাণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বামীর কোনরূপ অধিষ্ঠিতি অর্থাৎ চেতন পুরুষের ব্যাপার নাই। তাহা তদীয় প্রাণরূপ ভৃত্যের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। ফলিতার্থ—চেতন পুরুষ প্রাণ সংযোগ পূর্ব্বক দেহ প্রস্তুত করেন।

সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা ॥ ১১৬

সমাধি অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থা। সুষুপ্তি অর্থাৎ সম্পূর্ণ সুষুপ্তি (নিঃস্বপ্ন নিদ্রা)। মোক্ষ অর্থাৎ বিদেহকৈবল্য। পুরুষ এই তিন সময়ে ব্রহ্মরূপ হন।

দ্বয়োঃ সবীজমন্যত্র তদ্ধতিঃ ॥ ১১৭

তন্মধ্যে সমাধি ও সুষুপ্তি এই দুই সময়ে সবীজ ব্রহ্মরূপে এবং বিদেহকৈবল্যে নির্বীজ ব্রহ্মরূপে অবস্থিত হন। [সমাধি সুষুপ্তিতে সংসারবীজ অন্তর্হিত থাকায় পুনরুত্থান হয়। বিদেহ-কৈবল্যে তাহা না থাকায় পুনঃ সংসার হয় না।]

দ্বয়োরিব ত্রয়স্যাপি দৃষ্টত্বান্ন তু দ্বৌ ॥ ১১৮

সমাধি ও সুষুপ্তি দেখিয়া মোক্ষের (কৈবল্যের) দর্শন অর্থাৎ অস্তিত্বানুমান করিতে পার। সমাধি ও সুষুপ্তি আছে, মোক্ষ নাই, তাহা নহে। [সমাধিকালের ও সুষুপ্তিকালের ব্রহ্মভাব সর্ব্বদৃষ্ট। পরন্তু তখন চিত্ত ও চিত্তস্থ রাগাদি দোষ সংস্কারীভূত হইয়া থাকে। সেই কারণে সে ব্রহ্মভাব স্থায়ী

হয় না। সে দোষ যদি জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে কেন না তাহা (ব্রহ্মভাব) স্থায়ী হইবে? সুষুপ্ত্যাদি সদৃশী ব্রহ্মভাব স্থায়ী বা স্থির হওয়াই মোক্ষ।]

বাসনয়ানর্থখ্যাপনং দোষযোগেপি

ন নিমিত্তস্য প্রধানবাধকত্বম্ ॥১১৯

দোষযোগ থাকিলেও তৎকালে বাসনা অনর্থ উৎপাদন করে না। কারণ, নিমিত্ত প্রধানের বাধক নহে। [অভিপ্রায় এই যে, সুপ্তি ও সমাধি উভয়ত্রই বাসনা-নামক সংসার-বীজ থাকে। বৈরাগ্য আসিয়া সে বীজ নষ্ট না করিলে ব্রহ্ম হওয়া যায় না। সমাধিকালে ব্রহ্মরূপ হওয়া স্বীকার্য্য; কিন্তু সুষুপ্তি-কালে কিরূপে তাহা হইতে পারে? তৎকালে কি সংসার-বাসনা (সংস্কার) সংসার স্মরণ করায় না? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, সুষুপ্তি কালে যে বাসনা থাকে সে বাসনা প্রবল নিদ্রাদি দোষে বাধিতপ্রায় থাকে। সেজন্য সে সংস্কার তখন সংসার স্মরণ করাইতে পারে না।]

একঃ সংস্কারঃ ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকো ন তু

প্রতিক্রিয়ং সংস্কারভেদা বহুকল্পনাপ্রসক্তেঃ ॥ ১২০

পূর্ব্বজন্মীয় যে সংস্কারের সামর্থ্যে যে শরীর জন্মে, সেই এক সংস্কার সেই শরীরের ভোগ সমাপ্ত করে। ভোগ সমাপ্ত হইলে সে আপনা আপনি নিবৃত্ত হয়। প্রত্যেক ক্রিয়ার অর্থাৎ ভোগের জন্য পৃথক্ পৃথক্ সংস্কার স্বীকার করা ন্যায্য নহে। [কুম্ভকারচক্রের ভ্রমিও বেগ নামক এক সংস্কারের বলে কিছু কাল থাকে এবং ভ্রমণ শেষ হইলে তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

সেইরূপ একই সংস্কার জন্ম সম্পাদন করে ও জন্মভোগ সমাপ্ত হইলে উপক্ষীণ হইয়া যায়।]

ন বাহ্যবুদ্ধিনিয়মোবৃক্ষগুল্মলতৌষধিবনস্পতিতৃণবীরুধাদীনামপি ভোক্তৃভোগায়তনত্বং পূর্ব্ববৎ ॥ ১২১

যাহাতে বাহ্য জ্ঞান আছে তাহাই জীব-শরীর, ইহা নিয়মিত নহে। বাহ্যজ্ঞানশূন্য বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, ওষধি, বনস্পতি, তৃণ ও বীরুধ্ প্রভৃতির দেহও ভোক্তার ভোগায়তন।

স্মৃতেশ্চ ॥ ১২২

স্মৃতিকারেরা ঐ সকলকে জীব বলিয়াছেন।

ন দেহমাত্রতঃ কর্ম্মাধিকারিত্বং বৈশিষ্ট্যশ্রুতেঃ ॥ ১২৩

জীব যে, দেহ পাইলেই কর্ম্মাধিকারী হয়, তাহা নহে। যে যে দেহ কর্ম্ম করিবার যোগ্য, শ্রুতি তাহা বিশেষ (নির্দ্দিষ্ট) করিয়া বলিয়াছেন। [ব্রাহ্মণাদিদেহবিশিষ্ট জীবেরাই কর্ম্মাধিকারী এবং ব্রাহ্মণাদিদেহই ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তির ক্ষেত্র।]

ত্রিধা ত্রয়াণাং ব্যবস্থা কর্ম্মদেহোপভোগদেহোভয়দেহাঃ ॥ ১২৪

উত্তম, অধম ও মধ্যম, তিন শ্রেণী জীবের দেহের বিভাগ ত্রিবিধ। কর্ম্মদেহ, ভোগদেহ ও উভয়দেহ। [ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মদেহ, দেবতাদিগের ভোগদেহ ও রাজর্ষিদিগের উভয়দেহ।]

ন কিঞ্চিদপ্যনুশয়িনঃ ॥ ১২৫

অনুশয়ী অর্থাৎ বীতরাগী দিগের দেহ তিনের অতিরিক্ত।

ন বুদ্ধ্যাদিনিত্যত্বমাশ্রয়বিশেষেপি বহ্নিবৎ ॥ ১২৬

বুদ্ধ্যাদি অর্থাৎ জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি (প্রযত্ন), এ সকল আশ্রয় বিশেষেও (ঈশ্বরেও) নিত্য নহে। বহ্নি সর্ব্বত্রই অনিত্য।

আশ্রয়াসিদ্ধেশ্চ ॥ ১২৭

সে আশ্রয়বিশেষ অর্থাৎ ঈশ্বর অসিদ্ধ; সুতরাং তদাশ্রিত নিত্য জ্ঞানাদিও অসিদ্ধ।

যোগসিদ্ধয়োপ্যোষধাদিসিদ্ধিবন্নাপলপনীয়াঃ॥ ১২৮

ঔষধাদির দ্বারা সিদ্ধিলাভ দৃষ্ট হইয়াছে। তাহা দেখিলে যোগের দ্বারা অনিমাদি সিদ্ধির অপলাপ করা যায় না। অর্থাৎ যোগজা সিদ্ধিকে মিথ্যা বলা যায় না।

ন ভূতচৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ সাংহত্যেপিচ সাংহত্যেপিচ॥১২৮

সংহতাবস্থাতেও ভূতপঞ্চকে চৈতন্যের অবস্থান নাই। কারণ, বিভাগ কালে সেই সেই ভূতের কোনও ভূতে চৈতন্য দর্শন হয় না। চৈতন্য এক স্বতন্ত্র ও স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অস্ত্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ ॥ ১

আত্মা না থাকার সাধন অর্থাৎ প্রমাণ নাই। তাহা না থাকায় আত্মা আছে ইহা স্থিরতর সিদ্ধান্ত।

দেহাদিব্যতিরিক্তোসৌ বৈচিত্র্যাৎ ॥ ২

বিচিত্রতা হেতু আত্মা দেহাদির অতিরিক্ত।

ষষ্ঠী ব্যপদেশাদপি ॥ ৩

আমার শরীর, আমার মন, আমার বুদ্ধি, এই সম্বন্ধিসম্বন্ধের উল্লেখ দৃষ্টে আত্মার দেহাদিভিন্নতা অবধারিত হয়।

ন শিলাপুত্রবৎ ধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ ॥ ৪

শিলাপুত্রের শরীর, এই উল্লেখে অভেদে ভেদ ব্যবস্থাপিত হইতেছে সত্য; পরন্তু আমার মন, আমার শরীর, ইত্যাদি উল্লেখ সেরূপ নহে। কারণ, অভীপ্সিত স্থলে অভেদে ভেদষষ্ঠী (বিভক্তিবিশেষ) হওয়া প্রমাণবাধিত। [শিলাপুত্র=নোড়া। পেষণ প্রস্তর। তাহা ও তাহার শরীর একই বস্তু। আমি ও আমার শরীর সেরূপ এক বস্তু নহে। যে শিলাপুত্র সে-ই শিলাপুত্রের শরীর, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সমুদয় প্রমাণ তদুভয়ের ভেদ বা ভিন্নতা নিষেধ করে; কিন্তু আমার ও শরীর, এ দুএর ভেদ কোনও প্রমাণ নিষেধ করে না।]

অত্যন্তদুঃখনিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা ॥ ৫

পুরুষ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির দ্বারা কৃতার্থ হয়।

যথা দুঃখাৎ ক্লেশঃ পুরুষস্য ন তথা সুখাদভিলাষঃ ॥ ৬

কেননা বাহুল্য বিধায় দুঃখের প্রতি যত বিদ্বেষ, সুখের প্রতি অভিলাষ তত নহে। [বস্তুতঃই সুখাভিলাষ অপেক্ষা দুঃখনিবৃত্তির অভিলাষ বলবান্।]

কুত্রাপি কোপি সুখীতি ॥ ৭

দেখা যায়, তৃণ বৃক্ষ পশু মনুষ্যাদি অনন্ত প্রাণীর মধ্যে কোন কোন প্রাণী (কোন মানুষ ও কোন দেবতা) সুখী।

তদপি দুঃখশবলমিতি দুঃখপক্ষে নিঃক্ষিপ্যন্তে বিবেচকাঃ ॥ ৮

বিবেচক পুরুষ তাহাদের সে সুখকে দুঃখমিশ্রিত দেখিয়া দুঃখ পক্ষে নিক্ষেপ করেন। [তাহা বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায়; সুতরাং তাহা সুখ নহে। কিন্তু দুঃখ।]

সুখলাভাভাবাদপুরুষার্থমিতি চেন্ন দ্বৈবিধ্যাৎ ॥ ৯

মোক্ষনামক দুঃখনিবৃত্তিকালে সুখানুভবের অভাব থাকে। তাই বলিয়া মোক্ষ অপুরুষার্থ, তাহা নহে। কারণ, পুরুষার্থ দ্বিপ্রকার। সুখও পুরুষার্থ এবং দুঃখনিবৃত্তিও পুরুষার্থ। কেহ কেবল সুখ চায় এবং কেহ বা দুঃখনিবৃত্তি কামনা করে।

নির্গুণত্বমাত্মনোঽসঙ্গত্বাদিশ্রুতেঃ ॥ ১০

শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায়, আত্মা অসঙ্গস্বভাব। অর্থাৎ নির্গুণ। সুতরাং সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি দুএর কিছুই প্রার্থনীয় নহে।

পরধর্ম্মত্বেপি তৎসিদ্ধিরবিবেকাৎ ॥ ১১

সুখদুঃখাদি পরধর্ম্ম অর্থাৎ চিত্তধর্ম্ম হইলেও তাহা অবিবেক বশতঃ আত্মায় সিদ্ধি অর্থাৎ প্রতিবিম্বভাবে থাকা প্রমাণিত হয়। সেই প্রতিবিম্বনিবৃত্তি পুরুষের প্রার্থনীয় হইতে পারে।

অনাদিরবিবেকোঽন্যথা দোষদ্বয়প্রসক্তেঃ ॥ ১২

অবিবেক প্রবাহরূপে অনাদি। সাদি বলিতে গেলে দুই দোষ

হয়। সে দুই দোষ সাদিত্বনির্ণয়ের প্রতিবন্ধক। [অবিবেক আপনা আপনি জন্মে, এ পক্ষে মুক্ত পুরুষের পুনর্বন্ধনাপত্তি ও কর্ম্মপ্রভব, এ পক্ষে কর্ম্মের কারণ অনুসন্ধানে অনবস্থা।]

ন নিত্যঃ স্যাদাত্মবদন্যথানুচ্ছিত্তিঃ॥ ১৩

আত্মা যেমন অখণ্ড অনাদি, অবিবেক সেরূপ নহে। উহা প্রবাহাকারে অনাদি। প্রবাহাকার অনাদি ব্যতীত অখণ্ড অনাদির উচ্ছেদ নাই বা হয় না।

প্রতিনিয়তকারণনাশ্যত্বমস্য ধ্বান্তবৎ॥ ১৪

অন্ধকার যেমন নির্দ্দিষ্টকারণনাশ্য, কেবল মাত্র আলোকনাশ্য; তেমনি, বন্ধনের কারণ অবিবেকও নির্দ্দিষ্টকারণনাশ্য অর্থাৎ বিবেক-নাশ্য।

অত্রাপি প্রতিনিয়মোঽন্বয়ব্যতিরেকাৎ॥ ১৫

বিবেকেরও নিয়মিত কারণ আছে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। অন্বয়ে ও ব্যতিরেকে ঐ তিনের কারণতা সিদ্ধ হয়।

প্রকারান্তরাসম্ভবাদবিবেক এব বন্ধঃ॥ ১৬

অন্য প্রকার অসম্ভব বলিয়া অবিবেকই বন্ধন। [বন্ধন অর্থাৎ দুঃখসংযোগ। তাহা অবিবেক বশতঃই ঘটিয়াছে।]

ন মুক্তস্য পুনর্বন্ধযোগোপ্যনাবৃত্তিশ্রুতেঃ॥ ১৭

মুক্ত হইলে আর তাহার বন্ধন হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন, মুক্ত পুরুষের আবৃত্তি (পুনরাগম বা পুনঃ সংসার) নাই।

অপুরুষার্থত্বমন্যথা॥ ১৮

মুক্ত হইলেও যদি পুনর্বন্ধন হইত তাহা হইলে মুক্তি পুরুষার্থপদবাচ্য হইত না। কেহই মুক্তিকামনা করিত না।

অবিশেষাপত্তিরুভয়োঃ॥ ১৯

ভাবি বন্ধন লক্ষ্য করিলে উভয়ের অর্থাৎ বদ্ধ মুক্তের কি বিশেষ (প্রভেদ) থাকে ?

মুক্তিরন্তরায়-ধ্বস্তের্ন পরঃ ॥ ২০

মুক্তি অন্তরায়ধ্বংস অর্থাৎ প্রতিবন্ধক বিনাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। [প্রতিবন্ধক-অবিবেক অথবা প্রকৃতির প্রতিবিম্বন।]

তত্রাপ্যবিরোধঃ ॥ ২১

অন্তরায়-ধ্বংসই মোক্ষ, এ সিদ্ধান্ত পুরুষার্থবিরোধী নহে। [দুঃখযোগ ও দুঃখবিয়োগ উভয়ই পুরুষে কল্পিত। অবিবেক গেলে দুঃখ থাকে না। সুতরাং অবিবেক নামক অন্তরায়ের ধ্বংসই পুরুষার্থ।]

অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ ॥ ২২

শ্রবণ মাত্রে বিবেক সাক্ষাৎকার হয় না। কারণ, বিবেক-জ্ঞানের অধিকারী তিন প্রকার। উত্তম, অধম, মধ্যম। যাহারা উত্তমাধিকারী তাহাদেরই শ্রবণের অনন্তর তত্ত্বজ্ঞান জন্মে।

দার্ঢ্যার্থমুত্তরেষাম্ ॥ ২৩

মধ্যম ও অধম অধিকারী দিগের জন্য আত্যন্তিক অন্তরায় ধ্বংসরূপ মোক্ষের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ শ্রবণের পর মননের ও নিদিধ্যাসনের বিধান হইয়াছে।

স্থিরসুখমাসনমিতি ন নিয়মঃ ॥ ২৪

স্বস্তিকাদি আসন অভ্যস্ত করিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। শরীর ও মন বিচলিত না হয় ও সুখকর হয়, এরূপ উপবেশন আসন নামে গণ্য।

ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ ॥ ২৫

অন্তঃকরণ বিষয়পরিশূন্য অর্থাৎ বৃত্ত্যন্তর-রহিত হইলে তাহা ধ্যান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

উভয়থাপ্যবিশেষশ্চেৎ নৈবমুপরাগনিরোধাদ্বিশেষঃ॥ ২৬

উপরাগ নিরুদ্ধ হওয়ায় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্ব পুরুষ হইতে অপগত হওয়ায় যোগাবস্থা অযোগাবস্থা অপেক্ষা বিশিষ্ট। অর্থাৎ ভিন্ন। বুদ্ধির ছায়া অবরুদ্ধ না হইলে উভয় অবস্থা সমান।

নিঃসঙ্গোপ্যুপরাগোঽবিবেকাৎ॥ ২৭

যদিও সঙ্গবিবর্জিত পুরুষে পারমার্থিক উপরাগ নাই তথাপি তিনি বুদ্ধির সহিত অবিবিক্ততা বশতঃ প্রতিবিম্ব দ্বারা উপরাগ প্রাপ্তের ন্যায় হন।

জবাস্ফটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিন্ত্বভিমানঃ॥ ২৮

উপরাগও বাস্তব নহে। জবাপুষ্প ও স্ফটিক সন্নিহিত থাকিলেও স্বচ্ছস্বভাব স্ফটিকে জবার বাস্তব উপরাগ হয় না। জবার রক্তিমা স্ফটিকে অনুক্রান্ত হয় না। কিন্তু তাহা প্রতিবিম্বিত হয়। সেই প্রতিবিম্বে, স্ফটিক রাঙা, এই আভিমানিকী বুদ্ধি জন্মে। বুদ্ধি-পুরুষের উপরাগ সেইরূপ জানিবে।

ধ্যানধারণাভ্যাসবৈরাগ্যাদিভিস্তন্নিরোধঃ॥ ২৯

যোগের কারণ ধ্যান, ধ্যানের কারণ ধারণা, ধারণার কারণ অভ্যাস অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য্যসাধন। অপিচ অভ্যাস স্থায়ী হওয়ার কারণ বিষয়বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের কারণ বিষয়ের দোষ অনুসন্ধান। এবং রীতিতে উক্ত উপরাগের নিরোধ (অবসান) হইয়া থাকে।

লয়বিক্ষেপয়োর্ব্যাবৃত্ত্যেত্যাচার্য্যাঃ॥ ৩০

সাংখ্যাচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, ধ্যানাদির দ্বারা লয়বৃত্তির ও বিক্ষেপবৃত্তির নিরোধ (অনুত্থান) হয় ও পুরুষে বৃত্ত্যুপরাগের শান্তি হইয়া থাকে।

ন স্থাননিয়মশ্চিত্তপ্রসাদাৎ ॥ ৩১

ধ্যানাদির জন্য স্থানের নিয়ম নাই। যে স্থানে চিত্ত প্রসন্ন হয় সেই স্থানই ধ্যানযোগ্য।

প্রকৃতেরাদ্যোপাদানতান্যেষাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ ॥ ৩২

শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বাদি জন্মিয়াছে। সুতরাং প্রকৃতিই মূলকারণ ও অন্যান্য তত্ত্ব তাহার কার্য্য।

নিত্যত্বেপি নাত্মনোযোগ্যত্বাভাবাৎ ॥ ৩৩

পুরুষ অনাদি নিত্য হইলেও তিনি অযোগ্য বলিয়া উপাদান কারণ (জগতের) নহেন। গুণ বা সম্বন্ধ হওয়ার জন্য পরিণাম শক্তি না থাকিলে তাহা কাহার উপাদান হইতে পারে না। পুরুষ নির্গুণ ও অসঙ্গ।

শ্রুতিবিরোধান্ন কুতর্কাপসদস্যাত্মলাভঃ ॥ ৩৪

পুরুষ জগৎকারণ, ইহা ব্যবস্থাপনার্থ যত কুতর্ক উদ্ভাবন করিবে সমস্তই শ্রুতিবাধিত সুতরাং স্থিতিশূন্য হইবে।

পারম্পর্য্যেপি প্রধানানুবৃত্তিরণুবৎ ॥ ৩৫

প্রকৃতি তৃণাদি স্থাবর পদার্থেরও কারণ সত্য ; কিন্তু সাক্ষাৎ কারণ নহে। যেমন পরমাণু-কারণ-বাদীর মতে পরম্পরা সম্বন্ধেও পরমাণুর কারণতা অঙ্গীকৃত হয়, তেমনি, সাংখ্যমতেও পরিণামপরম্পরায় প্রকৃতির কারণতা স্বীকৃত হইয়াছে।

সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাদ্বিভুত্বম্‌ ॥ ৩৬

সর্ব্বত্রই প্রাকৃতিক পরিণাম দৃষ্ট হয়। সুতরাং প্রকৃতি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিনী বা পরিপূর্ণা।

গতিযোগেপ্যাদ্যকারণতাহানিরণুবৎ ॥ ৩৭

প্রকৃতি গতিশীলা, এরূপ বলিতে গেলে তাঁহাকে পরমাণু প্রভৃতির ন্যায় পরিমিত পদার্থ বলিতে হয় এবং তাহাতে তাঁহার মূল কারণতার হানি হয়। ভাবার্থ এই যে, প্রকৃতি পরমাণু প্রভৃতির ন্যায় পরিমিত বা পরিচ্ছন্না নহেন। তিনি অপরিমিত। পরিমিত পদার্থই এক হইতে অপর স্থানে যায়।

প্রসিদ্ধাধিক্যং প্রধানস্য ন নিয়মঃ ॥ ৩৮

প্রকৃতি বৈশেষিকাদি প্রসিদ্ধ দ্রব্যাদি পদার্থের অতিরিক্ত। দ্রব্যাদি ৯ কিংবা প্রমাণাদি ১৬ পদার্থ আছে, অধিক নাই, এরূপ নির্দ্দেশ বা নিয়ম অসম্ভব।

সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তাদ্রূপ্যাৎ ॥ ৩৯

সত্ত্বাদি গুণ প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে। উহারা প্রকৃতির স্বরূপ।

অনুপভোগেপি পুমর্থং সৃষ্টিঃ প্রধানস্যোষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ ॥ ৪০

প্রকৃতি নিজ ভোগার্থ সৃষ্টি করেন না। তিনি উষ্ট্রের কুঙ্কুম বহনের ন্যায় পুরুষ ভোগার্থ সৃজন করেন। [এ সূত্র ৩ অধ্যায়ে আর এক বার বলা হইয়াছে।]

কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্ ॥ ৪১

জীবের উপার্জ্জিত কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম অতীব বিচিত্রা অর্থাৎ অনন্ত প্রকার। সেই জন্য তদনুযায়িনী সৃষ্টিও বিচিত্রা অর্থাৎ অনন্তপ্রকার।

সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ম্ ॥ ৪২

সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণ কখন সমান ও কখন অসমান

হয়। সেই কারণে কখন সৃষ্টি ও কখন প্রলয় হয়। সাম্য-কালে প্রলয় ও বৈষম্যকালে সৃষ্টি।

বিমুক্তবোধান্ন সৃষ্টিঃ প্রধানস্য লোকবৎ ॥ ৪৩

যে-পুরুষ আপনাকে বিমুক্ত বোধ করে, জ্ঞান দ্বারা আপনার মুক্তস্বভাব মানস প্রত্যক্ষে অবগত হয়, প্রকৃতি সে পুরুষের সম্বন্ধে (নিকট) সৃষ্টি করেন না। আপনার পরিণাম-ক্রম দেখান না। যেমন দেখা যায়, ইহলোকে রাজভৃত্যেরা রাজার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া কৃতার্থ হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষকে মুক্ত করিয়া কৃতার্থা হন। আর কিছু করেন না।

নান্যোপসর্পণেপি মুক্তোপভোগোনিমিত্তাভাবাৎ ॥ ৪৪

প্রকৃতি অন্য পুরুষের উপসর্পণা করিলেও অর্থাৎ অন্যের জন্য সৃষ্টি করিলেও (পরিণতা হইলেও) নিমিত্ত না থাকায় তাহার দ্বারা মুক্ত পুরুষের ভোগ জন্মে না। সে পুরুষের উপাধি—স্থূল সূক্ষ্ম শরীর—তাহা তাহার সমূলে উন্মূলিত হইয়া যায়। কাযেই সে পুরুষের সৃষ্টি দর্শন অনন্তকালের নিমিত্ত স্থগিত বা তিরোহিত হইয়া থাকে।

পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ ॥ ৪৫

সুখদুঃখাদির সুব্যবস্থা দৃষ্টে পুরুষের অনেকত্ব অনুমিত হয়। পুরুষ বা আত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন, এক নহে।

উপাধিশ্চেৎ তৎসিদ্ধৌ পুনর্দ্বৈতম্ ॥ ৪৬

আত্মা এক, উপাধিই অনেক, উপাধি ভঙ্গে উপহিতের মোক্ষ, এরূপ স্বীকার করিতে গেলে দ্বৈতবাদ ভঙ্গ হইবে।

দ্বাভ্যামপি প্রমাণবিরোধঃ ॥ ৪৭

আত্মা ও অবিদ্যা, উভয় স্বীকার শ্রুতিপ্রমাণবিরোধী।

দ্বাভ্যামপ্যবিরোধান্ন পূর্ব্বমুত্তরঞ্চ সাধকাভাবাৎ ॥ ৪৮

পুরুষ (আত্মা) ও অবিদ্যা, উভয় স্বীকারে একাত্মবাদীর পূর্ব্বপক্ষ থাকে না। বিঘটিত হইয়া যায়। কেন না, সাঙ্খ্যও প্রকৃতি ও পুরুষ অঙ্গীকার করেন। এবং বিকারমিথ্যাত্বও স্বীকার করেন। অপিচ, সাধক অর্থাৎ প্রমাণ না থাকায় অদ্বৈতবাদীর উত্তর অর্থাৎ সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যায়।

যাহারা বলে, কেবল আত্মাই আছে, অন্য কিছু নাই, তাহারা কি দিয়া আত্মা থাকা প্রমাণিত করিবে ?

প্রকাশতস্তৎসিদ্ধৌ কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধঃ ॥ ৪৯

কেবলমাত্র প্রকাশের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধি (প্রমাণিত) সম্ভবে না। তাহাতে কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ দোষ আছে। প্রকাশ্য ও প্রকাশক উভয়ের অবস্থান ব্যতীত একের অবস্থান অপ্রমাণ। যে কর্ত্তা সে-ই কর্ম্ম, ইহা দৃষ্টবিরুদ্ধ। প্রকাশ্য বস্তু না থাকিলে প্রকাশরূপী আত্মা কাহাকে প্রকাশ করিবে ? আপনিই, আপনাকে প্রকাশ করিবে, ইহা সর্ব্বথা অসঙ্গত। তিনি প্রকাশক কিন্তু তাঁহার প্রকাশ্য কৈ ? প্রকাশ্য থাকা আবশ্যক। প্রকাশের কর্ম্ম অর্থাৎ প্রকাশ্য পৃথক্ থাকা আবশ্যক।

জড়ব্যাবৃত্তোজড়ং প্রকাশয়তি চিদ্রূপঃ ॥ ৫০

জড়ত্ববিপরীত চৈতন্য আত্মার বা পুরুষের স্বরূপ এবং তাহাই জড়ের প্রকাশক। জড় তাহার প্রকাশ্য।

ন শ্রুতিবিরোধোরাগিনাং বৈরাগ্যায় তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৫১

দ্বৈত (চিৎ ও জড়) পরমার্থ অর্থাৎ মূলতত্ত্ব হইলেও তাহা অদ্বৈতবাদিনী শ্রুতির অবিরুদ্ধ। অদ্বৈতবাদিনী শ্রুতি রাগীর বিষয়বৈরাগ্যার্থ অভিহিত। পূর্ব্বে এ কথা বলা হইয়াছে।

জগৎসত্যত্বমদুষ্টকারণজন্যত্বাদ্বাধকাভাবাচ্চ ॥ ৫২

এই জগৎ রজ্জুদৃষ্ট সর্পের ন্যায় মিথ্যা নহে, কিন্তু সত্য। হেতু এই যে, ইহা অদুষ্টকারণপ্রভব ও বাধকপ্রমাণবিবর্জ্জিত। এ কথাও পূর্ব্বে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রকারান্তরাসম্ভবাৎ সদুৎপত্তিঃ ॥ ৫৩

অন্য প্রকার সম্ভবে না বলিয়া সতেরই উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হয়। [এই সৎকার্য্যবাদের তথ্য বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে।]

অহঙ্কারঃ কর্ত্তা ন পুরুষঃ ॥ ৫৪

যে কিছু কর্ত্তৃত্ব, সমস্তই অহঙ্কারনিষ্ঠ, পুরুষনিষ্ঠ নহে।

চিদবসানা ভুক্তিস্তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্বাৎ ॥ ৫৫

অহঙ্কার কর্ত্তা সত্য; পরন্ত ভোগ চিদাত্মায় পর্য্যবসন্ন। ভোগ = প্রতিবিম্বিত হওয়া। এক অহঙ্কারের কর্ম্মে অন্য পুরুষের ভোগ হয় না। যে পুরুষের অহঙ্কার সেই পুরুষ সেই কর্ম্ম উপার্জ্জন করে এবং তাহা সেই পুরুষেরই ভোগ জন্মায়। তাহারই সহিত তাহার সম্বন্ধ, অন্যের সহিত নহে।

চন্দ্রাদিলোকেপ্যাবৃত্তিনিমিত্তসদ্ভাবাৎ ॥ ৫৬

কর্ম্মবলে চন্দ্রলোকাদি প্রাপ্ত হইলেও কারণযোগ থাকায় আবৃত্তি অর্থাৎ এতল্লোকে পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে।

লোকস্য নোপদেশাৎ সিদ্ধিঃ পূর্ব্ববৎ ॥ ৫৭

লোকবিষয়ক উপদেশে সিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান হয় না।

পারম্পর্য্যেণ তৎসিদ্ধৌ বিমুক্তিশ্রুতিঃ ॥ ৫৮

ব্রহ্মলোকে, গোলোকে ও শিবলোকে গেলে সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি হয় সত্য; পরন্তু তাহা ক্রমপরম্পরায়। সেই সেই লোকে গেলে তথায় বিবেকসাক্ষাৎকার হয়, পরে মুক্তি হয়। কিন্তু

সকলের হয় না। সকলের কেন হয় না? তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

গতিশ্রুতেশ্চ ব্যাপকত্বেপ্যুপাধিযোগাদ্ভোগদেশ-
কাললাভোব্যোমবৎ॥ ৫৯

আত্মা পূর্ণ বা ব্যাপক সত্য, পরন্তু গতিশ্রুতির তাৎপর্য্যে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়া থাকে যে, উপাধির যোগে অর্থাৎ শরীরের গতিতে আত্মার ভোগ্য দেশকালাদি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেমন ব্যোম অর্থাৎ আকাশ সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকিলেও তাহা ঘটাদি উপাধির যোগে নীয়মানের ন্যায় হয়, সেইরূপ।

অনধিষ্ঠিতস্য পুতিভাবপ্রসঙ্গাত্তৎসিদ্ধিঃ॥ ৬০

ভোক্তার (চেতনের) অধিষ্ঠান (আবেশ) ব্যতীত শুক্রশোণিতে ভোগায়তন (শরীর) জন্মে না। পচিয়া যায়।

অদৃষ্টদ্বারা চেদসম্বন্ধস্য তদসম্ভবাজ্জলাদিবদঙ্কুরে॥ ৬১

..শুক্রশোণিতে সাক্ষাৎ অদৃষ্টসংযোগের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং অদৃষ্টাসম্বন্ধ শুক্রশোণিত শরীরনির্ম্মাণে অক্ষম। যেমন, জলসম্বন্ধবিশিষ্ট বীজই কৃষকের ব্যাপারে অঙ্কুরিত হয়, তেমনি, অদৃষ্টযুক্ত আত্মসংযোগে শুক্রশোণিতে শরীরোৎপত্তি হয়।

নির্গুণত্বাত্তদসম্ভবাদহঙ্কারধর্ম্মা হ্যেতে॥ ৬২

উহা পর-মত। সাঙ্খ্যমত এই যে, ভোক্তা স্বভাবতোনির্গুণ বা নির্ধর্ম্মক। সে জন্য তাঁহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অদৃষ্ট সম্ভাব সম্ভবে না। •সে সকল (অদৃষ্টাদি) যথার্থতঃ অহঙ্কারনিষ্ঠ অর্থাৎ আহঙ্কারিক ধর্ম্ম। সুতরাং এতন্মতে ভোক্তার অধিষ্ঠান দ্বার-নিরপেক্ষ কিন্তু সান্নিধ্যনামক-সংযোগসাপেক্ষ।

বিশিষ্টস্য জীবত্বমন্বয়ব্যতিরেকাৎ ॥ ৬৩

অন্বয় ও ব্যতিরেক যুক্তিতে জানা যায়, জীব অহঙ্কারবিশিষ্ট। পুরুষই অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিত হওয়ায় জীব।

অহঙ্কারকর্ত্রধীনা কার্য্যসিদ্ধির্নেশ্বরাধীনা প্রমাণাভাবাৎ ॥ ৬৪

কার্য্য অর্থাৎ সৃষ্টি ও সংহার অহঙ্কারাত্মক কর্ত্তার অধীন। পরমতীয় ঈশ্বরের অধীন নহে। সে ঈশ্বরে প্রমাণ নাই।

অদৃষ্টোদ্ভূতিবৎ সমানত্বম্ ॥ ৬৫

যেমন পরকীয় মতে কালসহকারে প্রকৃতিক্ষোভক কর্ম্মের (জীবাদৃষ্টের) উদ্ভব বা উদ্রেক অঙ্গীকৃত হয়, তাহার জন্য আর কর্ম্মান্তর কল্পিত হয় না, তেমনি, অস্মন্মতেও কালসহকারে কর্ত্তা অহঙ্কারের উদ্রেক হইয়া থাকে। এই স্থানে আমরা উভয়েই সমান।

মহতোঽন্যৎ ॥ ৬৬

অহঙ্কার হইতে সৃষ্টি, তাহার অন্য অর্থাৎ পালনাদি মহত্তত্ত্ব হইতে সিদ্ধ হয়। [শুদ্ধসত্ত্বতাহেতু অভিমানাদিরহিত মহান্ পুরুষের স্থিতি বা পালন করার প্রয়োজন, পরানুগ্রহ। ইনিই পুরাণোক্ত বিষ্ণু।]

কর্ম্মনিমিত্তঃ প্রকৃতেঃ স্বস্বামিভাবোঽপ্যনাদির্বীজাঙ্কুরবৎ ॥ ৬৭

কোন এক সাঙ্খ্যের মতে কর্ম্মের প্রেরণায় প্রকৃতি পুরুষের ভোগ্যভোক্তৃভাব ও তাহা বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি।

অবিবেকনিমিত্তো বেতি পঞ্চশিখঃ ॥ ৬৮

পঞ্চশিখ (মুনি) বলেন, প্রকৃতি পুরুষের ভোগ্যভোক্তৃ-ভাব অবিবেকমূলক। এতন্মতেও তাহা অনাদি। অবিবেক প্রলয়কালেও সংস্কারীভূত হইয়া প্রকৃতিতে অবস্থান করে।

মতান্তরে যে অবিবেক বিবেকপ্রাগভাব নামে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সঙ্গত নহে।

লিঙ্গশরীরনিমিত্তক ইতি সনন্দনাচার্য্যঃ ॥ ৬৯

সনন্দন মুনি বলেন, প্রকৃতি পুরুষের ভোগ্যভোক্তৃভাব লিঙ্গশরীরনিমিত্তক। হেতু এই যে, লিঙ্গশরীর দ্বারাই পুরুষের ভোগাভিমান পর্য্যাপ্ত হয়। এতন্মতেও লিঙ্গশরীর অনাদি। প্রলয় কালে লিঙ্গশরীর না থাকিলেও তাহার সংস্কার অর্থাৎ পূর্ব্বলিঙ্গশরীরোৎপন্ন অবিবেকের সংস্কার বিদ্যমান থাকে। সুতরাং তন্মতেও বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্ত অবাহত।

যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ ॥ ৭০

যে কোন প্রকার হউক, তদুচ্ছেদ অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষের স্বস্বামিভাব উন্মূলন হওয়াই পুরুষার্থ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

সংক্ষিপ্ত-সাংখ্য-দর্শনম্।

দীপিকা-ব্যাখ্যা-সহিতম্।

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বেষু জন্মনা জ্ঞানমাপ্তবান্
আদিস্রষ্টৌ নমস্তস্মৈ কপিলায় মহর্ষয়ে॥

অথাতস্তত্ত্বসমাম্নায়ঃ ॥ ১ ॥ অথ তত্ত্বসমাসস্য সূত্রাণি ব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্র কশ্চিদ্ব্রাহ্মণস্ত্রিবিধেন দুঃখেনাভিভূতঃ সাঙ্খ্যাচার্য্যং কপিলমহর্ষিং শরণমুপাগতঃ। অথ স্বাধ্যায়ং নিবেদ্যাহ ভগবন্! কিমিহ পরং যাথার্থ্যং কিমিহ কৃত্বা কৃতকৃত্যঃ স্যামিতি। কপিল উবাচ—কথয়ামি॥ ০॥ অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ॥ ২

কাস্তাঃ? উচ্যন্তে। অব্যক্তং বুদ্ধিরহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণী ত্যেতা অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ। তত্রাঽব্যক্তং তাবদুচ্যতে। যথা লোকে ব্যজ্যন্তে ঘট বন শয়ন ধন কামা ন তথা ব্যজ্যত' ইত্যব্যক্তম্। শ্রোত্রাদিভিরিন্দ্রিয়ৈর্ন গৃহ্যত ইত্যর্থঃ। কস্মাৎ? অনাদিমধ্যান্তত্বাৎ নিরবয়বত্বাচ্চ। উক্তঞ্চ "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাচ নিত্যং রসগন্ধবর্জিতম্। অনাদিমধ্যং মহতঃ পরং ধ্রুবং প্রধানমেতৎ প্রবদন্তি সূরয়ঃ॥" "সূক্ষ্মমলিঙ্গমচেতনমনাদিনিধনং তথা প্রসবধর্ম্মি। নিরবয়বমেকমেব হি সাধারণমেতদব্যক্তম্॥" অব্যক্তস্যামী পর্য্যায়শব্দা ভবন্তি। অব্যক্তং প্রধানং ব্রহ্ম গুরু বহ্বাত্মকং অক্ষরং তমঃ ক্ষেত্রং প্রভূতমিতি। অথাহ কা বুদ্ধিরিতি। উচ্যতে। অধ্যবসায়োবুদ্ধিঃ। সোঽধ্যবসায়ো গবাদিষু দ্রব্যেষু যা প্রতিপত্তিঃ এবমেতন্নান্যথা গৌরেবাঽয়ং

নাশ্বঃ স্থাণুরেবাঽয়ং ন পুরুষ ইত্যেবা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ। এতস্যাশ্চ বুদ্ধেরষ্টৌ রূপাণি ভবন্তি। ধর্ম্মো জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যমিতি। তত্র ধর্ম্মোনাম শ্রুতিস্মৃতিবিহিতঃ শিষ্টাচারাবিরুদ্ধঃ শুভলক্ষণঃ। জ্ঞানং নাম শব্দাদিষু বিষয়েষ্বঽপ্রবৃত্তিঃ। ঐশ্বর্য্যং নাম অণিমাদ্যষ্টৌ গুণাঃ। এতানি সাত্ত্বিকানি চত্বারি। অধর্ম্মোঽজ্ঞানমবৈরাগ্যমনৈশ্বর্য্যমিতি তদ্বিরোধীনি। তত্রাঽধর্ম্মোনাম ধর্ম্মবিপর্য্যয়ঃ শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধোঽশুভলক্ষণঃ। অজ্ঞানং নাম জ্ঞানবিপর্য্যয়ঃ তত্ত্বভাবভূতানামনববোধঃ। অবৈরাগ্যং নাম বৈরাগ্যবিপর্য্যয়ঃ শব্দাদিবিষয়েষ্বভিষঙ্গঃ। অনৈশ্বর্য্যং নামৈশ্বর্য্যবিপর্য্যয়োঽণিমাদ্যষ্টরাহিত্যম্। এতানি তামসানি চত্বারি। তত্র ধর্ম্মেণ নিমিত্তেনোর্দ্ধগমনম্। জ্ঞানেন চ নিমিত্তেন মোক্ষঃ। বৈরাগ্যেণ চ নিমিত্তেন প্রকৃতিলয়ঃ। ঐশ্বর্য্যেণ চ নিমিত্তেনাঽপ্রতিহতগতির্ভবতি। এবমেবাঽষ্টধা বুদ্ধির্ব্যাখ্যাতা। বুদ্ধেরমী পর্য্যায়শব্দা ভবন্তি। মনোমতির্মহান্ ব্রহ্ম পূঃ বুদ্ধিঃ খ্যাতিঃ প্রজ্ঞা শ্রুতিঃ ধৃতিঃ সম্বিৎ স্মৃতিরিতি। অথাহ কোঽয়মহঙ্কার ইতি। উচ্যতে। অভিমানোঽহঙ্কারঃ। যোঽয়মভিমানঃ—অহং শব্দং করোম্যঽহং স্পৃশাম্যঽহং রূপয়ে অহং রসয়ে অহং জিঘ্রেমি অহং স্মরাম্যহমীশ্বরোঽসৌ ময়া হতঃ শত্রূন্ হনিষ্যে চাপরানপি ইত্যেবমাদিপ্রত্যয়ঃ সোঽহঙ্কারঃ। অহঙ্কারস্যামী পর্য্যায়শব্দা ভবন্তি। অহঙ্কারঃ বৈকারিকঃ তৈজসঃ তামসঃ ভূতাদিঃ সানুমানো নিরনুমানশ্চ। অহং ভোগী অহং ধর্ম্মেঽভিবিক্ত ইতি। অথাহ কানি পঞ্চতন্মাত্রাণি ? উচ্যতে। শব্দতন্মাত্রং স্পর্শতন্মাত্রং রূপতন্মাত্রং রসতন্মাত্রং গন্ধতন্মাত্রং ইত্যেতানি পঞ্চতন্মাত্রাণি। তত্র শব্দতন্মাত্রাৎ শব্দ এবোপলভ্যতে ন তূদাত্তানুদাত্তস্বরিত

ষড়্জর্ষভগান্ধারমধ্যমপঞ্চমধৈবতনিষাদাদয়ঃ শব্দবিশেষা উপলভ্যন্তে। তস্মাৎ শব্দতন্মাত্রোঽবিশেষঃ। স্পর্শতন্মাত্রাৎ স্পর্শ এবোপলভ্যতে ন তু মৃদুকঠিনকর্কশপিচ্ছিলশীতোষ্ণাদয়ঃ স্পর্শবিশেষাঃ। তস্মাৎ স্পর্শতন্মাত্রোঽবিশেষঃ। রূপতন্মাত্রাৎ রূপমেবোপলভ্যতে ন তু শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ পীত হরিতাদয়ো রূপবিশেষাঃ। তস্মাৎ রূপতন্মাত্রোঽবিশেষঃ। রসতন্মাত্রাৎ রস এবোপলভ্যতে ন তু কটু তিক্ত কষায় মধুরাম্ললবণাদয়ো রসবিশেষাঃ। তস্মাৎ রসতন্মাত্রোঽবিশেষঃ। গন্ধতন্মাত্রাৎ গন্ধ এবোপলভ্যতে ন তু সুরভিরসুরভিরিতি গন্ধতন্মাত্রোঽবিশেষঃ। এমেতানি পঞ্চতন্মাত্রাণি। অথৈষাং পর্য্যায়শব্দাঃ। পঞ্চতন্মাত্রাণি অবিশেষাঃ মহাভূতানি প্রকৃতয়ঃ অণবঃ শান্তা ঘোরা মূঢ়া ইতি। এবমেতা অব্যক্তমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রসংজ্ঞিতা অষ্টৌ প্রকৃতয়ো ব্যাখ্যাতাঃ। অথ কস্মাৎ প্রকৃতয়ঃ? উচ্যন্তে। প্রকুর্ব্বন্তীতি প্রকৃতয়ঃ। ০॥ ষোড়শ বিকারাঃ॥ ৩

কে তে ষোড়শ বিকারাঃ? উচ্যন্তে। একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চভূতানি ইত্যেতে ষোড়শ বিকারাঃ। তত্রেন্দ্রিয়াণি তাবদুচ্যন্তে। শ্রোত্র-ত্বক্-চক্ষু-জিহ্বা-ঘ্রাণ-মিত্যেতানি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি। স্বং স্বং বিষয়ং বুধ্যন্ত ইতি বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি। তত্র শ্রোত্রং স্বং বিশেষশব্দং বুধ্যতে। ত্বক্ স্পর্শম্। চক্ষূরূপম্। রসনা রসম্। ঘ্রাণং গন্ধমিতি। বাক্-পাণি-পাদ-পায়ূ-পস্থাঃ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। তত্র স্বং স্বং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। বাক্ স্বং বচনমুচ্চারয়তি। হস্তাবাদানবিসর্জ্জনাদি কর্ম্ম কুরুতঃ। পাদৌ বিহরণাদি। পায়ুর্ম্মলাদীনামুৎসর্গম্। উপস্থ আনন্দম্। উভয়াত্মকং মনঃ স্বয়ং সংকল্পবৃত্তির্জ্ঞানাত্মকং কর্ম্মাত্মকঞ্চ। সর্ব্বাণি মনঃসহ

কারীণি। এতান্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি। অথৈষাং পর্য্যায়শব্দাঃ। ইন্দ্রিয়াণি বোধাত্মকানি বৈকারিকাণি নিপাতনামি উপাদানানি নিকারকানি অক্ষাণি খানি। অথ কানি পঞ্চভূতানি? উচ্যন্তে। পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশমিতি। পৃথিবী ধারণভাবেন বর্ত্তমানা চতুর্ণামপ্তেজোবায়্বাকাশানামুপকরোতি। আপো দ্রবভাবেন বর্ত্তমানাশ্চতুর্ণামুপকুর্ব্বন্তি। তেজস্তপনভাবেন বর্ত্তমানং চতুর্ণামুপকারং করোতি। বায়ুর্বহনভাবেন বর্ত্তমানশ্চতুর্ণামুপকারং করোতি। আকাশোঽবকাশদানেন বর্ত্তমানশ্চতুর্ণামুপকরোতি। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধবতী পঞ্চগুণা পৃথিবী। শব্দস্পর্শরূপরসবত্যশ্চতুর্গুণা আপঃ। শব্দস্পর্শরূপবত্রিগুণং তেজঃ। শব্দস্পর্শবান্ দ্বিগুণোবায়ুঃ। শব্দবদেকগুণমাকাশমিতি। এবং পঞ্চভূতানি ব্যাখ্যাতানি। অথৈষাং পর্য্যায়াঃ। ভূতানি বিশেষাঃ বিকারাঃ প্রকৃতয়ঃ তনবঃ (অণবঃ) বিগ্রহাঃ শান্তাঃ ঘোরাঃ মূঢ়া ইতি। এতে ষোড়শ বিকারা ব্যাখ্যাতাঃ। ০॥ পুরুষঃ ॥ ৪

" কঃ পুরুষঃ? উচ্যতে। পুরুষোঽনাদিঃ সূক্ষ্মঃ সর্ব্বগতশ্চেতনো নির্গুণো নিত্যো দ্রষ্টা ভোক্তাঽকর্ত্তা ক্ষেত্রবিদপ্রসবধর্ম্মশ্চেতি। অথ কস্মাৎ পুরুষঃ? পুরাণত্বাৎ পুরিশয়নাৎ পুরোহিত বৃত্তিত্বাচ্চ পুরুষঃ। অথ কস্মাদনাদিঃ? উচ্যতে। নাস্ত্যাদিরন্তোমধ্যো বাঽস্যেত্যনাদিঃ। কস্মাৎ সূক্ষ্মঃ? নিরবয়বত্বাদতীন্দ্রিয়ত্বাচ্চ। কস্মাৎ সর্ব্বগতঃ? সর্ব্বং প্রাপ্তমনেন নাঽস্য গমনমস্তীতি বা। কস্মাচ্চেতনঃ? সুখদুঃখমোহোপলব্ধিরূপিতঃ। কস্মান্নির্গুণঃ? সত্ত্বরজস্তমাংসি ন সন্তি পুরুষেঽস্মিন্নিতি নির্গুণঃ। কস্মান্নিত্যঃ? অকৃতকত্বাৎ অনুৎপাদকত্বাচ্চেতি। কস্মাদকর্ত্তা? উদাসীনো দ্রষ্টা প্রকৃতিবিকারাণামুপলম্ভেনেতি। কস্মাৎ ভোক্তা? চেতন-

ভাবাৎ সুখদুঃখপরিজ্ঞানাচ্চেতি। কস্মাদকর্ত্তা? উদাসীনত্বাদ-গুণত্বাচ্চেতি। কস্মাৎ ক্ষেত্রবিৎ? ক্ষেত্রেষু ক্ষেত্রেভ্যো বা গুণ-গুণং বেত্তীতি। কস্মাদমলঃ? অস্য মলং শুভাশুভং নাস্তীতি। কস্মাদপ্রসবধর্ম্মঃ? নির্বীজত্বান্ন কিঞ্চিদুৎপাদয়তীতি। এবমেব সাংখ্যপুরুষোব্যাখ্যাতঃ। অথাস্য পর্য্যায়াঃ। পুরুষঃ আত্মা পুমান্ জন্তুঃ জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ নরঃ কবিঃ ব্রহ্ম অক্ষরং প্রাণী কুঃ অজ্ঞঃ যঃ কঃ সঃ এষঃ। এবমেতানি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি—অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ পুরুষশ্চেতি। অত্রোক্তং "পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বজ্ঞো যত্র কুত্রাশ্রমে বসেৎ। জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।" অথাহ—পুরুষঃ কিং কর্ত্তাঽকর্ত্তা বেতি। যদি কর্ত্তা স্যাৎ তদা শুভান্যেব কুর্য্যান্নাশুভানি। সদাতনবৃত্তিত্রয়ং লোকে দৃষ্ট্বা গুণানামেব কর্ত্তৃতা সিদ্ধা। ধর্ম্মার্থমেব নিত্যং যমনিয়মাদিসেবনং প্রসংখ্যানং জ্ঞানৈশ্বর্য্যবিরাগপ্রকাশনমিতি সাত্ত্বিকী বৃত্তিঃ। রাগঃ ক্রোধো লোভঃ পরপরিবাদোঽতিরৌদ্র-তাঽতুষ্টির্বিকৃতাকৃতিঃ পারুষ্যং প্রখ্যাতৈষা রজোবৃত্তিঃ। উন্মাদ-মদবিষাদা নাস্তিক্যং স্ত্রীপ্রসক্তিতা নিদ্রা আলস্যং কর্ম্মবৈগুণ্যং নৈর্ঘৃণ্যমশুচিত্বমিতি তামসী বৃত্তিঃ। বৃত্তিত্রয়মিদং দৃষ্ট্বা গুণানা-মেব কর্ত্তৃত্বং সিদ্ধম্। ইতশ্চাঽকর্ত্তা পুরুষঃ। প্রবর্ত্তমানপ্রকৃতেরি-মান্ গুণানাশ্রিতান্ করোতি রজস্তমোভ্যাং বিপরীতদর্শনাৎ অহং করোমীত্যবুধো মন্যতে। তৃণস্যাপি কুব্জীকরণার্থমসমর্থোঽহ-মুমর্থং স্বয়মেব করোমীতি সর্ব্বং ময়া কৃতং কর্ম্মেতি স্বাভিমানত এব উন্মত্তবন্মন্যতে। ভবতি চাত্রাগমঃ। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়-মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ। শরীরস্থোঽপি

কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে॥ "প্রকৃত্যৈব হি কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥" অথাহ কিময়মেকঃ প্রতিক্ষেত্রং পুরুষো বহবো বা পুরুষা ইতি। উচ্যতে। সুখদুঃখমোহসংস্কারজন্মমরণনানাত্বাৎ পুরুষবহুত্বম্। লোকাশ্রমবর্ণভেদাচ্চ। যদ্যেকঃ পুরুষঃ স্যাৎ তদৈকস্মিন্ বদ্ধে মুক্তে বা সর্ব্বএব বদ্ধা মুক্তা বা স্যুঃ। একস্মিন্ সুখিনি সর্ব্বে সুখিনঃ স্যুঃ। একস্মিন্ দুঃখিনি সর্ব্বে দুঃখিনঃ স্যুঃ। একস্মিন্ মৃতে সর্ব্বে ম্রিয়েরন্। ইতি পুরুষবহুত্বম্। ইতশ্চ বহবঃ পুরুষাঃ। আকৃতিগর্ব্ভাশয়শরীরভগলিঙ্গবহুত্বাৎ। এবং তাবৎ ঋষয়ঃ সাংখ্যাচার্য্যাঃ সংখ্যায়নকপিলাসুরিবোঢ়ুপঞ্চশিখপ্রভৃতয়ো বদন্তি। বেদবাদিনস্ত্বাচার্য্যা হরি-হর-হিরণ্যগর্ব্ভ-ব্যাসাদয় একমেবাত্মানং বদন্তি। "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" "তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদাপঃ সঃ প্রজাপতিঃ। তদেব সত্যমমৃতং স মোক্ষঃ স পরা গতিঃ।" "তদক্ষরং পরং সর্ব্বম্" "তস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ।" "তস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ" "বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।" "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্।" "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।" "সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্। সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং মহৎ।" "সর্ব্বতঃ সর্ব্বভূতানি সদা সর্ব্বস্য সম্ভবঃ। সর্ব্বঞ্চ লীয়তে তস্মিন্ তদ্‌ব্রহ্ম মুনয়ো বিদুঃ॥" "এষ এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।" "স হি সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ। শিব একো মহানাত্মা যেন সর্ব্বমিদং ততম্।" "একো যথাত্মা জগতি

প্রকৃত্যা বহুধা কৃতঃ। পৃথক্ বদন্তি চাত্মানং জ্ঞানাদেঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ব্রাহ্মণে কৃমিকীটেষু স্বপাকে শুনি হস্তিনি। পশুগোদংশমশকে রূপং পশ্যন্তি সূরয়ঃ ॥ একমেব যথা সূত্রং সুবর্ণে বর্ত্ততে পুনঃ। মুক্তামণিপ্রবালেষু মৃন্ময়ে রজতে তথা। তদ্বৎ পশুমনুষ্যেষু সিংহহস্তিমৃগাদিষু। একস্তথাত্মা বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বত্রৈব ব্যবস্থিতঃ ॥” ইতি ॥০॥ ত্রৈগুণ্যম্ ॥ ৫

কিং ত্রৈগুণ্যং নাম। সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিগুণমেব ত্রৈগুণ্যম্। তত্র সত্ত্বং নাম প্রকাশলাঘবপ্রসন্নতানভিষঙ্গতুষ্টিতিতিক্ষাসন্তোষাদিলক্ষণমনন্তভেদং সংক্ষেপতঃ সুখাত্মকম্। রজোনামোপষ্টম্ভকচলদ্বেষশোকদ্রোহমৎসরসন্তাপাদ্যনন্তভেদং সমাসতো দুঃখাত্মকম্। তমোনাম গুরুবরণকপ্রমাদালস্যনিদ্রাদ্যসংখ্যপ্রভেদং সমাসতোমোহাত্মকম্। ইতি ত্রৈগুণ্যং ব্যাখ্যাতম্। তথাচোক্তং “সত্ত্বং প্রকাশকং বিদ্যাদ্রজোবিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকম্। তমোবিমোহনং বিদ্যাৎ ত্রৈগুণ্যং নাম কীর্ত্তিতম্ ॥ ০ ॥ সঞ্চরঃ প্রতিসঞ্চরঃ ॥ ৬

কঃ সঞ্চরঃ কশ্চ প্রতিসঞ্চরঃ ? উৎপত্তিঃ সঞ্চরঃ প্রলয়ঃ প্রতিসঞ্চরঃ। তত্রোৎপত্তির্নাম—অব্যক্তাৎ সর্ব্বগতাৎ কারণাৎ প্রাগুদ্দিষ্টাৎ সর্ব্বজগতঃ পরেণ পুরুষেণাধিষ্ঠিতাৎ বুদ্ধিরুৎপদ্যতে। অষ্টগুণাচ্চ বুদ্ধিতত্ত্বাদহঙ্কার উৎপদ্যতে। স চাহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ—সাত্ত্বিকোবৈকারিকোরাজসস্তৈজসস্তামসোভূতাদিঃ। তত্র বৈকারিকাদহঙ্কারাদিন্দ্রিয়াণি। ভূতাদেস্তন্মাত্রাণি। তৈজসাদুভয়ং—ইন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রাণি চ ইতি। তন্মাত্রেভ্যোভূতানীতি সঞ্চরঃ। অথ প্রতিসঞ্চরঃ। তত্রায়ং ক্রমঃ—ভূতানি তন্মাত্রেষু লীয়ন্তে, তন্মাত্রাণীন্দ্রিয়াণি চাহঙ্কারে। অহঙ্কারোবুদ্ধৌ। বুদ্ধিরব্যক্ত।

ব্যক্তং ন কচিৎ। অনুৎপাদ্যত্বাৎ নিত্যত্বাচ্চেতি প্রতিসঞ্চরঃ। সঞ্চরপ্রতিসঞ্চরৌ ব্যখ্যাতৌ ॥ ০ ॥ অধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবঞ্চ ॥ ৬

অথাহ কিং তদধ্যাত্মং কিমধিভূতং কিমধিদৈবঞ্চেতি। অত্রোচ্যতে। বুদ্ধিরধ্যাত্মং বোদ্ধব্যমধিভূতম্। ব্রহ্মা তত্রাধিদৈবতম্। অহঙ্কারোঽধ্যাত্মং অহঙ্কর্ত্তব্যমধিভূতং রুদ্রস্তত্রাধিদৈবতম্। মনোঽধ্যাত্মং সংকল্পয়িতব্যমধিভূতং চন্দ্রস্তত্রাধিদৈবতম্। শ্রোত্রমধ্যাত্মং শ্রোতব্যমধিভূতং দিশস্তত্রাধিদৈবতম্। ত্বগধ্যাত্মং স্পর্শয়িতব্যমধিভূতং বায়ুস্তত্রাধিদৈবতম্। চক্ষুরধ্যাত্মং দ্রষ্টব্যমধিভূতং সূর্য্যস্তত্রাধিদৈবতম্। পাণিরধ্যাত্মং আদানমধিভূতং ইন্দ্রস্তত্রাধিদৈবতম্। পাদাবধ্যাত্মং গন্তব্যমধিভূতং বিষ্ণুস্তত্রাধিদৈবতম্। পায়ুরধ্যাত্মং উৎস্রষ্টব্যমধিভূতং মৃত্যুস্তত্রাধিদৈবতম্। উপস্থোঽধ্যাত্মং আনন্দয়িতব্যমধিভূতং প্রজাপতিস্তত্রাধিদৈবতম্। জিহ্বাঽধ্যাত্মং রসয়িতব্যমধিভূতং বরুণস্তত্রাধিদৈবতম্। নাসাঽধ্যাত্মং ঘ্রাতব্যমধিভূতং পৃথ্বী তত্রাধিদৈবতম্। বাগধ্যাত্মং বক্তব্যমধিভূতং অগ্নিস্তত্রাধিদৈবতম্। এতত্ত্রয়োদশবিধমধ্যাত্মাদিকং ব্যাখ্যাতম্। "তত্ত্বানি যো বেদয়তে যথাবৎ গুণস্বরূপাণ্যধিদৈবতঞ্চ। বিমুক্তপাপ্মা গতদোষসঙ্গো গুণাংস্তু ভূঙ্ক্তে ন গুণৈঃ স যুক্তঃ॥" ইতি তত্ত্বপাদঃ ॥ ০ ॥ পঞ্চাভিবুদ্ধয়ঃ ॥ ৭

কাস্তাঃ পঞ্চাভিবুদ্ধয়ঃ? উচ্যন্তে। অভিবুদ্ধিরভিমান ইচ্ছা কর্ত্তব্যতা ক্রিয়েতি। আভিমুখ্যা বুদ্ধিরভিবুদ্ধিঃ। ইদং করণীয়মিত্যধ্যবসায়ো বুদ্ধিক্রিয়া। আত্মপরমর্শপ্রত্যয়োঽভিমুখ্যোঽভিমানঃ। অহঙ্করোমীত্যহঙ্কারক্রিয়া। ইচ্ছা বাঞ্ছা সংকল্পো মনসঃ ক্রিয়া। শব্দাদিবিষয়ালোচনশ্রবণাদিলক্ষণা কর্ত্তব্যতা বুদ্ধী-

ন্দ্রিয়াণাং ক্রিয়া। বচনাদিলক্ষণক্রিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাম্। এতা পঞ্চাভিবুদ্ধায়ো ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ০ ॥ পঞ্চ কর্ম্মযোনয়ঃ ॥ ৯

কাস্তাঃ পঞ্চ কর্ম্মযোনয়ঃ? উচ্যন্তে। ধৃতিঃ শ্রদ্ধা সুখাদি বিবিদিষা অবিবিদিষা চেতি পঞ্চ কর্ম্মযোনয়ঃ। "বাচি কর্ম্মাণি সংকল্পে প্রতিষ্ঠাং যোঽভিরক্ষতি। তন্নিষ্ঠস্তৎপ্রতিষ্ঠশ্চ ধৃতেরেতত্তু লক্ষণম্॥ অনসূয়া ব্রহ্মচর্য্যং যজনং যাজনং তপঃ। দানং প্রতিগ্রহোহোমঃ শ্রদ্ধায়া লক্ষণং মতম্॥ সুখার্থো যস্তু সেবেত বিদ্যাং কর্ম্ম তপাংসি চ। প্রায়শ্চিত্তপরোনিত্যং সুখোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ॥" একত্বং পৃথক্ত্বং চেতনং অচেতনং সূক্ষ্মং সৎকার্য্যমিত্যেতদ্বিবিদিষিতম্। অবিবিদিষা বিষয়ভূতং সুপ্তপ্রবুদ্ধবদিতি বিবিদিষাঽবিবিদিষেত্যাখ্যায়েতে। ব্যাপিনাং পরাপরা যোনিঃ কার্য্যকারণক্ষয়করী প্রাকৃতিকী গতিঃ সা সমাখ্যাতা বৃত্তিঃ। প্রসিদ্ধা তথা বিবিদষা চক্ষুঃশ্রোত্রত্বক্‌রসনগন্ধত্বাঽবিবিদিষৈব মোক্ষায়॥ ইতি পঞ্চ কর্ম্মযোনয়ঃ ॥ ০ ॥ পঞ্চ বায়বঃ ॥ ১০ ॥

অথাহ কে তে পঞ্চ বায়ব? উচ্যন্তে। "প্রাণোঽপানঃ সমান-শ্চোদানশ্চ ব্যান এব চ। ইত্যেতে বায়বঃ পঞ্চ শরীরেষু শরীরিনাম্॥" প্রাণোনাম বায়ুঃ মুখনাসাধিষ্ঠানাৎ প্রাণনাৎ প্রক্রমাচ্চ প্রাণ ইত্যভিধীয়তে। অপানো নাম বায়ুঃ পায়্বধিষ্ঠাতা অপনয়নাৎ অধোগমনাচ্চাঽপানঃ। সমানো নাম নাভ্যধিষ্ঠাতা শরীরে সমং রসনয়নাৎ সমানঃ। উদানো নাম কণ্ঠাধিষ্ঠাতা উৎক্রমণবমনাদি ক্রিয়াং করোতীত্যুদানঃ। ব্যানো নাম বায়ুঃ সর্ব্বনাড্যধিষ্ঠাতা বিদ্বেষণাদিভজনো ব্যান ইত্যভিধীয়তে। ইত্যেতে পঞ্চ বায়বো ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ০ ॥ পঞ্চ কর্ম্মাত্মানঃ ॥ ১১

কে তে পঞ্চ কর্ম্মাত্মানঃ? উচ্যন্তে। বৈকারিকস্তৈজসো

ভূতাদিঃ সানুমানোনিরনুমানশ্চেতি। তত্র বৈকারিকঃ শুভকর্ম্ম কর্ত্তা। তৈজসোঽশুভকর্ম্মকর্ত্তা। ভূতাদির্মূঢ়কর্ম্মকর্ত্তা। সানুমানঃ শুভমূঢ়কর্ম্মকর্ত্তা। নিরনুমানশ্চ শুভামূঢ়কর্ম্মকর্ত্তা। ইত্যেতে পঞ্চ কর্ম্মকর্ত্তারো ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ০ ॥ পঞ্চ পর্ব্বাবিদ্যা ॥ ১২

কাঃ পঞ্চপর্ব্বাঽবিদ্যা? উচ্যন্তে। তমোমোহোমহামোহস্তামিশ্রোপ্যন্ধতামিশ্রমিতি। তমোমোহাবুভাবষ্টাত্মকৌ। মহামোহোদশাত্মকঃ। তামিশ্রোঽন্ধতামিশ্রশ্চাষ্টাদশাত্মকঃ। তত্র বিতথাজ্ঞানমাত্রং তমঃ। অষ্টাসু প্রকৃতিষু অব্যক্তবুদ্ধ্যাঽহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রাসংজ্ঞিতাসু অনাত্মসু আত্মজ্ঞানাভিমানঃ স মোহ ইতি নিগদ্যতে। তথা দৃষ্টানুশ্রবিকেষু জ্ঞানেষু নির্বৃত্তেষু নির্বৃত্তোঽহমিতি মন্যতে সঃ মহামোহ ইত্যভিধীয়তে। অষ্টবিধেষণিমাদৈশ্বর্য্যেষু দশবিধে চ বিষয়ে শব্দাদ্যর্থে ভ্রংশিতস্য যদ্দুঃখমুৎপদ্যতে অসৌ তামিশ্রঃ। মিথ্যাজ্ঞানে যোঽভিনিবেশঃ সোঽন্ধতামিশ্রঃ। দেবাঃ খলু অণিমাদিকাষ্টবিধৈশ্বর্য্যমাসাদ্য দশ শব্দাদীংশ্চ বিষয়ান্ ভুঞ্জানা ন দ্বিষন্তি। শব্দাদয়শ্চ ভোগ্যাস্তদুপায়াশ্চাণিমাদয়ঃ। এবমেষা পঞ্চপর্ব্বাঽবিদ্যা তস্যা ভেদাশ্চ ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ০ ॥ অষ্টাবিংশতিধাঽশক্তিঃ ॥১৩

অথ কাষ্টাবিংশতিধাঽশক্তিঃ ? উচ্যতে। একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ সপ্তদশ বুদ্ধিবধাঃ। ইত্যেষাঽষ্টাবিংশতিধাঽশক্তিঃ। তত্রেন্দ্রিয়বধাস্তাবদুচ্যন্তে। শ্রোত্রে বাধির্য্যম্। জিহ্বয়াং জড়ত্বম্। ত্বচি কুষ্ঠত্বম্। চক্ষুষি অন্ধত্বম্। নাসিকায়ামঘ্রাণত্বম্। বাচিমূকত্বম্। হস্তয়োঃ কুণিত্বম্। পাদয়োঃ পঙ্গুত্বম্। পায়াবুদাবর্ত্তঃ। উপস্থে ক্লৈব্যম্। মনসি উন্মত্ততা। ইত্যেকাদশেন্দ্রিয়বধা ব্যাখ্যাতাঃ। সপ্তদশ বুদ্ধিবধা নাম বিপর্য্যয়াস্তুষ্টিসিদ্ধীনাম্।

তত্র তুষ্টিবিপর্য্যয়াস্তাবৎ ব্যাখ্যায়ন্তে। তদ্‌যথা নাস্তি প্রধানমিতি বিপ্রতিপত্তিমত্তা এবাত্যন্তাজ্ঞানশালিতা। তথাঽহঙ্কারস্য দর্শনমমোঘা। তন্মাত্রলক্ষণাপ্রতিপত্তিরসুপারা। (অর্থোপার্জ্জনং পরমপুরুষার্থ ইতি তত্র প্রবৃত্তিরপরা। ধনমতিশয়মিষ্টসাধনমিতি তদ্রক্ষণাদৌ প্রবৃত্তিরসুপরা।) ক্ষয়দোষমপশ্যতঃ প্রবৃত্তিরসুনেত্রা। ভোগশক্তিরসুমরীচিকা। হিংসাদোষমপশ্যতো ভোগারম্ভঃ অনুত্তমাম্ভঃ ইতি তুষ্টিবিপর্য্যয়া নব। তুষ্টয়োঽগ্রে ব্যাখ্যাস্যামঃ। সিদ্ধিবিপর্যমাহ। নানাত্বমূহ্যমানস্যৈকত্বমভিভূতং সুভাব্যমুচ্যতে। শ্রবনমাত্র এব শ্রবণাবিপরীতগ্রহমশ্রুতভাব্যম্। যথা-ঽজ্ঞোঽহং নাঽনাত্মজ্ঞোঽমুক্ত ইতি শ্রুত্বা বিপরীতং প্রতিপন্নো-নানাত্মজ্ঞোঽমুক্ত ইতি। অধ্যয়নশ্রবণাদিনিবিষ্টস্য জড়ত্বাদসৎ-শাস্ত্রোপগতবুদ্ধিত্বাদ্বা পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞানসিদ্ধি র্ন ভবতীতি তদজ্ঞানং তদ্‌ভাব্যং। কস্যচিদাধ্যাত্মিকতত্তাবমদজ্ঞানম্। কেন চিৎ দুঃখেনাভিভূতস্য সংসারেঽনুদ্বেগাদিজিজ্ঞাসত্বসিদ্ধিস্তদজ্ঞানং প্রমোদম্। এবং প্রমোদমামপ্রমুদিতয়োর্দ্বয়োর্দ্রষ্টব্যম্। সুহৃদুপদিষ্টে আত্মনিশ্চয়বুদ্ধিরনর্থিকেতি জ্ঞানাদাবপি পরাহুদ্দিষ্টে গুরৌ সদা প্রমুদিত ইতি। এবমেতাঃ সিদ্ধিবিপর্য্যয়া অসিদ্ধয়োঽষ্টৌ ব্যাখ্যাতাঃ॥ ॥ ০॥ নবধা তুষ্টিঃ॥ ১৪

অথ কা সা নবধা তুষ্টিঃ? উচ্যতে। যঃ প্রকৃতিং পরমাত্মত্বেন পরিকল্প্য পরিতুষ্টোমাধ্যস্থং লভতে তস্যাস্তুষ্টেরতীন্দ্রিয়সংজ্ঞেতি। অপরো বুদ্ধিং পরমাত্মত্বেন প্রতিপদ্য পরিতুষ্টঃ। তস্যাস্তু তুষ্টেঃ সলিলেতি সংজ্ঞা। অন্যোঽহঙ্কারং পরমত্বেন প্রতিপদ্য পরিতুষ্টঃ। তস্যাস্তুষ্টেরমোঘেতি সংজ্ঞা। অপরস্তন্মাত্রাণি ভোগ্যানি পরাত্মত্বেন প্রতিপদ্য পরিতুষ্টঃ। তস্যাস্তুষ্টেস্তৃপ্তিবিতি সংজ্ঞা।